তিরমিযী শরীফ
পঞ্চম খণ্ড
ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী র

তিরমিযী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

সংকলক
ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী (র)

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তিরমিযী শরীফ (পঞ্চম খণ্ড)
সংকলক ঃ ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী (র)
অনুবাদ ঃ মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৬২
ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৬৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯০.১২৪৪
ISBN : 984—06—0531-3

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৩
দ্বিতীয় সংস্করণ
মার্চ ২০০৭
ফাল্গুন ১৪১৩
সফর ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
কাজী শামসুল আহ্‌সান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৪০.০০ (দুই শত চল্লিশ) টাকা মাত্র

TIRMIDHI SHARIF (5th Volume) : Arabic Compilation by Imam Abu Esha Muhammad Ibn Esha Al-Tirmidhi (Rh), translated by Moulana Farid Uddin Masuod, edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8128068 March 2007

Website : www.islamicfoundation-bd.org
E-Mail : Info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 240. 00 ; US Dollar : 14.00

সূচীপত্র

শিরোনাম

অধ্যায় : জান্নাতের বিবরণ — ২১

জান্নাতের গাছের বিবরণ — ২৩
জান্নাতের বিবরণ ও এর নিয়ামতসমূহ — ২৪
জান্নাতের বালাখানার বিবরণ — ২৫
জান্নাতের স্তরের বিবরণ — ২৭
জান্নাতবাসীদের স্ত্রীগণের বিবরণ — ২৮
জান্নাতবাসীগণের সঙ্গমের বিবরণ — ৩০
জান্নাতবাসীদের গুণাবলী — ৩০
জান্নাতীদের পোষাক-পরিচ্ছদ — ৩২
জান্নাতের ফল — ৩৩
জান্নাতের পাখি — ৩৩
জান্নাতের ঘোড়ার বর্ণনা — ৩৪
জান্নাতীদের বয়স — ৩৫
জান্নাতীদের কাতার — ৩৬
জান্নাতের দরজাসমূহের বিবরণ — ৩৭
জান্নাতের বাজার — ৩৭
আল্লাহ্‌পাকের দীদার — ৪০
এই বিষয়ে আর একটি অনুচ্ছেদ — ৪১
অনুচ্ছেদ — ৪৩
বালাখানাসমূহে জান্নাতীদের পরস্পর অবলোকন — ৪৪
জান্নাতী ও জাহান্নামীদের (স্ব স্ব স্থানে) চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান — ৪৪
জান্নাতকে কষ্টকর বিষয় দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে আর জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে প্রবৃত্তি দ্বারা — ৪৭
জান্নাত ও জাহান্নামের বিতর্ক — ৪৯
সর্বনিম্ন জান্নাতীর মর্যাদা — ৪৯
আয়তলোচনা হূরদের আলাপ-আলোচনা — ৫১

অনুচ্ছেদ — ৫১
অনুচ্ছেদ — ৫৩
জান্নাতের নহরসমূহ — ৫৪

অধ্যায় : জাহান্নামের বিবরণ — ৫৭

জাহান্নামের বিবরণ — ৫৯
জাহান্নাম-গহ্বর — ৬০
জাহান্নামীদের শরীরের বিরাটত্ব — ৬১
জাহান্নামীদের পানীয় — ৬২
জাহান্নামীদের খাদ্য — ৬৫
তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন হল জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ — ৬৮
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ — ৬৯
জাহান্নামাগ্নির দু'টো শ্বাস ও তাওহীদ বিশ্বাসীদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা প্রসঙ্গে — ৬৯
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ — ৭১
অধিকাংশ জাহান্নামবাসী হল মহিলা — ৭৫
অনুচ্ছেদ — ৭৬
অনুচ্ছেদ — ৭৬

অধ্যায় : ঈমান — ৭৭

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আমি লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি — ৭৯
আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' — এ কথা স্বীকার করে এবং সালাত কায়েম করে — ৮১
ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত — ৮১
জিব্‌রীল (আ.) কর্তৃক নবী ﷺ-কে ঈমান ও ইসলামের পরিচয় প্রদান — ৮২
ঈমানের সঙ্গে ফরয কাজসমূহকে সম্পর্কিত করা — ৮৫
ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং এর হ্রাস-বৃদ্ধি — ৮৬
লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ — ৮৮
সালাতের মর্যাদা — ৮৯
সালাত পরিত্যাগ করা — ৯১
অনুচ্ছেদ — ৯৩
ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না — ৯৩

প্রকৃত মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ — ৯৫
শুরুতে ইসলাম ছিল অপরিচিত, অচিরেই তা পুনরায় অপরিচিতের মত হয়ে যাবে — ৯৬
মুনাফিকের আলামত — ৯৭
মুসলমানকে গালিগালাজ করা গুনাহ্ — ৯৯
কেউ যদি তার মুসলিম ভাইকে কুফরের অপবাদ দেয় — ১০০
আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই — এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে যে ব্যক্তি মারা যায় — ১০১
এই উম্মতের অনৈক্য — ১০৪

অধ্যায় : ইল্ম — ১০৭

আল্লাহ্ যখন কোন বান্দার কল্যাণ ইচ্ছা করেন তখন তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করেন — ১০৯
ইল্ম অন্বেষার ফযীলত — ১০৯
ইল্ম গোপন করা — ১১০
ইল্ম অন্বেষণকারী সম্পর্কে বিশেষ ওসিয়াত চাওয়া — ১১১
ইলমের প্রস্থান — ১১২
যে ব্যক্তি ইলমের বিনিময়ে দুনিয়া তালাশ করে — ১১৩
শ্রুত ইল্ম প্রচারে উৎসাহ দান — ১১৪
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার ভয়াবহতা — ১১৬
মিথ্যা মনে করার পরও যদি কেউ হাদীছ রিওয়ায়ত করে — ১১৭
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীছ সম্পর্কে যা বলা নিষেধ — ১১৮
ইল্ম লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে — ১১৯
ইল্ম লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রসঙ্গে — ১২০
বানূ ইসরাঈলদের থেকে কোন কিছু বর্ণনা করা — ১২১
ভার কাজের পথ প্রদর্শনকারী তা সম্পাদনকারীর মত — ১২২
হিদায়াত বা গুমরাহীর দিকে আহ্বানকারীর আহবান অনুসৃত হলে — ১২৪
সুন্নাত দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা এবং বিদআত থেকে দূরে থাকা — ১২৫
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিষয়সমূহ নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা — ১২৮
মদীনার আলিম সম্পর্কে — ১২৮
ইবাদতের উপর ফিক্হের (দীনী ইলমের) ফযীলত — ১২৯

অধ্যায় : অনুমতি প্রার্থনা — ১৩৫

সালামের প্রসার প্রসঙ্গে — ১৩৭
সালামের ফযীলত — ১৩৮
অনুমতির প্রার্থনা তিনবার — ১৩৮
সালামের জবাব — ১৪০
সালাম পৌঁছানো প্রসঙ্গে — ১৪১
প্রথম যে সালাম করে তার ফযীলত — ১৪১
সালামের ব্যাপারে হাত দিয়ে ইশারা করা পছন্দনীয় নয় — ১৪২
শিশুদেরকে সালাম করা — ১৪২
মেয়েদের সালাম দেওয়া — ১৪৩
নিজ গৃহে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া — ১৪৪
কথাবার্তার আগে সালাম — ১৪৪
অমুসলীমদের সালাম দেওয়া নিষিদ্ধ — ১৪৫
যে মজলিসে মুসলিম ও অমুসলিম আছে, সেখানে সালাম দেওয়া — ১৪৬
আরোহী ব্যক্তি পথচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে — ১৪৬
উঠা-বসার সময় সালাম করা — ১৪৭
ঘরের সম্মুখ থেকে অনুমতি চাওয়া — ১৪৮
বিনানুমতিতে কারো ঘরে উঁকি দেওয়া — ১৪৯
অনুমতি প্রার্থনার পূর্বেই সালাম করা — ১৪৯
সফর থেকে ফিরে রাতে পরিবারের কাছে অকস্মাৎ প্রবেশ করা নিষিদ্ধ — ১৫০
(কালী চোষার উদ্দেশ্যে) লেখার উপর মাটি ছিটানো — ১৫১
অনুচ্ছেদ — ১৫১
সুরইয়ানী ভাষা শিক্ষা — ১৫২
মুশরিকদের সাথে চিঠিপত্রের আদান প্রদান — ১৫৩
মুশরিকদের কাছে পত্র লেখার পদ্ধতি — ১৫৩
চিঠির উপর মোহর লাগান — ১৫৪
সালাম পদ্ধতি — ১৫৪
প্রস্রাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরূহ — ১৫৫
প্রথমেই 'আলায়কাস সালাম' বলা মাকরূহ — ১৫৫
অনুচ্ছেদ — ১৫৭
পথ-পার্শ্বে উপবেশনকারীর দায়িত্ব — ১৫৮

মুসাফাহা — ১৫৮
মুআনাকা ও চুম্বন — ১৬১
হাতে ও পায়ে চুমু দেওয়া প্রসঙ্গে — ১৬১
মারহাবা প্রসঙ্গে — ১৬৩

অধ্যায় : কিতাবুল আদব — ১৬৫
হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া — ১৬৭
হাঁচি দিলে হাঁচিদাতা কী বলবে? — ১৬৮
কিভাবে হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া উচিত? — ১৬৯
হাঁচিদাতা কর্তৃক আলহামদু বলার পর এর উত্তর দেওয়া ওয়াজিব — ১৭১
কতবার হাঁচিদাতার জওয়াব দেওয়া হবে? — ১৭১
হাঁচি আসার সময় আওয়াজ নিম্ন করা এবং মুখ ঢাকা — ১৭২
আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন আর হাফিকা (হাই তোলা) না পছন্দ করেন — ১৭২
সালাতে হাই আসে শয়তানের পক্ষে থেকে — ১৭৪
কাউকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসা — ১৭৪
কেউ (কোন প্রয়োজনে) তার আসন থেকে উঠে গিয়ে পরে ফিরে এলে সে-ই হবে সে আসনের অধিক হকদার — ১৭৫
বিনানুমতিতে দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসা মাকরূহ — ১৭৬
গোলবৈঠকের মাঝখানে বসা নিষিদ্ধ — ১৭৬
একজনের জন্য আরেকজনের দাঁড়ানো নিষেধ — ১৭৭
নখ কাটা সম্পর্কে — ১৭৮
নখ কাটা ও মোচ কাটার জন্য মেয়াদ নির্ধারণ প্রসঙ্গে — ১৭৯
মোচ ছাটা — ১৭৯
দাঁড়ির (অসমান) অংশ ছাটা — ১৮০
দাঁড়ি লম্বা করা — ১৮১
চিত হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রাখা — ১৮২
ঐ অবস্থায় শোয়া মাকরূহ হওয়া — ১৮২
উপুড় হয়ে শয়ন করা মাকরূহ — ১৮৩
সতর-এর হিফাজত করা — ১৮৩
টেক লাগিয়ে বসা — ১৮৪
অনুচ্ছেদ — ১৮৫

নরম পশমী চাদর ব্যবহারের অনুমতি — ১৮৬
একই পশুর উপর তিনজন আরোহণ করা — ১৮৬
হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়া — ১৮৭
পুরুষদের থেকে মেয়েদের পর্দা করা — ১৮৮
স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার মহিলার কাছে যাওয়া নিষেধ — ১৮৮
মহিলাদের ফিতনা সম্পর্কে সতর্কীকরণ — ১৮৯
কৃত্রিম কেশ গুচ্ছ ব্যবহার নিষেধ — ১৯০
কৃত্রিম কেশ তৈয়ারকারিণী, কৃত্রিম কেশ ব্যবহারকারিণী, উল্‌কি অংকনকারিণী এবং যে মহিলা উল্‌কি অংকন করায় — ১৯০
পুরুষের অনুকরণকারিণী মহিলা — ১৯১
আতর লাগিয়ে মেয়েদের বাইরে যাওয়া নিষেধ — ১৯২
পুরুষ ও মহিলাদের প্রসাধনী — ১৯২
সুগন্ধ দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করা অপছন্দনীয় — ১৯৩
কোন পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বা মহিলার সঙ্গে মহিলার বস্ত্রহীন অবস্থায় মিলিত হওয়া নিষেধ — ১৯৪
সতর রক্ষা করা — ১৯৫
উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত — ১৯৬
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা — ১৯৭
যৌন-মিলন কালে শরীর আচ্ছাদিত রাখা — ১৯৮
হাম্মামখানায় প্রবেশ করা — ১৯৮
যে ঘরে ছবি বা কুকুর আছে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না — ২০০
পুরুষদের কুসুম রঙের কাপড় পরিধান করা নিষেধ — ২০১
সাদা কাপড় পরিধান করা — ২০৩
পুরুষদের জন্য লাল কাপড় পরিধানের অনুমতি — ২০৩
সবুজ বস্ত্র পরিধান করা — ২০৪
কাল কাপড় পরিধান — ২০৫
হলদে রঙের পোষাক পরিধান করা — ২০৫
যাফরান রঙে রঞ্জন এবং যাফরান ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত প্রসাধনীর ব্যবহার পুরুষদের জন্য নিষেধ — ২০৬
রেশম ও দীবাজ-এর কাপড় ব্যবহার নিষেধ — ২০৭
অনুচ্ছেদ — ২০৮
আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর নিয়ামতের আলামত দেখতে ভালবাসেন — ২০৮
কাল বর্ণের চামড়ার মোজা — ২০৯

পাকা চুল উপড়ানো নিষেধ — ২০৯
পরামর্শদাতা হল আমানতদার — ২০৯
অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গ — ২১০
(তিনজনের) তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে গোপন আলাপ করবে না — ২১২
ওয়াদা — ২১২
আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান বলা — ২১৪
'হে বৎস'! বলে সম্বোধন করা — ২১৫
সন্তানের নাম রাখতে বিলম্ব না করা — ২১৫
পছন্দনীয় নাম — ২১৬
অপছন্দনীয় নাম — ২১৬
নাম পরিবর্তন করা — ২১৮
নবী ﷺ-এর নাম — ২১৯
নবী ﷺ -এর নাম ও উপনাম একসঙ্গে রাখা মাকরূহ — ২১৯
কিছু কবিতায় হিকমত রয়েছে — ২২১
কবিতা আবৃত্তি — ২২১
"তোমাদের কারো পেট কবিতা দিয়ে ভরা অপেক্ষা বমি দ্বাড়া পরিপূর্ণ থাকা অনেক ভাল" — ২২৪
ভাষার অলংকরণ ও বিবৃতি — ২২৫
অনুচ্ছেদ — ২২৭
অনুচ্ছেদ — ২২৭

অধ্যায় : উপমা — ২২৯

বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত উদাহরণ — ২৩১
নবী ﷺ এবং অপরাপর আম্বিয়া-ই-কিরামের উদাহরণ — ২৩৫
সালাত, সিয়াম ও যাকাতের উদাহরণ — ২৩৫
কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন এবং যে কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত — ২৩৮
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত — ২৩৯
অনুচ্ছেদ — ২৪০
আদম-সন্তান এবং তাদের আশা ও আয়ুর দৃষ্টান্ত — ২৪০

অধ্যায় : কুরআনের ফযীলত — ২৪৩

সূরা ফাতিহার ফযীলত — ২৪৬
সূরা বাকারা এবং আয়াতুল কুরসীর ফযীলত — ২৪৬
সূরা বাকারার শেষাংশের ফযীলত — ২৫০
সূরা আল ইমরান-এর ফযীলত — ২৫১
সূরা আল-কাহফ-এর ফযীলত — ২৫২
সূরা ইয়াসীন-এর ফযীলত — ২৫৩
হা-মীম আদ্ দুখান-এর ফযীলত — ২৫৪
সূরা আল-মুলক-এর ফযীলত — ২৫৫
ইযা যুলযিলাত — ২৫৬
সূরা ইখলাস — ২৫৮
মু'আয়াওওয়াযাতায়ন (সূরা ফালাক ও নাস) — ২৬২
কুরআন তিলাওয়াতকারীর ফযীলত — ২৬২
কুরআনের ফযীলত — ২৬৩
কুরআন শিক্ষা দান প্রসঙ্গে — ২৬৫
যে কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার সওয়াব কি হবে? — ২৬৭
নবী ﷺ -এর কিরা'আত কেমন ছিল? — ২৭৪

অধ্যায় : কিরাআত — ২৭৭

সূরা ফাতিহা — ২৭৯
সূরা হূদ — ২৮১
সূরা কাহফ — ২৮২
সূরা রূম — ২৮৩
সূরা কামার — ২৮৪
সূরা ওয়াকি'আ — ২৮৪
সূরা লায়ল — ২৮৪
সূরা যারিয়াত — ২৮৫
সূরা হাজ্জ — ২৮৬
কুরআন নাযিল হয়েছে সাত হরফে — ২৮৭

অধ্যায় : কুরআন তাফসীর — ২৯৩

নিজের মত অনুসারে কুরআন তাফসীর করা — ২৯৫
সূরা ফাতিহা — ২৯৭
সূরা আল-বাকারা — ৩০১
সূরা আল-ই-ইমরান — ৩২৬
সূরা আন্-নিসা — ৩৪০
সূরা আল-মাইদা — ৩৬১
সূরা আল আন' আম — ৩৭৬
সূরা আল-আ'রাফ — ৩৮১
সূরা আল-আনফাল — ৩৮৪
সূরা তাওবা — ৩৮৯
সূরা ইউনুস — ৪০৬
সূরা হূদ — ৪০৯
সূরা ইউসুফ — ৪১৫
সূরা রা'দ — ৪১৬
সূরা ইবরাহীম — ৪১৭
সূরা আল-হিজর — ৪১৯
সূরা নাহল — ৪২২
সূরা বনী ইসরাঈল — ৪২৩
সূরা কাহ্ফ — ৪৩৫
সূরা মারয়াম — ৪৪২
সূরা তাহা — ৪৪৭
সূরা আল-আম্বিয়া — ৪৪৯
সূরা হাজ্জ — ৪৫১
সূরা মু'মিনূন — ৪৫৫
সূরা নূর — ৪৫৮
সূরা ফুরকান — ৪৬৮
সূরা শুআরা — ৪৬৯
সূরা নামল — ৪৭২
সূরা কাসাস — ৪৭২
সূরা আনকাবূত — ৪৭৩

সূরা রূম — ৪৭৪
সূরা লুকমান — ৪৭৭
সূরা সাজদা — ৪৭৮
সূরা আহযাব — ৪৮০
সূরা সাবা — ৪৯৬
সূরা আল-মালাইকা — ৪৯৯
সূরা ইয়াসীন — ৪৯৯
সূরা সাফ্‌ফাত — ৫০০
সূরা সা'দ — ৫০২
সূরা যুমার — ৫০৮
সূরা আল-মু'মিন — ৫১৩
সূরা হামীম আস-সাজদা — ৫১৩
সূরা আশ্‌-শূরা — ৫১৬
সূরা যুখরুফ — ৫১৭
সূরা আদ্‌-দুখান — ৫১৮
সূরা আহকাফ — ৫২০
সূরা মুহাম্মদ — ৫২৩
সূরা ফাতহ্‌ — ৫২৫
সূরা আল-হুজুরাত — ৫২৭
সূরা কাফ — ৫৩১
সূরা আয্‌-যারিয়াত — ৫৩১
সূরা আত্‌-তূর — ৫৩৩
সূরা আন্‌-নাজ্‌ম — ৫৩৪
সূরা আল-কামার — ৫৩৯
সূরা আর-রাহমান — ৫৪২

মহাপরিচালকের কথা

'হাদীস' মানব জাতির বিশেষত মুসলিম উম্মাহ্‌র এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামী শরীয়তের মৌলিক উৎস হিসেবে কুরআন মজীদের পরই মহানবী (সা)-এর হাদীসের স্থান। হাদীস যেমন কুরআন মজীদের নির্ভুল ব্যাখ্যা, অনুরূপভাবে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনচরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হিদায়াত ও উপদেশাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। এক কথায় মানব জীবনে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থার বিশ্লেষিত রূপই হচ্ছে মহানবী (সা)-এর পবিত্র হাদীস বা সুন্নাহ্।

সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত ছয়টি হাদীসগ্রন্থের মধ্যে তিরমিযী শরীফ অন্যতম। তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন সাওরা ইব্‌ন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র) কঠোর পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জামি'আত্-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফে অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলো সংকলন করেন। এতে মোট ৩৮১২ খানা হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (র) তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে বলেন, "এই হাদীস গ্রন্থ সুসজ্জিত এবং এতে হাদীসগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে এবং পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা এতে খুবই কম।" তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ফকীহ্-গণের মতামত তুলে ধরা ছাড়াও বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে।

তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ 'সহীহ্', 'হাসান', 'যঈফ', 'গরীব', 'মু'আল্লাল' প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের (বর্ণনাকারী) নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীস জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শরীয়তের অন্যতম উৎস মহানবী (সা)-এর হাদীসগ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে সিহাহ্-সিত্তাহ্‌র সবগুলো হাদীসগ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই সুবিখ্যাত হাদীসগ্রন্থটি অনুবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ অনুবাদকর্মটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মূলের সাথে যথাযথ সংগতিপূর্ণ করা হয়েছে।

আমরা আশা করি হাদীসের জ্ঞান-পিপাসু পাঠকবৃন্দ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। আল্লাহ্ আমাদের এ নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলাম এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা। এটি বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান ও ব্যাপকভাবে অনুসৃত ধর্মসমূহের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল একটি ধর্ম। একবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় এসে চৌদ্দশ' বছরের ব্যবধানে এর অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি একশ মানব সন্তানের মধ্যে ঊনত্রিশ জন। পৃথিবীর এমন কোনো মানব অঞ্চল নেই যেখানে এই ধর্মের কোনো অনুসারী নেই।

ইসলামী শরী'আত তথা জীবনবিধানের মূল উৎস আল্লাহ্ তা'আলার কালাম কুরআন মজীদের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। এইজন্য হাদীস হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস।

মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্তর্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থ জামি'আত্-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সাওরা ইব্ন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র) অন্যতম। এই গ্রন্থে মোট ৩৮১২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এই গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে হাদীস সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বুখারী অথবা মুসলিম শরীফ অপেক্ষা তিরমিযী শরীফ আকারে ছোট এবং এতে সংকলিত হাদীস সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। এতে পুনরুক্ত হাদীস নেই বললেই চলে। মাত্র ৮৩টি পুনরুক্ত হাদীস রয়েছে। তিরমিযী শরীফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে এবং প্রতিটি হাদীস বর্ণনার শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ইমামের মতামত এবং তাঁদের যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ সহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু'আল্লাল প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

মাতৃভাষার দিক থেকে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে বাংলাভাষী মুসলিমের সংখ্যা শীর্ষস্থানে। এই বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলায় মহানবী (সা)-এর বাণী পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুবাদ বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ সব হাদীসগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের এক বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ উল্লেখযোগ্য সব হাদীসগ্রন্থের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিরমিযী শরীফের অনুবাদের কাজও বহু পূর্বেই শেষ হয় এবং পাঠক মহলে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এই ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার ছয় খণ্ডে সমাপ্য তিরমিযী শরীফের পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা যতদূর সম্ভব নিখুঁত তরজমার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তারপরও কারো কাছে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করুন এবং সুন্নাতের পাবন্দ হবার তাওফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

তিরমিযী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

كِتَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ

অধ্যায় : জান্নাতের বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ

অধ্যায় : জান্নাতের বিবরণ

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِفَةِ شَجَرِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের গাছের বিবরণ

٢٥٢٥-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ .حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

২৫২৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ জান্নাতে এমন গাছ আছে যে, এর ছায়ায় একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্তও চলতে পারবে।

এ বিষয়ে আনাস ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি সাহীহ।

٢٥٢٦-حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدَّوْرِىُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا وَقَالَ : ذٰلِكَ الظِّلُّ الْمَمْدُوْدُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ سَعِيْدٍ.

২৫২৬ ঃ আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ আদদূরী (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন গাছ আছে যে, কোন আরোহী এর ছায়ায় যদি একশ' বছরও চলে তবুও তা শেষ করতে পারবে না।

তিনি আরো বলেন ঃ এ-ই হল (কুরআনে উল্লেখিত) اَلظِّلُّ الْمَمْدُوْدُ দীর্ঘ ছায়া।

٢٥٢٧-حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ الْقَزَّازُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَافِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى :هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِيْ سَعِيْدٍ .

২৫২৭. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে যে সব গাছ আছে সেগুলোর কাণ্ড হল স্বর্ণের।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَ نَعِيْمِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের বিবরণ ও এর নিয়ামতসমূহ

٢٥٢٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ زِيَادٍ الطَّائِيْ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوْبُنَا وَزَهِدْنَا فِي الدُّنْيَا وَ كُنَّا مِنْ اَهْلِ الْاٰخِرَةِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَانَسْنَا أَهَالِيْنَا وَ شَمَمْنَا أَوْلاَدَنَا أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِيْ كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذٰلِكَ لَزَارَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَجَاءَ اللّٰهُ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ كَيْ يُذْنِبُوْا فَيَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ ؟ قَالَ مِنَ الْمَاءِ قُلْنَا اَلْجَنَّةُ مَابِنَاؤُهَا؟ قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلاَطُهَا الْمِسْكُ الْاَذْفَرُ وَ حَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ وَ لاَ يَبْأَسُ وَ يُخَلَّدُ وَ لاَ يَمُوْتُ لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ ثُمَّ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَ تُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ يَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَ عِزَّتِيْ لاَ نْصُرَنَّكَ وَ لَوْ بَعْدَ حِيْنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيِّ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدِيْ بِمُتَّصِلٍ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ بِإِسْنَادٍ اٰخَرَ عَنْ أَبِيْ مُدِلَّةٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৫২৮. আবূ কুরায়ব (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের একি অবস্থা যে, যখন আপনার কাছে থাকি তখন আমাদের হৃদয় কোমল হয় এবং আমরা দুনিয়া বিমুখ হয়ে পড়ি। আর আমরা হয়ে যাই আখিরাতের লোকের ন্যায়। কিন্তু যখন আপনার এখান

থেকে বের হয়ে গিয়ে পরিবার-পরিজনদের সাথে মেলামেশা করি এবং সন্তান-সন্ততিদের সোহাগ করি তখন আমাদের মনকে অন্য রকম পাই।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যখন তোমরা আমার নিকট থেকে বেরিয়ে যাও তখনও যদি তোমরা সে অবস্থায় থাকতে তবে ফিরিশতাগণ তোমাদের ঘরে এসে তোমাদের যিয়ারত করতেন। তোমাদের যদি গুনাহ্ সংঘটিত না হত তবে আল্লাহ্ তা'আলা নতুন এক জাতি সৃষ্টি করতেন যেন তারা গুনাহ্ করে আর তিনি তাদের মাফ করেন।

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কিসের থেকে এই সৃষ্টকুলের সৃষ্টি? তিনি বললেন ঃ পানি থেকে।

আমি বললাম ঃ জান্নাতের নির্মাণ কি দিয়ে?

তিনি বললেন ঃ এর একটি ইট হল রূপার আর একটি হল সোনার। এর গাঁথুনী হল সুগন্ধময় মিশকের। এর নুড়িগুলো হল মোতির ও ইয়াকুতের, মাটি হল যাফরানের। যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করবে সে নিয়ামত ও সুখ ভোগ করবে, কষ্ট পাবে না কখনও। সদাসর্বদা থাকবে, মৃত্যু হবে না কখনও। তাদের পরিচ্ছদ কখনও পুরাতন হবে না, আর তাদের যৌবন কখনও শেষ হবে না।

এরপর তিনি বললেন ঃ তিন ব্যক্তি এমন যে তাদের দু'আ কখনও প্রত্যাখ্যান করা হয় না ঃ ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা, রোযাদার যখন সে ইফতার করে এবং মজলূমের দু'আ। যা মেঘের উপরও তুলে নেওয়া হয় এবং আসমানের সব দরজা এর জন্য খুলে দেওয়া হয়, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমার ইয্যতের কসম, কিছুকাল পরে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব।

এ হাদীছটির সনদ তত শক্তিশালী নয়। আমার মতে এটি মুত্তাসিল নয়। এটি অন্য এক সনদেও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِفَةِ غُرَفِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের বালাখানার বিবরণ

٢٥٢٩–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَ بُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ هِىَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَ صَلّٰى لِلّٰهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ هٰذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَ هُوَ كُوْفِىٌّ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحٰقَ الْقُرَشِىُّ مَدَنِىٌّ وَ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ هٰذَا .

২৫২৯. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র.)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন বালাখানা রয়েছে যে, এর ভেতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভেতর দেখা যাবে।

তখন এক মরুবাসী আরব উঠে দাঁড়াল, বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি কার জন্য?

তিনি বললেন ঃ এটি হবে ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি ভাল কথা বলে, লোকদের খাদ্য খাওয়ায়, সর্বদা সিয়াম পালন করে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহ্‌র জন্যই রাতে উঠে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করে।

এ হাদীছটি গারীব। কোন কোন হাদীছ বিশেষজ্ঞ এ হাদীছের রাবী আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক (র.)-এর স্মরণ শক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। ইনি হলেন কুফার বাসিন্দা। আর আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন ইসহাক কুরাশী মাদীনী (র.) এঁর তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য।

٢٥٣٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّىُّ عَنْ أَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا مِنْ فِضَّةٍ وَجَنَّتَيْنِ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوْا إِلٰى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلٰى وَجْهِهٖ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ ، وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلاً فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَأَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ اِسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيْبٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوْسٰى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لاَ يُعْرَفُ اِسْمُهُ وَأَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ اِسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ وَأَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىُّ اِسْمُهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ.

২৫৩০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... আবূ বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কায়স তার পিতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের দু'টো বাগিচা হবে রূপার। এ দুটোর পাত্রগুলো এবং যা কিছু আছে সবই হবে রূপার। আর দুটো বাগিচা হবে সোনার। এ দু'টোর পাত্রগুলো এবং যা কিছু আছে সবই হবে সোনার।

জান্নাতে আদনে জান্নাতবাসী সম্প্রদায় এবং তাদের প্রভুর দর্শনের মাঝে প্রভুর চেহারার উপর কিবরিয়াঈ (মহাপরাক্রমশীল গৌরবের) চাদর ভিন্ন আর কোন হিজাব থাকবে না।

এ সনদে নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ জান্নাতের মাঝে অভ্যন্তর শূন্য একটি মোতির দ্বারা নির্মিত তাঁবু হবে। যার প্রস্থ হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক কোণে থাকবে পরিবার। অন্যরা তাকে দেখতে পাবে না। মু'মিনরা তাদের (স্ব স্ব জনের) কাছে আসা যাওয়া করবে।

এ হাদীছটি সাহীহ।

রাবী আবূ ইমরান জাওনী (র.)-এর নাম হল আবদুল মালিক ইব্‌ন হাবীব। আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মূসা (র.) সম্পর্কে আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) বলেন ঃ তাঁর নাম জানা নেই। আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর নাম হল আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কায়স। আর আবূ মালিক আশ'আরীর নাম হল সা'দ ইব্‌ন তারিক ইব্‌ন আশয়াম।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের স্তরের বিবরণ

٢٥٣١–حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَرُوْنَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৫৩১. আব্বাস আম্‌বারী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে একশ'টি স্তর বিদ্যমান। প্রতিটি স্তরের মাঝে রয়েছে একশ' বছরের দূরত্বের ব্যবধান।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٥٣٢–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلٰوَاتِ وَحَجَّ الْبَيْتَ لاَ أَدْرِيْ أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لاَ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَلَهُ ، إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ، أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ بِهَا ، قَالَ مُعَاذٌ : أَلاَ أُخْبِرُ بِهٰذَا النَّاسَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُوْنَ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا ، وَفَوْقَ ذٰلِكَ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰكَذَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَعَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَمُعَاذٌ قَدِيْمُ الْمَوْتِ فِيْ خِلاَفَةِ عُمَرَ.

২৫৩২. কুতায়বা ও আহমদ ইব্‌ন আবদা-যাববী (র.)... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করেছে, সালাত আদায় করেছে, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ আদায় করেছে, আতা (র.) বলেন, মুআয (রা.) যাকাতের কথাও উল্লেখ করেছিলেন কি না জানি না — সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করুক বা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে সেই মাটিতেই বসা থাকুক আল্লাহ্‌র উপর হক হল তাকে মাফ করে দেওয়া।

মুআয (রা.) বললেন ঃ লোকদের কি এ কথার খবর দিব না?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ লোকদেরকে আমল করতে দাও। কেননা, জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মধ্যে আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত দূরত্ব বিদ্যমান। জান্নাতুল ফিরদাওস হল সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম জান্নাত। এর উপর হল রাহমানুর রাহীমের আরশ। সেখান থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত

হচ্ছে। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াল করবে তখন তাঁর কাছে জান্নাতুল ফিরদাওসের প্রার্থনা জানাবে।

এ হাদীছটি হিশাম ইব্‌ন সা'দ-যায়দ ইব্‌ন আসলাম-আতা ইব্‌ন ইয়াসার-মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) সূত্রে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। হাম্মাম-যায়দ ইব্‌ন আসলাম-আতা ইব্‌ন ইয়াসার-উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তটির তুলনায় আমার মতে এ হাদীছটি অধিক সাহীহ্। আতা (র.) মুআয (রা.)-এর সাক্ষাৎ পাননি। মুআয বহু আগেই উমার (রা.)-এর খিলাফত আমলে ইনতিকাল করেন।

٢٥٣٣–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَرُوْنَ . أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ، وَ الْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَسَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَرُوْنَ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ .

২৫৩৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝের দূরত্ব হল আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। জান্নাতুল ফিরদাওস হল এর সর্বোচ্চ স্তর। এ থেকেই জান্নাতের চারটি নহর প্রবাহিত হয়। এর উপরে হল আরশ। তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে তখন তাঁর কাছে জান্নাতুল ফিরদাওসের প্রার্থনা জানাবে।

আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)... যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٥٣٤–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوْا فِىْ إِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২৫৩৪. কুতায়বা (র.)... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের স্তর হল একশ'টি। সকল বিশ্ব যদি এর একটিতে একত্র হয় তবে তা-ও গুনজায়েশ হয়ে যাবে।

হাদীছটি গারীব।

بَابُ فِىْ صِفَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতবাসীদের স্ত্রীগণের বিবরণ

٢٥٣٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِى الْمَغْرَاءِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

لَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِيْنَ حُلَّةً حَتَّى يُرَى مُخُّهَا ، وَذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ، فَأَمَّا الْيَاقُوْتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيْهِ سِلْكًا ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ لَأُرِيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

২৫৩৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীগণের স্ত্রীদের (সৌন্দর্য এমন হবে যে) সত্তর জোড়া কাপড়ের ভেতর থেকেও তাদের পায়ের নলার শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হবে, এমন কি হাড্ডির মগজ পর্যন্ত দেখা যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كانهن الياقوت والمرجانُ তারা যেন ইয়াকূত এবং মারজানের মত। (আররাহমান ৫৫ ঃ ৫৮)

ইয়াকূত হল এমন এক পাথর যে, এর ভিতরে যদি একটি সূতা ঢুকাতে পার এবং এটিকে পরিষ্কার ঝকঝকে করে নাও তবে এর ভিতর থেকেও ঐ সূতাটি পরিদৃষ্ট হবে।

٢٥٣٦–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدَةَ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَهٰكَذَا رَوَى جَرِيْرٌ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنَ السَّائِبِ نَحْوَ حَدِيْثِ أَبِيْ الْأَحْوَصِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَصْحَابُ عَطَاءٍ وَهٰذَا أَصَحُّ .

২৫৩৬. হান্নাদ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এটি মারফূ' নয়।

এটি আবীদা ইব্‌ন হুমায়দ (র.)-এর রিওয়ায়ত থেকে অধিকতর সাহীহ। জারীর প্রমুখ রাবীগণ (র.)-ও আতা ইব্‌ন সাইব (র.) থেকে এরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। তাঁরা এটিকে মারফূ' রূপে রিওয়ায়ত করেননি।

٢٥٣٧–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ وُجُوْهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَ الزُّمْرَةِ الثَّانِيَةَ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِهَا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

২৫৩৭. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.)... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবেন তাঁরা হবেন পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল; দ্বিতীয় যে দলটি প্রবেশ করবেন তাঁরা হবেন আকাশের সুন্দরতম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। প্রত্যেকের দু'জন করে স্ত্রী হবে। প্রত্যেক স্ত্রীর গায়ে সত্তর জোড়া করে পোষাক থাকবে। এর ভিতর থেকেও তাদের পায়ের নলার হাড্ডির মগজ পরিদৃষ্ট হবে।

এ হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِفَةِ جِمَاعِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতবাসীগণের সঙ্গমের বিবরণ

٢٥٣٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِى الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَ كَذَا مِنَ الْجِمَاعِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوَ يُطِيْقُ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : يُعْطٰى قُوَّةَ مِائَةٍ

وَفِى الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ.

২৫৩৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রত্যেক মুমিনকে এত এত সঙ্গম শক্তি দেওয়া হবে।

বলা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা করতে সক্ষম হবে কি?

তিনি বললেন ঃ তাকে তো একশ' জনের শক্তি দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি সাহীহ-গারীব। ইমরান আল কাত্তান (র.) ছাড়া কাতাদা... আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতবাসীদের গুণাবলী

٢٥٣٩–حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَ يَبْصُقُوْنَ فِيْهَا وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ ، اٰنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ ، وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ، وَمَجَامِرُ هُمْ مِنَ الْأَلُوَّةِ ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ، وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ

وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوْبُهُمْ قَلْبُ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، يُسَبِّحُوْنَ اللهَ بُكْرَةً وَ عَشِيًّا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَالاَلُوَّةُ : هُوَ الْعُوْدُ.

২৫৩৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত। তারা সেখানে থুথুও ফেলবে না, তাদের নাকের ময়লাও ঝাড়তে হবে না এবং পেশাব পায়খানাও করতে হবে না। তাদের থালা-বাসন হবে সোনার। আর চিরুনীগুলোও হবে সোনা ও রুপার। আগর কাঠের তারা ধূপ নিবেন। তাদের ঘামও হবে মিশকের মত। তাদের প্রত্যেকেরই দু'জন করে স্ত্রী হবে। সৌন্দর্যের কারণে গোশতের ভেতর থেকেও তাদের পায়ের নলার হাড্ডির মগজ পরিদৃষ্ট হবে। সেখানে তাদের পরস্পর কোন মতবিরোধ ও হিংসা থাকবে না। সকলের হৃদয় হবে যেন একজনেরই হৃদয়। সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ করবে তারা।

এ হাদীছটি সাহীহ।

٢٥٤٠-حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِى الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَ خْــرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءِ الشَّمْسِ كَمَاتَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءِ النُّجُوْمِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ .

وَقَدْ رَوَى يَحْــيَى بْنُ أَيُّوْبَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ وَقَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْــدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّــاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৫৪০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে যা আছে এর থেকে একটি নখ যা উঠাতে পারে এতটুকু পরিমাণ জিনিসও যদি (লোকদের সামনে) প্রকাশ পেত তা হলে আকাশ ও পৃথিবীর সব দিক সুসজ্জিত হয়ে যেত। জান্নাতবাসীদের কেউ যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি দিত এবং তার কংকন যদি প্রতিভাত হত তাহলে সূর্যের আলো যেমন তারার আলোকে ম্লান করে দেয় তেমনিভাবে তা সূর্যের আলোকেও ম্লান করে দিত।

এ হাদীছটি গারীব। ইব্ন লাহী'আ (র.)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এ সনদে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব (র.) এ হাদীছটিকে ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদে উমর (আমিরের সূত্রে) ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِفَةِ ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতীদের পোষাক-পরিচ্ছদ

٢٥٤١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لاَ يَفْنِى شَبَابُهُمْ وَلاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৫৪১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার ও আবূ হিশাম রিফাঈ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীগণ লোমহীন ও শ্মশ্রুহীন এবং আয়ত কাজল টানা চোখ বিশিষ্ট হবেন। তাঁদের যৌবন শেষ হবে না কখনও এবং তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ পুরনো হবে না কখনও।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٥٤٢-حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِى السَّمْحِ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى قَوْلِهِ (وَ فُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ) قَالَ ارْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مَسِيْرَةَ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ رِشْدِيْنَ بْنِ سَعْدٍ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ تَفْسِيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ إِنَّ مَعْنَاهُ الْفُرُشَ فِى الدَّرَجَاتِ وَ بَيْنَ الدَّرَجَاتِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .

২৫৪২. আবূ কুরায়ব (র.)... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (وَ فُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ) ("সুউচ্চ বিছানা সমূহ" সূরা ওয়াকিআ ৪২ ঃ ৩৪) সম্পর্কে বলেছেন ঃ এর উচ্চতা হল আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায় আর তা হল পাঁচশ' বছরের পথ।

এ হাদীছটি গারীব। রিশদীন ইব্ন সা'দ (র.)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

কোন কোন আলিম এ হাদীছটির ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এ বিছানাসমূহ হল জান্নাতের বিভিন্ন স্তরে বিছানো। আর ঐ স্তরসমূহের মাঝে দূরত্ব হল আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صِفَةِ ثِمَارِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের ফল

٢٥٤٣–حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَذَكَرَلَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى قَالَ : يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةً أَوْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبٍ شَكَّ يَحْيَى فِيْهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلاَلُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৫৪৩. আবূ কুরায়ব (র.)... আসমা বিনত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে “সিদরাতুল মুন্তাহা” সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ এর একটি ডালের ছায়ায় কোন আরোহী একশ’ বছর চলতে পারবে অথবা বলেছেন এর ছায়ায় একশ’ জন আরোহী ছায়া গ্রহণ করতে পারবে। এতে সোনার বহু পতঙ্গ রয়েছে। এর ফলগুলো যেন (এক একটা) মটকার মত (বড়)।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صِفَةِ طَيْرِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের পাখি

٢٥٤٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا الْكَوْثَرُ ؟ قَالَ : ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيْهِ اللّٰهُ يَعْنِىْ فِى الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، فِيْهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ . قَالَ عُمَرُ : إِنَّ هٰذِهِ لَنَاعِمَةٌ . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكَلَتُهَا أَحْسَنُ مِنْهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ . وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلِمٍ قَدْ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

২৫৪৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কাওছার কি?

তিনি বললেন ঃ এটি একটি নহর, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জান্নাতে দান করবেন। তা দুধ অপেক্ষা সাদা এবং মধু থেকেও সুমিষ্ট। এর মাঝে রয়েছে বহু পাখি। এগুলোর গর্দান হবে উটের গর্দানের মত।

উমর (রা.) বললেন ঃ এগুলো তো খুব মোটা-তাজা হবে।
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এগুলোর আহারকারীরা আরো সুখী হবে।
এ হাদীছটি হাসান-গারীব।
রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসলিম হলেন ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের ঘোড়ার বর্ণনা

٢٥٤٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ . حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ فِى الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ ؟ قَالَ إِنِ اللّٰهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ، فَلَا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيْهَا عَلٰى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيْرُ بِكَ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ .قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ فِى الْجَنَّةِ مِنْ إِبِلٍ ؟ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مِثْلَ مَاقَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ : إِنْ يُدْخِلْكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيْهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ .

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الْمَسْعُوْدِىِّ .

২৫৪৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)... সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা তৎপিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে?

তিনি বললেন ঃ তোমাকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে দাখিল করেন তখন তুমি যদি চাও যে, তোমাকে একটি লাল রঙের ইয়াকূত দ্বারা নির্মিত ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে তা উড়ে বেড়াবে তবে অবশ্যই তা করতে পারবে।

রাবী বলেন, অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতে কি উট থাকবে?

বুরায়দা (রা.) বলেন ঃ নবী ﷺ তার সঙ্গী ব্যক্তিকে যে উত্তর দিয়েছিলেন এই ব্যক্তিকে সেইভাবে বলেননি। একে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাকে জান্নাতে দাখিল করেন তবে সেখানে তোমার মন যা চায়, তোমার চোখে যা উপভোগ্য হবে সেই সবকিছুই তুমি পাবে।

সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)... আবদুর রহমান ইব্‌ন সাবিত (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এটি মাসঊদী (র.)-এর রিওয়ায়ত (উপরিউক্ত) অপেক্ষা অধিক সাহীহ।

٢٥٤٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِىُّ. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ وَاصِلٍ هُوَ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِى سَوْرَةَ عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ قَالَ : أَتَى النَّبِىَّ ﷺ أَعْرَابِىٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ أُحِبُّ الْخَيْلَ أَفِى الْجَنَّةِ

خَيْلٌ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنْ أُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ أُتِيْتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوْتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وَ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ أَيُّوْبَ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُوْ سَوْرَةَ هُوَ ابْنُ أَخِىْ أَبِىْ أَيُّوْبَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ ضَعَّفَهُ يَحْيٰى بْنُ مَعِيْنٍ جِدًّا ، قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ : أَبُوْ سَوْرَةَ هٰذَا مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ يَرْوِىْ مَنَاكِيْرَ عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ لاَ يُتَابَعُ عَلَيْهَا

২৫৪৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সামুরা আহমাসী (র.)... আবূ আয়্যুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার জনৈক মরুবাসী আরব নবী ﷺ-এর কাছে এল। বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ঘোড়া ভালবাসি। জান্নাতে ঘোড়া থাকবে কি?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাকে যদি জান্নাতে দাখিল করা হয় তবে ইয়াকূতের একটি ঘোড়া তোমার কাছে আনা হবে। এর দু'টো পাখা হবে। এতে তোমাকে সওয়ার করানো হবে। এরপর তুমি যেখানে চাইবে সেখানেই তোমাকে নিয়ে সেটি উড়ে বেড়াবে।

এ হাদীছটির সনদ তত শক্তিশালী নয়। এই সূত্র ছাড়া আবূ আয়্যুব (রা.)-এর হাদীছ হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবূ সাওরা (র.) হলেন আবূ আয়্যুব (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হাদীছ রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে তিনি যঈফ। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মাঈন (র.) তাঁকে অত্যন্ত যঈফ বলে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ এই আবূ সাওরা হাদীছের ক্ষেত্রে মুনকার। আবূ আয়্যুব (রা.) থেকে বহু মুনকার হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন যেগুলোর কোন মুতাবা' বা সমর্থনকারী রিওয়ায়ত নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى سِنِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতীদের বয়স

٢٥٤٧–حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرٍ عَنْ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِيْنَ أَبْنَاءَ ثَلاَثِيْنَ أَوْ ثَلاَثٍ وَ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَ بَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ رَوَوْا هٰذَا عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلاً وَلَمْ يُسْنِدُوْهُ

২৫৪৭. আবূ হুরায়রা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফিরাস বাসরী (র.)... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ জান্নাতীরা লোমহীন, শ্মশ্রুহীন, কাজলটানা চোখ বিশিষ্ট ত্রিশ বা তেত্রিশ বছরের যুবকরূপে জান্নাতে দাখিল হবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। কাতাদা (র)-এর কোন কোন শিষ্য এ হাদীছটিকে কাতাদা (র.) থেকে মুরসাল রূপে রিওয়ায়ত করেছেন। তাঁরা এটিকে মুসনাদ রূপে বর্ণনা করেন নি।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صَفِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতীদের কাতার

٢٥٤٨–حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الطَّحَّانُ الْكُوْفِىُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَأَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ .

وَحَدِيْثُ أَبِىْ سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ حَسَنٌ وَ أَبُوْ سِنَانٍ اِسْمُهُ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ وَأَبُوْ سِنَانٍ الشَّيْبَانِىُّ اسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَ أَبُوْ سِنَانٍ الشَّامِىُّ أَسْمُهُ عِيْسٰى بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْقَسْمَلِىُّ.

২৫৪৮. হুসায়ন ইব্‌ন ইয়াযীদ তাহহান কূফী (র.)... ইব্‌ন বুরায়দা তার পিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীদের একশ' বিশ কাতার হবে। এর মধ্যে আশি কাতার হবে এই উম্মতের আর বাকী সব উম্মত মিলিয়ে হবে চল্লিশ কাতার।

হাদীছটি হাসান। এ হাদীছটি আলকামা ইব্‌ন মারছাদ-সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে। কোন রাবী "সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা-তৎপিতা থেকে" বলে উল্লেখ করেছেন। মুহারিব ইব্‌ন দিছার (র.) থেকে আবূ সিনান (র.)-এর রিওয়ায়তটি হাসান। আবূ সিনান (র.)-এর নাম হল দিরার ইব্‌ন মুররা। আবূ সিনান শায়বানী (র.)-এর নাম হল সাঈদ ইব্‌ন সিনান। ইনি হলেন বাসরী। আবূ সিনান শামী (র.)-এর নাম হল ঈসা ইব্‌ন সিনান। ইনি হলেন কাসমালী।

٢٥٤٩–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ : أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَمُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ،إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّانَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ،مَا اَنْتُمْ فِى الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِى جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ ، أَوْكَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِى جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَحْمَرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ .

২৫৪৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা প্রায় চল্লিশজন লোক নবী ﷺ-এর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে

বললেন ঃ তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হলে কি তোমরা সন্তুষ্ট আছ?
উপস্থিত সাহাবীরা বললেন ঃ হ্যাঁ।
তিনি বললেন ঃ জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হলে কি তোমরা সন্তুষ্ট আছ?
তারা বললেন ঃ হ্যাঁ।
তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান্নাতীদের অর্ধেক হলে সন্তুষ্ট আছ? মুসলিম প্রাণ ছাড়া কেউ জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। মুশরিকদের তুলনায় তোমরা হলে একটি কাল ষাঁড়ের চামড়ায় কতগুলো সাদা লোমের মত বা একটি লাল ষাঁড়ের চামড়ায় গুটি কয়েক কাল লোমের মত।
হাদীছটি হাসান-সাহীহ।
এই বিষয়ে ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِفَةِ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের দরজাসমূহের বিবরণ

٢٥٥٠-حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى الْقَزَّازُ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَابُ اُمَّتِى الَّذِىْ يَدْخُلُوْنَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ الرَّاكِبِ الْجَوَادِ ثَلاَثًا ثُمَّ اِنَّهُمْ لَيُضْغَطُوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَزُوْلُ

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ قَالَ سَاَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ لِخَالِدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ مَنَاكِيْرُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

২৫৫০. ফাযল ইব্‌ন সাব্‌বাহ বাগদাদী (র.)... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তৎপিতা আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মত জান্নাতের যে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে সেটির প্রস্থ হল অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ। এরপরও এত ভিড় হবে যে, এর চাপে তাদের কাঁধ চেপটে ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হবে।
হাদীছটি গারীব।
আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.)-কে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; কিন্তু তিনি এটি চিনতে পারলেন না। তিনি সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে খালিদ ইব্‌ন আবূ বকর বহু মুনকার হাদীছ রিওয়ায়ত করে থাকেন বলে উল্লেখ করলেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى سُوْقِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের বাজার

٢٥٥١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى الْعِشْرِيْنَ . حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ . حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ لَقِىَ اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَسْاَلُ اللّٰهَ

اَنْ يَجْمَعَ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ فِى سُوْقِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ سَعِيْدٌ أَفِيْهَا سُوْقٌ ؟ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوْهَا انزَلُوْا فِيْهَا بِفَضْلِ اَعْمَالِهِمْ ، ثُمَّ يُؤْذَنُ فِى مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُوْرُوْنَ رَبَّهُمْ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَ يَتَبَدَّى لَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوْضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيْهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَ الْكَافُوْرِ وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِىِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ قُلْنَا لاَ قَالَ كَذٰلِكَ لاَ تُمَارَوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ وَلاَ يَبْقٰى فِى ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلاَّ حَاضَرَهُ اللّٰهُ مُحَاضَرَةً حَتّٰى يَقُوْلَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا ؟ فَيُذَكِّرُ بِبَعْضِ غَدَرَاتِهِ فِى الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ :يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِىْ ؟ فَيَقُوْلُ : بَلٰى فَسَعَةُ مَغْفِرَتِىْ بَلَغَتْ بِكَ مَنْزِلَتَكَ هٰذِهِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلٰى ذٰلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوْا مِثْلَ رِيْحِهِ شَيْئًا قَطُّ وَيَقُوْلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى قُوْمُوْا اِلٰى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوْا مَا اشْتَهَيْتُمْ فَنَأْتِى سُوْقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ فِيْهِ مَالَمْ تَنْظُرِ الْعُيُوْنُ إِلٰى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الْاٰذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلٰى الْقُلُوْبِ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهَا وَلاَ يُشْتَرٰى وَفِى ذٰلِكَ السُّوْقِ يَلْقٰى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ وَ يَلْقٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَمَا فِيْهِمْ دَنِىٌّ فَيَرُوْعُهُ مَا يَرٰى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ ، فَمَا يَنْقَضِىْ اٰخِرُ حَدِيْثِهِ حَتّٰى يَتَخَيَّلَ إِلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيْهَا ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلٰى مَنَازِلِنَا فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَأَهْلاً لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ ، فَيَقُوْلُ إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ وَبِحَقِّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوٰى سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ شَيْئًا مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

২৫৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র.)... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলে আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাকে এবং তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন।

সাঈদ বললেন ঃ সেখানে কি বাজারও হবে?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অবহিত করেছেন যে, জান্নাতীগণ জান্নাতে দাখিল হওয়ার পর নিজ নিজ আমলের আধিক্য অনুসারে বাসস্থানে অবতরণ করবে। পরে দুনিয়ার দিন হিসাবে প্রতি জুমু'আ বারের পরিমাণানুসারে তাদের (যিয়ারতের) অনুমতি দেওয়া হবে, তারা তাদের পরওয়ারদিগারের যিয়ারতে আসবে। তাদের জন্য তাঁর 'আরশ প্রকাশ করা হবে। জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটিতে তাদের সমক্ষে পরওয়ারদিগারের তাজাল্লীর প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূরের মিম্বর, মোতির মিম্বর, ইয়াকূতের মিম্বর, যাবারজাদের মিম্বর, স্বর্ণের মিম্বর, রূপার মিম্বর স্থাপন করা হবে। তাদের সবচে' কম দরজার যিনি — তিনিও মিশক আম্বর ও কাফূরের স্তূপে উপবেশন করবেন। তবে জান্নাতের কেউ-ই হীন নয়। সিংহাসন ওয়ালাদেরকে তারা নিজেদের চেয়ে আসনের দিক দিয়ে অধিক মর্যাদাবান বলে ভাববে না।

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আমাদের পরওয়ারদিগারের দর্শন পাব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের মাঝে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয়? আমরা বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ তেমনিভাবে তোমাদের পরওয়ারদিগারের দীদারেও কোন সন্দেহ ঘটবে না। ঐ মজলিসে এমন কোন ব্যক্তি বাকী থাকবে না যার সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার কথোপকথন না হবে। এমনকি তাদের জনৈক ব্যক্তিকে তিনি বলবেন ঃ হে অমুকের ছেলে অমুক, অমুক দিন তুমি অমুক অমুক কথা বলেছিলে তা কি মনে পড়ে? দুনিয়ার যিন্দেগীর কিছু অপরাধমূলক আচরণের কথা তাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিবেন। তখন সেই ব্যক্তি বলবে ঃ হে রব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন নাই কি? তিনি বলবেন ঃ অবশ্যই, আমার উদার মাগফিরাতের বদৌলতেই তো তুমি এই অবস্থানে এসে পৌঁছেছ। এই অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর দিয়ে এক খণ্ড মেঘ এসে তাদের ঢেকে ফেলবে। সেই মেঘ থেকে তাদের উপর সুগন্ধি বারি বর্ষিত হবে। এমন সুগন্ধ তারা কোন দিন কিছুতে পায় নাই। আমাদের রব বলবেন ঃ তোমাদের সম্মানে মেহমানদারীতে যা আমি তোমাদের জন্য তৈরী করেছি সে দিকে উঠে এস এবং যা মন চায় তা তুলে নাও। আমরা তখন বেহেশতী বিপণিতে আসব। ফিরিশ্তারা তা ঘিরে রাখবেন। তাতে এমন সব জিনিস থাকবে চক্ষু সেইরূপ কিছু দেখেনি কোন দিন, কান কোন দিন যা শোনেনি, মনে কোন ধারণাও হয়নি। আমাদের যা যা মন চাইবে সবই তুলে দেওয়া হবে আমাদের। সেখানে কেনাবেচা হবে না কিছুর। এই বিপণি বিতানেই জান্নাতীদের পরস্পর সাক্ষাত হবে। তিনি আরো বলেন ঃ একজন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী জান্নাতী ব্যক্তির হয়ত তার চেয়ে নিম্ন স্তরের কোন জান্নাতীর সঙ্গে সাক্ষাত হবে — জান্নাতীদের মধ্যে অবশ্য নিকৃষ্ট কেউ নেই — তখন তার গায়ের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে সে বিহ্বল হয়ে যাবে। অপরজন তার কথা শেষ করতেও পারবে না; এদিকে তার ধারণা হবে যে, তারটিই অধিক সুন্দর। কেননা, সেখানে কারো দুঃখিত হওয়ার অবকাশ নেই।

এরপর আমরা নিজ নিজ আবাসে ফিরে আসব। স্ত্রীগণ এসে অভ্যর্থনা জানাবে। বলবে, মারহাবা ওয়া আহলান — স্বাগতম শুভেচ্ছা। আমাদের নিকট থেকে যখন গিয়েছিলেন সে সময়ের তুলনায় এখন আপনারা আরো সুন্দর হয়ে ফিরে এসেছেন। তখন আমরা বলব, আমরা তো আজ মহাপরাক্রমশালী আমাদের প্রভুর মজলিসে বসেছি। তাই যেরূপে ফিরে এসেছি সেরূপে ফিরে আসাই তো আমাদের জন্য স্বাভাবিক।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٢٥٥٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوْقًا مَافِيْهَا شِرَاءٌ وَلاَبَيْعٌ إِلاَّ الصُّوَرَ مِنَ الرِّجَالِ وَ

النِّسَاءِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُوْرَةً دَخَلَ فِيْهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

২৫৫২. আহমাদ ইব্‌ন মানী' ও হান্নাদ (র.)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি বিপণি রয়েছে। সেখানে নারী-পুরুষের প্রতিকৃতি ছাড়া আর কিছুর কেনা-বেচা হবে না। যখনই কোন ব্যক্তির কোন প্রতিকৃতি মন চাইবে সঙ্গে সঙ্গে সে সেই আকৃতি পেয়ে যাবে।

হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى رُؤْيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌পাকের দীদার

٢٥٥٢–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىِّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ صَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫৫৩. হান্নাদ (র.)... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি সেই রাতের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন। বললেন ঃ তোমাদেরকে অচিরেই তোমাদের পরওয়ারদিগারের সামনে পেশ করা হবে। আজকের এই চাঁদটি যেমন তোমরা দেখছ এবং তা দেখায় যেমন তোমাদের মধ্যে হুড়োহুড়ির সৃষ্টি হয়নি তেমনি তোমরা তোমাদের রবকে নির্বিঘ্নে দর্শন করতে পারবে। সূর্যোদয়ের পূর্বের (ফজরের) সালাত এবং সূর্যাস্তের পূর্বের (আসরের) সালাত তোমরা আদায় করে নিবে।

এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ

তোমরা পরওয়ারদিগারের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٥٥٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى قَوْلِهِ (لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ) قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادٰى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَوْعِدًا، قَالُوْا أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا وَيُنَجِّيْنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا

الْجَنَّةَ ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَيَنْكَشِفُ الْحِجَابُ ، قَالَ فَوَ اللّٰهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ إِنَّمَا أَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَرَفَعَهُ وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى قَوْلَهُ

২৫৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... সুহায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ যারা নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নেক বদলা এবং আরো বেশী (ইউনুস ১০ ঃ ২৬) সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে তখন এক আহ্বানকারী হেঁকে বলবে ঃ আল্লাহ্র কাছে তোমাদের জন্য আরো ওয়াদা রয়েছে।

জান্নাতীরা বলবে ঃ তিনি কি আমাদের চেহারা সমুজ্জ্বল করে দেন নি? আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি এবং জান্নাতে দাখিল করেননি?

আহ্বানকারী বলবে ঃ অবশ্যই।

অনন্তর (আল্লাহ্র দীদারের জন্য) পর্দা তুলে দেওয়া হবে। আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র দীদার অপেক্ষা প্রিয় আর কোন জিনিস তিনি তাদের দিবেন না।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.) এই হাদীছটিকে মুসনাদ ও মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান ইব্ন মুগীরা হাদীছটিকে ছাবিত বুনানী আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র.) সূত্রে ইব্ন আবী লায়লা (র.)-এর বক্তব্য হিসাবে রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে আর একটি অনুচ্ছেদ

٢٥٥٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنِيْ شَبَابَةُ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ ثُوَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ أَدْنٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلٰى جِنَانِهِ وَ أَزْوَاجِهِ وَ نَعِيْمِهِ وَ خَدَمِهِ وَ سُرُرِهِ مَسِيْرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللّٰهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلٰى وَجْهِهِ غَدْوَةً وَ عَشِيَّةً ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعٌ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفٌ . وَرَوَى عُبَيْدُ اللّٰهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

২৫৫৫. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বনিম্ন দরজার জান্নাতীর উদ্যান, স্ত্রী, নিয়ামত, সেবক ও সিংহাসনসমূহ যে দেখতে চাইবে তার জন্য তা হাজার বছরের পথ। আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক মর্যাদার জান্নাতী হল যে জান্নাতী সকাল-বিকাল তাঁর চেহারার দীদার লাভ করবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিলাওয়াত করলেন ঃ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। তারা তাঁদের পরওয়ারদিগারের প্রতি তাকিয়ে থাকবে (কিয়ামা ৭৫ ঃ ২৩)।

একাধিক সূত্রে হাদীছটি ইসমাঈল-ছুওয়ায়র-ইব্‌ন উমর (রা.) সনদে মারফূরূপে বর্ণিত আছে। আবদুল মালিক ইব্‌ন আবজার (র.)-ও হাদীছটি ছুওয়ায়র-ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে মাওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ আশজাঈ (র.) এটিকে সুফইয়ান-ছুওয়ায়র-মুজাহিদ-ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা.)-এর উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনিও এটিকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেননি।

আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলা (র)... ইব্‌ন উমর ((রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে, কিন্তু তা মারফূরূপে তিনি বর্ণনা করেন নি।

٢٥٥٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِي حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ الْحِمَّانِيُّ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتُضَامُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ تُضَامُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ ؟ قَالُوْا لاَ، قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَ تُضَامُّوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَهٰكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَرَوَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ إِدْرِيْسَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَحَدِيْثُ ابْنِ إِدْرِيْسَ عَنِ الاَعْمَشِ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَحَدِيْثُ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَصَحُّ وَهٰكَذَا رَوَاهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ مِثْلَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَ هُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

২৫৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন তারীফ কূফী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন হুড়োহুড়ি হয়? সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোন হুটোপুটি হয়?

সাহাবীগণ বললেন ঃ না।

তিনি বললেন ঃ তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে তেমনি দেখতে পাবে যেমনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে পাও, তা দেখতে তোমাদের মাঝে কোন হুড়োহুড়ি হয় না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ঈসা রামলী প্রমুখ (র.) আ'মাশ-আবূ সালিহ-আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইদরীস এটি আ'মাশ-আবূ সালিহ-আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন ইদরীস-আ'মাশ (র.) সূত্রের রিওয়ায়তটি মাহফূজ বা সংরক্ষিত নয়। আবূ সালিহ-আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়তটি অধিক সাহীহ। সুহায়ল ইব্ন আবূ সালিহ-তৎপিতা আবূ সালিহ-আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে অন্যভাবেও অনুরূপ হাদীছ নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এই হাদীছটিও সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ

٢٥٥٧–حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ : لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ ، فَيَقُوْلُ : هَلْ رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : مَا لَنَا لَا نَرْضٰى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُوْلُ : أَنَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ، قَالُوْا : أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫৫৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে ডাক দিয়ে বলবেন, ওহে জান্নাতীগণ!

তারা বলবে ঃ লাব্বায়কা রাব্বানা ওয়া সা'দায়কা — হে আমাদের পরওয়ারদিগার আমরা হাযির, তোমার খেদমতে হাযিরীই আমাদের নেকবখতী।

আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?

তারা বলবে ঃ আমাদের কি হল যে, আমরা সন্তুষ্ট হব না? অথচ আপনি আমাদের যা দিয়েছেন সৃষ্টির কাউকে তা দেননি।

আল্লাহ্ বলবেন ঃ এর চেয়েও উত্তম বস্তু আমি তোমাদের দিব।

তারা বলবে ঃ এর চেয়েও উত্তম আর কি জিনিস হবে?

তিনি বলবেন ঃ তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি ঢেলে দিলাম, আমি আর কখনও তোমাদের প্রতি নারাজ হব না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَرَائِى أَهْلِ الْجَنَّةِ فِى الْغُرَفِ

অনুচ্ছেদ ঃ বালাখানাসমূহে জান্নাতীদের পরস্পর অবলোকন

٢٥٥٨–حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِى الْغُرْفَةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الشَّرْقِيَّ أَوِ الْكَوْكَبَ الْغَرْبِيَّ الْغَارِبَ فِى الْاُفُقِ وَالطَّالِعَ فِى تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُولٰئِكَ النَّبِيُّوْنَ قَالَ : بَلٰى، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ وَأَقْوَامٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى :هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫৫৮. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীরা মর্যাদার তারতম্যের প্রেক্ষিতে একজন আরেকজনকে বালাখানাসমূহে অবলোকন করবে, যেমন তোমরা অস্তাচলে বা উদয়াচলে পূর্ব বা পশ্চিমের তারা অবলোকন করে থাক।

সাহাবীরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা তো নবীগণই হবেন?

তিনি বললেন ঃ অবশ্যই, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম; আর হল সেই সম্প্রদায় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং সকল রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى خُلُوْدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতী ও জাহান্নামীদের (স্ব স্ব স্থানে) চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান

٢٥٥٩–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ، فَيَقُوْلُ : أَلَا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهُ فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيْبِ صَلِيْبُهُ وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيْرِ ، تَصَاوِيْرُهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ ، فَيَتْبَعُوْنَ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُوْنَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ : أَلَا تَتَّبِعُوْنَ النَّاسَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ؛ اَللّٰهُ رَبُّنَا هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى نَرٰى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَقُوْلُ : أَلَا تَتَّبِعُوْنَ النَّاسَ ؟فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَهٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى نَرٰى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ قَالُوْا : وَهَلْ نَرَاهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : وَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوْا : لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ ، ثُمَّ يَتَوَارَى

ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ : أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُوْنِىْ فَيَقُوْمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَيُوْضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُّوْنَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقٰى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيْهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَالُ هَلِ امْتَلأْتِ؟ فَتَقُوْلُ (هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ) ثُمَّ يُطْرَحُ فِيْهَا فَوْجٌ، فَيُقَالُ : هَلِ امْتَلأْتِ فَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى إِذَا أُوْعِبُوْا فِيْهَا وَضَعَ الرَّحْمٰنُ قَدَمَهُ فِيْهَا وَأَزْوٰى بَعْضَهَا إِلٰى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ قَطْ قَالَتْ قَطْ قَطْ فَإِذَا أَدْخَلَ اللّٰهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، قَالَ أُتِىَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُوْقَفُ عَلَى السُّوْرِ الَّذِىْ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَاأَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُوْنَ خَائِفِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَاأَهْلَ النَّارِ، فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ يَرْجُوْنَ الشَّفَاعَةَ، فَيُقَالُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ : هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ : قَدْ عَرَفْنَاهُ، هُوَ الْمَوْتُ الَّذِىْ وُكِّلَ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّوْرِ الَّذِىْ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ، يَاأَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لاَمَوْتَ، وَيَاأَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لاَمَوْتَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى :هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رِوَايَاتٌ كَثِيْرَةٌ مِثْلُ هٰذَا مَا يُذْكَرُ فِيْهِ أَمْرُ الرُّؤْيَةِ أَنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ وَذِكْرُ الْقَدَمِ مَا أَشْبَهَ هٰذِهِ الأَشْيَاءَ.

وَالْمَذْهَبُ فِى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الأَئِمَّةِ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَوَكِيْعٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ رَوَوْا هٰذِهِ الأَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالُوْا تُرْوٰى هٰذِهِ الأَحَادِيْثُ وَنُؤْمِنُ بِهَا وَلاَ يُقَالُ كَيْفَ؟ وَهٰذَا الَّذِىْ اخْتَارَهُ أَهْلُ الْحَدِيْثِ أَنْ تُرْوٰى هٰذِهِ الأَشْيَاءُ كَمَاجَاءَتْ وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلاَ تُفَسَّرُ وَلاَتُتَوَهَّمُ وَلاَ يُقَالُ كَيْفَ، وَهٰذَا أَمْرُ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِىْ اخْتَارُوْهُ وَذَهَبُوْا إِلَيْهِ.

وَمَعْنٰى قَوْلِهِ فِى الْحَدِيْثِ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ يَعْنِى يَتَجَلّٰى لَهُمْ.

২৫৫৯. কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ কিয়ামতে আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে একই ময়দানে জমায়েত করবেন। এরপর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করবেন। বলবেন ঃ শোন, (পৃথিবীতে) যে যার অনুসরণ করে চলতো আজ সে তারই অনুসরণ করে চলবে। এরপর ক্রুশ অনুসারীদের জন্য ক্রুশ, মূর্তী পূজকদের জন্য তাদের মূর্তিসমূহ, অগ্নি উপাসকদের জন্য অগ্নি উপস্থাপিত হবে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব মা'বূদের পেছনে চলবে। অবশেষে কেবল

মুসলিমরাই অবশিষ্ট থাকবে। তখন রাব্বুল আলামীন তাদের সামনে প্রকাশিত হবেন। বলবেন ঃ তোমরা অন্যান্য লোকদের অনুসরণ করলে না কেন?

মুসলিমরা বলবে ঃ নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্র কাছে আমরা পানাহ চাই, আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ্ই আমাদের রব। আমাদের রবকে না দেখা পর্যন্ত এখানেই আমরা অবস্থান করব। তখন তিনিই তাদের নির্দেশ দিবেন এবং সুদৃঢ় রাখবেন। এরপর তিনি অন্তরালে চলে যাবেন। আবার তিনি প্রকাশিত হবেন। বলবেন ঃ তোমরা অন্যান্য লোকদের অনুসরণ করলে না কেন? তারা বলবে ঃ নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্র কাছে আমরা পানাহ চাই, আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ্ই আমাদের রব। আমাদের রবকে না দেখা পর্যন্ত এখানেই আমরা অবস্থান করব। তখন তিনিই তাদের নির্দেশ দিবেন এবং সুদৃঢ় রাখবেন।

সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি তাঁকে দেখব?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের একজন আরেকজনকে কষ্ট দিতে হয়?

তাঁরা বললেন ঃ না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

তিনি বললেন ঃ ঐ সময় তাঁকে দেখতেও তোমাদের কোন ধাক্কাধাক্কি হবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরালে চলে যাবেন। পরে আবার প্রকাশিত হবেন এবং নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করবেন। বলবেন ঃ আমিই তোমাদের রব। আমার পেছনে তোমরা চল।

মুসলিমরা উঠে দাঁড়াবে। পুল-সিরাত স্থাপন করা হবে। এর উপর দিয়ে দ্রুতগামী অশ্ব ও উষ্ট্রের ন্যায় তারা অতিক্রম করে যাবে। তাদের ধ্বনি হবে "সাল্লিম সাল্লিম" — রক্ষা কর, রক্ষা কর। জাহান্নামীরা বাকী থেকে যাবে। তাদের এক বিরাট বাহিনীকে এতে নিক্ষেপ করা হবে। পরে জাহান্নামকে বলা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? জাহান্নাম বলবে ঃ আরো আছে কি?

এরপর এতে আরো একদল নিক্ষেপ করা হবে। বলা হবে ঃ তোর ভরেছে কি? জাহান্নাম বলবে ঃ আরো আছে কি? যখন তাতে সব কিছু ভরা শেষ হয়ে যাবে তখন দয়াময় রহমান তাতে তাঁর কুদরতের পা স্থাপন করবেন। এটি পরস্পর সংকুচিত হয়ে যাবে। পরে তিনি বলবেন ঃ হলো তো।

জাহান্নাম বলবে ঃ কাত কাত — হয়েছে হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দাখিল করে দিবেন। তখন মওতকে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে নিয়ে আসা হবে এবং জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মাঝে অবস্থিত প্রাচীরে সেটিকে রাখা হবে। পরে ডাক দেয়া হবে। হে জান্নাতবাসীগণ! তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজ নিজ আবাস থেকে বের হয়ে আসবে। পরে আবার ডাক দেয়া হবে, হে জাহান্নামবাসীগণ! তারা শাফাআতের আশায় আশান্বিত হয়ে খুশীতে নিজ নিজ আবাস থেকে বের হয়ে আসবে। যা হোক, পরে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের বলা হবে ঃ তোমরা এটাকে চিন?

এরা ওরা সবাই বলবে ঃ আমরা একে চিনেছি। এ-ই হল মৃত্যু যা আমাদের উপর ন্যাস্ত করে দেওয়া হয়েছে।

পরে এটি শোয়ানো হবে এবং ঐ প্রাচীরের উপর এটিকে যবেহ করে দেওয়া হবে। এরপর বলা হবে ঃ হে জান্নাতবাসীগণ! অনন্তকালের জন্য হল তোমাদের এই জান্নাত, মৃত্যু নেই আর। হে জাহান্নামবাসীগণ! অনন্তকালের জন্য হল তোমাদের এই জাহান্নাম, মৃত্যু নেই আর।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

নবী ﷺ থেকে এইরূপ বহু রিওয়ায়ত বর্ণিত আছে যেগুলোতে দীদারের বিষয় অর্থাৎ মানুষেরা তাদের

পরওয়ারদিগারকে দেখবে এবং (আল্লাহ্‌র) পা বা এরূপ কিছু বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্‌ন আনাস, সুফইয়ান ইব্‌ন উয়ায়না, ইব্‌ন মুবারক, ওয়াকী' প্রমুখ (র.) ইমামগণের মত হল যে, তারা এই ধরনের বিষয়াবলীর রিওয়ায়ত করেন। তাঁরা বলেন ঃ এই ধরনের হাদীছসমূহ বর্ণনা করা যাবে আর এতদ্বিষয়েও আমরা ঈমানও রাখি কিন্তু এগুলো কেমন তা বলা সম্ভব নয়। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণও এই মত গ্রহণ করেছেন যে, এই ধরনের বিষয় সম্বলিত হাদীছ যেভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে সেইভাবেই রিওয়ায়ত করা যাবে। এতদ্বিষয়ে ঈমান রাখতে হবে তবে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না, এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যাবে না কিন্তু কেমন তা বলা যাবে না। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এই মতই গ্রহণ করেছেন।

হাদীছোক্ত فيعر فهم نفسه কথাটির মর্ম হল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্মুখে স্বীয় তাজাল্লী জাহির করবেন।

٢٥٦٠-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ يَرْفَعُهُ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُتِى بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْاَمْلَحِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ، فَلَوْ أَنَّ اَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ أَنَّ اَحَدًا مَاتَ حَزَنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى :هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৫৬০. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.)... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের মেষের ন্যায় উপস্থিত করা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড় করান হবে। পরে এটিকে যবেহ করা হবে আর তারা সকলে তা দেখতে থাকবে। কেউ যদি আনন্দে মারা যেত তবে জান্নাতবাসীরা (তা দেখে খুশীতে) অবশ্যই মারা যেত। আর দুঃখে যদি কেউ মারা যেত তবে জাহান্নামীরা (তা দেখে দুঃখে) অবশ্যই মারা যেত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতকে কষ্টকর বিষয় দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে আর জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে প্রবৃত্তি দ্বারা

٢٥٦١-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى :هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ صَحِيْحٌ

২৫৬১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতকে বেষ্টন করা হয়েছে কষ্টকর বিষয় দ্বারা আর জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে প্রবৃত্তি দ্বারা।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান, গারীব-সাহীহ।

٢٥٦٢–حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيْلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلٰى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا، قَالَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلٰى مَا أَعَدَّ اللّٰهُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا، قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلٰى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا، قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِىَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلٰى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا فَإِذَا هِىَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫৬২. আবূ কুরায়ব (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন তখন জিব্‌রাঈল (আ.)-কে জান্নাতে পাঠালেন এবং বললেন ঃ যাও তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য তাতে যা প্রস্তুত করে রেখেছি তা পরিদর্শন করে এস।

এরপর তিনি জান্নাতে গেলেন। তা এবং তাতে এর অধিবাসীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যা প্রস্তুত করে রেখেছেন তা পরিদর্শন করে তাঁর কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ আপনার ইয্‌যত ও সম্মানের কসম, যে কেউ এর কথা শুনবে তাতে দাখিল হওয়ার প্রয়াস পাবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিলেন। ফলে জান্নাতকে কষ্টকর জিনিস দ্বারা বেষ্টন করে দেওয়া হল। পরে তিনি তাকে বললেন ঃ আবার সেখানে ফিরে যাও এবং জান্নাত ও তাতে এর অধিবাসীদের জন্য কি (নিয়ামত) প্রস্তুত করে রেখেছি তা পরিদর্শন করে এস।

জিব্‌রাঈল (আ.) সেখানে ফিরে গেলেন, দেখলেন যে, কষ্টকর বিষয় দ্বারা তা বেষ্টিত। তিনি আবার আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন ঃ আপনার ইয্‌যতের কসম, আমার আশংকা হয় যে, কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ জাহান্নামের দিকে যাও। তা এবং তার অধিবাসীর জন্য এতে কি (ভীষণ শাস্তি) তৈরী করে রেখেছি তা দেখে আস। তিনি গিয়ে দেখেন যে, এর এক অংশ অপর অংশের উপর চড়াও হচ্ছে। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসলেন। বললেন ঃ আপনার ইয্‌যতের কসম, এর কথা শুনলে তাতে প্রবেশ করবে এমন কেউ হবে না।

অনন্তর তিনি নির্দেশ দিলেন ফলে জাহান্নামকে প্রবৃত্তির খাহিশাত দ্বারা বেষ্টন করে দেওয়া হল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা জিব্‌রাঈল (আ.)-কে বললেন ঃ আবার সেখানে ফিরে যাও। তিনি আবার সেখানে ফিরে গেলেন (এবং তা দেখে এসে) বললেন ঃ আপনার ইয্‌যতের কসম, আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ এ থেকে বাঁচতে পারবে না, বরং সবাই এতে দাখিল হয়ে পড়বে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اِحْتِجَاجِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের বিতর্ক

٢٥٦٣–حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ ، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَدْخُلُنِى الضُّعَفَاءُ وَ الْمَسَاكِيْنُ وَقَالَتِ النَّارُ يَدْخُلُنِى الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ فَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِىْ أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِى أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫৬৩. আবূ কুরায়ব (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম বিতর্কে প্রবৃত্ত হল, জান্নাত বলল ঃ আমার মাঝে দুর্বল ও দরিদ্ররা প্রবেশ করবে। জাহান্নাম বলল ঃ আমার এখানে প্রবেশ করবে পরাক্রমশালী এবং অহঙ্কারীরা।

আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি আমার শাস্তির স্থান, যার সম্পর্কে আমার ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে আমি তার প্রতিশোধ নিব। আর জান্নাতকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি আমার রহমতের স্থান, তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা রহম করব।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ مَالِاَدْنٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বনিম্ন জান্নাতীর মর্যাদা

٢٥٦٤–حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِىْ لَهُ ثَمَانُوْنَ أَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ زَوْجَةً وَ تُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ زَبَرْجَدٍ وَيَاقُوْتٍ كَمَابَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءَ وَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ يُرَدُّوْنَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِيْنَ فِى الْجَنَّةِ لَا يَزِيْدُوْنَ عَلَيْهَا أَبَدًا وَ كَذٰلِكَ أَهْلُ النَّارِ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِمُ التِّيْجَانَ إِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُضِيْءُ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّامِنْ حَدِيْثِ رِشْدِيْنَ .

২৫৬৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীদের মাঝে সর্বনিম্ন যে তারও হবে আশি হাজার সেবক, বাহাত্তর হাজার

সঙ্গিনী। মোতী, যবরজদ এবং ইয়াকূত পাথরে নির্মিত জাবিয়া থেকে সান'আ পর্যন্ত দূরত্বের ন্যায়[১] বিস্তৃত এক বিরাট গুম্বজ বিশিষ্ট প্রাসাদ তার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ছোট বা বড় যে বয়সেই মারা যাক না কেন জান্নাতে গিয়ে তার বয়স হবে ত্রিশ। কখনও তাদের বয়স বাড়বে না। জাহান্নামীদেরও অবস্থা তদ্রূপ হবে।

এই সনদে নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জান্নাতীদের যে তাজ হবে এর সবচে' নিম্নমানের মোতীটির ছটাও পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে যা কিছু সব কিছু উজ্জ্বল করে ফেলবে।

হাদীছটি গারীব। রিশদীন ইব্‌ন সা'দ (র.)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٢٥٦٥-حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْـوَلِ عَنْ أَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىْ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِى الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِى سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَقَـدِ اخْـتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى هٰذَا، فَقَالَ بَعْـضُهُمْ : فِى الْجَنَّةِ جِمَاعٌ وَلاَ يَكُوْنُ وَلَدٌ، هٰكَذَا رُوِىَ عَنْ طَاوُوْسٍ وَ مُجَاهِدٍ وَ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ فِى حَدِيْثِ النَّبِىِّ ﷺ إِذَ اشْـتَهَى الْمُؤْمِنُ الْوَلَدَ فِى الْجَنَّةِ كَانَ فِى سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْـتَهِىْ وَلٰكِنْ لاَيَشْـتَهِى قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِيْـهَا وَلَدٌ و أَبُو الصِّدِّيْقِ النَّاجِىْ اسْمُهُ بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو وَيُقَالُ بَكْرُ بْنُ قَيْسٍ أَيْضًا .

২৫৬৫. বুনদার (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুমিন যদি জান্নাতে সন্তান কামনা করে তবে তার কামনা অনুসারে সন্তানের গর্ভ, জন্ম ও বয়সের পূর্ণতা প্রাপ্তি সবকিছু এক মুহূর্তেই সংঘটিত হবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আলিমগণের এই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন ঃ জান্নাতে স্ত্রীসঙ্গম হবে বটে কিন্তু কোন সন্তান হবে না। তাঊস, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখঈ (র.) থেকেও এইরূপ মত বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেছেন ঃ "মুমিন যখন জান্নাতে সন্তান কামনা করবে তখন তার কামনা হিসাবে এক মুহূর্তেই তা ঘটবে" — এই হাদীছটির প্রসঙ্গে ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র.) বলেছেন ঃ তবে মু'মিন এই ধরনের কিছু কামনা করবে না।

মুহাম্মাদ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেন ঃ আবূ রাযীন উকায়লী সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, জান্নাতে জান্নাতবাসীদের কোন সন্তান হবে না।

রাবী আবূ সিদ্দীক নাজী (র.)-এর নাম হল বকর ইব্‌ন আমর। বলা হয় বকর ইব্‌ন কায়স।

---

১. জাবিয়া — দামিশ্‌কের একটি নগর। সানআ — ইয়ামনের একটি শহর।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَلَامِ الْحُوْرِ الْعِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ আয়তলোচনা হূরদের আলাপ-আলোচনা

٢٥٦٦–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ يُرَفِّعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلاَئِقُ مِثْلَهَا، قَالَ يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَبِيْدُ ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْؤُسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَ كُنَّا لَهُ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَ أَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

২৫৬৬. হান্নাদ ও আহমদ ইব্ন মানী' (র.)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে আয়তলোচনা হূরদের একটি সম্মেলন গৃহ রয়েছে। সেখানে তারা এমন সুরে গান গায় যে, সৃষ্টির কেউ কখনও এমন সুর শুনেনি। তারা বলে ঃ আমরা অনন্ত সঙ্গিনী আমাদের ধ্বংস নেই; আমরা সুখ-সম্পদশালীনী, অভাব নেই আমাদের; আমরা (আমাদের মালিকদের প্রতি) তুষ্ট, অসন্তুষ্টি নেই আমাদের; মুবারক সেই ব্যক্তি যারা আমাদের এবং আমরা যাদের।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আলী (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ

٢٥٦٧–حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ ، أُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ رَجُلٌ يُنَادِىْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ وَ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَ حَقَّ مَوَالِيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّمِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَ أَبُو الْيَقْظَانِ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ يُقَالُ ابْنُ قَيْسٍ .

২৫৬৭. আবূ কুরায়ব (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোক কিয়ামতের দিন মিশকে আম্বরের টিলার উপর অবস্থান করবে। প্রথম এবং শেষ সব যুগের মানুষই তাদের অবস্থা দেখে ঈর্ষা পোষণ করবে। একজন হল যে ব্যক্তি প্রতিটি রাত দিনে পাঁচ ওয়াক্ত

সালাতের জন্য আহ্বান করে। (অপরজন হল) যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে এবং তারা তার উপর সন্তুষ্ট। (তৃতীয় জন হল) যে গোলাম আল্লাহ্র হকও সম্পাদন করে এবং তার মালিকের হকও সম্পাদন করে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। সুফইয়ান ছাওরী (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবুল ইয়াকযান (র.)-এর নাম হল উছমান ইব্ন উমায়র। ইব্ন কায়স বলেও কথিত আছে।

٢٥٦٨–حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَرْفَعُهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ : رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُوْ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِيْنِهِ يُخْفِيْهَا أُرَاهُ قَالَ مِنْ شِمَالِهِ وَ رَجُلٌ كَانَ فِى سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ اَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَالصَّحِيْحُ مَارَوَى شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ كَثِيْرُ الْغَلَطِ .

২৫৬৮. আবূ কুবায়ব (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে মারফূ'রূপে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি এমন যাদেরকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে, যে ব্যক্তি (এমন) গোপনে আল্লাহ্র পথে ডান হাতে দান-খয়রাত করে যে, বাম হাতও তা টের পায় না এবং যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধাভিযান দলে শরীক হয় আর তার সঙ্গী-সাথীরা হেরে যাওয়ার পরও সে শত্রুসম্মুখে অগ্রসর হয়।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্রে এটি সংরক্ষিত নয়। সাহীহ রিওয়ায়ত হল যেটি শু'বা (র.) প্রমুখ মানসূর-রিবঈ ইব্ন খিরাশ-যায়দ ইব্ন যাবয়ান-আবূ যারর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। রাবী আবূ বকর ইবন আয়্যাশ রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে অনেক ভুল করে থাকেন।

٢٥٦٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ يَرْفَعُهُ إِلٰى أَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ وَ ثَلَاثَةٌ يَبْغَضُهُمُ اللّٰهُ فَامَّا الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ : فَرَجُلٌ اَتٰى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللّٰهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللّٰهُ وَالَّذِىْ أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوْا فَوَضَعُوْا رُءُوْسَهُمْ فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِىْ وَ يَتْلُوْ اٰيَاتِىْ وَرَجُلٌ كَانَ فِى سَرِيَّةٍ فَلَقِىَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوْا وَاَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتّٰى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ . وَالثَّلَاثَةُ الَّذِيْنَ يَبْغَضُهُمُ اللّٰهُ الشَّيْخُ الزَّانِىْ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُوْمُ .

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَهٰكَذَا رَوَى شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ نَحْوَ هٰذَا وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ .

২৫৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র.)... আবূ যার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি এমন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন আর তিন ব্যক্তি এমন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ঘৃণা করেন। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন তাদের মধ্যে সে ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায়ের নিকট এসে কোন আত্মীয়তার ওসীলায় নয় বরং আল্লাহ্র ওয়াস্তে কিছু প্রার্থনা করে কিন্তু তারা তাকে ফিরিয়ে দেয় তখন তাদের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি তাদের পেছনে ফেলে উঠে দাঁড়ায় এবং ঐ প্রার্থী ব্যক্তিকে এমন গোপনে কিছু দান করে যে আল্লাহ্ তা'আলা এবং যাকে দিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ এই দান সম্পর্কে কিছু জানে না। (অপর এক ব্যক্তি হল) এক সম্প্রদায় রাতের সফরে চলেছে। শেষে নিদ্রা যখন তাদের সবচে প্রিয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায় আর তারা (বালিশে) তাদের মাথা রেখে দেয় তখন এক ব্যক্তি সালাতে দাঁড়ায় এবং আমার হুযুরে কাকুতি-মিনতি ও রোনাযারী করে আর আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। (আরেক জন হল) এক ব্যক্তি কোন এক যুদ্ধাভিযানে শরীক হয়ে শত্রুর সম্মুখীন হয় এবং হেরে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায়ও সেই ব্যক্তি শহীদ বা বিজয় লাভ না হওয়া পর্যন্ত বুক পেতে সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

পক্ষন্তরে যে তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা ঘৃণা করেন তারা হল ঃ বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহঙ্কারী ভিক্ষুক, অত্যাচারী ধনী।

মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... শু'বা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি সাহীহ।

শায়বান (র.) মনসূর (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি আবূ বকর ইব্ন আয়্যাশ (র.)-এর রিওয়ায়ত থেকে অধিক সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ

٢٥٧٠–حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ . حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَاْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫৭০. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই ফুরাত নদী তার গোপন স্বর্ণ-ভাণ্ডার পানি অপসৃত করে প্রকাশ করে দিবে। যে ব্যক্তি তখন সেখানে হাযির থাকবে সে যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٥٧١–حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫৭১. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে **إلاأنه** এর স্থলে **جبل من ذهب** (স্বর্ণের পাহাড়) উল্লেখ হয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صِفَةِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের নহরসমূহ

٢٥٧٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ، ثُمَّ تُشَقَّقُ الْاَنْهَارُ بَعْدُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَحَكِيْمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ هُوَ وَالِدُ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ وَالْجُرَيْرِىُّ يُكْنَى أَبَا مَسْعُوْدٍ وَاسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ إِيَاسٍ .

২৫৭২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... মুআবিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জান্নাতে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর ও শরাবের সাগর রয়েছে। এগুলো থেকে পরে আরো নহরের শাখা-প্রশাখা বের হবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। হাকীম ইব্ন মুআবিয়া হলেন বাহয ইবনে হাকীম (র.)-এর পিতা।

٢٥٧٣–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ : اَللّٰهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ .

قَالَ هٰكَذَا رَوَى يُوْنُسُ بْنُ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَوْقُوْفًا أَيْضًا .

২৫৭৩. হান্নাদ (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র কাছে তিনবার জান্নাতের দু'আ করে তবে জান্নাত তখন বলে, 'হে আল্লাহ্! একে জান্নাতে দাখিল করে দাও।' আর কোন ব্যক্তি যদি জাহান্নাম থেকে তিনবার পানাহ্ চায় তবে জাহান্নাম বলে, 'হে আল্লাহ্! একে জাহান্নাম থেকে পানাহ্ দিয়ে দাও।'

ইউনুস (র.) এ হাদীছটিকে আবূ ইসহাক (র.) থেকে বুরায়দ ইব্‌ন আবূ মারয়াম-আনাস (রা.) সনদে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক-বুরায়দ ইব্‌ন আবূ মারয়াম-আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে তাঁর উক্তি হিসাবেও এটি বর্ণিত আছে।

كِتَابُ صِفَةِ الْجَهَنَّمِ

অধ্যায় : জাহান্নামের বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ

অধ্যায় : জাহান্নামের বিবরণ

بَابُ مَاجَاءَ فِى صِفَةِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ জাহান্নামের বিবরণ

٢٥٧٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ . حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَاهِلِىِّ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا– قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: وَالثَّوْرِىُّ لاَ يَرْفَعُهُ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ خَالِدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

২৫৭৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সেইদিন (কিয়ামতের দিন) জাহান্নামকে আনা হবে। এর থাকবে সত্তর হাজার লাগাম। প্রতিটি লাগামের সাথে থাকবে সত্তর হাজার ফিরিশতা। তারা এটি ধরে তা টানবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান বলেন ঃ ছাওরী (র.) হাদীছটি মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন নি।

আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)... আলা ইব্ন খালিদ (র.) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এটি মারফূ' নয়।

٢٥٧٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ

تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُوْلُ : إِنِّى وُكِّلْتُ بِثَلاَثَةٍ : بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ، وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

২৫৭৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুআবিয়া জুমাহী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গর্দান বের হবে। এর দু'টো চোখ থাকবে যে দু'টো দিয়ে সে দেখবে, দু'টো কান থাকবে যা দিয়ে সে শুনবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে ঃ তিন ব্যক্তির উপর আমি নিযুক্ত হয়েছি, দুর্বিনীত অবাধ্যাচারী; যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যকে ইলাহ্ বলে ডাকে এবং চিত্রকর।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صِفَةِ قَعْرِ جَهَنَّمَ

অনুচ্ছেদ ঃ জাহান্নাম-গহ্বর

٢٥٧٦–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُتْبَةُ بْنِ غَزْوَانَ عَلَى مِنْبَرِنَا هٰذَا مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيْمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوِى فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا وَمَا تُفْضِىْ إِلَى قَرَارِهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ أَكْثِرُوْا ذِكْرَ النَّارِ فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيْدٌ وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيْدٌ وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيْدٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى لاَ نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا مِنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ وَ إِنَّمَا قَدِمَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ الْبَصْرَةَ فِىْ زَمَنِ عُمَرَ وَوُلِدَ الْحَسَنُ لِسَنَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ .

২৫৭৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)... হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্বা ইব্ন গাযওয়ান (রা.) আমাদের এই বসরার মিম্বরে দাঁড়িয়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ জাহান্নামের কিনারা থেকে একটা বিরাট পাথর ফেলা হবে। সত্তর বছর ধরে তা নীচে পড়তে থাকবে কিন্তু স্থির হতে পারে এমন স্থানে গিয়ে পৌঁছবে না।

উত্বা ইব্ন গাযওয়ান (রা.) বলেন ঃ উমর (রা.) বলতেন, বেশী করে জাহান্নামের স্মরণ করবে। কেননা, এর গরম খুব কঠিন, এর গহ্বর বহু গভীর আর এর প্রহারের চাবুক হবে লোহার।

হাসান (র.) সরাসরি উত্বা ইব্ন গাযওয়ান (রা.) থেকে শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। উত্বা ইব্ন গাযওয়ান (রা.) উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে বসরা আগমন করেছিলেন আর উমর (রা.)-এর খিলাফতের দুই বছর যখন বাকী তখন হাসান (র.) জন্মগ্রহণ করেন।

٢٥٧٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنِ مُوْسَى عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِىْ

سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصَّعُوْدُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيْهِ الْكَافِرُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا وَ يَهْوِى بِهٖ كَذٰلِكَ مِنْهُ أَبَدًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ الْهَيِعَةَ .

২৫৭৭. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)... আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ "সা'ঊদ" হল জাহান্নামের একটি পাহাড়। সতত কাফিররা এতে সত্তর বছরে আরোহণ করবে আর ঐ পরিমাণ সময়ে নীচে পড়বে।

হাদীছটি গারীব। ইব্ন লাহীআ (র.)-এর সূত্রে ছাড়া এটি মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى عِظَمِ أَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ জাহান্নামীদের শরীরের বিরাটত্ব

٢٥٧٨–حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّوْرِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى . اَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَاَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا . وَاَنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ اُحُدٍ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِيْنَةَ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ .

২৫৭৮. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ দূরী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কাফিরের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ গজ পুরু, তার মাড়ির দাঁত হবে উহূদ পাহাড়ের মত, জাহান্নামে তার উপবেশন স্থল হবে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায়।

আ'মাশ (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٢٥٧٩–حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِى جَدِّى مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ وَ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ أُحُدٍ وَ فَخِذُهُ مِثْلَ الْبَيْضَاءِ ومَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةَ ثَلاَثٍ مِثْلَ الرَّبْذَةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَ مِثْلُ الرَّبْذَةِ كَمَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَالرَّبْذَةِ وَالْبَيْضَاءِ جَبَلٌ مِثْلُ أُحُدٍ .

২৫৭৯. আলী ইব্ন হুজর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফিরের মাড়ির দাঁত হবে উহূদ পাহাড়ের মত তার উরু হবে বায়দা পাহাড়ের

মত আর জাহান্নামে তার আসনের জায়গাটি হবে তিন দিনের পথ (মদীনা থেকে) রাবাযা (দূরত্বের)-এর অনুরূপ।

مثل الربذة মর্ম হল, মদীনা ও রাবাযার দূরত্বের মত। البيضاء একটি পাহাড়।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٥٨٠-حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَ أَبُوْ حَازِمٍ هُوَ الْاَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلٰى عَزَّةَ الْاَشْجَعِيَّةِ .

২৫৮০. আবূ কুরায়ব (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে মারফূ'রূপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাফিরের মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত। হাদীছটি হাসান। আবূ হাযিম হলেন আশজাঈ (র.)। তাঁর নাম হল সালমান। তিনি ছিলেন আয্যা আশজাইয়্যা (রা.)-এর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম।

٢٥٨١-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِى الْمُخَارِقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَالْفَضْلُ بْنُ يَزِيْدَ هُوَ كُوْفِيٌّ قَدْ رَوٰى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ وَ أَبُو الْمُخَارِقِ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ .

২৫৮১. হান্নাদ (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাফির তার জিহ্বাকে এক ফারসাখ[১] দুই ফারসাখ স্থান বিছিয়ে রাখবে আর লোকেরা তা পদদলিত করবে।

হাদীছটিকে এই সূত্রে কেবল আমরা জানি। ফাযল ইব্ন ইয়াযীদ কূফী (র.) থেকে একাধিক হাদীছ বিশেষজ্ঞ ইমাম হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন। আবুল মুখারিক পরিচিত রাবী নন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صِفَةِ شَرَابِ اَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ জাহান্নামীদের পানীয়

٢٥٨٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قَوْلِهِ (كَالْمُهْلِ) قَالَ كَعَكَرِ الزَّيْتِ ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلٰى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيْهِ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ رِشْدِيْنَ بْنِ سَعْدٍ وَ رِشْدِيْنُ قَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ .

২৫৮২. আবূ কুরায়ব (র.)... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ... " (كالمهل) নিশ্চয় যাক্কুম হবে পাপীর খাদ্য; গলিত লাভার মত"......... (দুখান ৪৪ ঃ ৪৫) সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন ঃ এ হল, তেলের

---

১. ফারসাখ — আট কিলোমিটার।

তলানীর মত। (জাহান্নামীরা) যখন স্বীয় মুখের কাছে তা নিবে তখনই তার চেহারার চামড়া (গলে) তাতে পড়ে যাবে।

রিশদীন ইব্‌ন সা'দ (র.)-এর রিওয়ায়ত ব্যতীত হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। রিশদীনের স্মরণ শক্তির বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে।

٢٥٨٣–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِى السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيْمُ حَتّٰى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَافِى جَوْفِهِ حَتّٰى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصِّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ .

وَسَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ يُكْنَى أَبَا شُجَاعٍ وَهُوَ مِصْرِيٌّ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَابْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْمِصْرِيُّ .

২৫৮৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তাদের (জাহান্নামীদের) মাথায় তীব্র গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ভীষণ গরম পানি তার সর্বত্র প্রবিষ্ট হবে। এমনকি তার পেটের ভিতরেও গিয়ে পৌঁছবে। এরপর তার পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি যা কিছু আছে সব গলিয়ে পায়ের দিক থেকে বের করে দিবে। তারপর তা আবার আগের মত হয়ে যাবে।

সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদের উপনাম হল আবূ শুজা'। তিনি মিসরী। লায়ছ ইব্‌ন সা'দ (র.) তার কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন হুজায়রা (র.) হলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন হুজায়রা মিসরী।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٢٥٨٤–حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قَوْلِهِ (وَيُسْقٰى مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهُ) قَالَ : يُقَرَّبُ إِلَى فِيْهِ فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا أُدْنِىَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ (وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ) وَيَقُوْلُ (وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

وَهٰكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ ، وَلَا نَعْرِفُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنَ بُسْرٍ إِلَّا فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

وَقَدْ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ

لَهُ أَخٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَ أُخْتُهُ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو هٰذَا الْحَدِيْثَ رَجُلٌ اٰخَرُ لَيْسَ بِصَاحِبٍ .

২৫৮৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)... আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে,

(وَيُسْقٰى مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهُ)

"তাদের (জাহান্নামীদের) পান করানো হবে গলিত পুঁজ যা সে অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে।" .... (ইবরাহীম ১৪ ঃ ৪৬, ১৭-) প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন ঃ তার মুখের কাছে যখন তা নেওয়া হবে সে তা অপছন্দ করবে। আরো কাছে যখন নেওয়া হবে তার চেহারা পুড়ে যাবে এবং মাথার চামড়া তার (গলে) পড়ে যাবে। যখন তা পান করবে তখন নাড়ি-ভুঁড়ি সব গলিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে এবং তা মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ (وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ)

এবং তাদেরকে (জাহান্নামীদের) পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে (মুহাম্মাদ ৪৭ ঃ ৪৫)।

আল্লাহ্ পাক আরো ইরশাদ করেন ঃ

(وَاِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ)

এরা (জাহান্নামীরা) পানি চাইলে এদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করে ফেলবে। এ কত নিকৃষ্ট পানীয় আর অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়! (কাহফ ১৮ ঃ ২১)

হাদীছটি গারীব। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.) উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুসর (র.)-এর বরাতে এই কথাই ব্যক্ত করেছেন। এই রিওয়ায়ত ছাড়া উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন বুসর (র.)-এর পরিচিতি নেই। নবী ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুসর (রা.) থেকে সাফওয়ান ইব্‌ন আমর (র.) অন্য হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন। এই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুসরের (র.) এক ভাই এবং তাঁর বোনও নবী ﷺ থেকে সরাসরি হাদীছ শুনেছেন। আবূ উমামা (রা.)-এর এই রিওয়ায়ত সাফওয়ান ইব্‌ন আমর (র.) যে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুসর-এর বরাতে এ হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন তিনি অন্য ব্যক্তি যিনি সাহাবী নন।

٢٥٨٥-حدثنا سويد أخبرَنا عبد الله بن المبارك أخبرنا رشدين بن سعد حدثني عمرو بن الحرث عن دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدرى عَن النبى ﷺ قال : (كالمهل) كعكر الزيت ، فإذا قرب إليه سقطت فروة وَجهه فيه .

و بهذا الاسنادِ عَن النبى ﷺ قال اسرادق النارِ أربعةَ جُدُر كثف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة .

وَبهذا الاسناد عن النبى ﷺ قال لو أن دلوا من غساق يهرَاق فى الد نيا لأنتن أهل الدنيا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ رِشْدِيْنَ بْنِ سَعْدٍ وَ فِى رِشْدِيْنَ مَقَالٌ وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

২৫৮৫. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (كالمهل) গলিত ধাতুর ন্যায়-প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ এ হল তলের তলানী। তা যখন তার মুখের কাছে নেওয়া হবে তখন তার মুখের চামড়া তাতে গলে পড়ে যাবে।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ জাহান্নামের আবেষ্টনী হল চারিটি দেয়ালের। প্রতিটি দেয়ালের ঘনত্ব হল চল্লিশ বছরের পথ।

এই সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেন ঃ জাহান্নামীদের গলিত পুঁজের এক বালতিও যদি দুনিয়ায় ঢেলে দেওয়া হত তবে সারা পৃথিবীই দুর্গন্ধময় হয়ে যেত।

এই হাদীছটি কেবল রিশদীন ইব্ন সা'দ (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবেই আমরা জানি। রিশদীন ইব্ন সা'দ (র.) হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের কাছে সমালোচিত ব্যক্তি। তার স্মরণশক্তির সমালোচনা করা হয়েছে।

٢٥٨٦–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِى دَارِ الدُّنْيَا لَاَفْسَدَتْ عَلٰى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৫৮৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ (اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ)

(হে মুমিনগণ) তোমরা আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় করবে আর মুসলিম না হয়ে তোমরা যেন না মর। (আল-ই ইমরান ৩ ঃ ১০২) পরে তিনি বললেন ঃ (জাহান্নামীদের খাদ্য) যাক্কুমের একটা ফোঁটাও যদি দুনিয়ায় পড়ত তবে তা দুনিয়াবাসীদের যিন্দেগীই দুর্বিষহ করে তুলত। (এখন) এই জিনিস যাদের খাদ্য হবে তাদের কি অবস্থা হবে?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صِفَةِ طَعَامِ أَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ জাহান্নামীদের খাদ্য

٢٥٨٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُلْقٰى عَلٰى أَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ فَيَعْدِلُ مَاهُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيْعٍ لَايُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى

مِنْ جُوعٍ ، فَيَسْتَغِيثُوْنَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ ذِىْ غُصَّةٍ فَيَذْكُرُوْنَ أَنَّهُمْ كَانُوْ يُجِيْزُوْنَ الْغُصَصَ فِى الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُوْنَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعَ إِلَيْهِمُ الْحَمِيْمُ بِكَلاَلِيْبِ الْحَدِيْدِ ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوْهَهُمْ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُوْنَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِى بُطُوْنِهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوْا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُوْلُوْنَ (أَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا بَلَى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلَالٍ) قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : ادْعُوْا مَالِكاً،فَيَقُوْلُوْنَ (يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) قَالَ : فَيُجِيْبُهُمْ (إِنَّكُمْ مَا كِثُوْنَ)

قَالَ الْأَعْمَشُ : نُبِّئْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَ بَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ. قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : ادْعُوْا رَبَّكُمْ فَلاَ أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ (رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُوْنَ) قَالَ : فَيُجِيْبُهُمْ (اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ) قَالَ: فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَئِسُوْا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَعِنْدَ ذٰلِكَ يَأْخُذُوْنَ فِى الزَّفِيْرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : وَالنَّاسُ لاَ يَرْفَعُوْنَ هٰذَا الْحَدِيْثَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : إِنَّمَا نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْأَ عْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَوْلَهُ وَلَيْسَ بِمَرْفُوْعٍ ، وَ قَطَبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ هُوَثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

২৫৮৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)... আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামবাসীদের উপর ক্ষুধা চাপিয়ে দেওয়া হবে। তারা যে আযাবে ছিল ক্ষুধাও এর বরাবর (আযাব) হয়ে দাঁড়াবে। তারা কাতর হয়ে (আল্লাহ্র কাছে) ফরিয়াদ করতে থাকবে। তখন দারী' (কন্টকাকীর্ণ একজাতীয় বিষাক্ত গুল্ম) খাদ্য দিয়ে তাদের এই ফরিয়াদের জওয়াব দেওয়া হবে। যা তাদেরকে পুষ্টও করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। আবার তারা ফরিয়াদ করবে। অনন্তর তাদেরকে এমন খাদ্য দেওয়া হবে যা গলায় আটকে যাবে। তখন তারা দুনিয়াতে পানি খেয়ে গলার আটকা দূর করার কথা স্মরণ করবে। তাই তারা পানির জন্য ফরিয়াদ করবে। লোহার আঁকশী দিয়ে তাদের ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে। তাদের মুখের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তা তাদের চেহারা দগ্ধ করে ফেলবে। পেটে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র পেটে নাড়ি-ভুঁড়ি যা কিছু আছে সব গলিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে। তারা বলবে, (নিজেরা নিজেরা) যাও জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কদেরকে ডাক। জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কগণ বলবেন ঃ তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ রাসূলগণের আগমন হয়নি?

তারা বলবে ঃ অবশ্যই হয়েছিল।

তত্ত্বাবধায়কগণ বলবেন ঃ ডাকতে থাক, কাফিরদের ডাক তো নিষ্ফল হওয়া ব্যতিরেকে কিছুই নয়।

নবী ﷺ বলেন, তারা (নিজেরা নিজেরা) বলবে ঃ যাও (জাহান্নামের প্রধান রক্ষক) মালিককে ডাক। তারা বলবে ঃ হে মালিক, তোমার প্রভু যেন আমাদের মওত দিয়ে দিন।

নবী ﷺ বলেন ঃ তখন তাদের জওয়াব দেওয়া হবে ঃ না, এখানেই তোমাদের অবস্থান করতে হবে।

আ'মাশ (র.) বলেন ঃ আমি অবহিত হয়েছি যে তাদের এই ডাক ও মালিকের জওয়াব প্রদানের মাঝে হবে এক হাজার বছরের ব্যবধান।

এরপর তারা (পরস্পর) বলবে ঃ চল, তোমাদের পরওয়ারদিগারকে ডাক। যেহেতু তোমাদের পরওয়ারদিগারের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। তারা বলবে ঃ আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হয়ে গেছে। আমরা তো ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। হে পরওয়ারদিগার, এখান থেকে আমাদের বের করে নিন। আমরা যদি পুনরায় নাফরমানী করি তবে অবশ্যই আমরা জালিম হব।

তাদের জওয়াব দেওয়া হবে ঃ এখানেই তোমরা লাঞ্ছনার মধ্যে বসবাস করবে, কোন কথা বলবে না।

তখন থেকেই এরা সব কল্যাণের আশা থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। আর তারা এই ধ্বংসের কারণে আফসোস সহকারে গাধার ন্যায় চিৎকার দিতে থাকবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.) বলেন ঃ বর্ণনাকারীগণ হাদীছটি মারফূ' রূপে বর্ণনা করেননি। হাদীছটি আ'মাশ-শিমর ইব্ন আতিয়্যা-শাহর ইব্ন হাওশাব-উম্মুদ দারদা-আবুদ দারদা (রা.) সূত্রে তাঁর উক্তি হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি মারফূ' নয়। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে কুতবা ইব্ন আবদুল-আযীয ছিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাবী।

٢٥٨٨–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ أَبِيْ شُجَاعٍ عَنْ أَبِى السَّمْحِ عَنْ أَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ) قَالَ تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِيَ شَفَتُهُ السُّفْلٰى حَتّٰى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، وَ أَبُو الْهَيْثَمِ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعُتْوَارِيُّ وَ كَانَ يَتِيْمًا فِى حِجْرِ أَبِيْ سَعِيْدٍ.

২৫৮৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত।

(وهم فيها كالحون) তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায় (মুমিনূন ২৩ ঃ ১০৪) প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ তাদের চেহারা অগ্নিদগ্ধ হবে। উপরের ঠোঁটটি কুঁকড়ে মাথার মাঝ পর্যন্ত চলে যাবে আর নিচের ঠোঁটটি ঝুলে পড়ে নাভিতে গিয়ে বাড়ি খাবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

রাবী আবুল হায়ছামের নাম হল সুলায়মান ইব্ন আমর ইব্ন আবদুল উতওয়ারী (র.)। তিনি আবূ সাঈদ (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম হিসাবে লালিত-পালিত হয়েছেন।

٢٥٨٩–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِى السَّمْحِ عَنْ عِيْسٰى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ أَنَّ رُضَاضَةً مِثْلَ هٰذِهِ ، وَأَشَارَ إِلٰى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ ، وَهِىَ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الْاَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ ، وَلَوْ أَنَّهَا

أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَصَارَتْ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْقَعْرَهَا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . و سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ هُوَ مِصْرِيٌّ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ.

২৫৮৯. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথার খুলির দিকে ইশারা করলেন, বললেন ঃ এর অনুরূপ শীশা যদি আসমান থেকে যমীনে ছুঁড়ে ফেলা হয় তবে রাত্রি হওয়ার আগেই তা যমীনে পৌঁছে যাবে। অথচ এতদুভয়ের ব্যবধান হল পাঁচশ' বছরের পথ। কিন্তু যদি জাহান্নামের জিঞ্জীরের মাথা থেকে এটিকে নিক্ষেপ করা হয় তবে এর গোড়া পর্যন্ত বা এর গহ্বর পর্যন্ত পৌঁছার আগেই চল্লিশ বছর ধরে রাত দিন তা নিচে পড়তেই থাকবে।

হাদীছটির সনদ হাসান সাহীহ্। রাবী সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ মিসর নিবাসী। লায়ছ ইব্‌ন সা'দ প্রমুখ ইমাম তার কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ نَارَكُمْ هٰذِهِ جُزْءًا مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

অনুচ্ছেদ ঃ তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন হল জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ

٢٥٩٠-حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَارُكُمْ هٰذِهِ الَّتِى تُوْقِدُوْنَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ ، قَالُوْا : وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ هُوَ أَخُوْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ وَهْبٌ .

২৫৯০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এই যে তোমাদের আগুন আদম সন্তানরা যা জ্বালায় তা হল জাহান্নামের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।

সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্!, আল্লাহ্‌র কসম এ-ই তো যথেষ্ট।

তিনি বললেন ঃ একে আরো উনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর এর উত্তাপের সমান হবে প্রতিটি গুণের উত্তাপ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র.) হলেন ওয়াহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র.)-এর ভাই। হাম্মাম (র.)-এর নিকট থেকে ওয়াহব (র)-ও হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٩١-حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ هٰذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا حَرُّهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ سَعِيْدٍ .

২৫৯১. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ দূরী (র.)... আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। এর উত্তাপের সমান হল প্রতিটি অংশের উত্তাপ।

আবূ সাঈদ (রা.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি গারীব। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

٢٥٩٢-حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمٍ هُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُوْقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ.

حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ أَوْ رَجُلٍ آخَرَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي هٰذَا مَوْقُوْفٌ أَصَحُّ، وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شَرِيْكٍ.

২৫৯২. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ দূরী বাগদাদী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক হাজার বছর জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হয়। তখন তা লাল বর্ণ ধারণ করে। এরপর আরো এক হাজার বছর জ্বালানো হয়। তখন তা সাদা রং ধারণ করে। তারপর আরো এক হাজার বছর জ্বালানো হয় শেষে তা কাল রং ধারণ করে। এখন তা ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এটি মারফূ' নয়।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মওকুফ রিওয়ায়তটি অধিক সাহীহ। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ বুকায়র... শরীক (র.) সূত্র ছাড়া আর কেউ এটিকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ لِلنَّارِ نَفَسَيْنِ وَمَاذُكِرَ، مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ জাহান্নামাগ্নির দু'টো শ্বাস ও তাওহীদ বিশ্বাসীদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা প্রসঙ্গে

٢٥٩٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا وَقَالَتْ أَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا

نَفْسَيْنِ نَفَسًا فِى الشِّتَاءِ وَ نَفَسًا فِى الصَّيْفِ فَأَمَّا نَفَسُهَا فِى الشِّتَاءِ فَزَمْهَرِيْرٌ ، وَأَمَّا نَفَسُهَا فِى الصَّيْفِ فَسَمُوْمٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ قَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ بِذٰلِكَ الْحَافِظِ .

২৫৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন ওয়ালীদ কিন্দী কূফী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নাম আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অভিযোগ করে এবং বলে ঃ আমার কতক অংশ আর কতককে গ্রাস করে নিচ্ছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার দুটো শ্বাসের ব্যবস্থা করেন। একটি শ্বাস শীতে আরেকটি শ্বাস গ্রীষ্মে। শীতের শ্বাস হল যামহারীর (শৈত্যপ্রবাহ) আর গ্রীষ্মের শ্বাস হল সামূম (লূ প্রবাহ)।

হাদীছটি সাহীহ।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। মুফায্‌যাল ইব্‌ন সালিহ্ হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে তেমন স্মরণ শক্তিসম্পন্ন নন।

٢٥٩٤–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً وَقَالَ شُعْبَةُ مَا يَزِنُ ذُرَةً مُخَفَّفَةً .

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ وَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫৯৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন) যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর স্বীকার করে এবং যব পরিমাণ ঈমানও যার অন্তরে আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর স্বীকার করে এবং গমের দানা পরিমাণ ঈমানও যার অন্তরে আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র স্বীকার করে এবং অণু পরিমাণ ঈমানও যার অন্তরে আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস।

এই বিষয়ে জাবির ও ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি সাহীহ।

٢٥٩٥–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ

أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِيْ يَوْمًا أَوْ خَافَنِيْ فِيْ مَقَامٍ

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৫৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র.)... আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, জাহান্নাম থেকে সেই ব্যক্তিকেও বের করে নিয়ে আস যে ব্যক্তি কোন দিন আমার স্মরণ করেছে বা কোন স্থানে আমাকে ভয় করেছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

٢٥٩٦-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْرِفُ اٰخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ : فَيُقَالُ لَهُ : انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ فَيَجِدِ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوْا الْمَنَازِلَ . فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ : يَارَبِّ قَدْ اَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ ، قَالَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِيْ كُنْتَ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ . نَعَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ : تَمَنَّ، قَالَ فَيَتَمَنّٰى ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَ عَشَرَةَ اَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ ؟ فَيَقُوْلُ أَتَسْخَرُ بِيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫৯৬. হান্নাদ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নাম থেকে শেষ যে ব্যক্তিটি বের হবে আমি তাকে জানি। সেই ব্যক্তি তা থেকে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে হেঁচড়িয়ে বের হবে। সে বলবে ঃ হে পরওয়ারদিগার! লোকেরা তো স্থান নিয়ে নিয়েছে।

নবী ﷺ বলেন, তাকে বলা হবে ঃ জান্নাতের দিকে যাও, জান্নাতে গিয়ে দাখিল হও। এরপর লোকটি সেখানে দাখিল হতে যাবে। সে দেখতে পাবে লোকেরা আবাসসমূহ গ্রহণ করে নিয়েছে। সে ফিরে আসবে। বলবে ঃ হে পরওয়ারদিগার, লোকেরা তো আবাস গ্রহণ করে নিয়েছে।

নবী ﷺ বলেন ঃ তাকে বলা হবে, যে কাল অতিবাহিত করে এসেছ তার কথা মনে পড়ে কি?

সে বলবে ঃ অবশ্যই।

তাকে বলা হবে ঃ তুমি (কি) আশা কর বল।

লোকটি তার আশা প্রকাশ করে বলতে থাকবে। তখন তাকে বলা হবে ঃ যা যা আশা করেছ সবই তোমাকে দেওয়া হল। এর সঙ্গে আরো (দেওয়া গেল) দুনিয়ার দশগুণ।

লোকটি বলবে ঃ আপনি রাজাধিরাজ হওয়া সত্ত্বেও আমার সঙ্গে উপহাস করছেন!

বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বলেন ঃ এখানে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাসতে দেখলাম। এমনকি তাঁর দাঁত ভেসে উঠল।

এই হাদীছটি সাহীহ্।

٢٥٩٧–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّى لَاَعْرِفُ أُخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ وَاٰخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ، يُؤْتٰى بِرَجُلٍ فَيَقُوْلُ سَلُوْا عَنْ صِغَارِ ذُنُوْبِهٖ وَ اَخْبِئُوْا كِبَارَهَا، فَيُقَالُ لَهٗ عَمِلْتَ كَذَا وَ كَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، عَمِلْتُ كَذَا وَ كَذَا فِى يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا ، قَالَ فَيُقَالُ لَهٗ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً ، قَالَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ لَقَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ مَا أَرَاهَا هٰهُنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫৯৭. হান্নাদ (র.)... আবূ যার্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোকটি সব শেষে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সবার পরে জান্নাতে দাখিল হবে সেই লোকটিকে আমি অবশ্যই জানি। এক ব্যক্তিকে আনা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরেশ্‌তাদের) বলবেন ঃ এর ছোট ছোট গুনাহ্‌র কথা জিজ্ঞাসা কর আর বড় বড় গুনাহ্‌গুলো লুকিয়ে রাখ। এরপর তাকে বলা হবে ঃ অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক গুনাহ্ করেছিলে? অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক গুনাহ্ করেছিলে? রাবী বলেন ঃ (সব স্বীকার করে নেওয়ার পর) তাকে বলা হবে ঃ এক একটি বদীর স্থলে তোমাকে নেকী দেওয়া হবে। লোকটি বলবে ঃ হে রব! আমি আরো অনেক (বদ) কাজ করেছিলাম। সেগুলো তো এখানে দেখছি না!

বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হেসে উঠতে দেখলাম। এমন কি তাঁর দাঁত পর্যন্ত ভেসে উঠল।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٥٩٨–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ فِى النَّارِ حَتّٰى يَكُوْنُوْا فِيْهَا حُمَمًا ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُوْنَ وَ يُطْرَحُوْنَ عَلٰى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، قَالَ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِى حِمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ.

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ .

২৫৯৮. হান্নাদ (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তাওহীদপন্থী কিছু লোককে (আমলের কুতাহীর কারণে) জাহান্নামে (সাময়িক) শাস্তি দেওয়া হবে। এমনকি তারা তাতে বিদগ্ধ অঙ্গার হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ্‌র রহমত তাদের উপর নেমে আসবে। ফলে তাদের বের করা হবে এবং জান্নাতের দরজায় তাদের পৌঁছে দেওয়া হবে। জান্নাতবাসীগণ তাদের উপর পানি ছিটাবেন।

এতে তারা এমন ভাবে সতেজ হয়ে উঠবে যেমন ভাবে শস্য-অংকুর স্রোতবাহিত পলিতে সতেজ হয়ে উঠে। তারপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। জাবির (রা.) থেকে এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٢٥٩٩-حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنِ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْاِيْمَانِ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقْرَأْ : (إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৫৯৯. সালামা ইব্ন শাবীব (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানও আছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে।

আবূ সাঈদ (রা.) বলেন ঃ কারো সন্দেহ হলে সে যেন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে ঃ

(إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ)

আল্লাহ্ অনু পরিমাণও জুলম করেন না .... (নিসা ৪ ঃ ৪০)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٦٠٠-حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ .أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ. أَخْبَرَنَا رِشْدِيْنُ . حَدَّثَنِى ابْنُ نُعْمٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا، فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أَخْرِجُوْهُمَا، فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا لِاَىِّ شَىْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا؟ قَالاَ فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَرْحَمْنَا قَالَ :إِنَّ رَحْمَتِى لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ، فَيَنْطَلِقَانِ فَيُلْقِى أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلاَمًا وَيَقُوْمُ الْاٰخَرُ فَلاَيُلْقِى نَفْسَهُ فَيَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِىَ نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيَقُوْلُ: يَارَبِّ إِنِّى لَأَرْجُوْ أَنْ لاَ تُعِيْدَنِى فِيْهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِىْ . فَيَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدْخُلاَنِ جَمِيْعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : إِسْنَادُ هٰذَا الْحَدِيْثِ ضَعِيْفٌ، لِاَنَّهُ عَنْ رِشْدِيْنَ بْنِ سَعْدٍ ، وَرِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ هُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ عَنِ ابْنِ نُعْمٍ وَهُوَ الْاَفْرِيْقِىُّ وَالْاَفْرِيْقِىُّ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ .

২৬০০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামে প্রবেশকারী দুই ব্যক্তি ভীষণভাবে চিৎকার করতে থাকবে। মহান পরওয়ারদিগার বলবেন ঃ এদের

দুই জনকে বের করে নিয়ে আস। যখন তাদেরকে বের করে আনা হবে তিনি তাদের বলবেন ঃ এত ভীষণভাবে চিৎকার করছিলে কেন? তারা বলবে ঃ আপনার রহমত পেতে আমরা এরূপ করেছিলাম।

তিনি বলবেন ঃ তোমাদের জন্য আমার রহমত হল, তোমরা চলে যাও, জাহান্নামের যে স্থানে তোমরা ছিলে সেস্থানে নিজেদেরকে গিয়ে নিক্ষেপ কর।

তারা উভয়েই সেদিকে যাত্রা করবে। তাদের একজন নিজেকে সেখানে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামাগ্নিকে তার জন্য শান্তিদায়ক শীতল বানিয়ে দিবেন। অপরজন দাঁড়িয়ে থাকবে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না। মহান পরওয়ারদিগার তাকে বলবেন ঃ তোমার সঙ্গী যেভাবে নিজেকে সেখানে নিক্ষেপ করেছে সেভাবে নিজকে নিক্ষেপ করা থেকে তোমাকে কিসে বিরত রাখল? সে বলবে ঃ হে রব! আমি আশা করি আপনি তা থেকে আমাকে বের করে আনার পর পুনর্বার আর তাতে নিয়ে যাবেন না।

মহান পরওয়ারদিগার বলবেন ঃ তোমার আশা পূরণ করা হল।

এরপর আল্লাহ্র রহমতে উভয়কে একত্রে জান্নাতে দাখিল করে দেওয়া হবে।

হাদীছটির সনদ যঈফ। কেননা এটি রিশদীন ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণিত। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে রিশদীন ইব্ন সা'দ যঈফ, এর আরেক রাবী হলেন ইব্ন নু'অম (র.)। ইনি আফরীকী। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে আফরীকী (রা.)ও যঈফ।

٢٦٠١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمَّوْنَ جَهَنَّمِيُّونَ

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ اسْمُهُ عِمْرَانُ بْنُ تَيْمٍ وَيُقَالُ ابْنُ مِلْحَانَ .

২৬০১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার উম্মতের এক সম্প্রদায়কে আমার সুপারিশে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। তাদের "জাহান্নামীয়্যূন" বলে আখ্যায়িত করা হবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবূ রাজা উতারিদী (র.)-এর নাম হল ইমরান ইব্ন তায়ম। তাকে ইব্ন মিলহানও বলা হয়।

٢٦٠٢–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ ، وَيَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ وَهُوَ مَدَنِيٌّ .

২৬০২. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামের মত এমন কিছু দেখিনি যে এর থেকে আত্মরক্ষাকারী এমন ঘুমিয়ে থাকে আবার জান্নাতের মত এমন কিছু দেখিনি যে, এর অভিলাষী এমনভাবে ঘুমিয়ে থাকে।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবেই কেবল এই হাদীছকে আমরা জানি। হাদীছবিদগণের মতে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ যঈফ। শু'বা (র.) তার সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ অধিকাংশ জাহান্নামবাসী হল মহিলা

٢٦٠٣–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِىْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ أَكْثَرَاَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ .

২৬০৩. আহমদ ইব্ন মানী' (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের দিকে আমি আগ্রহভরে তাকালাম, দরিদ্র জনদেরকেই আমি এর অধিকাংশ অধিবাসী বলে দেখতে পেলাম এবং জাহান্নামের দিকে তাকালাম। মহিলাগণকেই এর অধিকাংশ অধিবাসী বলে দেখতে পেলাম।

٢٦٠٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَوْفٌ هُوَ ابْنُ أَبِىْ جَمِيْلَةَ عَنْ أَبِىْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهٰكَذَا يَقُوْلُ عَوْفٌ عَنْ أَبِىْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَيَقُوْلُ أَيُّوْبُ عَنْ أَبِىْ رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكِلَا الْاِسْنَادَيْنِ لَيْسَ فِيْهِمَا مَقَالٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ أَبُوْ رَجَاءٍ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا وَقَدْ رَوَى غَيْرُ عَوْفٍ اَيْضًا هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِىْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

২৬০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি জাহান্নামের দিকে তাকালাম, এর অধিকাংশ অধিবাসী দেখলাম মহিলা। জান্নাতের দিকে তাকালাম, এর অধিকাংশ অধিবাসী দেখলাম দরিদ্র ব্যক্তিগণ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবূ রাজা... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) সূত্রে আওফ (র) আর আবূ রাজা-ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে আয়্যূব (র.) এইরূপই রিওয়ায়ত করেছেন। এই উভয় সনদ সম্পর্কেই কোন বিতর্ক নেই। আবূ রাজা (র.) উভয়ের নিকট থেকেই হাদীছটি শুনেছেন বলে সম্ভাবনা আছে। আবূ রাজা... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) সূত্রে আওফ ছাড়া অন্যরাও হাদীছটি রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ

٢٦٠٥–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِى إِخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ .

২৬০৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচে' সহজতর শাস্তি হল সেই ব্যক্তির যার দুই পায়ের তালুর নীচে দুটো জ্বলন্ত অঙ্গার রেখে দেওয়া হবে আর সেই কারণে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ

٢٦٠٦–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ : كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُتَكَبِّرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৬০৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... হারিছা ইব্ন ওয়াহব খুযাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে খবর দিব? তারা হল, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে দুর্বল এবং যাকে দুর্বল বলে মনে করা হয় কিন্তু সে যদি আল্লাহ্র উপর কোন বিষয়ে কসম খায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তার কসম পূরণ করেন।

শোন, জাহান্নামবাসী সম্পর্কে তোমাদের খবর দিব কি? তারা হল প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে কটুভাষী, কৃপণ ও অহঙ্কারী।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

كِتَابُ الْاِيْمَانِ
অধ্যায় : ঈমান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِيْمَانِ

অধ্যায় : ঈমান

بَابُ مَا جَاءَ أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আমি লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি

٢٦٠٧-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، فَاِذَا قَالُوْهَا مَنَعُوْا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ .

وَ فِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَسَعْدٍ وَ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৬০৭. হান্নাদ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যতদিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে ততদিন আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি। যখন তারা এ কথার স্বীকৃতি দিবে আমার থেকে তাদের রক্ত (জান) ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে শরীয়ত সম্মত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব তো আল্লাহ্র কাছে।

এ বিষয়ে জাবির, আবূ সাঈদ ও ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٦٠٨-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ

الْعَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِاَبِيْ بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَ نَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ ، وَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهٗ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهٖ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهٰكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

وَرَوٰى عِمْرَانُ الْقَطَّانُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ ، وَهُوَ حَدِيْثٌ خَطَاٌ ، وَقَدْ خُوْلِفَ عِمْرَانُ فِيْ رِوَايَتِهٖ عَنْ مَعْمَرٍ .

২৬০৮. কুতায়বা (র.) ... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যখন ইনতিকাল হল আর তাঁর পর আবূ বকর (রা.)-কে যখন খলিফা নির্বাচিত করা হল তখন আরবের কিছু লোক কাফির হয়ে গেল। তখন উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) আবূ বকর (রা.)-কে বললেন ঃ আপনি লোকদের বিরুদ্ধে[১] কিরূপে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ — এ কথা স্বীকার না করা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এ কথা স্বীকার করল, সে আমার থেকে তার জান ও মালের নিরাপত্তা পেল। তবে শরীয়ত সম্মত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। তার হিসাব তো আল্লাহ্র কাছে।

আবূ বকর (রা.) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করব, যে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা, যাকাত তো হল মালের হক। আল্লাহ্র কসম, যদি তারা আমার কাছে একটি উটের রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে (যাকাত হিসাবে) দিত তবুও এই অস্বীকৃতির দরুন আমি অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি তো দেখছি আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর (রা.)-এর বক্ষকে যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমিও উপলব্ধি করলাম যে, এ-ই হক।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

শুআয়ব ইব্ন আবূ হামযা (র.) এটিকে যুহরী-উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উৎবা-আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমরান কাত্তান (র.) হাদীছটি মা'মার-যুহরী-আনাস ইব্ন মালিক-আবূ বকর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মা'মার থেকে বর্ণিত রিওয়ায়তের মধ্যে রাবী ইমরান (র.)-এর ব্যাপারে বিরোধিতা রয়েছে।

---

১. তখন আরবের কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল আর কিছু যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। উমর (রা.)-এর জিজ্ঞাসা ছিল যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে অথচ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে তাদের বিরুদ্ধে কি জিহাদ করা যাবে?

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقِتَالِهِمْ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ يُقِيْمُوا الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ ঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ — এ কথা স্বীকার করে এবং সালাত কায়েম করে

٢٦٠٩-حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنَ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، وَاَنْ يَسْتَقْبِلُوْا قِبْلَتَنَا وَيَأْكُلُوْا ذَبِيْحَتَنَا ، وَاَنْ يُصَلُّوْا صَلَاتَنَا ، فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا ، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ نَحْوَ هٰذَا .

২৬০৯. সাঈদ ইব্ন ইয়াকূব তালাকানী (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং তারা আমাদের কিবলার অনুসরণ করে, আমাদের যবেহকৃত জীবের গোশত আহার করে, আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করে। যদি তারা তা করে তা হলে আমাদের জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম। তবে শরীয়ত সম্মত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। অন্যান্য মুসলিমদের যা প্রাপ্য তাদেরও তা-ই হবে প্রাপ্য। অন্য মুসলিমদের উপর যে দায়িত্ব বর্তায় তাদের উপরও তা-ই বর্তাবে।

এই বিষয়ে মুআয ইব্ন জাবাল ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ এই সূত্রে গারীব।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব হুমায়দ (র) সূত্রে আনাস (রা.) থেকে হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন

بَابُ مَا جَاءَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত

٢٦١٠-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ التَّمِيْمِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ : شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَاِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ .

وَ فِى الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا ، وَسُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ ثِقَةٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ .

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ الْجُمَحِىُّ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُوْمِىُّ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৬১০. ইব্ন আবূ উমর (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের সিয়াম পালন করা, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা।

এই বিষয়ে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছবিদগণের কাছে সুআয়র ইব্ন খিমস ছিকা বা নির্ভরযোগ্য রাবী বলে গণ্য।

আবূ কুরায়ব (র.)... ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ وَصْفِ جِبْرِيْلَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِيْمَانَ وَالْاِسْلَامَ

অনুচ্ছেদ ঃ জিব্রীল (আ.) কর্তৃক নবী ﷺ -কে ঈমান ও ইসলামের পরিচয় প্রদান

٢٦١١-حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِىُّ : اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : اَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِى الْقَدَرِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِىُّ قَالَ : فَخَرَجْتُ اَنَا وَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىُّ حَتّٰى اَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ ، فَقُلْنَا : لَوْ لَقِيْنَا رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلْنَاهُ عَمَّا اَحْدَثَ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ ، قَالَ : فَلَقِيْنَاهُ يَعْنِى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ : فَاكْتَنَفْتُهُ اَنَا وَصَاحِبِى قَالَ : فَظَنَنْتُ اَنَّ صَاحِبِى سَيَكِلُ الْكَلَامَ اِلَىَّ ، فَقُلْتُ : يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَتَقَفَّرُوْنَ الْعِلْمَ ، وَيَزْعُمُوْنَ اَنْ لَا قَدَرَ وَاَنَّ الْاَمْرَ اُنُفٌ ، قَالَ : فَاِذَا لَقِيْتَ اُولٰئِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنِّى مِنْهُمْ بَرِىءٌ وَ

اَنَّهُمْ مِنِّى بُرَءَ، وَ الَّذِى يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا قُبِلَ ذٰلِكَ مِنْهُ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، قَالَ : ثُمَّ اَنْشَاَ يُحَدِّثُ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لاَ يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ ، حَتّٰى اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَلْزَقَ رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ : اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، قَالَ : فَمَا الْاِسْلاَمُ ؟ قَالَ :: شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، وَاِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ قَالَ : فَمَا الْاِحْسَانُ ؟ قَالَ : اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ ، فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ : فِى كُلِّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَهُ صَدَقْتَ ، قَالَ : فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ : فَمَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : مَا الْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، قَالَ : فَمَا اَمَارَتُهَا ؟ قَالَ : اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ اَصْحَابَ الشَّاةَ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ ، قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيَنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِثَلاَثٍ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ ؟ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ .

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . اَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ كَهْمَسٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

وَفِى الْبَابِ : عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ هٰذَا عَنْ عُمَرَ.

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَالصَّحِيْحُ هُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

২৬১১. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ খুযাঈ (র.)... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মুর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সর্বপ্রথম মা'বাদ জুহানী 'কাদ্‌র মতবাদ'[১] সম্পর্কে কথা বলেন।

ইয়াহ্ইয়া (র.) বলেন ঃ একবার আমি এবং হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান হিময়ারী (হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে) বের হলাম। শেষে আমরা মদীনায় আসলাম। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে, যদি নবী ﷺ -এর কোন সাহাবীর সাক্ষাত পেতাম তবে এসব লোক যে নতুন মতবাদ প্রকাশ করছে সে বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করতাম। (সৌভাগ্যক্রমে) আমরা তাঁর অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি তখন মসজিদে নববী থেকে বের হচ্ছিলেন। আমি এবং আমার সঙ্গী গিয়ে তাঁর পাশে পাশে চললাম। (আমার ধারণা হয় যে, আমার সঙ্গী কথা বলার ভার আমার উপরই ন্যাস্ত করবেন। তাই) আমি

---

১. তাকদীর অস্বীকার করা বিষয়ক মতবাদ।

আরম্ভ করলাম ঃ হে আবূ আবদুর রহমান! (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)-এর উপনাম) একদল লোক এমন আছে যারা কুরআন পাঠ করে, ইলম চর্চা করে বটে কিন্তু তারা মনে করে তাকদীর বলতে কিছুই নেই। সবকিছু তাৎক্ষণিক ভাবে ঘটে।

তিনি বললেন ঃ এদের সঙ্গে তোমার যখন সাক্ষাৎ হবে তখন বলে দিবে যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং তারাও আমার সঙ্গে সম্পর্কহীন। যে সত্তার নামে আবদুল্লাহ্ কসম করে সেই সত্তার (আল্লাহ্ তা'আলা) কসম তাদের কেউ যদি উহূদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তবুও তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহ্র থেকেই হয় এই কথার উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত তার কিছুই কবুল করা হবে না।

ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ এরপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করতে শুরু করলেন। বললেন ঃ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) বলেছেন ঃ আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ এক লোক এসে হাযির হল, তাঁর কাপড় ছিল সাদা ধবধবে আর চুল ছিল কাল কুচকুচে। তার মধ্যে সফরের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। কিন্তু আমাদের কেউই তাঁকে চিনতে পারছিল না। তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং নিজের দুই হাঁটু নবী ﷺ -এর দুই হাঁটুর সঙ্গে লাগিয়ে বসে পড়লেন। তারপর বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! ঈমান কি?

নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূলগণ এবং শেষ দিন ও তাকদীরের ভাল-মন্দ তাঁর পক্ষ থেকেই হয় সেই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।

লোকটি বললেন ঃ ইসলাম কি?

তিনি বললেন ঃ এই কথার সাক্ষ্য প্রদান যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা, রমযানের সিয়াম পালন করা।

লোকটি বললেন ঃ ইহ্সান কি?

তিনি বললেন ঃ এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ। যদি তুমি তাঁকে না-ও দেখ তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন। উমর (রা.) বলেন ঃ এই লোকটি প্রতিটি বিষয়েই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলছিল, 'আপনি ঠিক বলেছেন'। লোকটির এই আচরণে আমরা বিস্মিত বোধ করছিলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন আবার তিনিই তা সত্যায়িত করছেন।

লোকটি বললেন ঃ কিয়ামত কবে হবে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই বিষয়ে প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত জন অধিক অবহিত নন।

লোকটি বললেন ঃ এর আলামত কি?

তিনি বললেন ঃ তা হল, দাসী তার প্রভুর জননী হবে। আর খালি পা, খালি দেহ, দরিদ্র মেষ পালকদেরকে বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে।

উমর (রা.) বলেন ঃ এর তিন দিন পর নবী ﷺ -এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তখন তিনি বললেন, হে উমর। তুমি কি জান এই প্রশ্নকারী কে? তিনি জিব্রীল। তিনি তোমাদের দীনী বিষয় শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র.) কাহমাস ইব্ন হাসান (র.) থেকে এই সনদেই উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)... কাহমাস (র.) থেকে এই সনদে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্, আনাস ইব্ন মালিক ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি সাহীহ-হাসান।

একাধিক সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি ইব্‌ন উমর... নবী ﷺ সূত্রেও বর্ণিত আছে। ইব্‌ন উমর... উমর... নবী ﷺ সনদটিই হল সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ اِضَافَةِ الْفَرَائِضِ اِلَى الْاِيْمَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানের সঙ্গে ফরয কাজসমূহকে সম্পর্কিত করা

٢٦١٢-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا : اِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ اَشْهُرِ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِشَيْئٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْا اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، فَقَالَ : اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ : الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ : شَهَادَةَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَاِقَامَ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِى جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ ، وَاَبُوْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ اِسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ اَيْضًا ، وَزَادَ فِيْهِ : اَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ ؟ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هٰؤُلاَءِ الْاَشْرَفِ الْاَرْبَعَةِ :: مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيِّ ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ .

قَالَ قُتَيْبَةُ : كُنَّا نَرْضٰى اَنْ نَرْجِعَ مِنْ عِنْدِ عَبَّادٍ كُلَّ يَوْمٍ بِحَدِيْثَيْنِ ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِى صُفْرَةَ .

২৬১২. কুতায়বা (র.)... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলো। তারা বলল ঃ আমরা রাবীআ গোত্রের লোক। শাহরুল হারাম[১] ছাড়া আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদেরকে এমন কাজের আদেশ দিন যা আমরা নিজেরাও ধারণ করতে পারি এবং যারা আমাদের পেছনে রয়ে গেছে তাদেরকেও সেগুলোর দাওয়াত দিতে পারি।

তিনি বললেন ঃ তোমাদের চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। এরপর তিনি এর বিবরণ দিয়ে বললেন ঃ এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই আর আমি আল্লাহ্র রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা; আর তোমরা গণিমত হিসাবে যা লাভ কর এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ প্রদান করবে।

কুতায়বা (র.)... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

---

১. আশ-শাহ্রুল হারাম — সম্মানিত নিষিদ্ধ মাসসমূহ যুলকাদ, যুলহাজ্জ, মুহররম, রজব এই চারটি মাসে রক্তপাত ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ কাল। জাহিলী যুগের কাফিররাও তা মেনে চলত।

আবূ জামরা আয-যুবাঈ (র.)-এর নাম হল নাসর ইব্‌ন ইমরান। শু'বা (র.)-ও আবূ জামরা (র.) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এতে আরো আছে, তোমরা কি জান, ঈমান কি? এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই আর আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। .... এরপর তিনি পুরো হাদীছটির উল্লেখ করেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আমি কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (রা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ এই চার জন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ফকীহের মত কাউকে আমি দেখিনি — মালিক ইব্‌ন আনাস, লায়ছ ইব্‌ন সা'দ, আব্বাদ ইব্‌ন আব্বাদ মুহাল্লাবী এবং আবদুল ওয়াহহাব ছাকাফী (র.)। কুতায়বা (র.) আরো বলেন, আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আব্বাদ ইব্‌ন আব্বাদ (র.)-এর নিকট থেকে প্রতিদিন দু'টো হাদীছ সংগ্রহ করে ফিরে আসব। আব্বাদ ইব্‌ন আব্বাদ (র.) হলেন মুহাল্লাব ইব্‌ন আবূ সুফরা-এর বংশের একজন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى اسْتِكْمَالِ الْاِيْمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং এর হ্রাস-বৃদ্ধি

٢٦١٣-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ الْبَغْدَادِىُّ . حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ . حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ .

وَفِى الْبَابِ :: عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى :: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، وَلاَ نَعْرِفُ لِاَبِىْ قِلاَبَةَ سَمَعًا مِنْ عَائِشَةَ .

وَقَدْ رَوٰى اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدِ رَضِيْعُ لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ ، وَاَبُوْ قِلاَبَةَ : عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ الْجَرْمِىُّ .

حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : ذَكَرَ اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِىُّ اَبَا قِلاَبَةَ فَقَالَ : كَانَ وَاللّٰهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ ذَوِى الْاَلْبَابِ .

২৬১৩. আহমদ ইব্‌ন মানী' আল-বাগদাদী (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ মু'মিন ব্যক্তি হল সে ব্যক্তি যার আখলাক ও চরিত্র সুন্দর এবং যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবারের প্রতি অধিক দয়ার্দ্র।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান। আবূ কিলাবা (র.) আইশা (রা.) থেকে সরাসরি হাদীছ শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবূ কিলাবা (র.) আইশা (রা.)-এর দুধ ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ-এর বরাতে আইশা (রা.) থেকে

অন্যান্য হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন। আবূ কিলাবা (র.)-এর নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ আল-জারমী (র.)।

ইব্‌ন আবূ উমর (র.) বর্ণনা করেন যে, সুফইয়ান ইব্‌ন উওয়ায়না (র.) বলেন, আয়্যুব আস-সিখতিয়ানী (র.) আবূ কিলাবা (র.)-এর আলোচনার প্রসঙ্গে বলেছেন। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি ছিলেন, প্রজ্ঞাবান ফকীহগণের একজন।

٢٦١٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ الْاَزْدِيُّ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ :: اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنَّكُنَّ اَكْثَرُ اَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَتْ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ : وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ ، يَعْنِى وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيْرَ . قَالَ : وَمَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَغْلَبَ لِذَوِى الْاَلْبَابِ ، وَذَوِى الرَّاْىِ مِنْكُنَّ ، قَالَتْ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ : وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِهَا وَعَقْلِهَا ؟ قَالَ : شَهَادَةُ امْرَاَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ . وَنُقْصَانُ دِيْنِكُنَّ : الْحَيْضَةُ ، تَمْكُثُ اِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَالْاَرْبَعَ لَا تُصَلِّى .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৬১৪. আবূ আবদুল্লাহ্ হুরায়ম ইব্‌ন মিসআর আযদী তিরমিযী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনসম্মুখে ভাষণ দিলেন এবং তাদের নসীহত করলেন। এরপরে বললেন ঃ হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা সাদকা কর। কেননা, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা হলে তোমরা।

তখন তাদের মধ্য থেকে জনৈক মহিলা বললেন ঃ তা কেন? হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

তিনি বললেন ঃ তোমাদের মাঝে অভিসম্পাতের আধিক্যহেতু, অর্থাৎ তোমাদের জীবন সঙ্গীর অনুগ্রহ অস্বীকার করার দরুন।

তিনি আরো বললেন ঃ মেধা ও দীনের দিক থেকে কম হওয়া সত্ত্বেও প্রজ্ঞাবান এবং বিবেচনার অধিকারীদের উপর প্রবল হতে তোমাদের চেয়ে বেশী পারঙ্গম আর কাউকে আমি দেখিনি।

জনৈকা মহিলা বললেন ঃ তাদের মেধা ও দীনের ঘাটতি কি?

তিনি বললেন ঃ তোমাদের দুই জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর তোমাদের দীনের ঘাটতি হল হায়য। সে অবস্থায় তোমাদের একজন তিন দিন-চার দিন অতিবাহিত করে অথচ সে কোন সালাত আদায় করতে পারে না।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ ও ইব্‌ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٦١٥-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى

صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا ، اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ ، وَاَرْفَعُهَا قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَهٰكَذَا رَوَى سُهَيْلُ ابْنُ اَبِى صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ .

وَرَوَى عِمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْاِيْمَانُ اَرْبَعَةٌ وَّ سِتُّوْنَ بَابًا قَالَ : حَدَّثَنَا بِذَالِكَ قُتَيْبَةَ . حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৬১৫. আবূ কুরায়ব (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঈমানের দরজা হল সত্তর এবং আরো কিছু। এর সর্বনিম্ন দরজা হল পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা আর সর্বোচ্চ হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ — স্বীকার করা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সুহায়ল ইব্ন আবূ সালিহ (র.) এটিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার-আবূ সালিহ-আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। উমারা ইব্ন গাযীয়্যা (র.) হাদীছটি আবূ সালিহ-আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেন ঃ ঈমানের হল চৌষট্টিটি দরজা।

কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ
অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ।

٢٦١٦–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَ اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ الْمَعْنِىْ وَاحِدٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ . قَالَ اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ فِى حَدِيْثِهِ : اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ اَبِى بَكْرَةَ وَ اَبِى اُمَامَةَ .

২৬১৬. ইব্ন আবূ উমর ও আহমাদ ইব্ন মানী (র.)... সালিম তৎপিতা ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে ব্যক্তি তার এক ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে

নসীহত করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)-এর বর্ণনায় আছে যে, নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে নসীহত করতে শুনতে পেলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মর্যাদা

٢٦١٧-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِي النُّجُوْدِ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ . فَاَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيْرُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ، قَالَ :لَقَدْ سَاَلْتَنِي عَنْ عَظِيْمٍ ، وَاِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا . وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ . ثُمَّ قَالَ : اَلاَ اَدُلُّكَ عَلَى اَبْوَابِ الْخَيْرِ : الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ . ثُمَّ تَلاَ (تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتَّى بَلَغَ (يَعْمَلُوْنَ) ثُمَّ قَالَ : اَلاَ اُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الاَمْرِ كُلِّهِ وَ عَمُوْدِهِ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : رَاْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلاَمُ ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ، ثُمَّ قَالَ : اَلاَ اُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ : كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ، وَ اِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ اِلاَّ حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৬১৭. ইব্‌ন আবূ উমর (র.)... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। একদিন চলার সময় আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে গেলাম। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমাকে জান্নাতে দাখিল করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।

তিনি বললেন ঃ তুমি তো বিরাট একটা বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে। তবে আল্লাহ্ তাআলা যার জন্য তা সহজ করে দেন তার জন্য বিষয়টি অবশ্য সহজ। আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের সিয়াম পালন করবে, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে।

এরপর তিনি বললেন ঃ সব কল্যাণের দ্বার সম্পর্কে কি আমি তোমাকে দিক-নির্দেশনা দিব? সিয়াম হল ঢালস্বরূপ, পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয় তেমনি সাদকা ও গুনাহ্সমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, আর হল মধ্য রাতের সালাত।

এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنْفِقُونَ . فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا يَعْمَلُونَ .

তারা (মু'মিনরা গভীর রাতে) শয্যা ত্যাগ করে তাদের পরওয়ারদিগারকে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদের যে রিযক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন সুখকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। (সাজদা ৩২ ঃ ১৬-১৭)

তারপর বললেন ঃ তোমাকে এই সব কিছুর মাথা ও বুনিয়াদ এবং সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ স্বরূপ আমল সম্পর্কে অবহিত করব কি?

আমি বললাম ঃ অবশ্যই, হে আল্লাহ্র রাসূল!

তিনি বললেন ঃ সব কিছুর মাথা হল ইসলাম, বুনিয়াদ হল সালাত আর সর্বোচ্চ শীর্ষ হল জিহাদ।

এরপর বললেন ঃ এ সব কিছুর মূল পুঁজি সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব কি?

আমি বললাম ঃ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে বললেন ঃ এটিকে সংযত রাখ।

আমি বললাম ঃ ইয়া নবী আল্লাহ্, আমরা যে কথাবার্তা বলি সেই কারণেও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে?

তিনি বললেন ঃ তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক[১], হে মু'আয! লোকদের অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য এই যবানের কামাই ছাড়া আর কি কিছু আছে নাকি?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٦١٨-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرْثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْاِيمَانِ ، فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولُ : (اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاٰتَى الزَّكَاةَ) الْاٰيَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ .

২৬১৮. ইবন আবূ উমর (র.)... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাউকে যদি মসজিদের প্রতি মনোযোগী ও রক্ষণাবেক্ষণশীল দেখতে পাও তবে তার ঈমানের সাক্ষ্য দিতে পার। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

---

১. একটি বাক রীতি। কোন কথার গুরুত্ব বুঝাতে এবং শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণার্থে এই বাক-ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(انَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ)

তারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহের আবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসে ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে। যাকাত দেয় .... (তওবা ৯ ঃ ১৮)

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ : مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত পরিত্যাগ করা

٢٦١٩–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ .

২৬১৯. কুতায়বা (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ঈমান ও কুফরের ব্যবধান হল সালাত পরিত্যাগ করা।

٢٦٢٠–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ اَوِ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَ اَبُوْ سُفْيَانَ اِسْمُهُ طَلْحَةُ ابْنُ نَافِعٍ .

২৬২০. হান্নাদ (র.)...আ'মাশ (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ বান্দা ও শিরক বা কুফরের মাঝে ব্যবধান হল সালাত পরিত্যাগ করা।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ সুফইয়ান (র.)-এর নাম হল তালহা ইব্‌ন নাফি'।

٢٦٢١–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ اَبُو الزُّبَيْرِ اِسْمُهُ مُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ .- اشْتَهَرَ بِالتدليس .

২৬২১. হান্নাদ (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বান্দা ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হল সালাত পরিত্যাগ করা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ যুবায়র (র.)-এর নাম হল মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন তাদরুস।

٢٦٢٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَيُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالاَ : ح . وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارِ الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيُّ بْنِ الْحَسَنِ الشَّقِيْقِيُّ وَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ ﷺ : الْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

২৬২২. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ ও ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.)... হুসায়ন ইব্‌ন ওয়াকিদ (র.) থেকে (অনুরূপ) বর্ণিত আছে।

আবূ আম্মার ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.) আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন ওয়াকিদ... তৎপিতা হুসায়ন ইব্‌ন ওয়াকিদ (র.) সূত্রে বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান শাকীকী ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা তৎপিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (মুনাফিকদের জান-মাল রক্ষার জন্য) তাদের ও আমাদের মাঝে চুক্তির শর্ত হল সালাত। যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল।

এই বিষয়ে আনাস ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٢٦٢٣-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : سَمِعْتُ اَبَا مُصْعَبٍ الْمَدَنِىَّ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ : اَلْاِيْمَانُ قَوْلٌ يُسْتَتَابُ، فَاِنْ تَابَ وَ اِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ .

২৬২৩. কুতায়বা (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক উকায়লী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করা কুফরী বলে মনে করতেন না।

باب
অনুচ্ছেদ

٢٦٢٤-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَرْثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ ، مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৬২৪. কুতায়বা (র.)... আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে রব হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে, মুহাম্মাদ ﷺ -কে নবী হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিল সে ঈমানের স্বাদ পেল। হাদীছটি হাসান সাহীহ।

٢٦٢٥-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ طَعْمَ الْاِيْمَانِ : مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَ اَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

২৬২৫. ইব্‌ন আবূ উমর (র.)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ পায়। যার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয়, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই একজনকে ভালবাসে এবং সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর সেই দিকে ফিরে যাওয়াকে তেমনিভাবে ঘৃণা করে যেমনি ভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে ঘৃণা করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কাতাদা (র.) এটি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ لَا يَزْنِى الزَّانِىْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ
অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না

٢٦٢٦-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلٰكِنْ التَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفٰى .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْاِيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ ، فَاِذَا خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَمَلِ عَادَ اِلَيْهِ الْاِيْمَانُ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ اَنَّهُ قَالَ فِى هٰذَا : خَرَجَ مِنَ الْاِيْمَانِ اِلَى الْاِسْلَامِ .

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِى الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ ، مَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةُ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ ، اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ . رَوٰى ذٰلِكَ عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَخُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

২৬২৬. আহমদ ইব্ন মানী' (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না, তবে তখনও তওবার অবকাশ থাকে।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, আইশা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব, সাহীহ্।

আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ কোন বান্দা যখন যিনা করে তখন তার ভিতর থেকে ঈমান বের হয়ে যায় এবং যেন ছায়ার মত তার মাথার উপর অবস্থান করে। এই দুষ্কর্ম থেকে যখন সেই ব্যক্তি সরে আসে তখন পুনর্বার ঈমান তার কাছে ফিরে আসে।

আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ এই সব ক্ষেত্রে ঈমানের স্তর থেকে বেরিয়ে ইসলামের স্তরে সে চলে আসে।

একাধিক সূত্রে যিনা ও চুরি প্রসঙ্গে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি এই সব পাপ কর্মে লিপ্ত হয় এবং তার উপর হদ প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা-ই এই ব্যক্তির গুনাহের জন্য কাফ্ফারা বলে গণ্য হবে। আর কেউ যদি এই সব গুনাহে আপতিত হয় আর আল্লাহ্ তা'আলা তা গোপন রাখেন তবে তা আল্লাহ্র উপরই ন্যাস্ত। ইচ্ছা করলে কিয়ামতের দিন তাকে আযাবও দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন।

আলী ইব্ন আবূ তালিব, উবাদা ইব্ন সামিত ও খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মের হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٦٢٧–حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ اَبِى السَّفَرِ وَاسْمُهُ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمْدَانِىُّ الْكُوْفِىُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ :

مَنْ اَصَابَ حدًا فَعُجِّلَ عُقُوْبَتُهُ فِى الدُّنْيَا فَاللّٰهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُثَنِّىَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الْاٰخِرَةِ ، وَمَنْ اَصَابَ حدًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُوْدَ اِلٰى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ، وَهٰذَا قَوْلُ اَهْلِ الْعِلْمِ

لاَ نَعْلَمُ اَحَدًا كَفَّرَ اَحَدًا بِالزِّنَا اَوِ السَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ .

২৬২৭. আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবূ সাফার (র.)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কেউ যদি (হদ প্রয়োগ হওয়ার মত) গুনাহে লিপ্ত হয় এবং দুনিয়াতেই তার শাস্তি হয়ে যায় তবে আখিরাতে দ্বিতীয়বার তাঁর এই বান্দাকে শাস্তি প্রদানের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তো বেশী ন্যায়নিষ্ঠ।[১] (সুতরাং তিনি তাকে পুনর্বার শাস্তি দিবেন না)। আর কেউ যদি হদ প্রয়োগের শাস্তিযোগ্য গুনাহে লিপ্ত হয় আর আল্লাহ্ তা'আলা তার বিষয়টি গোপন করে রাখেন এবং তাকে মাফ করে দেন। তবে মাফ করে দেওয়ার পর পুনরায় সেই বিষয়ে শাস্তি প্রদানের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তো আরো অধিক দয়াবান। (সুতরাং তাঁর ক্ষমা পরায়ণতার জন্য তিনি তাকে শাস্তি দিবেন না)।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আলিমগণের অভিমতও এ-ই। যিনা, চুরি ও মদ্যপানের কারণে কাউকে কেউ কাফির ফতওয়া দিয়েছেন বলে আমরা জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِى اَنَّ الْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃত মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ

٢٦٢٨–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ . وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَيُرْوٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :: اَنَّهُ سُئِلَ اَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْضَلُ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَ اَبِىْ مُوْسٰى وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

২৬২৮. কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (প্রকৃত) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর (প্রকৃত) মু'মিন হল সেই ব্যক্তি লোকেরা তাদের জান ও মালের বিষয়ে যে ব্যক্তির উপর আস্থা রাখতে পারে।

নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি বললেন ঃ যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।

---

১. আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায়নিষ্ঠতার দাবীতেই তিনি তাকে পুনর্বার শাস্তি দিবেন না।

٢٦٢٩-حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِيُّ . حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهٖ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

২৬২৯. ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র.)... আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মুসলিমদের মধ্যে উত্তম কে?

তিনি বললেন ঃ যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ।

আবূ মূসা আশআরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি সাহীহ, গারীব।

এই বিষয়ে জাবির, আবূ মূসা এবং আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ الْاِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا

অনুচ্ছেদ ঃ শুরুতে ইসলাম ছিল অপরিচিত, অচিরেই তা পুনরায় অপরিচিতের মত হয়ে যাবে

٢٦٣٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصِ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الْاِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ .

وَفِى الْبَابِ : عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَاَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، اِنَّمَا نَعْرِفُهٗ مِنْ حَدِيْثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ ، وَاَبُو الْاَحْوَصِ اِسْمُهٗ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ الْجُشَمِىُّ تَفَرَّدَ بِهٖ حَفْصٌ .

২৬৩০. আবূল আহওয়াস (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইসলামের শুরু হয়েছে অপরিচিত অবস্থায়। অচিরেই তা পুনরায় শুরু অবস্থার মত হয়ে যাবে অপরিচিত। সুতরাং এইরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের উপর কায়েম থাকে তাদের জন্য সুসংবাদ।

এই বিষয়ে সা'দ ইব্ন উমর, জাবির, আনাস ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন মাসঊদ (রা.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান সহীহ-গারীব। হাফস ইব্ন গিয়াছ-আ'মাশ (র.) সূত্রে রিওয়ায়ত হিসাবেই কেবল এটিকে আমরা জানি। এই হাদীছটির রিওয়ায়ত ক্ষেত্রে হাফস একা — সহযোগী হীন।

আবুল আহওয়াস (র.)-এর নাম হল আওফ ইব্ন মালিক ইব্ন নাযলা জুশামী।

٢٦٣١–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِى اُوَيْسٍ . حَدَّثَنِى كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ مِلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :اِنَّ الدِّيْنَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلَى حُجْرِهَا ، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنَ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْاَرْوِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ ، اِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَيَرْجِعُ غَرِيْبًا ، فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৬৩১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)... কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্ন কায়েস ইব্ন মিলহা তৎপিতা আবদুল্লাহ্ সূত্রে তৎপিতামহ আমর ইব্ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে আপন গর্তের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তদ্রূপ দীন ইসলামও একদিন সংকুচিত হয়ে হিজাযে ফিরে আসবে এবং পাহাড়ী বকরী যেমন পাহাড়ের চূড়ায় মজবুত আশ্রয় গ্রহণ করে তেমনি দীনও হিজাযে তার মজবুত আশ্রয় নিবে। দীন শুরুতে ছিল অপরিচিত। অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং সে অবস্থায় ইসলামে আঁকড়ে ধরে থাকা সেসব লোকদের জন্য সুসংবাদ যারা আমার পরে মানুষদের দ্বারা বিকৃত হওয়া আমার সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করে।

হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِى عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিকের আলামত

٢٦٣٢–حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ، وَاِذَا اُوْتُمِنَ خَانَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الْعَلَاءِ ، وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اَنَسٍ وَجَابِرٍ .

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ اَبِى سُهَيْلِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَاَبُوْ سُهَيْلٍ هُوَ عَمُّ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ ، وَاسْمُهُ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ الْاَصْبَحِىُّ الْخَوْلَانِىُّ .

২৬৩২. আবূ হাফস আমর ইব্ন আলী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুনাফিকের আলামত হল তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে।

আলা (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একাধিকভাবে এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ, আনাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আলী ইব্ন হুজর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ সুহায়ল (র.) হলেন মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর পিতৃব্য। তাঁর নাম হল নাফি ইব্ন মালিক ইব্ন আবূ আমির খাওলানী আসবাহী (র.)।

٢٦٣٣–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا وَاِنْ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ فِيْهِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا : مَنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَاِنَّمَا مَعْنٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ نِفَاقُ الْعَمَلِ ، وَاِنَّمَا كَانَ نِفَاقُ التَّكْذِيْبِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هٰكَذَا رُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ شَيْئًا مِنْ هٰذَا اَنَّهُ قَالَ : اَلنِّفَاقُ نِفَاقَانِ : نِفَاقُ الْعَمَلِ ، وَنِفَاقُ التَّكْذِيْبِ .

২৬৩৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ চারটি বিষয় যার মধ্যে বিদ্যমান সে মুনাফিক। এর একটি যার মধ্যে থাকে তার মধ্যেও মুনাফিকের একটি বৈশিষ্ট্য থাকে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে এর খেলাফ করে, যখন বিবাদ করে তখন অশ্লীল গালিগালাজ করে, যখন চুক্তি করে তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলিমগণের নিকট এই হাদীছটির মর্ম হল আমলী-মুনাফিকী। ইসলাম অস্বীকার করার অর্থাৎ

আকিদাগত মুনাফিকী ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে। হাসান বসরী (র.) থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুররা (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٦٣٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِى النُّعْمَانِ عَنْ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِى اَنْ يَفِىَ بِهٖ فَلَمْ يَفِ بِهٖ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ ، عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثِقَةٌ . وَلاَ يُعْرَفُ اَبُو النُّعْمَانِ وَلاَ اَبُوْ وَقَّاصٍ وَهُمَا مَجْهُوْلاَنِ .

২৬৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ওয়াদা করার সময় যদি তা পূরণের নিয়্যত রাখে কিন্তু পরে (কোন বিশেষ অসুবিধার কারণে) তা পূরণ করতে না পারে তবে এতে তার অপরাধ হবে না।

হাদীছটি গারীব। এর সনদ শক্তিশালী নয়। আলী ইব্ন আবদুল আ'লা ছিকা বা নির্ভরযোগ্য রাবী। কিন্তু আবু নু'মান ও অজ্ঞাত (মাজহূল) ব্যক্তি এবং আবূ ওয়াক্কাসও অজ্ঞাত ব্যক্তি।

بَابُ مَا جَاءَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানকে গালিগালাজ করা গুনাহ্

٢٦٣٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَزِيْعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيْمِ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْوَاسِطِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : قِتَالُ الْمُسْلِمِ اَخَاهُ كُفْرٌ ، وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

২৬৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাযী' (র.)... আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিম কর্তৃক তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের সাথে লড়াই করা কুফরী এবং তাকে গালিগালাজ করা গুনাহ্।

এই বিষয়ে সা'দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে একাধিক ভাবে এটি বর্ণিত আছে।

٢٦٣٦-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ قِتَالُهُ كُفْرٌ لَيْسَ بِهِ كُفْرٌ مِثْلَ الْاِرْتِدَادِ عَنِ الْاَسْوَدِ . وَالْحُجَّةُ فِى ذٰلِكَ مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قُتِلَ مُتَعَمِّدًا فَأَوْلِيَاءُ الْمَقْتُوْلِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ شَاءُوْا عَفَوْا ، وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ كُفْرًا لَوَجَبَ {.........} وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُوْسٍ وَعَطَاءٍ ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ ، وَفُسُوْقٌ دُوْنَ فُسُوْقٍ .

২৬৩৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমকে গালিগালাজ করা পাপ আর তার বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ رَمَى أَخَاهُ بِكُفْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি তার মুসলিম ভাইকে কুফরের অপবাদ দেয়

٢٦٣٧-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ، وَلاَ عَنِ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ . وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عَذَّبَهُ اللّٰهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৬৩৭. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)... ছাবিত ইব্‌ন যাহ্হাক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে জিনিসের মালিকানা বান্দার নেই উক্ত বস্তুর মান্নত করলে বান্দার উপর সে মান্নত বর্তায় না। মু'মিনকে লা'নতকারী তার হত্যাকারীর মত। যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে কুফরের অপবাদ দেয় সে-ও তার হত্যাকারীর মত। যে ব্যক্তি যে জিনিসের দ্বারা আত্মহত্যা করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সেই জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দিবেন।

এই বিষয়ে আবূ যার ও ইব্‌ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٦٣٨-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ جَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَاءَ : يَعْنِي أَقَرَّ .

২৬৩৮. কুতায়বা (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার ভাইকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে তবে সে সেই কুফরীর কথা তাদের উভয়ের কোন একজনের উপর বর্তাবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ يَمُوْتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই — এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে যে ব্যক্তি মারা যায়

٢٦٣٩-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيٰى بْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ : مَهْلاً ، لِمَ تَبْكِي ؟ فَوَ اللّٰهِ لَئِنْ أُسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ أُسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللّٰهِ مَامِنْ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَكُمْ فِيْهِ خَيْرٌ إِلاَّ حَدَّثْتُكُمُوْهُ إِلاَّ حَدِيْثاً وَاحِداً ، وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوْهُ الْيَوْمَ وَ قَدْ أُحِيْطَ بِنَفْسِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ،

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ وَ طَلْحَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ عُمَرَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ كَانَ ثِقَةً مَأْمُوْنًا فِى الْحَدِيْثِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَالصُّنَابِحِيُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُسَيْلَةَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ – وَقَدْ رُوِىَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ: قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ هٰذَا فِى أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ قَبْلَ نُزُوْلِ الْفَرَائِضِ وَ النَّهْىِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَوَجْهُ هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَهْلَ التَّوْحِيْدِ سَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ، وَ إِنْ عُذِّبُوْا بِالنَّارِ بِذُنُوْبِهِمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يُخَلَّدُوْنَ فِى النَّارِ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ أَبِى ذَرٍّ وَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ وَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ . هٰكَذَا رُوِىَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ –

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى تَفْسِيْرِ هٰذِهِ الْآيَةِ (رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ) قَالُوْا : إِذَا أُخْرِجَ أَهْلُ التَّوْحِيْدِ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ .

২৬৩৯. কুতায়বা (র.)... সুনাবিহী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উবাদা ইব্নুস সামিত (রা.)-এর কাছে গেলাম। তাঁর তখন মৃত্যু কষ্ট হচ্ছিল। আমি (তাঁর অবস্থা দেখে) কেঁদে ফেললাম। তিনি বললেন ঃ থাম, কাঁদছ কেন? আল্লাহ্‌র কসম, যদি আমাকে (আখিরাতে) সাক্ষী মানা হয় তবে অবশ্যই তোমার পক্ষে আমি সাক্ষ্য দিব। যদি আমাকে সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হয় তবে অবশ্যই তোমার জন্য সুপারিশ করব। যদি আমি সক্ষম হই তবে অবশ্যই তোমার উপকার করব।

এরপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে যত হাদীছ আমি শুনেছি এবং যাতে ছিল তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত সে সবের কোন হাদীছও এমন নেই যা আমি তোমাদের বর্ণনা করিনি। তবে একটি হাদীছ ছিল বাকী যা আজ তোমাদের আমি এমন অবস্থায় বর্ণনা করতে যাচ্ছি যে, চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আমাকে বেষ্টন করে নিয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।'

এই বিষয়ে আবূ বকর, উমর, উছমান, আলী, তালহা, জাবির ইব্‌ন উমর, যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। সুনাবিহী (র.) হলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন উসায়লা আবূ আবদুল্লাহ্। হাদীছটি হাসান-সাহীহ — তবে এই সূত্রে গারীব।

যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ -এর বাণী "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া মা'বূদ নাই, এ কথা স্বীকার করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" — সম্পর্কে তাকে (যুহরী) জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ এটি ছিল ইসলামের শুরুতে যখন ফরয, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বিধি-বিধান নাযিল হয়নি তখনকার যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কোন কোন আলিম এই হাদীছটির মর্ম প্রসঙ্গে বলেন যে, তওহীদে বিশ্বাসীরা অবশ্য একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও গুনাহের দরুন তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। তারা তাদের জাহান্নামে সব সময়ের জন্য অবস্থান করতে হবে না।

ইব্‌ন মাসউদ, আবূ যার, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ সাঈদ খুদরী ও আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ তাওহীদে বিশ্বাসী এক দল লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ)

কখনও কখনও কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত। (হিজর ১৫ ঃ ২) আয়াতটির

তাফসীরেও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ তাবিঈন (র.) থেকে এরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেছেন ঃ তাওহীদে বিশ্বাসীগণকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তখন কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায় তারা যদি মুসলিম হত।

٢٦٤٠-حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ . حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَعَافِرِيِّ ثُمَّ الْحُبُلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْعَاصِيَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : أَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا ؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُوْنَ ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ يَا رَبِّ ، فَيَقُوْلُ : أَفَلَكَ عُذْرٌ ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ يَا رَبِّ ، فَيَقُوْلُ : بَلٰى إِنَّ لَكَ عِنْدَ نَا حَسَنَةً ، فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ أَلاَّ اللّٰهُ وَأَ شْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، فَيَقُوْلُ : احْضُرْ وَ زْنَكَ ، فَيَقُوْلُ : يَارَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ - مَعَ هٰذِهِ السِّجِلاَّتِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ ، قَالَ : فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ ، فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْءٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ -حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيٰى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২৬৪০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে সমস্ত সৃষ্টির সমক্ষে আলাদা করে এনে হাযির করবেন। তার সামনে নিরানব্বইটি (আমলের) নিবন্ধন খাতা খুলে দিবেন। এক একটি নিবন্ধন খাতা হবে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর তিনি তাকে বলবেন ঃ এর একটি কিছুও কি অস্বীকার করতে পার? আমার সংরক্ষণকারী লিপিকারগণ (কিরামান কাতিবীন) কি তোমার উপর কোন জুলুম করেছে?

লোকটি বলবে ঃ না, হে আমার পরওয়ারদিগার।

আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার কিছু বলার আছে কি? লোকটি বলবে ঃ না, হে পরওয়ারদিগার।

তিনি বলবেন ঃ হ্যাঁ, আমার কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আজ তো তোমার উপর কোন জুলুম হবে না।

তখন একটি ছোট্ট কাগজের টুকরা বের করা হবে। এতে আছে আশহাদু আনলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু — আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্ ছাড়া আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ চল, এর ওযনের ক্ষেত্রে হাযির হও। লোকটি বলবে ঃ ওহে আমার রব, এই একটি ছোট্ট টুকরা আর এতগুলো নিবন্ধন খাতা। কোথায় কি?

তিনি বলবেন ঃ তোমার উপর অবশ্যই কোন জুলুম করা হবে না।

অনন্তর সবগুলো নিবন্ধন খাতা এক পাল্লায় রাখা হবে আর ছোট্ট সেই টুকরাটিকে আরেক পাল্লায় রাখা হবে। (আল্লাহ্র কি মহিমা) সবগুলো দপ্তর (ওযনে) হালকা হয়ে যাবে আর ছোট্ট টুকরাটিই হয়ে পড়বে ভারি। আল্লাহ্র নামের মুকাবেলায় কোন জিনিসই ভারি হবে না। হাদীছটি হাসান-গারীব।

কুতায়বা (র.)... আমির ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.) থেকে এই সনদে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

البطاقة টুকরা, খণ্ড।

بَابُ : مَاجَاءَ فِي إِفْتِرَاقِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ এই উম্মতের অনৈক্য

٢٦٤١–حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُوْ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : تَفَرَّقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِيْنَ أَوْ إِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، وَ النَّصَارَى مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً.

وَ فِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

২৬৪১. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ আবূ আম্মার (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদীরা বিভক্ত হয়েছে, একাত্তর দলে (কিংবা বলেছেন, বাহাত্তর দলে), খৃষ্টানরাও অনুরূপ সংখ্যায় বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মতরা বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে।

এই বিষয়ে সা'দ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, আওফ ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٦٤٢–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ الْأَفْرِيْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذٰلِكَ . وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً ، وَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوْا : وَمَنْ هِيَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ مُفَسَّرٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هٰذَا إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

২৬৪২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বনূ ইসরাঈলের যে অবস্থা এসেছিল আমার উম্মতরাও ঠিক তাদেরই অবস্থায়

পতিত হবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উম্মতেরও কেউ তাতে লিপ্ত হবে। বনূ ইসরাঈলরা তো বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মতরা বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। এদের একটি দল ছাড়া সব দলই হবে জাহান্নামী।

সাহাবীগণ (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা কোন দল?

তিনি বললেন ঃ আমি এবং আমার সাহাবীরা যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব ও স্ব ব্যাখ্যাত। এই সূত্র ছাড়া এই ধরনের কোন রিওয়ায়ত আমাদের জানা নেই।

٢٦٤٣-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِى ظُلْمَةٍ ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذٰلِكَ النُّوْرِ اهْتَدَى ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ ، فَلِذٰلِكَ أَقُوْلُ : جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৬৪৩. হাসান ইব্‌ন আরাফা (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তার মাখলূককে আঁধারে সৃষ্টি করেছেন। পরে তাদের উপর তিনি তাঁর নূরের তাজাল্লী বিচ্ছুরিত করেন। যে ব্যক্তি এই নূর থেকে কিছু অংশ পেয়েছে সে-ই হেদায়েত পায় আর যে তা পায়নি সে পথভ্রষ্ট হয়। তাই আমি বলি ঃ আল্লাহ্‌র ইলম হিসাবেই কলম (তকদীরের লিখন) শুকিয়ে গেছে।

হাদীছটি হাসান।

٢٦٤٤-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَتَدْرُوْنَ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قُلْتُ: اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَ لاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً قَالَ أَتَدْرِىْ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ؟ قُلْتُ : اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : اَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ .

২৬৪৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কি হক?

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ তাদের উপর আল্লাহ্‌র হক হল যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না কিছুই।

তিনি আবার বললেন ঃ তুমি কি জান, বান্দারা যখন তা করবে তখন আল্লাহ্‌র উপর তাদের কি হক হবে?

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ তখন তিনি আর তাদের শাস্তি দিবেন না।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

٢٦٤٥–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ .حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ وَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ وَالأَ عْمَشِ كُلُّهُمْ سَمِعُوْا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِى ذَرٍّ–أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَبَشَّرَنِى فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ مَن مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ ، قُلْتُ : وَ إِنْ زَنَى وَ سَرَقَ ؟ نَعَم .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَاَبِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ .

২৬৪৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার কাছে জিব্‌রীল (আ.) এলেন এবং এই সুসংবাদ দিলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছু শরীক না করে - মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আমি বললাম ঃ যদি সে যিনা করে, চুরি করে তবুও?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এই বিষয়ে আবুদ্ দারদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় : ইল্‌ম

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় : ইল্‌ম

بَابُ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِى الدِّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ যখন কোন বান্দার কল্যাণ ইচ্ছা করেন তখন তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করেন

٢٦٤٦-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَ مُعَاوِيَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৬৪৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দীনের প্রজ্ঞা দান করেন।

এই বিষয়ে উমর, আবূ হুরায়রা ও মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম অন্বেষার ফযীলত

٢٦٤٧-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৬৪৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইলম তালাশ করতে পথ চলে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। এই হাদীছটি হাসান।

٢٦٤٨-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِى يَزِيْدَ الْعَتَكِىُّ عَنْ أَبِىْ جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُم فَلَمْ يَرْفَعْهُ .

২৬৪৮. নাসর ইব্‌ন আলী (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইলম তালাশে বের হবে বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র পথেই রয়েছে বলে গণ্য হবে। এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

কোন কোন রাবী এটিকে মারফূ'রূপে রিওয়ায়ত করেন নি।

٢٦٤٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى حَدَّثَنَا زِيَادُبْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِى دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ سَخْبَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى.

قَالَ :أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ ، وَ أَبُوْ دَاوُدَ يُضَعَّفُ ، وَلَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَخْبَرَةَ كَبِيْرَ شَيْءٍ وَلَا لِأَبِيْهِ ، وَاسْمُ أَبِىْ دَاوُدَ نُفَيْعُ الْأَعْمٰى ، تَكَلَّمَ فِيْهِ قَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

২৬৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ রাযী (র.)... সাখবারা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইল্‌ম অন্বেষণ করবে তার অতীতের (গুনাহ্‌র) জন্য তা কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। রাবী আবূ দাঊদ-এর নাম হল নুফায়' আ'মা। হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি যঈফ। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাখবারা এবং তার পিতা সাখবারা (রা.)-এর হাদীছ রিওয়ায়ত সম্পর্কে আমাদের বেশী কিছু জানা নেই। এই হাদীছটির সনদ যঈফ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كِتْمَانِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম গোপন করা

٢٦٥٠-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشٍ الْيَامِىُّ الْكُوْفِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

২৬৫০. আহমদ ইব্‌ন বুদায়ল ইব্‌ন কুরায়শ য়ামী কূফী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তিকে তার জানা কোন ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে যদি তা গোপন করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামাগ্নির লাগাম পরানো হবে।

এই বিষয়ে জাবির ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْإِسْتِيْصَاءِ بِمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম অন্বেষণকারী সম্পর্কে বিশেষ ওসিয়াত চাওয়া

٢٦٥١-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفْرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى هٰرُوْنَ الْعَبْدِىِّ قَالَ : كُنَّا نَأْتِى اَبَا سَعِيْدٍ فَيَقُوْلُ : مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَاِنَّ رِجَالاً يَأْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرَضِيْنَ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ ، فَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْابِهِمْ خَيْرًا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ كَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُ أَبَا هٰرُوْنَ الْعَبْدِىَّ قَالَ يَحْيَي بْنُ سَعِيْدٍ : مَازَالَ ابْنُ عَوْنٍ يَرْوِى عَنْ اَبِى هٰرُوْنَ الْعَبْدِىِّ حَتَّى مَاتَ ، وَاَبُوْ هٰرُوْنَ اسْمُهُ عِمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ .

২৬৫১. সুফইয়ান ইব্‌ন যায়দ (র.)... আবূ হারূন (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমরা আবূ সাঈদ (রা.)-এর কাছে (ইল্‌ম অর্জন করতে) আসতাম। তখন তিনি বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওসীদেরকে মারহাবা, শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। নবী ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা তোমাদের অনুসারী হবে। পৃথিবীর দূর প্রান্ত থেকে লোকেরা তোমাদের কাছে দীনের জ্ঞান লাভ করার জন্য আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকার জন্য তোমরা (আমার) ওসিয়াত গ্রহণ কর।

আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ বলেছেন ঃ শু'বা (র.) আবূ হারূন আবদী (র.)-কে যঈফ বলতেন। কিন্তু ইব্‌ন আওন (র.) মৃত্যু পর্যন্ত আবূ হারূন আবদী (র.) থেকে হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন। আবূ হারূন (র.)-এর নাম হল উমারা ইব্‌ন জুওয়ায়ন।

٢٦٥٢-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ هٰرُوْنَ الْعَبْدِىِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَأْتِيْكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ، فَاِذَا جَاءُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا قَالَ : فَكَانَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اِذَا رَاٰنَا قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هٰرُوْنَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ .

২৬৫২. কুতায়বা (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ পূর্ব দিক থেকে তোমাদের কাছে বহু লোক ইল্‌ম হাসিল করতে আসবে। তারা আসলে তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য সচেষ্ট থাকার ওসিয়ত (আমার পক্ষ থেকে) পালন করবে।

আবূ হারূন (র.) বলেন ঃ আবূ সাঈদ (রা.) যখন আমাদের দেখতেন, বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অসীদের জন্য মারহাবা।

আবূ হারূন আবদী (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ ছাড়া এই সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى ذِهَابِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইলমের প্রস্থান

٢٦٥٣-حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ . فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَزِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ . قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ هٰذَا .

২৬৫৩. হারূন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা লোকদের থেকে একটানে ইল্ম উঠিয়ে নিবেন না। বরং আলিমগণকে উঠিয়ে তিনি ইল্ম নিয়ে যাবেন। অবশেষে যখন কোন আলিম থাকবে না, লোকেরা অজ্ঞ-মুর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। ফলে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা তখন ইল্ম ছাড়াই ফতওয়া দিবে। পরিণামে নিজেরাও গুমরাহ্ হবে এবং অপরকেও গুমরাহ বানাবে।

এই বিষয়ে আইশা ও যিয়াদ ইব্ন লাবীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

যুহরী (র.) এই হাদীছটিকে উরওয়া-আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) এবং উরওয়া-আইশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٦٥٤-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا اَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى لاَ يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلٰى شَىْءٍ فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ : كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَاْنَا الْقُرْاٰنَ فَوَاللّٰهِ لَنَقْرَاَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَاَبْنَاءَنَا ، فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا زِيَادُ ، اِنْ كُنْتُ لَاَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هٰذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْاِنْجِيْلُ عِنْدَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فَمَاذَا تُغْنِىْ عَنْهُمْ ، قَالَ جُبَيْرٌ : فَلَقِيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، قُلْتُ اَلاَ تَسْمَعُ اِلٰى مَا يَقُوْلُ اَخُوْكَ اَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ ، قَالَ صَدَقَ اَبُو الدَّرْدَاءِ، اِنْ شِئْتَ لَاُحَدِّثَنَّكَ بِاَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ؟ الْخُشُوْعُ ، يُوْشِكُ اَنْ

تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلاَ تَرٰى فِيْهِ رَجُلاً خَاشِعًا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ثِقَةٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ ، وَلاَ نَعْلَمُ اَحَدًا تَكَلَّمَ فِيْهِ غَيْرَ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ نَحْوُ هٰذَا وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬৫৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)... আবুদ্ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। পরে বললেন ঃ এ-ই হল লোকদের থেকে ইল্‌ম ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষণ। এমনকি ইল্‌ম বিষয়ে তাদের কোন ক্ষমতা থাকবে না।

যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ আনসারী (র.) বললেন ঃ আমাদের থেকে কেমন করে ইলম ছিনিয়ে নেওয়া হবে, অথচ আমরা কুরআন পড়েছি। আল্লাহ্‌র কসম, অবশ্যই তা আমরা পড়ব এবং আমাদের স্ত্রী-কন্যা ও সন্তান-সন্ততিদের তা পড়াব।

তিনি বললেন ঃ তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে যিয়াদ। আশ্চর্য, আমি তো তোমাকে মদীনাবাসী প্রজ্ঞাবানদের একজন বলে গণ্য করতাম। ইয়াহূদী-নাসারাদের কাছেও তো এই তওরাত-ইনজীল আছে। কিন্তু কি উপকার হয়েছে তাদের?

জুবায়র (র.) বলেন, পরে আমি উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। বললাম ঃ আপনার ভাই আবুদ্ দারদা কি বলছেন তা কি আপনি শুনেন নি?

অনন্তর আমি তাঁকে আবুদ্ দারদা (রা.)-এর রিওয়ায়তের বিবরণ দিলাম। তিনি বললেন ঃ আবুদ্ দারদা (রা.) ঠিক বলেছেন। তুমি চাইলে ইলমের প্রথম যে বস্তুটি উঠিয়ে নেওয়া হবে সে সম্পর্কে আমি তোমাকে বিবরণ দিতে পারি। আর তা হল খুশু-খুযু ও বিনয়। জামে মসজিদে প্রবেশ করেও তুমি হয়ত একজনকেও বিনয়াবনত দেখতে পাবে না।

হাদীছটি হাসান-গরীব।

হাদীছবিদগণের মতে মুআবিয়া ইব্‌ন সালিহ (র.) ছিকা বা নির্ভরযোগ্য রাবী, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল কাত্তান (র.) ছাড়া আর কেউ তাঁর সমালোচনা করেছেন বলে আমরা জানি না। মুআবিয়া ইব্‌ন সালিহ্ (র.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র — তৎপিতা জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র-আওফ ইব্‌ন মালিক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَطْلُبُ بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইলমের বিনিময়ে দুনিয়া তালাশ করে

٢٦٥٥–حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنِى ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ

لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ ﷺ

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَاِسْحٰقُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ طَلْحَةَ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ، تُكُلِّمَ فِيْهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

২৬৫৫. আবুল আশআছ আহমাদ ইব্‌নুল মিকদাম আল-আজালী আল-বাসরী (র.)... ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক তৎপিতা কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে ইল্‌ম তালাশ করে যে, সে তা দিয়ে আলিমদের সঙ্গে বিতর্ক করবে বা অজ্ঞ-মুর্খদের সামনে বিদ্যা ফলাবে এবং নিজের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমদের কিছু জানা নেই।

ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন তালহা হাদীছবিদগণের মতে শক্তিশালী রাবী নন। স্মরণ শক্তির বিষয়ে তাঁর সমালোচনা রয়েছে।

٢٦٥٦–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللّٰهِ اَوْ اَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللّٰهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৬৫৬. আলী ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন আলী (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জন করে সে যেন জাহান্নামকেই তার আবাস বানিয়ে নেয়। এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া রাবী আয়্যুব সাখতিয়ানীর এ হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى تَبْلِيْغِ السَّمَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ শ্রুত ইল্‌ম প্রচারে উৎসাহ দান

٢٦٥٧–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ

مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ ، قُلْنَا : بِمَا بَعَثَ اِلَيْهِ فِى هٰذِهِ السَّاعَةَ اِلاَّ لِشَىْءٍ سَاَلَهُ عَنْهُ ، فَسَاَلْنَاهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، سَاَلْنَا عَنْ اَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : نَضَّرَ اللّٰهُ اَمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَنَسٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৬৫৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবান ইব্‌ন উছমান তৎপিতা আবান ইব্‌ন উছমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) মারওয়ানের কাছ থেকে দুপুরের সময় বের হয়ে এলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বললাম ঃ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যেই মারওয়ান এই সময় তাঁর কাছে খবর পাঠিয়েছিল. আমরা উঠে দাঁড়ালাম এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমরা শুনেছি এমন কিছু বিষয়ে আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা আনন্দোজ্জ্বল করুন যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে হাদীছ শুনেছে এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছে। জ্ঞান বহনকারী অনেকেই তার চেয়ে বড় জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে। অনেক জ্ঞান বহনকারী ব্যক্তি নিজে প্রজ্ঞাবান নয়।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ, মুআয ইব্‌ন জাবাল, জুবায়র ইব্‌ন মুতইম, আবুদ্ দারদা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

٢٦٥٨–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ . اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : نَضَّرَ اللّٰهُ اَمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৬৫৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ তৎপিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে আনন্দোজ্জ্বল করুন যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে কিছু হাদীছ শুনেছে। অনন্তর যেভাবে যা শুনেছে যথাযথভাবে তা পৌঁছে দেয়। এমন বহু ব্যক্তি যার কাছে পৌঁছান সে শ্রবণকারী অপেক্ষাও অধিক (হাদীছ) সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيْمِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার ভয়াবহতা

٢٦٥٩–حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৬৫৯. আবূ হিশাম রিফাঈ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে জাহান্নামকে তার আবাস বানিয়ে নিক।

٢٦٦٠–حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ بْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ يَلِجُ فِي النَّارِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَنَسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي سَعِيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَمُعَاوِيَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوْسَى الْغَافِقِيِّ وَأَبِي أُمَامَةَ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الْمُقَنَّعِ وَاَوسٍ الثَّقَفِيِّ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ : اَثْبَتُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ وَقَالَ وَكِيْعٌ : لَمْ يَكْذِبْ رِبْعِيُّ بْنُ خِرَاشٍ فِي الْاِسْلَامِ كَذْبَةً .

২৬৬০. ইসমাঈল ইব্ন মূসা আল-ফাযারী ইব্ন বিনতিস্ সুদ্দী (র.)... আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে না। কেননা আমার প্রতি যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে দাখিল হবে।

এই বিষয়ে আবূ বকর, উমর, উছমান, যুবায়র, সাঈদ ইব্ন যায়দ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, আনাস, জাবির, ইব্ন আব্বাস, আবূ সাঈদ, আমর ইব্ন আবাসা, উকবা ইব্ন আমির, মুআবিয়া, বুরায়দা, আবূ মূসা, আবূ উমামা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর মুকান্না' আওস ছাকাফী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র.) বলেন ঃ মানসূর ইব্ন মু'তামার (র.) হলেন কুফাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য রাবী। ওয়াকী (র.) বলেন ঃ রিবঈ ইব্ন খিরাশ ইসলাম অবস্থায় একটিও মিথ্যা বলেন নি।

٢٦٦١–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتَهُ مِنَ النَّارِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَنَسٍ .

২৬৬১. কুতায়বা (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ বা আমার যতদূর মনে পড়ে "স্বেচ্ছায়" কথাটিও বলেছেন — সে যেন জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করে নেয়।

যুহরী-আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) সূত্রে বর্ণিত হিসাবে এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ গারীব। এই হাদীছটি আনাস (রা.) এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ رَوَى حَدِيْثًا وَهُوَ يَرَى اَنَّهُ كَذِبٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা মনে করার পরও যদি কেউ হাদীছ রিওয়ায়ত করে

٢٦٦٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِى شَبِيْبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَدَّثَ عَنِّى حَدِيْثًا وَهُوَ يَرَى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ وَسَمُرَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَى شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

وَرَوَى الْاَعْمَشُ وَابْنُ اَبِى لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَاَنَّ حَدِيْثَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ اَصَحُّ قَالَ : سَاَلْتُ اَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ حَدَّثَ عَنِّى حَدِيْثًا وَهُوَ يَرَى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ قُلْتُ لَهُ : مَنْ رَوَى حَدِيْثًا وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ اِسْنَادَهُ خَطَاٌ ايُخَافُ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ دَخَلَ فِى حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ اِذَا رَوَى النَّاسُ حَدِيْثًا مُرْسَلاً فَاَسْنَدَهُ بَعْضُهُمْ اَوْ قَلَبَ اِسْنَادَهُ يَكُوْنُ قَدْ دَخَلَ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ ، فَقَالَ : لاَ، اِنَّمَا مَعْنَى هٰذَا

الْحَدِيْثِ اِذَا رَوَى الرَّجُلُ حَدِيْثًا وَلاَ يُعْرَفُ لِذٰلِكَ الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَصْلٌ فَحَدَّثَ بِهِ فَاَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ دَخَلَ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ .

২৬৬২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি আমার নিকট থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, এটি মিথ্যা, তবে সে দুই মিথ্যাবাদীর একজন।

এ বিষয়ে আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু'বা (র.) এই হাদীছটি আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা-সামুরা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আ'মাশ ও ইব্ন আবূ লায়লা (র.) রিওয়ায়ত করেছেন হাকাম-আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা-আলী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে। হাদীছবিদগণের মতে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা-সামুরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি যেন অধিক সাহীহ।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ আমি আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)-কে নবী ﷺ-এর হাদীছ — "কেউ যদি আমার নিকট থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে তা মিথ্যা তবে সে হল দুই মিথ্যাবাদীর একজন" — সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলেছিলাম ঃ কেউ যদি কোন হাদীছ বর্ণনা করে এবং সে এই কথা জানে যে, এটির সনদ ভুল। তবে কি এর উপর এই হাদীছটি প্রযোজ্য হওয়ার আশংকা আছে? অথবা মুহাদ্দিছীনের কাছে মুরসাল বর্ণিত হাদীছটি যদি কেউ মুসনাদ রূপে বর্ণনা করে অথবা তার সনদের মাঝে কোন উলট-পালট করে ফেলে, তবে কি তা এই হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হবে?

তিনি বললেন ঃ না। এই হাদীছটির মর্ম হল, কেউ যদি কোন হাদীছ বর্ণনা করে আর নবী ﷺ থেকে এটির কোন ভিত্তি আছে বলে জানা না থাকা সত্ত্বেও তা বিবৃত করে তবে আমার আশংকা হয় যে, তা এই হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হবে।

بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ اَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীছ সম্পর্কে যা বলা নিষেধ

٢٦٦٣–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَسَالِمِ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِى رَافِعٍ ، وَغَيْرُهُ رَفَعَهُ قَالَ : لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ اَمْرٌ مِمَّا اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ ، فَيَقُوْلُ : لاَ اَدْرِىْ ، مَا وَجَدْنَا فِى كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبَعْنَاهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً وَسَالِمِ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ اِذَا رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَلَى الاِنْفِرَادِ بَيَّنَ حَدِيْثَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ مِنْ حَدِيْثِ سَالِمِ اَبِى النَّضْرِ ، وَاِذَا جَمَعَهُمَا رَوَى هٰكَذَا : وَاَبُوْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهُ اَسْلَمُ .

২৬৬৩. কুতায়বা (র.)... আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং অন্যেরা তা মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে যেন এমন অবস্থায় না পাই যে, সে সুসজ্জিত আসনে টেক লাগিয়ে বসে থাকবে আর তার কাছে যখন আমার আদিষ্ট কোন বিষয় বা আমার নিষেধ সম্বলিত কোন হাদীছ উত্থাপিত হবে সে (তাচ্ছিল্য ভরে) বলবে, আমি তা জানি না, আল্লাহ্‌র কিতাবে যা পাই আমরা তারই অনুসরণ করব।

হাদীছটি হাসান। কোন কোন রাবী সুফইয়ান-ইব্‌ন মুনকাদির (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, কেউ কেউ সালিম আবূ নাযর-উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাফি' — তৎপিতা আবূ রাফি' (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এর বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন উওয়ায়না (র.) যখন স্বতন্ত্রভাবে উভয় সনদের উল্লেখ করতেন তখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুনকাদির (র.)-এর রিওয়ায়তটিকে সালিম আবূ নাযর (র.)-এর রিওয়ায়তটি থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে বর্ণনা করতেন। আর যখন উভয় সনদকে একত্রিত করে রিওয়ায়ত করতেন তখন প্রথমোক্ত ভাবে (২৬৬৩ নং) সনদটির উল্লেখ করতেন। আবূ রাফি' (রা.) ছিলেন নবী ﷺ -এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম)। তাঁর নাম হল আসলাম।

٢٦٦٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ اللَّخْمِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيْثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيْكَتِهِ ، فَيَقُوْلُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৬৬৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ খবরদার, হয়ত এমন ব্যক্তির উদ্ভব হবে যে, সে তার সুসজ্জিত আসনে টেক লাগিয়ে বসে থাকবে তখন তার কাছে আমার কোন হাদীছ পৌঁছলে সে বলে উঠবে আমাদের এবং তোমাদের মাঝে তো আল্লাহ্‌র কিতাবই আছে। এতে আমরা যা হালাল হিসেবে পাব তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করব। আর তাতে যা হারাম হিসাবে পাব তা হারাম মনে করব। শুনে রাখ, প্রকৃত অবস্থা হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর মতই হারাম।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

٢٦٦٥–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اَسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ ﷺ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ اَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ .

২৬৬৫. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী (র.)... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর কাছে (হাদীছ) লিপিবদ্ধ করে রাখার অনুমতি চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি আমাদের অনুমতি দেননি।

এই হাদীছটি অন্য সূত্রেও যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাম্মাম (র.) এটি যায়দ ইব্ন আসলাম (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রসঙ্গে

٢٦٦٦–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْخَلِيْلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَجْلِسُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ، فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ الْحَدِيْثَ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحْفَظُهُ ، فَشَكَا ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيْثَ فَيُعْجِبُنِى وَلَا اَحْفَظُهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ ، وَاَوْمَا بِيَدِهِ لِلْخَطِّ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذٰلِكَ الْقَائِمِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ : اَلْخَلِيْلُ بْنُ مُرَّةَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ .

২৬৬৬. কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক আনসারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মজলিসে বসতেন এবং নবী ﷺ -এর নিকট থেকে হাদীছ শুনতেন। হাদীছগুলো তাঁর খুব ভাল লাগত কিন্তু তিনি তা মনে রাখতে পারতেন না। পরে এই বিষয়ে নবী ﷺ -এর কাছে তিনি তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো আপনার নিকট থেকে হাদীছ শুনি, যা আমার কাছে খুব ভাল লাগে কিন্তু তা আমি মনে রাখতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার ডান হাতের সাহায্য নাও। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর হাত দিয়ে লেখার ইঙ্গিত করলেন।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটির সনদ তেমন সঠিক নয়। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, (এই হাদীছের) রাবী খালীল ইব্ন মুররা হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার।

٢٦٦٧–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى وَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا : اَلْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو شَاهٍ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مِثْلَ هَذَا .

২৬৬৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একবার (মক্কা বিজয়ের সময়) খুতবা দিলেন। এরপর আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীছটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করেন। এরপর আবূ শাহ (নামক জনৈক ব্যক্তি) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য এই ভাষণটি লিখে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আবূ শাহকে এটি লিখে দাও। হাদীছটিতে আরো কথা রয়েছে। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শায়বান (র.)-ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র.)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦٦٨–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ وَهُوَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي إِلاَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لاَ أَكْتُبُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَوَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ هُوَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ .

২৬৬৮. কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ছাড়া সাহাবীদের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমার চেয়ে বেশী হাদীছ সংরক্ষণকারী নেই। কেননা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (হাদীছ) লিপিবদ্ধ করতেন আর আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ওয়াহব ইব্ন মুনাব্বিহ (র.) তার ভাই থেকে বর্ণনা করার অর্থ তাঁর ভাই হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

অনুচ্ছেদ ঃ বানূ ইসরাঈলদের থেকে কোন কিছু বর্ণনা করা

٢٦٦٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى كَبْشَةَ السَّلُوْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২৬৬৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও তা প্রচার করবে। বানূ ইসরাঈলের বরাতে কথা বর্ণনা করতে পার, এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার উপর স্বেচ্ছায় মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার আবাস-ঠিকানা জাহান্নামকে বানিয়ে নেয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভাল কাজের পথ প্রদর্শনকারী তা সম্পাদনকারীর মত

٢٦٧٠-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَتَحَمَّلُهُ ، فَدَلَّهُ عَلَى اٰخَرَ فَحَمَلَهُ ، فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ : اِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ وَبُرَيْدَةَ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬৭০. নাসর ইব্‌ন আবদুর রহমান কূফী (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে একটি বাহন চাইল। কিন্তু নবী ﷺ নিজের কাছে তার আরোহণের জন্য কিছু পেলেন না। তাই তিনি অন্য একজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, ঐ ব্যক্তি তাকে একটি বাহন দিল। পরে সে এসে নবী ﷺ -কে তা জানালে তিনি বললেন ঃ ভাল কাজের পথ প্রদর্শনকারী তা সম্পাদনকারীর মতই।

এই বিষয়ে আবূ মাসঊদ ও বুরায়দা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত এই হাদীছটি গারীব।

٢٦٧١-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ : اِنَّهُ قَدْ اُبْدِعَ بِىْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : ائْتِ فُلَانًا . فَاَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ ، اَوْ قَالَ عَامِلِهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَاَبُوْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ اِسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ ، وَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيُّ اَسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ وَلَمْ يَشُكَّ فِيْهِ .

২৬৭১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আবূ মাসঊদ বাদ্‌রী (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট একটি সওয়ারী চাইতে এসে বলল ঃ আমার বাহনটি তো ধ্বংস হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাকে বললেন ঃ অমুক লোকের কাছে যাও। সে উক্ত লোকটির কাছে গেলে সে তাকে একটি বাহন দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন ঃ কেউ যদি কোন ভাল কাজের পথ দেখায় তবে ঐ কাজ যে ব্যক্তি নিজে করল তার সমান সে ছওয়াব পাবে। রাবী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাবী فاعله বলেছেন; না عامله বলেছেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ আমর শায়বানী (র.)-এর নাম হল সা'দ ইব্‌ন আয়াস। আবূ মাসঊদ বাদরী (রা.)-এর নাম হল উকবা ইব্‌ন আমর।

হাসান ইব্‌ন আলী খাল্‌লাল (র.)... আবূ মাসঊদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে সন্দেহাতীত ভাবে ------- কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

٢٦٧٢–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اُشْفَعُوْا وَلْتُؤْجَرُوْا ، وَلْيَقْضِ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَاشَاءَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَبُرَيْدٌ يُكْنَى اَبَا بُرْدَةَ اَيْضًا، وَهُوَ كُوْفِيٌّ ثِقَةٌ فِى الْحَدِيْثِ ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ .

২৬৭২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান, হাসান ইব্‌ন আলী (র) ও অন্যান্যরা... আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সুপারিশ কর এবং ছওয়াব হাসিল কর। আল্লাহ্‌ তা'আলা তো তাঁর নবীর যবানে যা চান তারই ফয়সালা করবেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

বুরায়দ (র.)-এর কুনিয়াত হল আবূ বুরদা। তিনি কূফী এবং হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। তার থেকে শু'বা, ছাওরী এবং সুফইয়ান ইব্‌ন উওয়ায়না (র.)-ও হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

٢٦٧٣–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ٠ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، وَذٰلِكَ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ اَسَنَّ الْقَتْلَ : وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ سَنَّ الْقَتْلَ ٠

قَالَ اَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ٠

২৬৭৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে কাউকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তার খুনের হিস্যা আদম পুত্র (কাবিল)-এর উপরও গিয়ে বর্তাবে। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রথা চালু করে।

রাবী আবদুর রায্যাক أَسَنَّ الْقَتْلَ এর পরিবর্তে سَنَّ الْقَتْلَ বলেছেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ دَعَا اِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ اَوْ اِلَى ضَلاَلَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ হিদায়াত বা গুমরাহীর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বান অনুসৃত হলে

٢٦٧٤–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ٠ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ دَعَا اِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ يَتْبَعُهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا اِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ يَتْبَعُهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا .

قَالَ اَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৬৭৪. আলী ইব্ন হুজর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি কোন হেদায়াতের কাজের প্রতি আহ্বান করে তবে তার অনুসরণকারী সকলের ছওয়াবের সমান ছওয়াব তারও হবে। এতে তাদের ছওয়াবের মধ্যে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি গুমরাহীর দিকে ডাকে তবে যারা তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের গুনাহের সমান গুনাহ্ তারও হবে। এতে তাদের গুনাহ্ থেকে কিছু হ্রাস পাবে না। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٦٧٥–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ ٠ اَخْبَرَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ بْنِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ اَجْرُهُ وَ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ اَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرِ مَنْقُوْصٍ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ٠

وَفِى الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَيْضًا .

২৬৭৫. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)... ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তৎপিতা জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি কোন ভাল কাজের প্রচলন করে আর তা অনুসৃত হয়, তবে তার কাজের ছওয়াব তো সে পাবেই উপরন্তু যারা তার অনুসরণ করেছে তাদের ছওয়াবের সমান ছওয়াবও পাবে। কিন্তু তাতে অনুসরণকারীদের ছওয়াবের মধ্যে কোন ঘাটতি হবে না। আর যদি কেউ কোন মন্দ কাজের প্রচলন ঘটায় এবং যদি তা অনুসৃত হয় তবে তার উপর নিজের গুনাহ্ এবং যারা তার অনুসরণ করেছে তাদের সকলের গুনাহের দায়িত্বও বর্তাবে। কিন্তু এতে অনুসরণকারীদের নিজের গুনাহের মধ্যে কোন ঘাটতি হবে না।

এই বিষয়ে হুযায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি মুনযির ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তৎপিতা জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জারীর তৎপিতা জারীর (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ
অনুচ্ছেদ ঃ সুন্নাত দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা এবং বিদআত থেকে দূরে থাকা

٢٦٧٦–حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِىِّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرِفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ رَجُلٌ : اِنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ اِلَيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَ اِنْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ ، فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا . وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَى ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

عَمْرٍو السُّلَمِيُّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَالْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ يُكْنٰى اَبَا نَجِيْحٍ .

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ حُجْرِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৬৭৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা.) বলেন ঃ একদিন ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এমন এক উচ্চাঙ্গের নসীহত করলেন যে, তাতে আমাদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি বললেন ঃ এতো বিদায়ী ব্যক্তির মত নসীহত, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের প্রতি কী অসিয়্যত করে যাচ্ছেন?

তিনি বললেন ঃ তোমাদের আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করার অসিয়্যত করছি। যদি হাবশী গোলামও আমীর নিযুক্ত হয় তবুও তার প্রতি অনুগত থাকবে, তার নির্দেশ শুনবে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু বিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা সাবধান থাকবে নতুন নতুন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে। কারণ তা হল গুমরাহী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ যুগ পাবে তার কর্তব্য হল আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের উপর অবিচল থাকা। এগুলো তোমরা চোয়ালের দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখবে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ছাওর ইব্‌ন ইয়াযিদ (র.)... ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল প্রমুখ (র.)... ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এ সনদে হাসান ইব্‌ন খাল্লাল প্রমুখ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা.)-এর কুনিয়ত হল আবূ নাজীহ। হুজর ইব্‌ন হুজর... ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٦٧٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحٰرِثِ " اَعْلَمُ ، قَالَ مَا اَعْلَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ : اَعْلَمْ يَا بِلاَلُ ، قَالَ : مَا اَعْلَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَنَّهُ مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِيْ ، فَاِنَّ لَهُ مِنَ الاَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلاَلَةٍ لاَ تُرْضِي اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَ مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ هُوَ مِصِّيْصِيٌّ شَامِيٌّ ، وَكَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ .

২৬৭৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)... কাছীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ তৎপিতা তৎপিতামহ আমর ইব্‌ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বিলাল ইব্‌ন হারিছ (রা.)-কে বলেছিলেন ঃ জেনে রাখ। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি জেনে রাখব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কোন সুন্নত যিন্দা করবে, যা আমার পর লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তদনুসারে যারা আমল করবে তাদের ছওয়াবের অনুরূপ ছওয়াব ঐ ব্যক্তির (যিন্দাকারীর) হবে। তবে তাদের ছওয়াব থেকে কিছু হ্রাস করা হবে না।

আর যে ব্যক্তি কোন গুমরাহীর বিদ'আত প্রচলন করে তার উপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট নন, তার উপর যারা চলবে তাদের সকলের গুনাহ্‌র সমপরিমাণ গুনাহ্ ঐ ব্যক্তির উপরও বর্তাবে। কিন্তু এতে তাদের গুনাহ্ থেকে কোন কিছু হ্রাস হবে না।

হাদীছটি হাসান। এ মুহাম্মাদ ইব্‌ন উয়ায়না (র.) হলেন, মিস্‌সীসী শামী। কাছীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্-এর পিতা আবদুল্লাহ্ হলেন ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আওফ মুযানী (রা.)।

٢٦٧٨–حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَا بُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِىَ لَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ، ثُمَّ قَالَ لِىْ : يَا بُنَىَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِى ، وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِى فَقَدْ اَحْيَانِى ، وَمَنْ اَحْيَانِى كَانَ مَعِىَ فِى الْجَنَّةِ ، وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ ثِقَةٌ وَاَبُوْهُ ثِقَةٌ ، وَعَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ صَدُوْقٌ اِلاَّ اَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُ الشَّىْءَ ، الَّذِىْ يُوْقِفُهُ غَيْرُهُ قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ يَقُوْلُ " قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ : قَالَ شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ وَ كَانَ رَفَّاعًا ، وَلاَ نَعْرِفُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَنَسٍ رِوَايَةً اِلاَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ .

وَقَدْ رَوَى عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِىُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَلَمْ يُعْرَفْ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَنَسٍ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَلاَ غَيْرُهُ ، وَمَاتَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَتِسْعِيْنَ ، وَمَاتَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بَعْدَهُ بِسَنَتَيْنِ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ .

২৬৭৮. মুসলিম ইব্‌ন হাতিম আনসারী বাসরী (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে বৎস! যদি তুমি পার, সকালে ও বিকালে তোমার অন্তরে কারো প্রতি বিদ্বেষ থাকবে না তবে তাই কর। তারপর তিনি বললেন ঃ হে বৎস, এ হল আমার রীতি। যে ব্যক্তি আমার রীতি যিন্দা করল সে যেন আমাকে যিন্দা করল। আর যে আমাকে যিন্দা করল সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে।

হাদীছটিতে একটি দীর্ঘ ঘটনা আছে।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (র.) ছিকাহ রাবী। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ও ছিকাহ।

আলী ইব্ন যায়দ (র.)-ও সত্যবাদী। কিন্তু তিনি অনেক সময় যে হাদীছটিকে অন্যরা মওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন তিনি তা মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আবুল ওয়ালীদ (র.) বলেন, শু'বা (র.) বলেছেন ঃ আলী ইব্ন যায়দ আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অনেক বেশী মারফূ'রূপে রিওয়ায়ত করতেন। সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (র.) এই দীর্ঘ হাদীছটি ছাড়া অন্য কোন হাদীছ আনাস (রা.) থেকে সরাসরি রিওয়ায়ত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আব্বাদ ইব্ন মায়সারা মিনকারী (র.) এই হাদীছটিকে আলী ইব্ন যায়দ (র.)-এর সরাসরি বরাতে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র.)-এর মাধ্যম উল্লেখ করেন নি।

এই বিষয়টি সম্পর্কে আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.)-এর সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু তিনি এটি সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং আনাস (রা.) থেকে সরাসরি সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (র.)-এর এটি বা অন্য কোন রিওয়ায়ত আছে বলেও তিনি জানেন না।

আনাস ইব্ন মালিক (র.) ৯৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেছেন। আর সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব এর দু'বছর পর ৯৫ হিজরীতে মারা যান।

بَابُ فِى الْاِنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিষয়সমূহ নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা

٢٦٧٩–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُتْرُكُوْنِى مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَاِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوْا عَنِّى ، فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ ٠

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٠

২৬৭৯. হান্নাদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যে বিষয়ে তোমাদের না বলি, সে বিষয়ে তোমরা আমাকেও ছেড়ে রাখ। আর যখন কোন বিষয় আমি তোমাদের বলি তখন তোমরা তা আমার নিকট থেকে গ্রহণ করে নিবে। নবীদের সঙ্গে বেশি প্রশ্ন ও বিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হয়েছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার আলিম সম্পর্কে

٢٦٨٠–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ وَ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ

ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً : يُوْشِكُ اَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ اَكْبَادَ الْاِبِلِ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَلاَ يَجِدُوْنَ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ ٠

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ حَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ ٠

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ فِى هٰذَا : سُئِلَ مَنْ عَالِمُ الْمَدِيْنَةِ ؟ فَقَالَ : اِنَّهُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ٠ وَقَالَ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى : سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ : هُوَالْعُمَرِىُّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الزَّاهِدُ ٠ وَسَمِعْتُ يَحْيٰى بْنَ مُوْسٰى يَقُوْلُ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هُوَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ٠ وَالْعُمَرِىُّ : هُوَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ٠

২৬৮০. হাসান ইব্‌ন সাব্‌বাহ আল বায্‌যার ও ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মারফূ' রিওয়ায়ত হিসাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই লোকেরা ইল্‌ম তালাশে তাদের উটের উপর চড়ে সফর করবে। কিন্তু তারা মদীনার আলিম অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী আর কাউকে পাবে না।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এটি হল ইব্‌ন উয়ায়না (র.)-এর বরাতে বর্ণিত রিওয়ায়ত। ইব্‌ন উয়ায়না (র.) এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ মদীনার এই আলিম হলেন, মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.)। ইসহাক ইব্‌ন মূসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উয়ায়না (র.)-কে এও বলতে শুনেছি যে, মদীনার এই আলিম হলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর বংশধর দুনিয়া বিমুখ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন ঃ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আবদুর রায্‌যাক (র.) বলেছেন ঃ এই আলিম হলেন ঃ মালিক ইব্‌ন আনাস (রা)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদতের উপর ফিক্‌হের (দীনী ইলমের) ফযীলত

٢٦٨١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى ٠ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ٠ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فَقِيْهٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ٠

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَلاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ ٠

২৬৮১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একজন ফকীহ্ শয়তানের উপর এক হাজার আবেদের চেয়েও গুরুতর।

এই হাদীছটি গারীব। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিমের রিওয়ায়ত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٢٦٨٢–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِىُّ ٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِىُّ ٠ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ

حَيْوَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى اَبِى الدَّرْدَاءِ وَهُوَ بِدِمِشْقَ فَقَالَ : مَا اَقْدَمَكَ يَا اَخِىْ ؟ فَقَالَ : حَدِيْثٌ بَلَغَنِى اَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : اَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ؟ قَالَ : لاَ، قَالَ مَا جِئْتَ اِلاَّ فِى طَلَبِ هٰذَا الْحَدِيْثِ ؟ قَالَ : فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِى فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ، وَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ ، وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِى الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ . اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ ، اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ اَخَذَ بِهِ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَلاَ نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِى بِمُتَّصِلٍ هٰكَذَا : حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ .

وَاِنَّمَا يُرْوَى هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جَمِيْلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مَحْمُوْدِ بْنِ خِدَاشٍ، وَرَاٰى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ هٰذَا اَصَحُّ .

২৬৮২. মাহমূদ ইব্‌ন খিদাশ বাগদাদী (র.)... কায়স ইব্‌ন কাছীর (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আবুদ দারদা (রা.)-এর নিকট মদীনা থেকে এক ব্যক্তি এল। তিনি তখন দামেশকে ছিলেন। তিনি (লোকটিকে) জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই তুমি কি জন্য এসেছ?

লোকটি বলল ঃ একটি হাদীছের জন্য। আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, এই হাদীছটি আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়ত করে থাকেন।

তিনি বললেন ঃ অন্য কোন প্রয়োজনে তুমি আস নি?

লোকটি বলল ঃ না।

তিনি বললেন ঃ কোন ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসনি?

লোকটি বলল ঃ না, বরং আমি একমাত্র ঐ হাদীছটির অন্বেষণে এসেছি।

তখন তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম তালাশের উদ্দেশ্যে পথ চলে আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন। ইল্‌ম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য ফিরিশতাগণও তাদের পাখা নামিয়ে দেন। আসমানে যা কিছু আছে এবং যমিনে যা কিছু আছে, এমনকি পানির মৎস্য পর্যন্ত আলিমের জন্য ইস্তিগফার করে। একজন আবেদের উপর একজন আলিমের ফযীলত সেরূপ যেরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের উপর চাঁদের ফযীলত। আলিমগণ হলেন আম্বিয়া কিরামের ওয়ারিছ। নবীগণ তো মীরাছ হিসাবে দীনার বা দিরহাম রেখে যান না। তাঁরা মীরাছ হিসেবে রেখে যান ইল্‌ম, যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো পূর্ণ হিস্যা লাভ করল।

আসিম ইব্‌ন রাজা ইব্‌ন হায়াওয়া (র.)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এই হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আমার মতে এই সনদ মুত্তাসিল নয়। মাহমূদ ইব্‌ন খিদাশ (র.) হাদীছটি এই ভাবেই আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছটি আসিম ইব্‌ন রাজা ইব্‌ন হায়াওয়া (র.)... দাউদ ইব্‌ন জামীল-কাছীর ইব্‌ন কায়স-আবুদ্‌ দারদা (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

এই সনদটি মাহমূদ ইব্‌ন খিদাশ (র.)-এর রিওয়ায়ত অপেক্ষা অধিক সাহীহ।

٢٦٨٣–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنِ ابْنِ اَشْوَعَ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ : قَالَ يَزِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَخَافُ اَنْ يُنْسِيَنِى اَوَّلَهُ اٰخِرُهُ ، فَحَدِّثْنِىْ بِكَلِمَةٍ تَكُوْنُ جِمَاعًا قَالَ : اِتَّقِ اللّٰهَ فِيْمَا تَعْلَمُ .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ لَيسَ اِسنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، وَهُوَ عِندِى مُرسَلٌ وَلَم يُدرِكْ عِندِى ابن اشوَعَ يَزِيدَ بنَ سَلَمَةَ ، وَابنُ اَشوَعَ اِسمُهُ سَعِيدُ بنُ اشوَعَ .

২৬৮৩. হান্নাদ (র.)... ইয়াযীদ ইব্‌ন সালামা জু'ফী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি তো আপনার নিকট থেকে বহু হাদীছ শুনে থাকি কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, শেষ কথা প্রথম অংশকে ভুলিয়ে দিবে। সুতরাং আমাকে এমন একটি কলেমা বলুন যার মধ্যে সবকিছুই শামিল রয়েছে।

তিনি বললেন ঃ যা তুমি জান সে ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে।

এই হাদীছটি মুত্তাসিল নয়। আমার কাছে এটি মুরসাল। আমার মতে ইব্‌ন আশওয়া' (র.) ইয়াযীদ ইব্‌ন সালামা (রা.)-এর সাক্ষাৎ পান নি। ইব্‌ন আশওয়া'-এর নাম হল সাঈদ ইব্‌ন আশওয়া'।

٢٦٨٤–حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ اَيُّوْبَ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَصْلَتَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ : حُسْنُ سَمْتٍ ، وَلاَ فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَلاَ نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ حَدِيْثِ عَوْفٍ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا الشَّيْخِ خَلَفِ بْنِ اَيُّوْبَ الْعَامِرِيِّ ، وَلَمْ اَرَ اَحَدًا يَرْوِىْ عَنْهُ غَيْرَ اَبِىْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ ، وَلاَ اَدْرِىْ كَيْفَ هُوَ ؟

২৬৮৪. আবূ কুরায়ব (র.) ... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ দু'টো বিষয় এমন আছে কোন মুনাফিকের মাঝে যার একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। সুন্দর চরিত্র আর দীনের প্রজ্ঞা।

এ হাদীছটি গারীব। খালাফ ইব্‌ন আয়্যুব আমিরী (র.)-এর সূত্র ছাড়া আওফ (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে এই হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আর আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা (র.)

ব্যতীত তার বরাতে আর কাউকে রিওয়ায়ত করতে দেখিনি। খালাফ ইব্ন আয়্যুব কেমন ব্যক্তি তা-ও আমাদের জানা নেই।

٢٦٨٥–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ . حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ . حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىُّ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلَى اَدْنَاكُمْ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا عَمَّارٍ الْحُسَيْنَ بْنَ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِىُّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُوْلُ : عَالِمٌ عَامِلٌ مُعَلِّمٌ يُدْعٰى كَبِيْرًا فِى مَلَكُوْتِ السَّمٰوَاتِ .

২৬৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র)... আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল — একজন আবদ্ আর একজন আলিম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ একজন আবদের উপর একজন আলিমের ফযীলত। তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তির তুলনায় আমার ফযীলতের ন্যায়।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নিজে এবং তাঁর ফিরিশতাগণ, আসমান ও যমীনের সব অধিবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও (পানির) মাছ পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণপ্রসূ শিক্ষকের (আলিমের) জন্য অবশ্যই দু'আ করে থাকেন।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন ঃ আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ খুযাঈ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, ফুযায়ল ইব্ন ইয়ায বলেছেন ঃ একজন আমলদার শিক্ষক আলিমকে আকাশ রাজ্যে মহান বলে আখ্যায়িত করা হয়।

٢٦٨٦–حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৬৮৬. উমর ইব্ন হাফস শায়বানী বাসরী (র.)... আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুমিন জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত কখনও কোন ভাল কথা শোনা থেকে পরিতৃপ্ত হয় না। এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٦٨٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَدَنِىُّ الْمَخْزُوْمِىُّ ، يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

২৬৮৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন ওয়ালীদ কিন্দী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হিকমতপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো ধন; সুতরাং যে যেখানেই তা পায় সে-ই হবে এর অধিক হকদার।

এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইবরাহীম ইব্‌ন ফাযল আল-মাদানী আল-মাখযূমী (র.) হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

كِتَابُ الْاِسْتِئْذَانِ
অধ্যায় : অনুমতি প্রার্থনা

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الْاِسْتِئْذَانِ

অধ্যায় : অনুমতি প্রার্থনা

بَابُ مَا جَاءَ فِي اِفْشَاءِ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের প্রসার প্রসঙ্গে

٢٦٨٨-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا ، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلَى اَمْرٍ اِذَا اَنْتُمْ فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ وَشُرَيْحِ بْنِ هَانِىْ عَنْ اَبِيْهِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْبَرَاءِ وَاَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৬৮৮. হান্নাদ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন না হও ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবেসেছ। তোমাদের এমন একটি বিষয়ের কথা বলব কি, যা করলে তোমাদের পরস্পরের ভালবাসার সৃষ্টি হবে। তা হল, তোমাদের মাঝে সালামের প্রসার কর।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম, শুরায়হ ইব্ন হানী তাঁর পিতা থেকে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র, বারা, আনাস ও ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের ফযীলত

٢٦٨٩–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيْرِيُّ بَلْخِيٌّ قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عِشْرٌ ، ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عِشْرُوْنَ ، ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثُوْنَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَاَبِيْ سَعِيْدٍ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ .

২৬৮৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ও হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মাদ জরীরী বালখী (র.)... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। নবী ﷺ বললেন ঃ দশ (নেকী)। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। নবী ﷺ বললেন ঃ বিশ (নেকী)। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে, বলল ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নবী ﷺ বললেন ঃ ত্রিশ (নেকী)।

এই হাদীছটি হাসান, সাহীহ। ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.)-এর হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, আলী ও সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِئْذَانِ ثَلاَثَةً

অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতির প্রার্থনা তিনবার

٢٦٩٠–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبدُ الاَعلَى بنُ عَبدِ الاَعلَى عَنِ الجَرِيرِيِّ عَن اَبِي نَضرَةَ عَن اَبِي سَعِيدٍ قَالَ : اُستَاذَنَ اَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ : اَلسَّلاَمُ عَلَيكُم أَأَدخلُ ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : اَلسَّلاَمُ عَلَيكُم أَأَدخُلُ ؟ قَالَ عُمَرُ : ثِنتَانِ ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ : اَلسَّلاَمُ عَلَيكُم أَأَدخُلُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ ثَلاَثٌ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلبَوَّابِ : مَا صَنَعَ ؟ قَالَ : رَجَعَ ، قَالَ : عَلَيَّ بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ ، قَالَ : مَا هٰذَا الَّذِي صَنَعتَ ؟ قَالَ : السُّنَّةُ ، قَالَ : اَلسُّنَّةُ ؟ وَاللّٰهِ لَتَاتِيَنِّي هٰذَا بِبُرهَانٍ اَو بِبَيِّنَةٍ اَو لاَفعَلَنَّ بِكَ ، قَالَ : فَاَتَانَا وَنَحنُ رُفقَةٌ مِنَ الاَنصَارِ فَقَالَ : يَا مَعشَرَ الاَنصَارِ اَلَستُم اَعلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ؟ اَلَم يَقُل

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَاِنْ أُذِنَ لَكَ وَاِلاَّ فَارْجِعْ ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُوْنَهُ ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ : ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ اِلَيْهِ فَقُلْتُ : فَمَا اَصَابَكَ فِي هٰذَا مِنَ الْعُقُوْبَةِ فَأَنَا شَرِيْكُكَ ، قَالَ : فَأَتٰى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهٰذَا ·

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأُمِّ طَارِقٍ مَوْلاَةِ سَعْدٍ ·

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَالْجُرَيْرِيُّ اسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ اِيَاسٍ يُكْنٰى اَبَا مَسْعُوْدٍ ، وَقَدْ رَوٰى هٰذَا غَيْرُهُ اَيْضًا عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ وَاَبُوْ نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قِطْعَةَ ·

২৬৯০. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী (র.)... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ মূসা একবার উমর-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম আমি কি প্রবেশ করতে পারি?

উমর (রা.) নিজে নিজে বললেন ঃ একবার হল। আবূ মূসা (রা.) কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি?

উমর (রা.) নিজে নিজে বললেন ঃ দু'বার হল।

আবূ মূসা (রা.) কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি?

উমর (রা.) নিজে নিজে বললেন ঃ তিনবার হল।

এরপর আবূ মূসা (রা.) ফিরে গেলেন। উমর (রা.) দ্বাররক্ষীকে বললেন ঃ ও কি করেছে? দ্বাররক্ষী বলল ঃ তিনি ফিরে গেছেন।

উমর (রা.) বললেন ঃ তাকে ডেকে নিয়ে এস।

তিনি যখন আসলেন। উমর (রা.) বললেন ঃ তুমি এ কি করলে?

আবূ মূসা (রা.) বললেন ঃ (এ-ই তো) সুন্নত।

উমর (রা.) বললেন ঃ তাই সুন্নত? আল্লাহ্‌র কসম, এই বিষয়ে তোমাকে অবশ্যই কোন দলীল বা প্রমাণ পেশ করতে হবে। নইলে তোমাকে আমি একটা কিছু করব।

আবূ সাঈদ (রা.) বললেন ঃ আবূ মূসা (রা.) আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা কয়েকজন আনসারী সাথী সেখানে বসা ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীছ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অবগত নও? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এ কথা বলেন নি যে, অনুমতি চাওয়া তিনবার? এর মধ্যে যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয় (তবে তো ভালই) নইলে তুমি ফিরে যাবে।

উপস্থিত লোকেরা তাঁর সঙ্গে কৌতুক করতে লাগল। আবূ সাঈদ (রা.) বলেন ঃ এরপর আমি তাঁর দিকে মাথা তুলে বললাম ঃ এ ব্যাপারে আপনার যদি কোন শাস্তি হয় তবে তাতে আমিও আপনার শরীক।

অনন্তর তিনি উমর (রা.)-এর কাছে এলেন এবং এব্যাপারে তাঁকে অবহিত করলেন। তখন উমর (রা.) বললেন ঃ এ সম্পর্কে আমার জানা ছিল না। এই বিষয়ে আলী সা'দ (রা.)-এর আযাদকৃত দাসী উম্মু তারিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। জুরায়রী (র.)-এর নাম হল সাঈদ ইব্ন ইয়াস। তাঁর কুনিয়াত হল আবূ মাসঊদ। (তিনি ছাড়া) অন্যরাও আবূ নাযরা (র.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আবূ নাযরা আবদী (র.)-এর নাম হল মুনযির ইব্ন মালিক ইব্ন কুতাআ।

٢٦٩١-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنِي أَبُوْزُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ . حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا فَأَذِنَ لِي .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَاَبُوْ زُمَيْلٍ اسْمُهُ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ .

وَاِنَّمَا اَنْكَرَ عُمَرُ عِنْدَنَا عَلَى اَبِيْ مُوْسَى حَيْثُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : الْاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ ، فَاِذَا اُذِنَ لَكَ وَاِلاَّ فَارْجِعْ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ اَسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا فَاَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ هٰذَا الَّذِيْ رَوَاهُ اَبُوْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : فَاِنْ اُذِنَ لَكَ وَاِلاَّ فَارْجِعْ .

২৬৯১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তিনবার অনুমতি চাইলাম। শেষে তিনি আমাকে (ভেতরে যেতে) অনুমতি দিলেন।

হাদীছটি হাসান গারীব। আবূ যুমায়ল (র.)-এর নাম সিমাক হানাফী।

উমর (রা.) নিজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তিনবার অনুমতি চাইলে পরে তিনি তাকে (ভেতরে যেতে) অনুমতি দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও আবূ মূসা (রা.)-এর রিওয়ায়তটি তাঁর স্বীকার না করার কারণ, তিনি নবী থেকে আবূ মূসা বর্ণিত হাদীছের "অনুমতি দিলে তো হলই নইলে তুমি ফিরে আসবে" — এই কথাটি জানতেন না।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ رَدُّ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের জবাব

٢٦٩٢-حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَعَلَيْكَ ، اِرْجِعْ فَصَلِّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ هٰذَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ فَقَالَ: عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ : فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ : وَعَلَيْكَ . قَالَ : وَحَدِيْثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَصَحُّ .

২৬৯২. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মসজিদের এক কিনারে উপবিষ্ট ছিলেন। লোকটি মসজিদে এসে সালাত আদায় করল। পরে এসে তাঁকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ওয়া আলায়কা (তোমার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক) ফিরে যাও। আবার সালাত আদায় কর। কারণ, তোমার তো সালাত আদায় হয়নি। তারপর তিনি শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হাদীছটির বর্ণনা করেন।

হাদীছটি হাসান। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তান (র.) এই হাদীছটি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর... সাঈদ আল-মাকবুরী (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি (সাঈদ আল-মাকবুরী (র.)-এর উর্ধ্বে) তাঁর পিতা — আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উল্লেখ করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.)-এর হাদীছটি অধিক সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى تَبْلِيْغِ السَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাম পৌঁছানো প্রসঙ্গে

٢٦٩٣–حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوْفِىُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ ، حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا : اِنَّ جِبْرِيْلَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ ، قَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ۔

وَفِى الْبَابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى نُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ۔

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ : وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ اَيْضًا عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ۔

২৬৯৩. আলী ইব্‌ন মুনযির কূফী (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন ঃ জিব্‌রীল (আ.) তোমাকে সালাম বলছেন। তখন তিনি বললেন ঃ ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহু।

এই বিষয়ে বানূ নুমায়র গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ সূত্রেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। যুহরী (র.)-ও এটিকে আবূ সালামা... আইশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম যে সালাম করে তার ফযীলত

٢٦٩٤–حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ ، اَخْبَرَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ الْاَسَدِىُّ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلاَنِ يَلْتَقِيَانِ اَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ، فَقَالَ : اَوْلاَهُمَا بِاللّٰهِ ۔

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ۔

قَالَ : مُحَمَّدٌ اَبُوْ فَرْوَةَ الرَّهَاوِىُّ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ ، اِلاَّ اَنَّ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيْدَ يَرْوِى عَنْهُ مَنَاكِيْرَ ۔

২৬৯৪. আলী ইব্ন হুজ্র (র.)... আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুই ব্যক্তি সামনা-সামনি হলে কে প্রথম সালাম দিবে?

তিনি বললেন ঃ যে তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার (রহমতের) অধিক নিকটবর্তী সে।

এই হাদীছটি হাসান।

মুহাম্মাদ বুখারী (র.) বলেন ঃ আবূ ফারওয়া আর রাহাবী (র.) রাবী হিসাবে 'মুকারিবুল হাদীছ'। তবে তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ (আবূ ফারওয়া) তাঁর বরাতে বহু মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اِشَارَةِ الْيَدِ بِالسَّلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের ব্যাপারে হাত দিয়ে ইশারা করা পছন্দনীয় নয়

٢٦٩٥–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا ، لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلاَ بِالنَّصَارَى ، فَاِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْاِشَارَةُ بِالْاَصَابِعِ ، وَتَسْلِيْمُ النَّصَارَى الْاِشَارَةُ بِالْاَكُفِّ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ، وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ .

২৬৯৫. কুতায়বা (র.)... আমর ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া বিজাতীয়দের অনুসরণ করে সে আমার উম্মত নয়। তোমরা ইয়াহূদ ও নাসারার অনুকরণ করবে না। ইয়াহূদীদের সালাম হল অঙ্গুলির ইশারা করা আর নাসারার সালাম হল হাতের তালুর ইশারা করা।

এই হাদীছটির সনদ যঈফ।

ইব্ন মুবারক (র.) এই হাদীছটিকে ইব্ন লাহীআ থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। তিনি এটিকে মারফূ' করেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيْمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদেরকে সালাম করা

٢٦٩٦–حَدَّثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ : كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ثَابِتٌ : كُنْتُ مَعَ اَنَسٍ ، فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ اَنَسٌ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ثَابِتٍ ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَنَسٍ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .

২৬৯৬. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বাসরী (র.)... ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ছাবিত বুনানী (র.)-এর সঙ্গে চলছিলাম। একদল শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাদের সালাম দিলেন। ছাবিত (র.) বলেন ঃ আমি একবার আনাস (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। শিশুদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমের সময় তিনি তাদের সালাম দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। শিশুদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম কালে তিনিও তাদের সালাম করেছিলেন।

হাদীছটি সাহীহ্।

একাধিক রাবী এটি ছাবিত (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা.) থেকেও এটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের সালাম দেওয়া

٢٦٩٧-حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامَ أَنَّهُ سَمِعَ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا ، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيْمِ ، وَأَشَارَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بِيَدِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لاَ بَأْسَ بِحَدِيْثِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ : شَهْرٌ حَسَنُ الْحَدِيْثِ وَ قَوَّى أَمْرَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيْهِ ابْنِ عَوْنٍ ، ثُمَّ رَوَى عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ . أَنْبَأَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْمَصَاحِفِيُّ بَلْخِيٌّ . أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنِ شُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : إِنَّ شَهْرًا تَرَكُوْهُ . قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: قَالَ النَّضْرُ :تَرَكُوْهُ أَيُّ طَعَنُوْا فِيْهِ ، وَإِنَّمَا طَعَنُوْا فِيْهِ لأَنَّهُ وَلِىَ أَمْرَ السُّلْطَانِ

২৬৯৭. সুওয়ায়দ (র.)... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন মসজিদের ভিতর হেঁটে যাচ্ছিলেন। একদল মহিলা সেখানে উপবিষ্ট ছিল। তখন তিনি সালামের সঙ্গে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলেন।

বর্ণনাকারী আবদুল হামিদ হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন।

হাদীছটি হাসান। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) বলেন ঃ আবদুল হামীদ ইব্‌ন বাহরামের হাদীছ, যা শাহর ইব্‌ন হাওশাব থেকে বর্ণিত, (তাতে) কোন দোষ নেই।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেন ঃ শাহর হাদীছের ক্ষেত্রে হাসান পর্যায়ের। তিনি তাঁর বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন এবং বলেছেন ঃ ইব্‌ন আওন তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি হিলাল ইব্‌ন আবূ যায়নাব সূত্রে শাহর ইব্‌ন হাওশাব (র.) থেকে হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

আবূ দাঊদ (র.)... ইব্‌ন আওন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ শাহরকে হাদীছবিদগণ বর্জন করেছেন। আবূ দাঊদ বলেন, নাযর বলেছেন যে, تَرَكُوْهُ অর্থ হল তারা তাঁকে দোষী বলে চিহ্নিত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّسْلِيْمِ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজ গৃহে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া

٢٦٩٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ الْبَصْرِىُّ الْاَنْصَارِىُّ مُسْلِمُ بْنِ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا بُنَىَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِكَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৬৯৮. আবূ হাতিম আনসারী বাসরী মুসলিম ইব্‌ন হাতিম (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে বৎস, যখন পরিবার-পরিজনের নিকট প্রবেশ করবে তখন সালাম দিবে; এতে তোমার এবং তোমার গৃহবাসীর জন্য বরকত হবে।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِى السَّلاَمِ قَبْلَ الْكَلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ কথাবার্তার আগে সালাম

٢٦٩٩-حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ بَغْدَادِىٌّ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلسَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ .

وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَدْعُوْا اَحَدًا اِلَى الطَّعَامِ حَتّٰى يُسَلِّمَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ : عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ضَعِيْفٌ فِى الْحَدِيْثِ ذَاهِبٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ .

২৬৯৯. ফাযল ইব্‌ন সাব্বাহ (র.)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কালাম (কথাবার্তা)-এর আগে সালাম।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সালাম না দেওয়া পর্যন্ত কাউকে আহারের জন্য ডাকবে না।

হাদীছটি মুনকার। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

মুহাম্মাদ বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাবী আম্বাসা ইব্‌ন আবদুর রহমান হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ ও উপেক্ষিত। আর মুহাম্মাদ ইব্‌ন যাযান হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার রাবী।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّسْلِيْمِ عَلَى اَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ অমুসলিমদের সালাম দেওয়া নিষিদ্ধ

٢٧٠٠-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ ، وَاِذَا لَقِيْتُمْ اَحَدَهُمْ فِى الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُمْ اِلَى اَضْيَقِهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭০০. কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদ ও নাসারাকে প্রথম সালাম দিবে না। এদের কারো সঙ্গে পথে মোলাকাত হলে পথের সংকীর্ণ পার্শ্ব দিয়ে তাকে যেতে বাধ্য করবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٧٠١-حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اِنَّ رَهْطًا مِنَ الْيَهُوْدِ دَخَلُوْا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ : قَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ الْغِفَارِىِّ وَابْنِ عُمَرَ وَاَنَسٍ وَاَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِى .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭০১. সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদল ইয়াহূদী একবার নবী ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করে (সালাম — শান্তি হউক-এর স্থলে কৌশল করে) বলল ঃ আস্সামু আলাইকা। তোমার মরণ হোক। নবী ﷺ বললেন ঃ 'আলাইকুম। আইশা (রা.) বলেন ঃ আমি বললাম ঃ আলাইকুমুস সাম ওয়াল লা'নাত — তোমাদের প্রতি মরণ ও লানত। নবী ﷺ তখন বললেন ঃ হে আইশা, আল্লাহ্ তা'আলা তো সব বিষয়ে নম্র ব্যবহার ভালবাসেন।

আইশা (রা.) উত্তরে বললেন ঃ আপনি কি শোনেন নি এরা কি বলেছে?

তিনি বললেন ঃ আমিও তো বলেছি ঃ আলাইকুম — তোমাদের উপর আপতিত হোক।

এই বিষয়ে আবূ নাযরা গিফারী, ইব্ন উমর, আনাস, আবূ আবদুর রহমান জুহানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আইশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلاَمِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَ غَيْرُهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ যে মজলিসে মুসলিম ও অমুসলিম আছে, সেখানে সালাম দেওয়া

٢٧٠٢–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ : اَنَّ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ : اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . مَرَّ بِمَجْلِسٍ وَفِيْهِ اَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭০২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.)... উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে মুসলমান ও ইয়াহূদী লোকজন মিশ্রিত ছিল। তিনি তাদের প্রতি সালাম দিলেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْلِيْمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

অনুচ্ছেদ ঃ আরোহী ব্যক্তি পথচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে

٢٧٠٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالاَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ . وَزَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيْثِهِ : وَيُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَجَابِرٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

وَقَالَ اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَيُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ : اِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

২৭০৩. মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না ও ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আরোহী ব্যক্তি সালাম দিবে পথচারী ব্যক্তিকে; পথচারী ব্যক্তি সালাম দিবে বসে থাকা ব্যক্তিকে; কম সংখ্যক সালাম দিবে বেশী সংখ্যককে।

ইব্ন মুছান্না (র.) তাঁর রিওয়ায়তে আরো বর্ণনা করেন ঃ অল্পবয়স্ক সালাম দিবে বয়স্ককে।

এ বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্ন শিবল, ফাযালা ইব্ন উবায়দ এবং জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। আয়্যুব সাখতিয়ানী, ইউনুস ইব্ন উবায়দ এবং আলী ইব্ন যায়দ (র.) বলেছেন ঃ হাসান (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে সরাসরি কোন হাদীছ শুনেন নি।

٢٧٠٤–حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭০৪. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ অল্প বয়স্ক বয়স্ককে, পথ অতিক্রমকারী উপবিষ্টকে, কমসংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٧٠٥–حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَنْبَأَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ . اَخْبَرَنِى اَبُوْهَانِئٍ اِسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هَانِى الْخَوْلَانِىُّ عَنْ اَبِىْ عَلِيِّ الْجَنْبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِى ، وَالْمَاشِى عَلَي الْقَائِمِ ، وَالْقَلِيْلُ عَلَي الْكَثِيْرِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَاَبُوْ عَلِيٍّ الْجَنْبِىُّ اَسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ .

২৭০৫. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অশ্বারোহী ব্যক্তি সালাম দিবে পথচারী ব্যক্তিকে, পথচারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে আর কমসংখ্যক বেশী সংখ্যককে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

রাবী আবূ আলী জানবী (র.)-এর নাম হল আমর ইব্ন মালিক।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّسْلِيْمِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَعِنْدَ الْقُعُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ উঠা-বসার সময় সালাম করা

٢٧٠٦–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبَرِىُّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا انْتَهَى اَحَدُكُمْ اِلَي مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ ، فَاِنْ بَدَالَهُ اَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ اِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتْ الْاُوْلٰى بِاَحَقَّ مِنَ الْاٰخِرَةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ اَيْضًا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبَرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২৭০৬. কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ মজলিসে পৌছবে তখন যেন সে সালাম করে। এরপর যদি তার সেখানে বসতে ইচ্ছে হয়

তবে বসবে। পরে যখন উঠে দাঁড়াবে তখনও সে যেন সালাম দেয়। শেষেরটির চাইতে প্রথমটি বেশী উপযুক্ত নয়।

এই হাদীছটি হাসান। ইব্‌ন আজলান (র.)-ও হাদীছটি সাঈদ মাকবুরী — তার পিতা থেকে আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الاِسْتِئْذَانِ قُبَالَةَ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘরের সম্মুখ থেকে অনুমতি চাওয়া

٢٧٠٧–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ ﷺ : مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَاَدْخَلَ بَصَرَهُ فِى الْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَاى عَوْرَةَ اَهْلِهِ فَقَدْ اَتَى حَدًّا لاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَأْتِيَهُ ، لَوْ اَنَّهُ حِيْنَ اَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَأَ عَيْنَيْهِ مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ ، وَاِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لاَ سِتْرَلَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلاَ خَطِيْئَةَ عَلَيْهِ ، اِنَّمَا الْخَطِيْئَةُ عَلَى اَهْلِ الْبَيْتِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَاَبِى اُمَامَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِثْلَ هٰذَا اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ ، وَاَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ .

২৭০৭. কুতায়বা (র.)... আবূ যার্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি অনুমতি প্রদানের পূর্বেই পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং পরিবারের অদর্শনীয় বস্তু দেখে ফেলে তবে সে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করল। এইরূপ করা তার জন্য হালাল নয়। সে যখন অন্দরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল তখন যদি ঘরের কোন ব্যক্তি তার সম্মুখীন হয়ে দু'চোখ ফুঁড়ে ফেলে তবে তুমি তার উপর কোন অভিযোগ আনতে পারবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন খোলা দরজার সামনে দিয়ে যায় আর তাতে কোন পর্দা ঝুলানো নেই, এমতাবস্থায় ঘরের ভেতর সেই ব্যক্তির দৃষ্টি পড়ে গেলে তাতে তার কোন দোষ নেই। এই ক্ষেত্রে দোষ হবে ঘরের অধিবাসীদের।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও আবূ উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি গারীব। ইব্‌ন লাহীআ (র.)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এই ধরনের হাদীছ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবূ আবদুর রহমান হুবুলী (র.)-এর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ।

بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِى دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনানুমতিতে কারো ঘরে উঁকি দেওয়া

٢٧٠٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِى بَيْتِهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَاَهْوَى اِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ فَتَاَخَّرَ الرَّجُلُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭০৮. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ ছিলেন তাঁর ঘরে। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর প্রতি উঁকি দেয়। তখন তিনি তীরের ফলা দিয়ে তার দিকে তাক করলেন। লোকটি তখন সরে গেল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٧٠٩–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ : اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ جُحْرٍ فِى حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرَاةٌ يَحُكُّ بِهَا رَاْسَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِى عَيْنِكَ ، اِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ .

وَفِى الْبَابِ : عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭০৯. ইব্‌ন আবূ উমর (রা.)... সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর হুজরার একটি ছিদ্র দিয়ে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে উঁকি দেয়। তখন নবী ﷺ-এর হাতে ছিল একটি চুলের কাঠি। তা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। নবী ﷺ তখন বললেন ঃ আমি যদি জানতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ তবে অবশ্যই এটি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। চোখের জন্যই তো অনুমতি গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّسْلِيْمِ قَبْلَ الْاِسْتِئْذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি প্রার্থনার পূর্বেই সালাম করা

٢٧١٠–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَبِى سُفْيَانَ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ كَلَدَةَ بْنَ حَنْبَلٍ ، اَخْبَرَهُ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبَنٍ وَلِبَاٍ وَضَغَابِيْسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِاَعْلَى الْوَادِىْ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ اُسَلِّمْ وَلَمْ اَسْتَاْذِنْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

ارْجِعْ فَقُلْ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا اَسْلَمَ صَفْوَانُ .

قَالَ عَمْرٌو : وَاَخْبَرَنِي بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ، وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَرَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ اَيْضًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلَ هٰذَا .

وَضَغَابِيْسُ : هُوَ حَشِيْشٌ يُؤْكَلُ .

২৭১০. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.)... কালাদা ইব্‌ন হাম্বল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা (রা.) প্রথম দোহন করা কিছু দুধ, কিছু ছানা ও কিছু কাঁকুড়সহ তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে প্রেরণ করেন। নবী ﷺ তখন মক্কা উপত্যকার উঁচু দিকে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, আমি অনুমতি না নিয়েই এবং সালাম না করেই তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন বললেন ঃ ফিরে যাও। বল, আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি কি প্রবেশ করতে পারি?

এ ঘটনাটি ছিল সাফওয়ান (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী সময়ের।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। ইব্‌ন জুরায়জ (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবূ আসিম (র.)-ও এটি ইব্‌ন জুরায়জ (র.) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছে।

٢٧١١-حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اِسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى اَبِيْ فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقُلْتُ : اَنَا ، فَقَالَ اَنَا اَنَا . كَاَنَّهُ كَرِهَ ذٰلِكَ .قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭১১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতার কিছু ঋণের ব্যাপারে (আলোচনার জন্য) নবী ﷺ -এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম।

তিনি বললেন ঃ কে?

আমি বললাম ঃ আমি।

তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি, আমি — যেন এ কথাটি তিনি অপছন্দ করলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ طُرُوْقِ الرَّجُلِ اَهْلَهُ لَيْلاً

অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে ফিরে রাতে পরিবারের কাছে অকস্মাৎ প্রবেশ করা নিষিদ্ধ

٢٧١٢-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاهُمْ اَنْ يَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلاً .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاهُمْ أَنْ يَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلاً قَالَ : فَطَرَقَ رَجُلاَنِ بَعْدَ نَهْىِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً .

২৭১২. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সফর থেকে ফিরে (খবর না দিয়ে) রাতে স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করতে তাদের নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আনাস, ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ সফর থেকে ফিরে বিনা খবরে রাতে স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করতে তাদের নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এই নিষেধের পর দুই ব্যক্তি সফর থেকে ফিরে বিনা খবরেই রাতে তাদের স্ত্রীদের ঘরে যায়। আর প্রত্যেকেই তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষকে দেখতে পায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَتْرِيْبِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ (কালী চোষার উদ্দেশ্যে) লেখার উপর মাটি ছিটানো

٢٧١٣–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ لاَ نَعْرِفُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . قَالَ : وَحَمْزَةُ هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَمْرٍو النَّصِيْبِيُّ هُوَ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ .

২৭১৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কিছু লিখবে তবে তাতে কিছু মাটি ছিটিয়ে দিবে। কেননা তা উদ্দেশ্য সাফল্য লাভে অধিকতর সহায়ক।

হাদীছটি মুনকার। এই সূত্র ছাড়া আবূয-যুবায়র (র.) থেকে এতদসম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

হামযা (র.) হলেন ইব্‌ন আমর নুসায়বী। তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ

٢٧١٤–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : ضَعِ الْقَلَمَ عَلٰى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمُمْلِي .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَهُوَ اِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ ، وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ يُضَعَّفَانِ فِى الْحَدِيْثِ .

২৭১৪. কুতায়বা (র.)... যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গেলাম। তাঁর সামনে তখন এক লেখক ছিল। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ তোমার কলম তোমার কানের উপর রাখ। কেননা তা লেখককে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য অধিকতর সহায়ক।

এই সূত্র ছাড়া হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এই সনদটি যঈফ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন যাযান এবং আম্বাসা ইব্‌ন আবদুর রহমান উভয়ই যঈফ বলে আখ্যায়িত।

بَابُ مَا جَاءَ فِى تَعْلِيْمِ السُّرْيَانِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সুরইয়ানী ভাষা শিক্ষা

٢٧١٥–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَعَلَّمَ لَهُ كِتَابَ يَهُوْدَ قَالَ : اِنِّى وَاللّٰهِ مَا اٰمَنُ يَهُوْدَ عَلٰى كِتَابٍ ، قَالَ : فَمَا مَرَّ بِىْ نِصْفُ شَهْرٍ حَتّٰى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ قَالَ : فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ كَانَ اِذَا كَتَبَ اِلٰى يَهُوْدَ كَتَبْتُ اِلَيْهِمْ ، وَاِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ .

قَالَ : اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، رَوَاهُ الْاَعْمَشُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ .

২৭১৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য আমাকে ইয়াহূদীদের কিতাবের ভাষা শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ আমার পত্রাদির ব্যাপারে কোন ইয়াহূদীর উপর আমি আস্থা রাখতে পারি না।

যায়দ (রা.) বলেন ঃ অর্ধ মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই আমি তাঁর জন্য সে ভাষা শিখে ফেললাম।

তিনি আরো বলেন ঃ আমার সেই ভাষা শেখার পর তিনি যখন ইয়াহূদীদের কাছে কোন কিছু লিখতেন তখন আমিই তা লিখে দিতাম। আর তারা যখন তাঁর কাছে কিছু লিখত তখন আমি তাদের লেখা তাঁকে পাঠ করে শোনাতাম।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। আর আ'মাশ (র.) এটি ছাবিত ইব্‌ন উবায়দ-যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সুরয়ানী ভাষা শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

بَابُ فِي مُكَاتَبَةِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সাথে চিঠিপত্রের আদান প্রদান

٢٧١٦–حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ اِلٰى كِسْـــرَي وَاِلٰى قَيْـــصَرَ وَاِلٰى النَّجَاشِيِّ وَاِلٰى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِيْ صَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

২৭১৬. ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ বাসরী (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ইনতিকালের পূর্বে কিসরা (পারস্য সম্রাট) কায়সার (রোম সম্রাট) নাজাশী (আবিসিনীয় সম্রাট) সহ অন্যান্য পরাক্রমশালী সম্রাটদের আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিয়ে পত্র লিখেছিলেন। তবে এই নাজাশী ঐ নাজাশী নন যার সালাতুল জানাযা নবী ﷺ আদায় করেছিলেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يُكْتَبُ اِلٰى اَهْلِ الشِّرْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের কাছে পত্র লেখার পদ্ধতি

٢٧١٧–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ . اَخْـبَرَنِي عُبَيْـدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اَنَّهُ اَخْـبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَكَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ ، فَاَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُرِئَ ، فَاِذَا فِيْهِ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ ، اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ، اَمَّا بَعْدُ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَاَبُوْ سُفْيَانَ اسْمُهُ صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ .

২৭১৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারব (রা.) তাঁকে বলেছেন ঃ একদল কুরায়শ সহ তাঁকে ডেকে আনতে হিরাক্লিয়াস লোক পাঠিয়েছিলেন। তারা তখন ব্যবসা ব্যাপদেশে শামে অবস্থান করছিলেন। তারা তাঁর নিকট আসলেন।....... এরপর তিনি পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পত্রটি আনালেন। সেটি পাঠ করা হল। এতে ছিল ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোম প্রধান হিরাক্লিয়াসের বরাবর, সালাম তার উপর যে হেদায়াত অনুসরণ করেছে। আম্মাবা'দ, ...

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবূ সুফইয়ান (র.)-এর নাম হল সাখর ইব্‌ন হারব।

بَابُ مَا جَاءَ فِى خَتْمِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ চিঠির উপর মোহর লাগা

٢٧١٨–حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِى اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الْعَجَمِ قِيْلَ لَهُ اِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُوْنَ اِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا ، قَالَ : فَكَاَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِى كَفِّهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭১৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নবী ﷺ যখন অনারবদের (নেতাদের) কাছে পত্র লিখতে ইচ্ছা করলেন তখন তাঁকে বলা হল, মোহর ছাড়া চিঠি অনারবরা গ্রহণ করে না। তাই তিনি একটি আংটি তৈরি করেন। আনাস (রা.) বলেন ঃ আমি যেন তাঁর হাতে আংটিটির শুভ্রতা এখনও প্রত্যক্ষ করছি।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ كَيْفَ السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাম পদ্ধতি

٢٧١٩–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِىُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَيْلٰى عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ : اَقْبَلْتُ اَنَا وَصَاحِبَانِ لِىْ قَدْ ذَهَبَتْ اَسْمَاعُنَا وَاَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ اَنْفُسَنَا عَلٰى اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ ، فَلَيْسَ اَحَدٌ يَقْبَلُنَا ، فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ ، فَاَتٰى بِنَا اَهْلَهُ ، فَاِذَا ثَلاَثَةُ اَعْنُزٍ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اَحْتَلِبُوْا هٰذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا ، فَكُنَّا نَحْتَلِبُهُ ، فَيَشْرَبُ كُلُّ اِنْسَانٍ نَصِيْبَهُ ، وَنَرْفَعُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَصِيْبَهُ ، فَيَجِئُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا ، لاَ يُوْقِظُ النَّائِمَ ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ ، ثُمَّ يَاْتِى الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَاْتِىْ شَرَابَهُ فَيَشْرَبُهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭১৯. সুওয়ায়দ (র.)... মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এবং আমার দুই সঙ্গী এমন অবস্থায় আসলাম যে, ক্ষুধার কষ্টে আমাদের কান ও চোখ প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল। আমরা আমাদেরকে নবী ﷺ-এর সাহাবীদের সামনে পেশ করতে লাগলাম। কিন্তু একজনও আমাদের গ্রহণ করলেন না। শেষে আমরা নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি আমাদের নিয়ে তাঁর ঘরে আসলেন। সেখানে ছিল তিনটি বকরী। তিনি বললেন ঃ এগুলোর দুধ দোহন কর। আমরা দুধ দোহন করতাম

এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ হিস্যা পান করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হিস্যা তুলে রেখে দিতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (অনেক সময়) রাতে আসতেন এবং এমনভাবে সালাম করতেন যে, নিদ্রিতরা যেন জেগে না উঠে, আর জাগ্রতরা শুনতে পায়। এরপর তিনি মসজিদে আসতেন এবং (নফল) সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁর জন্য রাখা দুধ নিয়ে তা পান করতেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يَبُوْلُ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রশ্রাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরূহ

২৭২০–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَي النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، يَعْنِي السَّلاَمَ .حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى النَّيْسَابُوْرِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الْفَغْوَاءِ وَجَابِرٍ وَالْبَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭২০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও নাসর ইব্ন আলী (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পেশাব করছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম করল। তিনি তার সালামের জওয়াব দেন নি।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া নায়সাবূরী (র.)... যাহ্হাক ইব্ন উছমান (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আলকামা ইব্নুল ফাগওয়া, জাবির, বারা এবং মুহাজির ইব্ন কুনফুয (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اَنْ يَقُوْلَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ مُبْتَدِئًا

অনুচ্ছেদ ঃ প্রথমেই 'আলায়কাস্ সালাম' বলা মাকরূহ

২৭২১–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِي تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ : طَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ اَقْدِرْ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ ، فَاِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيْهِمْ وَلاَ اَعْرِفُهُ وَهُوَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . فَلَمَّا رَاَيْتُ ذٰلِكَ قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : اِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ ، اِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ : اِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، ثُمَّ رَدَّ

عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ : وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، وَ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، وَ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ اَبُوْ غِفَارٍ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ جُرَىٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ الْهُجَيْمِىِّ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَ اَبُوْ تَمِيْمَةَ اسْمُهُ طَرِيْفُ بْنُ مُجَالِدٍ .

২৭২১. সুওয়ায়দ (র.)... আবূ তামীমা হুজায়মী তাঁর সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে তালাশ করতে লাগলাম কিন্তু তাঁকে পেলাম না। তাই বসে থাকলাম, হঠাৎ দেখি তিনি একদল লোকের মাঝে উপবিষ্ট, অথচ আমি তাঁকে চিনতে পারি নি, তাদের তিনি ইসলাহ করছিলেন। কাজ সমাধা হলে তাঁর সঙ্গে কয়েকজন উঠে দাঁড়ালেন এবং এক প্রসঙ্গে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ..... এই দেখে আমি বললাম ঃ 'আলায়কাস সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'আলায়কাস সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'আলায়কাস সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

তিনি বললেন ঃ 'আলায়কাস সালাম তো মুরদাদের অভিবাদন। এরপর তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভ্রাতার কাছে যাবে তখন সে যেন বলে, 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। তারপর নবী ﷺ আমার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন ঃ ওয়া 'আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহ্, ওয়া 'আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহ্, ওয়া 'আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

আবূ গিফার (র.) এই হাদীছটিকে আবূ তামীমা হুজায়মী... আবূ জুরায় জাবির ইব্ন সুলায়ম হুজায়মী (রা.) সূত্রে তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। .... এরপর তিনি পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেন।

আবূ তামীমা (র.)-এর নাম হল তারীফ ইব্ন মুজালিদ।

٢٧٢٢–حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ . حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِى غِفَارٍ الْمُثَنّٰى بْنِ سَعِيْدٍ الطَّائِىِّ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَقَالَ : لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ ، وَلٰكِنْ قُلْ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ، وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيْلَةً ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭২২. হাসান ইব্ন আলী (র.)... জাবির ইব্ন সুলায়ম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। বললাম ঃ 'আলায়কাস সালাম'। তিনি বললেন ঃ 'আলায়কাস সালাম' বলবে না বরং বলবে 'আস্সালামু 'আলায়কুম'।

এরপর তিনি দীর্ঘ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٧٢٣–حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنّٰى . حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَثًا ، وَاِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلاَثًا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

২৭২৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার সালাম দিতেন আর যখন কথা বলতেন তখন সেই কথাটি তিনবার পুনর্ব্যক্ত করতেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابٌ
অনুচ্ছেদ

٢٧٢٤–حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَبِى مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ اِذْ اَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ ، فَاَقْبَلَ اِثْنَانِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَلَّمَا ، فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ ؟ اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاَوٰى اِلَى اللّٰهِ فَاٰوَاهُ اللّٰهُ ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَاَبُوْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ اَسْمُهُ الْحٰرِثُ بْنُ عَوْفٍ ، وَاَبُوْ مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ وَاسْمُهُ يَزِيْدُ وَيُقَالُ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِي طَالِبٍ .

২৭২৪. আনসারী (র.)... আবূ ওয়াকিদ লায়ছী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার মসজিদে বসা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো লোকজন ছিল। এমন সময় তিন ব্যক্তি এল। দু'জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এল। আরেকজন চলে গেল। সে দু'জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করল। একজন উপবিষ্ট লোকদের মাঝে একস্থানে ফাঁক পেয়ে সেখানে বসে পড়ল। অপরজন লোকদের পেছনে বসল। আরেকজন তো পেছন ফিরে চলেই গিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কথা শেষ করে বললেন ঃ তোমাদের কি আমি তিনজন লোকের বিষয়ে অবহিত করব? একজন তো আল্লাহ্র দিকে এসে ঠিকানা নিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে ঠিকানা দিয়েছেন। আরেকজন (চলে যেতে) লজ্জা করেছে তাই আল্লাহ্ও তার বিষয়ে লজ্জা করেছেন (এবং নিজে রহমত থেকে তাকে বঞ্চিত করেন নি)। অন্য একজন তো মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে আল্লাহ্ও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবূ ওয়াকিদ লায়ছী (রা.)-এর নাম হল হারিছ ইব্ন আওফ। আবূ মুররা (র.) হলেন উম্মু হানী বিনত আবূ তালিব (রা.)-এর মওলা বা আযাদকৃত গোলাম। তাকে আকীল ইব্ন আবূ তালিব (রা.)-এর মাওলাও বলা হয়।

٢٧٢٥–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . اَخْبَرَنَا شُرَيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ اَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِيْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سِمَاكٍ اَيْضًا .

২৭২৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা যখন নবী ﷺ -এর কাছে আসতাম তখন মজলিসের যেখানে শেষ হত সেখানেই আমাদের এক একজন বসে পড়ত।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

যুহায়র ইব্‌ন মুআবিয়া (র.)-ও এটি সিমাক (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْجَالِسِ عَلَى الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ পথ-পার্শ্বে উপবেশনকারীর দায়িত্ব

٢٧٢٦–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ .حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ : اِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِيْنَ فَرُدُّوْا السَّلاَمَ : وَ أَعِيْنُوا الْمَظْلُوْمَ ، وَاهْدُوا السَّبِيْلَ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৭২৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আবূ ইসহাক সূত্রে বারা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, অবশ্য রাবী আবূ ইসহাক (র.) সরাসরি বারা (রা.) থেকে এটি শোনেননি, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতিপয় আনসারী লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা পথের পাশে বসা ছিল। তিনি তাদের বললেন ঃ তোমাদের যদি পথের পাশে বসতেই হয় তবে সালামের জওয়াব দিবে। মজলুমের সাহায্য করবে। (পথহারাকে) পথ দেখিয়ে দিবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ শুরায়হ খুযাঈ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُصَافَحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফাহা

٢٧٢٧ـ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ وَ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : وحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ عَازِبٍ قَالَ :قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّغُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَفْتَرِقَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الْبَرَاءِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَالْاَجْلَحُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِىُّ .

২৭২৭. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.), বারা ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দুই মুসলিমের যখন সাক্ষাত হয় আর তারা পরস্পর মুসাফাহা করে তখন তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (গুনাহ্) মাফ করে দেন।

হাদীছটি হাসান; আবূ ইসহাক-বারা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে গারীব। বারা (রা.) থেকে এই হাদীছটি একাধিকবার বর্ণিত আছে।

٢٧٢٨–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقٰى أَخَاهُ أَوْ صَدِيْقَهُ أَيَنْحَنِىْ لَهُ ؟ قَالَ : لاَ، قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَ يُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لاَ، قَالَ : اَفَيَاْخُذُ بِيَدِهٖ وَ يُصَافِحُهُ ؟ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ : اَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

২৭২৮. সুওয়ায়দ (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের কারো যদি তার ভাই বা তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হয় তবে কি সে তার অভিবাদন এর জন্য মাথা ঝুঁকাবে?

তিনি বললেন ঃ না।

লোকটি বলল ঃ তা হলে কি তাকে লেপটে ধরবে এবং চুমা দিবে?

তিনি বললেন ঃ না।

লোকটি বলল ঃ তা হলে কি তাকে হাত ধরবে এবং তার সাথে মুসাফাহা করবে?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

হাদীছটি হাসান।

٢٧٢٩–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : هَلْ كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى :هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭২৯. সুওয়ায়দ (র.)... কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণের মধ্যে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٧٣٠-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْاَخْذُ بِالْيَدِ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ عُمَرَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يَحْيٰى بْنِ سَلِيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ ، سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعُدَّهُ مَحْفُوْظًا . وَقَالَ اِنَّمَا أَرَادَ عِنْدِىْ حَدِيْثَ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ اَوْ مُسَافِرٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَإِنَّمَا يُرْوٰى عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْاَخْذُ بِالْيَدِ.

২৭৩০. আহমদ ইব্ন আবদা যাব্বী (র.)... ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ অভিবাদনের পূর্ণতা হল হাতে ধরা (মুসাফাহা)।

হাদীছটি গারীব।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়ম... সুফইয়ান (র.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি এটিকে মাহফূজ বা সংরক্ষিত বলে গণ্য করেন নি। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন ঃ আমার মতে সুফইয়ান (র.) বর্ণিত ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর হাদীছ নবী ﷺ থেকে, যে তিনি শুনেছেন, মুসল্লী বা মুসাফির ছাড়া (ইশার পর) রাতে আলাপ করার অনুমতি নেই, এইটি উদ্দেশ্য করেছেন।

মুহাম্মাদ বুখারী (র.) আরো বলেন ঃ মানসূর-আবূ ইসহাক... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ প্রমুখ (র.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হাত ধরায় অভিবাদনের পূর্ণতা সাধিত হয়।

٢٧٣١-حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ .أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ اَنْ يَضَعَ اَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهِ، أَوْ قَالَ عَلٰى يَدِهِ ، فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ ؟ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زَحْرٍ ثِقَةٌ ، وَعَلِىُّ بْنُ يَزِيْدَ ضَعِيْفٌ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُكْنٰى اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَهُوَ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَالْقَاسِمُ شَامِىٌّ.

২৭৩১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.)... আবূ উমামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার পূর্ণতা হল তার মাথায় বা (তিনি বলেছেন) হাতে হাত রাখা এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা যে, সে কেমন আছে। আর অভিবাদনের পূর্ণতা হল তোমাদের মুসাফাহা করার মাঝে।

এই হাদীছটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়।

মুহাম্মাদ বুখারী (র.) বলেন ঃ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যাহর (র.) রাবী হিসাবে ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য কিন্তু আলী ইব্ন ইয়াযীদ হলেন যঈফ। রাবী কাসিম (র.) হলেন ইব্ন আবদুর রহমান। তাঁর কুনিয়াত হল আবূ আবদুর রহমান। ইনি ছিকাহ। ইনি আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া (র.)-এর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম। কাসিম হলেন শামী বা শাম অধিবাসী।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُعَانَقَةِ وَ الْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুআনাকা ও চুম্বন

٢٧٣٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَحْيٰى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ الْمَدَنِىُّ . حَدَّثَنِى اَبِى يَحْيٰى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَ زَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى بَيْتِى فَاَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ . فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ . وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৭৩২. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্ন হারিছা (কোন এক সফর থেকে) মদীনায় এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আমার ঘরে ছিলেন। তিনি এসে দরজার কড়া নাড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গায়ের কাপড় টানতে টানতে খালি গায়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি এর আগে বা পরে কখনও আর তাঁকে খালি গায়ে দেখিনি। তিনি যায়দকে বুকে চেপে ধরলেন এবং তাকে চুমু দিলেন।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া যুহরীর রিওয়ায়ত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِى قُبْلَةِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাতে ও পায়ে চুমু দেওয়া প্রসঙ্গে

٢٧٣٣–حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَاَبُوْ اُمَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَـةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : قَالَ يَهُوْدِىٌّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ بِنَا اِلٰى هٰذَا النَّبِىِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ : لاَ تَقُلْ

نَبِيٌّ ، اِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ اَرْبَعَةُ اَعْيُنٍ ، فَاَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلاَهُ عَنْ تِسْعِ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ . فَقَالَ لَهُمْ : لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا ، وَلاَ تَسْرِقُوْا ، وَلاَ تَزْنُوْا ، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَلاَ تَمْشُوْا بِبَرِيْءٍ اِلٰى ذِى سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ ، وَلاَ تَسْحَرُوْا ، وَلاَ تَاْكُلُوْا الرِّبَا ، وَلاَ تَقْذِفُوْا مُحْصَنَةً ، وَلاَ تُوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُوْدَ اَنْ لاَ تَعْتَدُوْا فِى السَّبْتِ ، قَالَ : فَقَبَّلُوْا يَدَهُ وَرِجْلَهُ . فَقَالاَ : نَشْهَدُ اِنَّكَ نَبِيٌّ . قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوْنِىْ ؟ قَالُوْا : اِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ اَنْ لاَ يَزَالُ فِى ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ ، وَاِنَّا نَخَافُ اِنْ تَبِعْنَاكَ اَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ وَابْنِ عُمَرَ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৩৩. আবূ কুরায়ব (র.)... সাফওয়ান ইব্‌ন আস্‌সাল (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ইয়াহূদী তার এক সঙ্গীকে বলল, আমাকে এই নবীর কাছে নিয়ে চল। সঙ্গীটি বলল ঃ নবী বলবে না। তিনি যদি তা শুনতে পান তবে তো তার চক্ষু (খুশীতে) আটখানা হয়ে পড়বে। তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল এবং তাঁকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।

তিনি তাদের বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে কিছুর শরীক করবে না। চুরি করবে না, যিনা করবে না, যে প্রাণ হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন কোন হক ব্যতিরেকে সে প্রাণকে হত্যা করবে না, হত্যার উদ্দেশ্যে কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীনের কাছে নিয়ে যাবে না, যাদু টোনা করবে না, সুদ খাবে না, নিষ্পাপ মহিলাকে অপবাদ দিবে না, যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ ফিরায়ে পলায়ন করবে না। আর হে ইয়াহূদীগণ! বিশেষ করে তোমাদের জন্য কথা হল, তোমরা শনিবারের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে না।

সাফওয়ান (রা.) বলেন ঃ তখন তারা নবী ﷺ-এর দু'হাত ও দু'পায়ে চুম্বন করে বলল ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যই নবী। তিনি বললেন ঃ তা হলে আমার অনুসরণ করতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে?

তারা বলল ঃ দাঊদ (আ.) তাঁর রবের নিকট দু'আ করেছিলেন তাঁর বংশেই যেন সব সময় নবীর আগমন হয়। আমাদের আশংকা হয় যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি তা হলে ইয়াহূদীরা আমাদের হত্যা করে ফেলবে।

এই বিষয়ে ইয়াযীদ ইব্‌ন আসওয়াদ। ইব্‌ন উমর ও কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَرْحَبًا

অনুচ্ছেদ ঃ মারহাবা প্রসঙ্গে

٢٧٣٤–حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى الْاَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي النَّضْرِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِي طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ هَانِئٍ تَقُوْلُ : ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ ، قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ : مَنْ هٰذِهِ ؟ قُلْتُ : اَنَا اُمُّ هَانِئٍ . فَقَالَ : مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئٍ . قَالَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً طَوِيْلَةً . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৩৪. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.)... উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন আমি তাঁকে গোসল করতে পেলাম। ফাতিমা (রা.) একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে পর্দা করছিলেন।

উম্মু হানী (রা.) বলেন ঃ আমি তাঁকে সালাম করলাম।

তিনি বললেন ঃ এই মহিলা কে?

আমি বললাম ঃ আমি উম্মুহানী।

তিনি বললেন ঃ মারহাবা, উম্মুহানী!

তারপর বর্ণনাকারী হাদীছটির পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করেন।

এই হাদীছটি সাহীহ।

٢٧٣٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ مَسْعُوْدٍ اَبُوْ حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ اَبِيْ جَهْلٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ جِئْتُهُ مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِيْ جُحَيْفَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِصَحِيْحٍ لاَ نَعْرِفُهُ مِثْلُ هٰذَا اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ مُوْسٰى بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ سُفْيَانَ . وَمُوْسٰى بْنُ مَسْعُوْدٍ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ .

وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ . وَهٰذَا اَصَحُّ . قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ يَقُوْلُ : مُوْسٰى بْنُ مَسْعُوْدٍ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : وَكَتَبْتُ كَثِيْرًا عَنْ مُوْسٰى بْنِ مَسْعُوْدٍ ثُمَّ تَرَكْتُهُ .

২৭৩৫. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ প্রমুখ (র.)... ইকরিমা ইব্‌ন আবূ জাহল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলাম তিনি আমাকে (লক্ষ্য করে) বললেন ঃ মারহাবা! এই মুহাজির আরোহীর প্রতি।

এই বিষয়ে বুরায়দা, ইব্‌ন আববাস ও আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটির সনদ সাহীহ নয়। মূসা ইব্‌ন মাসউদ সূত্রে সুফইয়ান (র.) থেকে বর্ণিত এই হাদীছ ছাড়া কিছু আমরা জানি না। মূসা ইব্‌ন মাসউদ হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র.) এটি সুফইয়ান-আবূ ইসহাক (র.) সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি মুসআব ইব্‌ন সা'দ (র.)-এর উল্লেখ করেন নি। এটিই অধিক সাহীহ্।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মূসা ইব্‌ন মাসউদ যঈফ। তিনি আরো বলেন ঃ মূসা ইব্‌ন মাসউদ থেকে বহু হাদীছ আমি লিখেছিলাম। কিন্তু পরে তা পরিত্যাগ করেছি।

كِتَابُ الْاَدَبِ

অধ্যায় : কিতাবুল আদব

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় : কিতাবুল আদব

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া

٢٧٣٦-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِ عَلَي الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوْفِ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ ، وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ ، وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ ، وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ ، وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ اِذَا مَاتَ ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِي اَيُّوْبَ وَالْبَرَاءِ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي الْحٰرِثِ الْاَعْوَرِ .

২৭৩৬. হান্নাদ (র.)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক মুসলিমের উপর আরেক মুসলিমের হক হল ছয়টি নেকীর কাজ। সাক্ষাতের সময় সালাম করা, ডাক দিলে সাড়া দেওয়া, হাঁচি দিলে তাঁকে দু'আর মাধ্যমে উত্তর দেওয়া। অসুস্থ হলে তাঁর খোঁজ-খবর নেওয়া, মারা গেলে তার জানাযার পেছনে চলা এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার জন্যও তা পছন্দ করা।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ আয়্যুব, বারা ও ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান।

একাধিক সূত্রে নবী ﷺ থেকে এটি বর্ণিত আছে, কোন কোন হাদীছ বিশারদ হারিছ আওয়ার-এর সমালোচনা করেছেন।

٢٧٣٧–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْمَخْزُوْمِيُّ الْمَدَنِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ : يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ ، وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ ، وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ ، وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْمَخْزُوْمِيُّ الْمَدَنِيُّ ثِقَةٌ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ اَبِي فُدَيْكٍ .

২৭৩৭. কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক মুমিনের প্রতি আরেক মুমিনের হক হল ছয়টি ঃ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, মারা গেলে তার জানাযায় হাযির হবে। তাকে ডাক দিলে সে সাড়া দিবে। যখন সাক্ষাত হবে তখন তাকে সালাম করবে, হাঁচি দিলে তার জওয়াবে দু'আ করবে। উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল সময় তার কল্যাণ কামনা করবে।

হাদীছটি হাসান সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা মাখযূমী মাদীনী হলেন ছিকাহ রাবী। তাঁর নিকট থেকে আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ এবং ইব্ন আবূ ফুদায়ক (র.)-ও হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الْعَاطِسُ اِذَا عَطَسَ

অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি দিলে হাঁচিদাতা কী বলবে?

٢٧٣٨–حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ . حَدَّثَنَا حَضْرَمِيُّ مِنْ اٰلِ الْجَارُوْدِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلاً عَطَسَ اِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَاَنَا اَقُوْلُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ، وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، عَلَّمَنَا اَنْ نَقُوْلَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيْعِ .

২৭৩৮. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.)... নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা.)-এর পাশে হাঁচি দিয়ে বলল ঃ আলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহ্।

ইব্ন উমর (রা.) বললেন ঃ আমিও তো পড়ি আলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহ্। কিন্তু (হাঁচির বেলায়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এরূপ শিক্ষা দেন নি। তিনি তো আমাদের এই ক্ষেত্রে "আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল" — বলতে শিক্ষা দিয়েছেন।

এই হাদীছটি গারীব। যিয়াদ ইব্নুর রাবী (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া উচিত?

٢٧٣٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ دَيْلَمَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى قَالَ : كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُوْنَ اَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ : يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَاَبِيْ اَيُّوْبَ وَسَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

২৭৩৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহূদীরা নবী ﷺ -এর কাছে হাঁচি দিয়ে আশা করত যে, তিনি জওয়াবে তাদের জন্য বলবেন ঃ ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্ — আল্লাহ্ তোমাদের রহম করুন। কিন্তু তিনি (তাদের উত্তরে) বলতেন ঃ ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ্ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম — আল্লাহ্ তোমাদের হেদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন।

এই বিষয়ে আলী, আবূ আয়্যুব, সালিম ইব্ন উবায়দ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٧٤٠–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ . عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ : اَنَّهُ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِيْ سَفَرٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَي اُمِّكَ ، فَكَانَ الرَّجُلَ وَجِدَ فِيْ نَفْسِهِ ، فَقَالَ : اَمَا اِنِّيْ لَمْ اَقُلْ اِلاَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عَلَيْكَ وَعَلَى اُمِّكَ ، اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ، وَلْيَقُلْ : يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ اُخْتَلَفُوْا فِيْ رِوَايَتِهِ عَنْ مَنْصُوْرٍ ، وَقَدْ اَدْخَلُوْا بَيْنَ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ وَسَالِمٍ رَجُلاً .

২৭৪০. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... সালিম ইব্ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক দল লোকের সঙ্গে এক সফরে ছিলেন। তখন এই দলের এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলল ঃ আস্সালামু আলাইকুম। তখন সালিম (রা.) বললেন ঃ তোমার উপর আর তোমার মায়ের উপর ....। (এই কথা শুনে) লোকটি যেন মনে মনে রাগান্বিত হল। তখন তিনি বললেন ঃ শোন, আমি তো তাই বলেছি, যা নবী বলেছিলেন ঃ এক ব্যক্তি একদিন নবী ﷺ -এর কাছে হাঁচি দিয়ে বলল ঃ আস্সালামু আলাইকুম। তখন

নবী ﷺ উত্তরে বললেন ঃ তোমার উপর আর তোমার মায়ের উপর। (এরপর বললেন), তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিবে তখন সে যেন বলে ঃ আলহামদুলিল্লাহ্ রাব্বিল আলামীন, আর যে ব্যক্তি জওয়াব দিবে সে যেন বলে ঃ ইয়ার হামুকাল্লাহ্। এরপর হাঁচি দাতা যেন বলে ঃ ইয়াগফিরুল্লাহু লী ওয়ালাকুম।

মানসূর (র.) থেকে রিওয়ায়তের মধ্যে এই হাদীছটির বিরোধ রয়েছে। অনেক বর্ণনাকারী সনদের মাঝে হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র.) ও সালিম (রা.)-এর মাঝে "আর এক ব্যক্তির" — উল্লেখ করেছেন।

٢٧٤١–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ . اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِي لَيْلَى عَنْ اَخِيْهِ عِيْسٰى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ اَبِي اَيُّوْبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ، وَلْيَقُلِ الَّذِيْ يَرُدُّ عَلَيْهِ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ، وَلْيَقُلْ هُوَ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ هٰكَذَا رَوٰى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ اَبِي اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ اَبِي لَيْلَى يَضْطَرِبُ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ اَحْيَانًا عَنْ اَبِي اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَيَقُوْلُ اَحْيَانًا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ اَخِيْهِ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৭৪১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবূ আয়্যুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় সে যেন বলে ঃ আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল — সর্বাবস্থায় আল্লাহ্রই সকল প্রশংসা। আর যে এর উত্তর দিবে সে যেন বলে ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ্ — আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন। এরপর হাঁচিদাতা বলবে ঃ ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ্ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম — আল্লাহ্ তোমাদের হেদায়ত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল বানিয়ে দিন।

মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)... ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

শু'বা (র.) এই হাদীছটিকে ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে এইরূপই রিওয়ায়ত করেছেন। তিনি তার সনদে বলেছেন ঃ আবূ আয়্যুব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে। ইব্নু আবূ লায়লা (র.)-এর এই হাদীছটির রিওয়ায়তে "ইযতিরাব" করতেন। তিনি কোন সময় বলেছেন ঃ আবূ আয়্যুব (রা.) ... নবী ﷺ থেকে; আবার কোন কোন সময় বলেছেন ঃ আলী (রা.)... নবী ﷺ থেকে...।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ছাকাফী মারওয়াযী (র.)... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা... আলী (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيْجَابِ التَّشْمِيْتِ بِحَمْدِ الْعَاطِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা কর্তৃক আলহামদু বলার পর এর উত্তর দেওয়া ওয়াজিব

٢٧٤٢–حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . أَنَّ رَجُلَيْنِ عَطَسَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ . فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَ إِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللّٰهَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৪২. ইব্‌ন আবী উমর (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত দু'ব্যক্তির হাঁচি আসে। তিনি একজনের জওয়াব দিলেন, আরেকজনের জওয়াব দিলেন না। যার উত্তর তিনি দেন নি সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর জওয়াব দিলেন কিন্তু আমার হাঁচির তো জওয়াব দিলেন না?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ ব্যক্তি তো আলহামদুল্লিাহ্ বলেছে, আর তুমি তো আলহামদুলিল্লাহ্ বলনি। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ كَمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ

অনুচ্ছেদ ঃ কতবার হাঁচিদাতার জওয়াব দেওয়া হবে?

٢٧٤٣–حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ أَنَا شَاهِدٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ، ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : هٰذَا رَجُلٌ مَزْكُوْمٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ : أَنْتَ مَزْكُوْمٌ ، قَالَ : هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ .

وَقَدْ رَوٰى شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ نَحْوَ رِوَايَةِ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهٰذَا .

২৭৪৩. সুওয়ায়দ (র.)... সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত এক ব্যক্তি হাঁচি দেয়। আমি তখন সেখানে হাযির ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ বললেন ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ্। লোকটি

দ্বিতীয়বার হাঁচি দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন। এই লোকটি তো সর্দি আক্রান্ত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... সালামা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে আছে যে, তৃতীয়বারের বেলায় তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি তো সর্দি আক্রান্ত।

ইব্‌ন মুবারক (র.)-এর রিওয়ায়তটি (২৭৪৩ নং) থেকে এটি অধিক সাহীহ। শু'বা (র.) এই হাদীছটিকে ইকরিমা ইব্‌ন আম্মার (র.) সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.)-এর রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আহমদ ইব্‌ন হাকাম বাসরী (র.)... ইকরিমা ইব্‌ন আম্মার (রা.) থেকে উক্ত সনদে রিওয়ায়ত করেছেন।

٢٧٤٤–حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ السَّلُوْلِيُّ الْكُوْفِيُّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبِي خَالِدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْمَتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا ، فَاِنْ زَادَ فَاِنْ شِئْتَ فَشَمِّتْهُ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَاِسْنَادُهُ مَجْهُوْلٌ .

২৭৪৪. কাসিম ইব্‌ন দীনার কূফী (র.)... উমর ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আবূ তালহা তাঁর মাতা তাঁর পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনবার হাঁচিদাতার উত্তর দিবে। আরো বেশীবার হলে ইচ্ছা করলে উত্তর দিতে পার আর ইচ্ছা করলে না-ও দিতে পার।

এই হাদীছটি গারীব। এর সনদ মাজহূল (অজ্ঞাত)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَفْضِ الصَّوْتِ وَتَخْمِيْرِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি আসার সময় আওয়াজ নিম্ন করা এবং মুখ ঢাকা

٢٧٤٥–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهُ بِيَدِهِ اَوْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৪৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াযীর ওয়াসিতী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন হাঁচি দিতেন হাত দিয়ে বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিতেন এবং হাঁচির আওয়াজ নিচু রাখতেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন আর হাফিকা (হাই তোলা) অপছন্দ করেন

٢٧٤٦–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

قَالَ الْعُطَاسُ مِنَ اللهِ وَالتَّثَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ ، وَاِذَا قَالَ آهْ آهْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ ، وَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَ يَكْرَهُ التَّثَاوُبَ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ آهْ آهْ إِذَا تَثَاءَبَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

২৭৪৬. ইব্ন আবূ উমর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হাঁচি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আর হাফিকা (হাই তোলা) শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কারো যদি হাই উঠে তবে সে যেন তার মুখে হাত রাখে। যখন সে আঃ আঃ বলে তখন শয়তান তার ভিতর থেকে হাসতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন আর হাই না পছন্দ করেন, সুতরাং যখন কেউ হাই তোলার সময় আঃ আঃ করে তখন শয়তান তার ভিতর থেকে হাসতে থাকে।

এই হাদীছটি হাসান সাহীহ।

٢٧٤٧–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ ، فَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ، فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ اَنْ يَقُوْلَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ، وَاَمَّا التَّثَاوُبُ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلاَ يَقُوْلَنَّ هَاهْ هَاهْ ، فَاِنَّمَا ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، وَابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ اَحْفَظُ لِحَدِيْثِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَاَثْبَتُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ الْعَطَّارَ الْبَصْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ : اَحَادِيْثُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ رَوٰى بَعْضَهَا سَعِيْدٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَرُوِىَ بَعْضُهَا عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاخْتَلَطَ عَلَيَّ فَجَعَلْتُهَا عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

২৭৪৭. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন কিন্তু হাই না পছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের কারো হাঁচি এলে সে যদি বলে "আলহামদুলিল্লাহ্" তবে যে কেউ তা শুনতে পাবে তার উপর হক হল "ইয়ারহামুকাল্লাহ্" বলা। আর হাফিকার (হাই তোলার) ব্যাপার হল, তোমাদের কারো যদি হাই উঠে তবে যথাসাধ্য সে যেন তা রোধ করে এবং সে যেন হাঃ হাঃ না করে। কেননা এটি হল শয়তানের পক্ষ থেকে। সে তাতে হাসে।

এই হাদীছটি সাহীহ।

ইব্‌ন আজলান (র.)-এর রিওয়ায়ত (২৭৪৬ নং) থেকে এটি অধিক সাহীহ। সাঈদ আল-মাকবুরী (র.)-এর রিওয়ায়ত বর্ণনার ক্ষেত্রে ইব্‌ন আবূ যি'ব (র.) হলেন ইব্‌ন আজলান (র.)-এর তুলনায় অধিক সংরক্ষক ও নির্ভরযোগ্য।

আবূ বকর আত্তার বাসরীকে আলী ইব্‌ন মাদীনী-ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.) সূত্রে আলোচনা করতে শুনেছি যে, ইয়াহ্ইয়া (র.) বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আজলান (র.) বলেছেন ঃ সাঈদ আল-মাকবুরী তাঁর রিওয়ায়ত সমূহের মধ্যে কতগুলো তো তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন আর কতগুলো তিনি জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমার কাছে এইগুলোর একটি আরেকটির সাথে মিশে যাওয়ায় আমি সবগুলোই সাঈদের মাধ্যমে... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করে দিয়েছি।

بَابُ مَا جَاءَ اِنَّ الْعُطَاسَ فِى الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ
অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে হাই আসে শয়তানের পক্ষে থেকে

٢٧٤٨–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ : الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاوُبُ فِى الصَّلاَةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَىْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانَ .

قَالَ : وَسَاَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قُلْتُ لَهُ : مَا اسْمُ جَدِّ عَدِيٍّ ؟ قَالَ : لاَ اَدْرِىْ وَذُكِرَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ مَعِيْنٍ قَالَ : اسْمُهُ دِيْنَارٌ .

২৭৪৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... আদী ইব্‌ন ছাবিত তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ্ থেকে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে যে, সালাতে হাঁচি আসা, নিদ্রা আসা, হাই আসা আর হায়য, বমি ও নাক দিয়ে রক্ত পড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।

এই হাদীছটি গারীব। শারীক-আবুল ইয়াকযান (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.)-কে আমি আদী ইব্‌ন ছাবিত-তৎপিতা-তৎপিতামহ সনদটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলেছিলাম ঃ আদী (র.)-এর পিতামহের নাম কি? তিনি বললেন ঃ আমি জানি না। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মা'ঈন (র.)-এর বরাতে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি বলেছেন ঃ তার নাম দীনার।

بَابُ كَرَاهِيَةِ اَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلَسُ فِيْهِ
অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসা

٢٧٤٩–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يُقِمْ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৪৯. কুতায়বা (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কেউ তোমাদের অপর ভাইকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে তাতে বসবে না।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٧٥٠-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يُقِمْ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ .

قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْمُ لِابْنِ عُمَرَ فَلاَ يَجْلِسُ فِيْهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

২৭৫০. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার (মুসলিম) ভাইকে আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে তাতে আসন গ্রহণ করবে না।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা.)-এর জন্য স্বীয় আসন ছেড়ে দিয়ে উঠে গেলে তিনি তাতে বসেন নি।

হাদীছটি সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ (কোন প্রয়োজনে) তার আসন থেকে উঠে গিয়ে পরে ফিরে এলে সে-ই হবে সে আসনের অধিক হকদার

٢٧٥١-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلرَّجُلُ اَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ ، وَاِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ اَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ .

২৭৫১. কুতায়বা (র.)... ওয়াহব ইব্‌ন হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেকেই তার আসনের অধিক হকদার। সে যদি কোন প্রয়োজনে বের হয়ে যায় এবং পরে ফিরে আসে তবে সে-ই হবে ঐ আসনের অধিক হকদার।

হাদীছটি হাসান সাহীহ-গারীব।

এই বিষয়ে আবূ বাকরা, আবূ সাঈদ এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْجُلُوْسِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ اِذْنِهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ বিনানুমতিতে দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসা মাকরূহ

٢٧٥٢–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَخْبَرَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اِلاَّ بِاِذْنِهِمَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ عَامِرُ الْاَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَيْضًا .

২৭৫২. সুওয়ায়দ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত তাদের মাঝখানে ফাঁক করে বসা কারো জন্য বৈধ নয়।

এই হাদীছটি হাসান সাহীহ।

আমির আল-আহওয়াল (র.)-ও এটি আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْقُعُوْدِ وَسَطَ الْحَلْقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলবৈঠকের মাঝখানে বসা নিষিদ্ধ

٢٧٥٣–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ اَنَّ رَجُلاً قَعَدَ وَسْطَ حَلْقَةٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : مَلْعُوْنٌ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ، اَوْ لَعَنَ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ قَعَدَ وَسْطِ الْحَلْقَةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَاَبُوْ مِجْلَزٍ اسْمُهُ لاَحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ .

২৭৫৩. সুওয়ায়দ (র.)... মিজলায (র.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি গোল বৈঠকের মাঝখানে গিয়ে বসলে হুযায়ফা (রা.) বললেন ঃ এ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ -এর যবানে অভিশপ্ত। বা (তিনি বলেছিলেন) যে ব্যক্তি গোল বৈঠকের মাঝখানে বসে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ -এর ভাষায় তাকে লানত করেছেন।

এই হাদীছ হাসান-সাহীহ।

আবূ মিজলায (র.)-এর নাম লাহিক ইব্‌ন হুমায়দ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ ঃ একজনের জন্য আরেকজনের দাঁড়ানো নিষেধ

٢٧٥٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. اَخْبَرَنَا عَفَّانُ . اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذٰلِكَ

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৭৫৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেয়েও প্রিয় কোন ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু তাঁকে দেখেও তারা দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, তিনি দাঁড়ান পছন্দ করেন না।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

٢٧٥٥–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا قَبِيْصَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ اَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنِ صَفْوَانَ حِيْنَ رَاَوْهُ فَقَالَ : اَجْلِسَا ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَامَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

২৭৫৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবূ মিজলায (র.) থেকে বর্ণিত যে, মুআবিয়া (রা.) ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁকে দেখে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র ও ইব্ন সাফওয়ান উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা বসে পড়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ লোকেরা তার জন্য মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকুক, এতে যে খুশী হয় সে যেন জাহান্নামে তার আবাস বানায়।

এই বিষয়ে আবূ উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান।

হান্নাদ (র.)... মুআবিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى تَقْلِيمِ الْاَظْفَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ নখ কাটা সম্পর্কে

٢٧٥٦–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْاِسْتِحْدَادُ ، وَالْخِتَانُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الْاِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الْاَظْفَارِ ۔

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

২৭৫৬. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল প্রমুখ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের অন্যতম ঃ নাভির নিচের চুল কামান; খাতনা করা, মোচ ছাঁটা, বগলের চুল উপড়াইয়া তোলা এবং নখ কাটা।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٧٥٧–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَالْاِسْتِنْشَاقُ ، وَقَصُّ الْاَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الْاِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ۔

قَالَ زَكَرِيَّا : قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ ، اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ ۔

قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ : اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ الْاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ ۔

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَاَبِى هُرَيْرَةَ ۔

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ۔

২৭৫৭. কুতায়বা ও হান্নাদ (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ দশটি বিষয় হল ফিতরাতের অঙ্গ ঃ মোচ ছাটা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের গাঁটসমূহ ধৌত করা, বগল তলার চুল উপড়ানো, নাভির নিচের চুল কামান, পানি দিয়ে ইস্তিনজা করা।

মুসআব (র.) বলেন ঃ দশমটি ভুলে গিয়েছি। তবে আমার মনে হয় তা হল কুলি করা।

এই বিষয়ে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির ও ইব্‌ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ হাদীছটি হাসান। اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ অর্থ হল পানি দিয়ে শৌচকার্য করা।

بَابُ فِى التَّوْقِيْتِ فِى تَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَاَخْذِ الشَّارِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ নখ কাটা ও মোচ কাটার জন্য মেয়াদ নির্ধারণ প্রসঙ্গে

٢٧٥٨–حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ مُحَمَّدٍ صَاحِبُ الدَّقِيْقِ . حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : اَنَّهُ وَقَّتَ لَهُمْ فِى كُلِّ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً تَقْلِيْمَ الاَظْفَارِ ، وَاَخْذَ الشَّارِبِ ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ .

২৭৫৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নখ কাটা, মোচ কাটা এবং নাভির নিচের চুল কামানোর জন্য প্রতি চল্লিশ দিনে একবার কাটার মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

٢٧٥٩–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَصَّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيْمَ الاَظْفَارِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ ، وَنَتْفِ الاِبْطِ ، لاَ يُتْرَكُ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا . قَالَ : هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الْاَوَّلِ ، وَصَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْحَافِظِ .

২৭৫৯. কুতায়বা (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মোচ কাটা, নখ কাটা, নাভির নীচের চুল কাটা, বগলের চুল উপড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে, চল্লিশ দিনেরও বেশী দিন যেন আমরা তা ছেড়ে না রাখি।

এটি প্রথমোক্ত হাদীছটির চেয়ে অধিক সাহীহ। হাদীছবিদগণের নিকট সাদাকা ইব্‌ন মূসা স্মরণ শক্তি সম্পন্ন বলে স্বীকৃত নন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى قَصِّ الشَّارِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোচ ছাটা

٢٧٦٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِىُّ الْكُوْفِىُّ . حَدَّثَنَا يَحْيٰي بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُصُّ اَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ ، وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ يَفْعَلُهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৭৬০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমর ইব্‌নুল ওয়ালীদ কিন্দী কূফী (র.)... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর মোচ ছাঁটতেন। তিনি বলেছেন, দয়াময়ের বন্ধু ইবরাহীম (আ.)-ও তা করতেন।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٧٦١–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا ۔

وَفِى الْبَابِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ۔

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ،حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ ۔

২৭৬১. আহমদ ইব্‌ন মানী‘ (র.)... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মোচ ছাঁটে না সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।

এই বিষয়ে মুগীরা ইব্‌ন শু‘বা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... ইউসুফ ইব্‌ন সুহায়ব (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাড়ির (অসমান) অংশ ছাটা

٢٧٦٢–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْـرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ جَدِّهِ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا ۔

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ۔

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ : عُمَرُ بْنُ هٰرُوْنَ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ لاَ اَعْرِفُ لَهُ حَدِيْثًا لَيْسَ اِسْنَادُهُ اَصْلاً ، اَوْ قَالَ يَنْفَرِدُ بِهِ اِلاَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ : كَانَ النَّبِىَّ ﷺ يَأْخُذُ مِنْ لِحْـيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا ، لاَ نَعْـرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ هٰرُوْنَ ، وَرَاَيْتُهُ حَسَنَ الرَّأْىِ فِى عُمَرَ ۔

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَسَمِعْتُ قُتَيْـبَةَ يَقُوْلُ : عُمَرُ بْنُ هٰرُوْنَ كَانَ صَاحِبَ حَدِيْثٍ ، وَكَانَ يَقُوْلُ : اَلْاِيْمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلَ قَالَ : سَمِعْتُ قُتَيْـبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيْقَ عَلَي اَهْلِ الطَّائِفِ ، قَالَ قُتَيْبَةُ : قُلْتُ : لِوَكِيْعٍ مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: صَاحِبُكُمْ عُمَرُ بْنُ هٰرُوْنَ ۔

২৭৬২. হান্নাদ (র.)... আমর ইব্‌ন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে তাঁর দাড়ির (অসমান) অংশ ছাঁটতেন।

এই হাদীছটি গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি, উমর ইব্‌ন হারুন হলেন মুকারিবুল হাদীছ-হাদীছ গ্রহণযোগ্যতার নিকটবর্তী। নবী ﷺ তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থের .... এই হাদীছটি ছাড়া তার এমন কোন রিওয়ায়ত সম্পর্কে জানি না যার কোন ভিত্তি নেই বা যেটির বর্ণনায় তিনি একা। উমর ইব্‌ন হারুন ছাড়া আর কোন সূত্রে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আমি তাকে (বুখারীকে) উমর ইব্‌ন হারুন (র.) সম্পর্কে ভাল মত পোষণ করতে দেখেছি।

কুতায়বা (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, উমর ইব্‌ন হারুন (র.) ছিলেন হাদীছ অনুসারী লোক। তিনি বলতেন, ঈমান হল কথা ও আমলের সমন্বিত রূপ।

কুতায়বা আরো বলেন যে, ওয়াকী' ইব্‌নুল জাররাহ্ (র.) আমাদের কোন এক ব্যক্তির বরাতে ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তায়েফবাসীদের বিরুদ্ধে মিনজানীক স্থাপন করেছিলেন। কুতায়বা (র.) বলেন, ওয়াকী' (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এই 'কোন এক ব্যক্তি'টি কে?

তিনি বললেন ঃ আপনাদের সঙ্গী উমর ইব্‌ন হারুন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাড়ি লম্বা করা

٢٧٦٣-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وَاَعْفُوا اللِّحَى .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২৭৬৩. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মোচ ভাল করে কাটবে আর দাড়ি লম্বা করবে।

এই হাদীছটি সাহীহ।

٢٧٦٤-حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنَا بِاِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَاِعْفَاءِ اللِّحَى .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَاَبُوْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ هُوَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ثِقَةٌ ، وَ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ثِقَةٌ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَي ابْنِ عُمَرَ يُضَعَّفُ .

২৭৬৪. আল-আনসারী (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মোচ কাটতে এবং দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র.) হলেন ইব্ন উমর (রা.)-এর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম। তিনি রাবী হিসাবে ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ইব্ন উমর (রা.)-এর মাওলা উমর ইব্ন নাফি' এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি' হচ্ছেন যঈফ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى مُسْتَلْقِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ চিত হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রাখা

٢٧٦٥–حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُومِيُّ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ·

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ · وَعَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ ·

২৭৬৫. সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.)... আব্বাস ইব্ন তামীম তৎপিতৃব্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে মসজিদে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আব্বাস ইব্ন তামীম (র.)-এর পিতৃব্য হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম আল-মাযিনী (রা.)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَرَاهِيَةِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ঐ অবস্থায় শোয়া মাকরূহ হওয়া

٢٧٦٦–حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلاَ يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

هٰذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَلاَ يُعْرَفُ خِدَاشٌ هٰذَا مَنْ هُوَ . وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ غَيْرَ حَدِيثٍ .

২৭৬৬. উবায়দ ইব্ন আসবাত ইব্ন মুহাম্মাদ কুরাশী (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন চিত হয়ে শোবে (হাঁটু উঁচু করে) তখন এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে দেবে না।

এ হাদীছটি সুলায়মান আত্তায়মী (র.) থেকে একাধিক রাবী রিওয়ায়ত করেছেন। কিন্তু সনদোক্ত এ খিদাশ কে সে সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। সুলায়মান তায়মী (র.) তার একাধিক হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

٢٧٦٧–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَ الْاِحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَ اَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى وَ هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى :: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৬৭. কুতায়বা (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশতিমাল সাম্মা (অর্থাৎ বাম কাঁধ খালি রেখে দুই কিনারা ডান কাঁধে এনে জড়ো করে চাদর পরিধান করা) এবং ইহতিবা (অর্থাৎ নিতম্ব মাটিতে রেখে দুই হাঁটু উঁচু করে পিঠের সঙ্গে চাদর পেঁচিয়ে বসা) আর চিত হয়ে শুয়ে (হাঁটু উঁচু করে) এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে দিতে নিষেধ করেছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ كَرَاهِيَةِ الْاِضْطِجَاعِ عَلَى الْبَطْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উপুড় হয়ে শয়ন করা মাকরূহ

٢٧٦٨–حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ : اِنَّ هٰذِهِ ضَجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللّٰهُ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ طَهفَةَ وَ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَرَوَى يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ يَعِيْشَ بْنِ طِهْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ ، وَ يُقَالُ طِخْفَةُ ، وَالصَّحِيْحُ طِهْفَةَ . وَقَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظُ : الصَّحِيْحُ طِخْفَةُ ، وَيُقَالُ طِغْفَةُ يَعِيْشُ هُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ .

২৭৬৮. আবূ কুরায়ব (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন ঃ এ ধরনের শয়ন আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন না।

এ বিষয়ে তিহফা ও ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র.)-ও এ হাদীছটি আবূ সালামা... য়ায়ীশ ইব্ন তিহফা তৎপিতা তিহফা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তিহফা (রা.)-এর নাম তিখফা বলে কথিত আছে। কিন্তু তিহফা-ই সাহীহ। তিগফা বলেও কথিত আছে। কোন কোন হাফিজুল হাদীছ বলেছেন, সাহীহ হল তিখফা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى حِفْظِ الْعَوْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সতর-এর হিফাজত করা

٢٧٦٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ . حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ جَدِّى قَالَ :

قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لاَ يَرَاهَا اَحَدٌ فَافْعَلْ ، قُلْتُ : الرَّجُلُ يَكُوْنُ خَالِيًا ، قَالَ : فَاللهُ اَحَقُّ اَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَجَدُّ بَهْزٍ اِسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ . وَقَدْ رَوَى الْجَرِيْرِيُّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ وَالِدُ بَهْزٍ .

২৭৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... বাহয ইব্ন হাকীম তৎপিতা, তৎপিতামহ মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সতরের কতটুকু অবলম্বন করব আর কতটুকু ছাড়ব? তিনি বললেন ঃ তোমার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া সকলের নিকট থেকে সতরের হিফাজত করবে।

মুআবিয়া (রা.) বললেন ঃ যদি একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের সঙ্গে অবস্থান করে তা হলে?

তিনি বললেন ঃ যথাসম্ভব তোমার সতর যেন কেউ না দেখে সে ব্যবস্থা করবে।

আমি বললাম ঃ যদি কোন পুরুষ একাকী থাকে?

তিনি বললেন ঃ লজ্জা করার ক্ষেত্রে তো আল্লাহ্ তা'আলা অধিক হকদার।

এ হাদীছটি হাসান।

বাহয (র.)-এর পিতামহের নাম হল মুআবিয়া ইব্ন হায়দা আল-কুশায়রী (রা.)। জুরায়রী (র.) এটিকে বাহয (র.)-এর পিতা হাকীম ইব্ন মুআবিয়া (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِتِّكَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ টেক লাগিয়ে বসা

٢٧٧٠–حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْكُوْفِيُّ . اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى يَسَارِهِ .

২৭৭০. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ আদ-দূরী বাগদাদী (র.)... জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি তাকিয়ায় বাম পাশে টেক লাগানো অবস্থায় দেখেছি।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

একাধিক রাবী এ হাদীছটিকে ইসরাঈল-সিমাক-জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জাবির (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাকিয়ায় টেক লাগানো অবস্থায় দেখেছি।

এতে 'বামপার্শ্ব' কথাটির উল্লেখ নেই।

٢٧٧١-حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسٰى. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ، هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২৭৭১. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র.)... জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাকিয়ায় টেক লাগানো অবস্থায় দেখেছি।

এ হাদীছটি সাহীহ্।

بَابٌ
অনুচ্ছেদ

٢٧٧٢-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمٰعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِى سُلْطَانِهِ ، وَلاَ يَجْلِسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৭২. হান্নাদ (র.)... আবূ মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন স্থানে বিনানুমতিতে তার উপর ইমামত করা যাবে না এবং বিনানুমতিতে তার আসনেও বসা যাবে না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ الرَّجُلَ اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ
অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় বাহনের অগ্রভাগের অধিক হকদার

٢٧٧٣-حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِى اَبِىْ . حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبِىْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يَمْشِىْ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَاَنْتَ اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ ، اِلاَّ اَنْ تَجْعَلَهُ لِىْ ، قَالَ : قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ ، قَالَ : فَرَكِبَ .

قَالَ اَبُوْ عِيسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ .

২৭৭৩. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র.)... বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আসল। তার সঙ্গে ছিল একটি গাধা। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতে আরোহণ করুন। আর সে নিজে পেছনে সরে আসল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ না, তুমিই তোমার বাহনের অগ্রভাগের অধিক হক রাখ। তবে আমাকে যদি তা অর্পণ কর তবে ভিন্ন কথা। লোকটি বলল ঃ আমি আমার হক আপনাকে অর্পণ করলাম।

বুরায়দা (রা.) বলেন, এরপর তিনি তাতে আরোহণ করলেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

অনুচ্ছেদ ঃ নরম পশমী চাদর ব্যবহারের অনুমতি

٢٧٧٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : هَلْ لَكُمْ اَنْمَاطٌ ؟ قُلْتُ وَاَنّٰى تَكُوْنُ لَنَا اَنْمَاطٌ ، قَالَ : اَمَا اِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمْ اَنْمَاطٌ، قَالَ : فَاَنَا اَقُوْلُ لِاِمْرَأَتِي اَخِّرِيْ عَنِّي اَنْمَاطَكِ فَتَقُوْلُ : اَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمْ اَنْمَاطٌ قَالَ : فَاَدَعُهَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৭৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (বর্তমানে) তোমাদের আনমাত (নরম পশমী চাদর) আছে কি?

আমি বললাম ঃ আমাদের আনমাত কোত্থেকে হবে? তিনি বললেন ঃ শোন, অচিরেই তোমাদের তা হবে।

জাবির (রা.) বলেন ঃ আমি আমার স্ত্রীকে যখন বলি যে, তোমার আনমাতটি সরিয়ে নাও, তখন সে বলে ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি আমাদের সম্পর্কে বলে যান নি যে, অচিরেই তোমাদের আনমাত হবে? জাবির (রা.) বলেন ঃ অনন্তর আমি তাকে (এ কথা বলা) ছেড়ে দিলাম।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي رُكُوْبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ একই পশুর উপর তিনজন আরোহণ করা

٢٧٧٥–حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : لَقَدْ قُدْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ حَتّٰى اَدْخَلْتُهُ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ ، هٰذَا قُدَّامَهُ ، وَهٰذَا خَلْفَهُ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৭৭৫. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীয আম্বারী (র.)... ইয়াস ইব্‌ন সালামা তার পিতা সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ হাসান ও হুসায়নসহ তাঁর একটি সাদা-কাল গাধায় আরোহী ছিলেন। তাঁদের একজন বসেছিলেন নবী ﷺ-এর সামনে অপরজন ছিলেন তাঁর পেছনে। আমি এটিকে নবী ﷺ-এর হুজরায় টেনে নিয়ে এসেছিলাম।

এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِى نَظْرَةِ الْمُفَاجَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়া

٢٧٧٦–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْاَةِ فَاَمَرَنِى اَنْ اَصْرِفَ بَصَرِىْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَاَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو اسْمُهُ هَرِمٌ .

২৭৭৬. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ যুরআ (র.)-এর নাম হল হারিম।

٢٧٧٧–حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَفَعَهُ قَالَ : يَا عَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ .

২৭৭৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... ইব্‌ন বুরায়দা তার পিতা বুরায়দা (রা.) থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (আলীকে লক্ষ্য করে) বলেছিলেন ঃ হে আলী! দৃষ্টির পর দৃষ্টি দিবে না। প্রথম দৃষ্টি তোমার (ক্ষমাযোগ্য) কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার (ক্ষমাযোগ্য) নয়।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। শরীকের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِجَابِ النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের থেকে মেয়েদের পর্দা করা

٢٧٧٨–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى اُمِّ سَلَمَةَ : اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ : فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ اَقْبَلَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا اُمِرْنَا بِالْحِجَابِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَحْتَجِبَا مِنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا ؟ اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৭৮. সুওয়ায়দ (র.)... উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তিনি এবং মায়মূনা (রা.) বসা ছিলেন। উম্মু সালামা (রা.) বলেন ঃ আমরা তাঁর কাছে ছিলাম এমন সময় ইব্‌ন উম্মে মাকতূম আগমন করলেন এবং তাঁর কাছে এসে ঢুকলেন। এ ঘটনাটি ছিল আমাদের প্রতি পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরের। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তার থেকে পর্দা কর।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না এবং আমাদের চিনতে পারছেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা দু'জন কি অন্ধ হয়ে গেছ? তোমরা কি তাকে দেখছ না?

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِاِذْنِ الْاَزْوَاجِ .

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার মহিলার কাছে যাওয়া নিষেধ

٢٧٧٩–حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ مَوْلَي عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ اَرسَلَهُ اِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى اِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ اِذْنِ اَزْوَاجِهِنَّ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৭৯. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র.)... আমর ইব্‌ন আস (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ কায়স (র.) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইব্‌নুল আস (রা.) (এক প্রয়োজনে) আসমা বিনত উমায়স (রা.) (আলী (রা.)-এর স্ত্রী)-এর কাছে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আলী (রা.)-এর কাছে তাকে পাঠিয়েছিলেন। আলী (রা.) তাকে অনুমতি দিলেন। আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কাজ সমাধা হওয়ার পর তাঁর মাওলা এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ স্বামীর অনুমতি ভিন্ন মহিলাদের কাছে যেতে নবী ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে উকবা ইব্‌ন আমির, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِى تَحْذِيْرِ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের ফিতনা সম্পর্কে সতর্কীকরণ

٢٧٨٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِى النَّاسِ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، وَلاَ نَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ ، وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ غَيْرُ الْمُعْتَمِرِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ .

২৭৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা সানআনী (র.)... উসামা ইব্‌ন যায়দ ও সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি আমার পর লোকদের মাঝে পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়েও ক্ষতিকর আর কোন ফিতনা ছেড়ে যাচ্ছি না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবী এ হাদীছটি সুলায়মান তায়মী-আবূ উছমান-উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে তারা সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইবন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা.)-এর উল্লেখ করেন নি। মু'তামির (র.) ছাড়া আর কেউ উক্ত সনদে উসামা ইব্‌ন যায়দ ও সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা.)-এর উল্লেখ করেছেন বলে আমরা জানি না।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اتِّخَاذِ الْقُصَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কৃত্রিম কেশ গুচ্ছ ব্যবহার নিষেধ

٢٧٨١-حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ . اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ . اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بِالْمَدِيْنَةِ يَخْطُبُ يَقُوْلُ : اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ ؟ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ هٰذِهِ الْقُصَّةِ وَيَقُوْلُ : اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ .

২৭৮১. সুওয়ায়দ (র.)... হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মদীনায় মুআবিয়া (রা.)-কে খুতবায় বলতে শুনেছেন যে, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কৃত্রিম কেশগুচ্ছ ব্যবহার করা নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ বনূ ইসরাঈল গোত্রের নারীরা যখন এ ধরনের কৃত্রিম কেশ গুচ্ছ ব্যবহার করতে শুরু করেছে তখন তারা ধ্বংস হয়েছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এটি মুআবিয়া (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কৃত্রিম কেশ তৈয়ারকারিণী, কৃত্রিম কেশ ব্যবহারকারিণী, উল্‌কি অংকনকারিণী এবং যে মহিলা উল্‌কি অংকন করায়

٢٧٨٢-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتٍ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتٍ خَلْقَ اللّٰهِ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ عَنْ مَنْصُوْرٍ .

২৭৮২. আহমদ ইব্ন মানী' (র.)... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে মহিলা কৃত্রিমকেশ বানায় এবং কৃত্রিমকেশ ব্যবহার করে, উল্‌কি আঁকে এবং উল্‌কি আঁকায়, ভুরু উপড়ায় নিজেকে সুন্দর করার অভিলাষে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন ঘটায় তাদেরকে নবী ﷺ লানত করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু'বা প্রমুখ আলিম মানসূর (র) থেকে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

٢٧٨٣-حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . قَالَ نَافِعٌ : الْوَشْمُ فِي اللِّثَةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ يَحْيٰى قَوْلَ نَافِعٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৮৩. সুওয়ায়দ (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে মহিলারা কৃত্রিম কেশ বানায় এবং কৃত্রিম কেশ ব্যবহার করে, উল্‌কি আঁকে এবং উল্‌কি আঁকায় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা লানত করেছেন।

নাফি' (র.) বলেন ঃ উল্‌কি (সাধারণত) দাঁতের নীচের মাড়িতে আঁকে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ বিষয়ে আয়িশা, মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার, আসমা বিনত আবূ বকর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে নাফি' (র.)-এর উক্তির উল্লেখ নেই।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের অনুকরণকারিণী মহিলা

٢٧٨٤–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৮৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পুরুষের অনুসরণকারিণী মহিলাদের এবং মহিলার অনুকরণকারী পুরুষদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লানত করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٧٨٥–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ وَأَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ .

২৭৮৫. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারীদের ভঙ্গী গ্রহণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের ভঙ্গী গ্রহণকারী নারীদের লানত করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ বিষয়ে আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ خُرُوْجِ الْمَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً

অনুচ্ছেদ ঃ আতর লাগিয়ে মেয়েদের বাইরে যাওয়া নিষেধ

٢٧٨٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عِمَارَةَ الْحَنَفِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِىَ كَذَا وَ كَذَا ، يَعْنِى زَانِيَةً

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ .قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৮৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি চোখ ব্যভিচারী। কোন মহিলা যদি আতর লাগিয়ে কোন মজলিসের পাশ দিয়ে যায় তবে সে হল এমন অর্থাৎ ব্যভিচারিণী।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى طِيْبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ ও মহিলাদের প্রসাধনী

٢٧٨٧–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِىَ لَوْنُهُ ، وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِىَ رِيْحُهُ .

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ ، اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ اِلاَّ اَنَّ الطُّفَاوِىَّ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَلاَ نَعْرِفُ اسْمَهُ . وَحَدِيْثُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَتَمُّ وَ اَطْوَلُ .

২৭৮৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের প্রসাধনী হল যে বস্তুর গন্ধ প্রকাশ পায় কিন্তু রং অপ্রকাশিত আর মেয়েদের প্রসাধনী হল যে বস্তুর রং প্রকাশ পায় কিন্তু গন্ধ অপ্রকাশিত।

আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান। এ হাদীছটি ছাড়া বর্ণনাকারী তাফাবী সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। তাঁর নামও আমাদের জানা নেই। ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র.)-এর রিওয়ায়তটি অধিকতর পূর্ণ ও দীর্ঘ।

ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٧٨٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : اِنَّ خَيْرَ طِيْبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَ خَفِيَ لَوْنُهُ ، وَخَيْرَ طِيْبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ ، وَنَهَى عَنْ مِيْثَرَةِ الْاَرْجُوَانِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৭৮৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের উত্তম প্রসাধনী হল যার গন্ধ প্রকাশ পায় কিন্তু তার রং অপ্রকাশিত। আর মেয়েদের উত্তম প্রসাধনী হল যে বস্তুর রং প্রকাশ পায় কিন্তু তার গন্ধ প্রকাশ পায় না।

নবী ﷺ লাল টকটকে রেশমের গদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

এ হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطِّيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ সুগন্ধ দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করা অপছন্দনীয়

٢٧٨٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : كَانَ اَنَسٌ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ. وَقَالَ اَنَسٌ : اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৮৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... ছুমামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস (রা.) সুগন্ধি দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করতেন না। তিনি বলেছেন ঃ নবী ﷺ -ও সুগন্ধি প্রত্যাখ্যান করতেন না।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٧٩٠–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : ثَلاَثٌ لاَ تُرَدُّ الْوَسَائِدُ ، وَالدُّهْنُ ، وَاللَّبَنُ ، الدُّهْنُ : يَعْنِى بِهِ الطِّيْبَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ هُوَ بْنُ مُسْلِمِ بْنُ جُنْدَبٍ ، وَهُوَ مَدَنِىٌّ .

২৭৯০. কুতায়বা (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস এমন যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না — তাকিয়া, সুগন্ধি এবং দুধ।

এ হাদীছটি গারীব।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসলিম (র.) (এর পিতা মুসলিম) হলেন ইব্‌ন জুন্দুব। তিনি মাদানী।

٢٧٩١–حَدَّثَنَا {عُثْمَانُ بْنُ مَهْدِيٍّ } حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيْفَةَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بَصْرِىٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ حَنَّانٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا اُعْطِىَ اَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلاَ يَرُدُّهُ فَاِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَلاَ نَعْرِفُ حَنَّانًا اِلاَّ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَاَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُلٍّ ، وَقَدْ اَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ .

২৭৯১. উছমান ইব্‌ন মাহদী (র.)... আবূ উছমান-নাহদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে যদি সুগন্ধি দ্রব্য দেওয়া হয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করবে না। কেননা এতো জান্নাত থেকে নির্গত হয়েছে।

এ হাদীছটি গারীব।

হান্নান (র)-এর এ হাদীছ ছাড়া অন্য কোন রিওয়ায়ত সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবূ উছমান নাহদী (র.)-এর নাম হল আবদুর রহমান ইব্‌ন মুল্ল। তিনি নবী ﷺ-এর যামানা পেয়েছেন কিন্তু তাঁকে তিনি দেখেন নি এবং তাঁর থেকে সরাসরি কিছু শোনেন নি।

بَابُ فِى كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرِّجَالِ الرِّجَالَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বা মহিলার সঙ্গে মহিলার বস্ত্রহীন অবস্থায় মিলিত হওয়া নিষেধ

٢٧٩٢–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتّٰى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৯২. হান্নাদ (র.)... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক নারী আরেক নারীর সাথে বস্ত্রহীন অবস্থায় মিলিত হবে না যাতে পরবর্তীতে তার স্বামীর কাছে সে নারীর এমন বিবরণ দেয় যে, সে (স্বামী) যেন তার দিকে তাকাচ্ছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٧٩٣–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ . اَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ . اَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ اِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ اِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

২৭৯৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র.)... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাঈদ তাঁর পিতা আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক পুরুষ আরেক পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং এক নারীও আরেক নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। এক কাপড়ে কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে বস্ত্রহীন অবস্থায় শোবে না এবং কোন মহিলাও অন্য মহিলার সাথে এক কাপড়ে বস্ত্রহীন অবস্থায় শোবে না।

হাদীছটি হাসান-গারীব সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সতর রক্ষা করা

٢٧٩٤–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَ يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالاَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لاَ يَرَاهَا اَحَدٌ فَلاَ يَرَاهَا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِذَا كَانَ اَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ : فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يَسْتَحْيَ مِنْهُ النَّاسُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৭৯৪. আহমদ ইব্ন মানী' (র.)... বাহয ইব্ন হাকীম তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সতর কতটুকু হেফাজত করব আর কতটুকু এর ছাড়ব?

তিনি বললেন ঃ স্ত্রী ও তোমার মালিকানাভুক্ত দাসী ছাড়া তোমার সতর হেফাজত করবে।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কোন সম্প্রদায় পরস্পর মিলিত হয়?
তিনি বললেন ঃ যদি সম্ভব হয় যে কেউ যেন তোমার সতর না দেখে, তবে কাউকে সতর দেখাবে না।
আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেউ যদি একাকী থাকে?
তিনি বললেন ঃ লজ্জা করার ক্ষেত্রে মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ্ অধিক হকদার।
হাদীছটি হাসান

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত

٢٧٩٥–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ الْاَسْلَمِىِّ عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِجَرْهَدٍ فِى الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَالَ : اِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ مَا اَرَى اِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ .

২৭৯৫. ইব্‌ন আবূ উমর (র.)... জারহাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ মসজিদে নববীতে জারহাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় জারহাদের উরু খোলা ছিল। তিনি বললেন ঃ উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

এ হাদীছটি হাসান। তবে এর সনদ মুত্তাসিল বলে আমি মনে করি না।

٢٧٩٦–حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْكُوْفِىُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ .

২৭৯৬. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা কূফী (র.)... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ উরুও সতরের অন্তর্ভুক্ত।

٢٧٩٧–حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَرْهَدٍ الْاَسْلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৭৯৭. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জারহাদ আসলাম তার পিতা জারহাদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ উরুও সতরের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-গারীব।

٢٧٩٨-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ . اَخْبَرَنِى ابْنُ جَرْهَدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ غَطِّ فَخْذَكَ فَاِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ ، وَلِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ صُحْبَةٌ وَلاِبْنِهِ مُحَمَّدٍ صُحْبَةٌ.

২৭৯৮. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.)... জারহাদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তার উরু খোলা ছিল। এমন সময় নবী ﷺ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন বললেন ঃ তোমার উরু ঢাক, কেননা, উরুও সতরের অন্তর্ভুক্ত।

এ বিষয়ে আলী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ ও তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ (রা.) উভয়েই সাহাবী।

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّظَافَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

٢٧٩٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ اِلْيَاسَ ، وَيُقَالُ ابْنُ اِيَاسٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِىْ حَسَّانَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ ، نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ ، كَرِيْمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ ، فَنَظِّفُوْا اُرَاهُ قَالَ : اَفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنَ مِسْمَارٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِيْهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ، اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ : نَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَخَالِدُ بْنُ اِلْيَاسَ يُضَعَّفُ .

২৭৯৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... সালিহ ইব্‌ন আবূ হাস্‌সান (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, পবিত্রতা তিনি ভালবাসেন; তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তিনি ভালবাসেন; তিনি দয়ালু, দয়া তিনি ভালবাসেন; তিনি দানশীল, দানশীলতা ভালবাসেন; সুতরাং রাবী বলেন, আমি মনে করি তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, ইয়াহূদীদের মত হয়ো না।

সালিহ ইব্‌ন আবূ হাস্‌সান (র.) বলেন, আমি মুহাজির ইব্‌ন মিসমার (র.)-এর কাছে এ বিষয়টির আলোচনা করলে তিনি বললেন ঃ আমির ইব্‌ন সা'দ (র.) আমাকে তার পিতা সা'দ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি দ্বিধাহীনভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ نَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ

এ হাদীছটি গারীব। রাবী খালিদ ইব্‌ন ইলিয়াস (র.) যঈফ। তিনি ইব্‌ন ইয়াস বলেও কথিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ যৌন-মিলন কালে শরীর আচ্ছাদিত রাখা

٢٨٠٠-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَيْزَكَ الْبَغْدَادِىُّ . حَدَّثَنَا الاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ . حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَيَّاةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّى فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ اِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى اَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَ اَبُوْ مُحَيَّاةَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى .

২৮০০. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন নীযাক বাগদাদী (র.), ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উলঙ্গ হওয়া থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। কেননা, তোমাদের সাথে এমন কিছু সত্তা আছেন যারা পেশাব-পায়খানা এবং স্ত্রীসঙ্গত হওয়ার সময় ছাড়া আর কোন সময় তারা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। সুতরাং তাদের লজ্জা করবে এবং সম্মান করবে।

এ হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবূ মুহায়্যাত (র.)-এর নাম হল ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়া'লা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى دُخُوْلِ الْحَمَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাম্মামখানায় প্রবেশ করা

٢٨٠١-حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِىُّ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِى سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُوْسٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ اِزَارٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ طَاوُوْسٍ عَنْ جَابِرٍ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ : لَيْثُ بْنُ اَبِى سُلَيْمٍ صَدُوْقٌ وَرُبَّمَا يَهِمُ فِى الشَّىْءِ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ : وَقَالَ اَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ : لَيْثٌ لاَ يُفْرَحُ بِحَدِيْثِهِ ، كَانَ لَيْثٌ يَرْفَعُ اَشْيَاءَ لاَ يَرْفَعُهَا غَيْرُهُ فَلِذٰلِكَ ضَعَّفُوْهُ .

২৮০১. কাসিম ইব্ন দীনার কূফী (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে হাম্মামখানায় না নিয়ে যায়; যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে সে যেন ইযার (কাপড়) পরিহিত ছাড়া হাম্মামখানায় প্রবেশ না করে। আল্লাহ্ ও পরকালের উপর যার ঈমান আছে সে যেন এমন দস্তরখানে না বসে যেখানে শরাব পরিবেশন করা হয়।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া তাঊস... জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেন ঃ লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়ম সত্যবাদী তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্দেহে পড়ে যান।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) আরো বলেন যে, আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র.) বলেছেন ঃ লায়ছ (র.)-এর হাদীছে আনন্দিত হওয়া যায় না। তিনি এমন কিছু হাদীছ মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন যা অন্যেরা মারফূ' করেন না। এজন্য মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন।

٢٨٠٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ عُذْرَةَ وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَيَازِرِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ الاَّ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَاِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَائِمِ .

২৮০২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ পুরুষ ও মহিলা সকলকেই হাম্মামখানায় যেতে নিষেধ করেছিলেন। পরে পুরুষদেরকে ইযার পরিধান অবস্থায় তথায় যেতে অনুমতি প্রদান করেছেন।

রাবী আবূ উযরা (রা.) নবী ﷺ -এর সাক্ষাত পেয়েছেন।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.)-এর সূত্র ছাড়া এ হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এটির সনদ তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়।

٢٨٠٣–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ . اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ اَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ الْهُذَلِيِّ اَنَّ نِسَاءً مِنْ اَهْلِ حِمْصَ اَوْ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : اَنْتُنَّ اللاَّتِيْ يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنِ امْرَاَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا الاَّ هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৮০৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবুল মালীহ হুযালী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিম্স বা (বর্ণনান্তরে) সিরিয়া অধিবাসী কিছু মহিলা আইশা (রা.)-এর কাছে আসে। তখন তিনি তাদের বললেন ঃ

তোমরাই তারা যাদের এলাকার মেয়েরা হাম্মামখানায় প্রবেশ করে অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা তার স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও স্বীয় কাপড় খুলে রাখল সে তার ও তার পরওয়ারদিগারের মাঝের পর্দা ছিঁড়ে ফেলল।

এ হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ঘরে ছবি বা কুকুর আছে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না

٢٨٠٤–حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ اَبَا طَلْحَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ ، وَلاَ صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮০৪. সালামা ইব্ন শাবীব, হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল, আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.) ও আরো অনেক... আবূ তালহা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ঘরে কুকুর এবং মূর্তির ছবি আছে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٨٠٥–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ اِسْحٰقَ اَخْبَرَهُ قَالَ : دَخَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ طَلْحَةَ عَلَى اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ نَعُوْدُهُ ، فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ : اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ اَوْ صُوْرَةٌ ، شَكَّ اِسْحٰقُ لاَ يَدْرِىْ اَيُّهُمَا قَالَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮০৫. আহমদ ইব্ন মানী' (র.)... রাফি' ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে তাঁর অসুস্থতার সময় দেখতে গেলাম। আবূ সাঈদ (রা.) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে মূর্তি বা ছবি আছে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٨٠٦-حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِى اِسْحٰقَ . حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ : اِنِّى كُنْتُ اَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِى اَنْ اَكُوْنَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِىْ كُنْتَ فِيْهِ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ فِى بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ ، وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ ، وَكَانَ فِى الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِى بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوْطَانِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ ، فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَكَانَ ذٰلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ اَوِ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَاَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَاَبِى طَلْحَةَ .

২৮০৬. সুওয়ায়দ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার কাছে জিব্‌রীল এসেছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি গতরাতে আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে প্রবেশ করতে আমি বাধাগ্রস্ত হলাম। কারণ ঘরের দরজায় ছিল পুরুষের প্রতিকৃতি। ঘরে একটি পাতলা লাল পর্দা ছিল। এতে কিছু প্রতিকৃতি নকশা করা ছিল। ঘরে একটি কুকুরও ছিল। সুতরাং আপনি দরজার প্রতিকৃতির মাথাটি কেটে দিতে বলুন তবে তা গাছের আকার ধারণ করবে। আর পর্দাটি ছিঁড়ে ফেলে দু'টো গদি বানাতে নির্দেশ দিন। এ গদি দু'টো সাধারণ ব্যবহারের জন্য পড়ে থাকবে। আর কুকুরটিকে বের করে দিতে আদেশ দিন।

অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করলেন ঃ হাসান বা হুসায়ন (রা.)-এর একটি কুকুর ছানা তোরঙ্গের নিচে ছিল। এটিকে বের করে দিতে তিনি নির্দেশ দেন, ফলে এটিও বের করে দেওয়া হয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আইশা ও আবূ তালহা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِلرَّجُلِ وَالْقَسِّىِّ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের কুসুম রঙের কাপড় পরিধান করা নিষেধ

٢٨٠٧-حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِىُّ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِىُّ

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَمَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّهُمْ كَرِهُوْا لُبْسَ الْمُعَصْفَرِ ، وَرَاَوْا اَنَّ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ بِالْمَدَرِ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ اِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَرًا .

২৮০৭. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ বাগদাদী (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তার পরিধানে ছিল লাল রঙের দুটো কাপড়। সে নবী ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি তার সালামের জওয়াব দেন নি।

হাদীছটি হাসান; এই সূত্রে গারীব।

আলিমগণের নিকট এই হাদীছটির মর্ম হল, নবী ﷺ কুসুম রঙের কাপড় পরা অপছন্দ করেছেন। লাল মাটি বা এরূপ কিছু ছাড়া যদি লাল রং করা হয় এবং যদি কুসুম রঙের না হয় তবে তাতে কোন অসুবিধে নেই বলে তাঁরা মনে করেন।

٢٨٠٨–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ قَالَ : قَالَ عَلِىٌّ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمِيْثَرَةِ وَعَنِ الْجِعَةِ . قَالَ اَبُو الْاَحْوَصِ : وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيْرِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮০৮. কুতায়বা (র.)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোনার আংটি, কিস্‌সী (রেশমযুক্ত এক জাতীয় কাপড়), রেশমী যীন-পোষ এবং যবের তৈরী মদ নিষেধ করেছেন।

আবুল আহওয়াস (র.) বলেন ঃ جعة হল যবের তৈরী মিশরের এক জাতীয় মদ।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٨٠٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : اَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ، وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ ، وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلاَمِ . وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، اَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ ، وَاٰنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ ، وَالْاِسْتَبْرَقِ وَ الْقَسِّيِّ ،

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَاَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ : هُوَ اَشْعَثُ بْنُ اَبِى الشَّعْثَاءِ ، اسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ الْاَسْوَدِ .

২৮০৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের নির্দেশ এবং সাতটি বিষয়ের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের জানাযার অনুসরণ, রোগীর খোঁজ-খবর নেওয়া, হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া, দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবূল

করা, মজলূমের সাহায্য করা, কসমকারীকে দায়িত্ব মুক্ত করা ও সালামের উত্তর দানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর যে সাতটি জিনিস নিষেধ করেছেন তা হল, সোনার আংটি, রুপার বরতন ব্যবহার করা এবং রেশম, দীবাজ, ইস্তাবরাক[১] ও কিস্‌সী-এর পোষাক পরিধান করা। আশ্‌'আছ ইব্‌ন সুলায়ম হলেন আশ'আছ ইব্‌ন আবুশ্‌ শা'ছা। আবুশ্‌ শা'ছার নাম হলো সুলায়ম ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْبَيَاضِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদা কাপড় পরিধান করা

٢٨١٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْبَسُوْا الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ .

২৮১০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। কেননা, তা হল অধিক নির্মল ও পবিত্র। আর এতেই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাফন দিবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحُمْرَةِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য লাল কাপড় পরিধানের অনুমতি

٢٨١١–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْاَشْعَثِ وَهُوَ ابْنُ سَوَّارٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ لَيْلَةٍ اَضْحِيَانٍ ، فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، فَاِذَا هُوَ عِنْدِيْ اَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْاَشْعَثِ .

وَرَوٰى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : رَاَيْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةً حَمْرَاءَ .

---

১. দীবাজ — পাতলা রেশমের কাপড়। ইস্তাবরাক — মোটা রেশমের কাপড়।

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ بِهٰذَا .

وَفِى الْحَدِيْثِ كَلاَمٌ أَكْثَرُ مِنْ هٰذَا ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، قُلْتُ لَهُ : حَدِيْثُ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ اَصَحُّ اَوْ حَدِيْثُ

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؟ فَرَأَى كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحًا .

وَفِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَاَبِى جُحَيْفَةَ .

২৮১১. হান্নাদ (র.)... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক চন্দ্রোজ্জ্বল রাতে একবার নবী ﷺ -এর দিকে আরেকবার চাঁদের দিকে তাকালাম। তাঁর শরীরে একটি লাল[১] ডুরাযুক্ত পোষাক (হুল্লা) ছিল। তিনি আমার দৃষ্টিতে চাঁদের চেয়েও সুন্দর ছিলেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব আশ'আছের রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। শু'বা ও ছাওরী (র.) আবূ ইসহাক সূত্রে বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গায়ে লাল বর্ণের একটি হুল্লা দেখেছি। উক্ত হাদীছটি মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার... আবূ ইসহাক থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। উক্ত রিওয়ায়তে এর চেয়ে অধিক আলোচনা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আমি ইমাম বুখারী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আবূ ইসহাক (র.) বারা থেকে বর্ণিত হাদীছটি অধিক সাহীহ, না, জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি অধিক সাহীহ। তিনি উভয় হাদীছ সাহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে বারা ও আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الثَّوْبِ الأَخْضَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সবুজ বস্ত্র পরিধান করা

٢٨١٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

اَبِى رِمْثَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ الاَّ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اِيَادٍ . وَ اَبُوْ رِمْثَةَ التَّيْمِىُّ يُقَالُ

اسْمُهُ حَبِيْبُ بْنُ حَيَّانَ ، وَيُقَالُ اسْمُهُ رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِى .

২৮১২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... আবূ রিমছা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি তখন তাঁর পরিধানে দুটি সবুজ চাদর ছিল। এ হাদীছটি হাসান গারীব।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবাদের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

আবূ রিমছা তায়মী (র.)-এর নাম হল হাবীব ইব্‌ন হায়্যান। কথিত আছে যে, তাঁর নাম হল রিফাআ ইব্‌ন ইয়াছরিবী।

---

১. লাল ধারিদার।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الثَّوْبِ الْاَسْوَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাল কাপড় পরিধান

٢٨١٣-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ . اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعَرٍ اَسْوَدَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

২৮১৩. আহমদ ইব্ন মানী' (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সকালে নবী ﷺ ঘর থেকে বের হলেন। তাঁর গায়ে ছিল কাল লোমের একটি চাদর।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الثَّوْبِ الْأَصْفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ হলদে রঙের পোষাক পরিধান করা

٢٨١٤-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ اَبُوْ عُثْمَانَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانَ اَنَّهُ حَدَّثَتْهُ جَدَّتَاهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عُلَيْبَةَ وَدُحَيْبَةُ بِنْتُ عُلَيْبَةَ حَدَّثَتَاهُ عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتَا رَبِيْبَتَيْهَا ، وَقَيْلَةُ جَدَّةُ اَبِيْهِمَا اُمُّ اُمِّهِ اَنَّهَا قَالَتْ : قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتِ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ حَتّٰى جَاءَ رَجُلٌ وَقَدِ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَعَلَيْهِ - تَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ اَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ وَقَدْ نَفَضَتَا وَمَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَسِيْبُ نَخْلَةٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ قَيْلَةَ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَّانَ .

২৮১৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)... কায়লা বিনত মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে (মদীনায়) এলাম। ...... এরপর তিনি শেষ পর্যন্ত হাদীছটির বর্ণনা দেন। এতে আছে ঃ সূর্য উঁচুতে উঠে যাওয়ার পর জনৈক ব্যক্তি এল, বলল ঃ আস্সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ওয়া 'আলায়কাস সালাম-ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। তখন নবী ﷺ -এর পরিধানে দু'টো পুরান চাদর ছিল। দু'টোই ছিল যাফরান রঙের কিন্তু বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাঁর সঙ্গে ছিল খেজুরের ছোট্ট একটা ডাল।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাস্সান (র.)-এর সূত্র ছাড়া কায়লা (রা.)-এর এ হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ وَالْخَلُوْقِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাফরান রঙে রঞ্জন এবং যাফরান ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত প্রসাধনীর ব্যবহার পুরুষদের জন্য নিষেধ

٢٨١٥–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ح . وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرَوَي شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّزَعْفُرِ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . حَدَّثَنَا اٰدَمُ عَنْ شُعْبَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : وَمَعْنٰى كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ : اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ يَعْنِي اَنْ يَتَطَيَّبَ بِهٖ .

২৮১৫. কুতায়বা (র.) ও ইসহাক ইব্‌ন মনসূর (র.) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদের জন্য যাফরান রঙে রঞ্জিত পোষাক তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু'বা (র.) এ হাদীছটিকে ইসমাঈল ইব্‌ন উলায়্যা-আবদুল আযীয ইব্‌ন সুহায়ব-আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যাফরান রঙে রঙ্গিন করা নিষেধ করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)... শু'বা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উক্ত হাদীছটির মর্ম হল পুরুষদের জন্য যাফরানের রং মাখা নিষেধ।

٢٨١٦–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلٰى بْنِ مُرَّةَ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلِّقًا .

قَالَ : اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لاَ تَعُدْ .

قَالَ اَبُو عِيسى : هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِي هٰذَا الْاِسْنَادِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ : مَنْ سَمِعَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَدِيْمًا فَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ ، وَسَمَاعُ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ صَحِيْحٌ اِلاَّ حَدِيْثَيْنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ شُعْبَةُ : سَمِعْتُهُمَا مِنْهُ بِاٰخِرَةٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : يُقَالُ اِنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ كَانَ فِى اٰخِرِ اَمْرِهِ قَدْ سَاءَ حِفْظُهُ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَمَّارٍ وَاَبِى مُوْسٰى وَاَنَسٍ .

২৮১৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... ইয়া'লা ইব্ন মুররা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে যাফরান মিশ্রিত হলদে-লাল রঙে রঞ্জিত দেখলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ যাও, এটি ধোও, আবার ধোও এর পুনরাবৃত্তি কখনও করবে না।

এ হাদীছটি হাসান।

এ হাদীছের সনদে আতা ইব্ন সাইব (র.) থেকে শ্রবণের বিষয়ে হাদীছ বিশারদগণের মত পার্থক্য রয়েছে, আলী (র.) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) বলেছেন ঃ যারা আতা ইব্ন সাইব (র.) থেকে পূর্বের হাদীছ শুনেছেন তাদের এই শ্রবণ সঠিক। আতা ইব্ন সাইব-যাযান (র.) সূত্রে বর্ণিত দু'টো হাদীছ ছাড়া তার বরাতে শু'বা ও সুফইয়ান (র.)-এর হাদীছ শ্রবণ সাহীহ। শু'বা (র.) বলেন ঃ আতা ইব্ন সাইব-যাযান (র.) সূত্রে বর্ণিত দু'টো হাদীছ আমি আতা (র.)-এর শেষ বয়সে শুনেছি। বলা হয়, শেষ বয়সে আতা ইব্ন সাইব (র.)-এর স্মরণ শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এ বিষয়ে আম্মার, আবূ মূসা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ

অনুচ্ছেদ ঃ রেশম ও দীবাজ-এর কাপড় ব্যবহার নিষেধ

٢٨١٧-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنِى مَوْلٰى اَسْمَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَذْكُرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَ حُذَيْفَةَ وَاَنَسٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِى كِتَابِ اللِّبَاسِ

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ . وَمَوْلٰى اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ ، وَ يُكْنٰى اَبَا عُمَرَ . وَقَدْ رَوٰى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ اَبِى رَبَاحٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ .

২৮১৭. আহমদ ইব্ন মানী' (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উমর (রা.)-কে আলোচনা করতে শুনেছি যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করবে আখিরাতে সে তা পরতে পারবে না।

এ বিষয়ে আলী, হুযাইফা, আনাস এবং আরো একাধিক সাহাবী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে, যাঁদের কথা পরিচ্ছদ অধ্যায়ে উল্লেখ করে এসেছি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। উমর (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটির রিওয়ায়ত আছে।

আসমা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আযাদকৃত এই দাসের নাম হল আবদুল্লাহ্। উপনাম হল আবূ উমর। তাঁর বরাতে আতা ইব্ন রাবাহ্ এবং আমর ইব্ন দীনার (র.)-ও হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ
অনুচ্ছেদ

٢٨١٨–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا ، فَقَالَ مَخْرَمَةُ : يَا بُنَىَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ : اُدْخُلْ فَادْعُهُ لِىْ ، فَدَعَوْتُهُ لَهُ ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ : خَبَاتُ لَكَ هٰذَا ، قَالَ : فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ : رَضِىَ مَخْرَمَةُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ .

২৮১৮. কুতায়বা (র.)... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার কিছু কাবা (এক জাতীয় পোষাক) বন্টন করলেন। কিন্তু মাখরামা (রা.)-কে এর কিছুই দেন নি। তখন মাখরামা (রা.) আমাকে বললেন ঃ হে প্রিয় বৎস, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে চল। মিসওয়ার (রা.) বলেন ঃ আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন ঃ (নবীজীর ঘরে যেয়ে) প্রবেশ কর এবং তাঁকে আমার কথা বলে ডেকে নিয়ে এস। অনন্তর আমি তাঁকে ডেকে নিয়ে আসলাম। তিনি ঐ কাবাসমূহের একটি কাবা নিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ তোমার জন্য এটি লুকিয়ে রেখেছিলাম।

মিসওয়ার (রা.) বলেন ঃ মাখরামা এটির দিকে তাকালেন। পরে বললেন ঃ মাখরামা সন্তুষ্ট।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইব্ন আবূ মুলায়কা (র.)-এর পূর্ণ নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুলায়কা।

بَابُ مَا جَاءَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُحِبُّ اَنْ يَرَى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلٰى عَبْدِهِ
অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর নিয়ামতের আলামত দেখতে ভালবাসেন

٢٨١٩–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يَرَى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلٰى عَبْدِهِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৮১৯. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ যা'ফরানী (র.)... আমর ইব্ন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর নিয়ামতের আলামত দেখতে ভালবাসেন।

এ বিষয়ে আবুল আহওয়াস তার পিতা থেকে এবং ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন ও ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُفِّ الْاَسْوَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাল বর্ণের চামড়ার মোজা

২৮২০-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ : اَنَّ النَّجَاشِيَّ اَهْدَى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ دَلْهَمٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ دَلْهَمٍ .

২৮২০. হান্নাদ (র.)... ইব্‌ন বুরায়দা তার পিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাজাশী (আবিসিনীয় সম্রাট) নবী ﷺ -কে পশমহীন দু'টো কাল চামড়ার মোজা হাদিয়া দিয়েছিলেন। তিনি এ দু'টো পরেছেন পরে (প্রয়োজনে) উযূ করেছেন এবং তার উপর মাসাহ করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান, দালহাম (র.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবেই এটি সম্পর্কে আমরা জানি। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাবীআ এটিকে দালহাম (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাকা চুল উপড়ানো নিষেধ

২৮২১-حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ : اِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

২৮২১. হারূন ইব্‌ন ইসহাক হামদানী (র.)... আমর ইব্‌ন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাকা চুল উপড়ানো নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এ হলো মুসলিমের নূর।

এ হাদীছটি হাসান। আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিছ প্রমুখ (র.)-ও এটি আমর ইব্‌ন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ পরামর্শদাতা হল আমানতদার

২৮২২-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسٰى ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّحْوِيِّ ، وَشَيْبَانُ هُوَ صَاحِبُ كِتَابٍ ، وَهُوَ صَحِيْحُ الْحَدِيْثِ ، وَيُكْنَى اَبَا مُعَاوِيَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ الْعَطَّارُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ : اِنِّى لَأُحَدِّثُ الْحَدِيْثَ فَمَا اَدَعُ مِنْهُ حَرْفًا .

২৮২২. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার।

একাধিক রাবী এ হাদীছটিকে শায়বান ইব্‌ন আবদুর রহমান নাহবী (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়ত করেছেন। শায়বান (র.) হলেন গ্রন্থ রচয়িতা, তাঁর হাদীছ সাহীহ। তাঁর উপনাম হল আবূ মুআবিয়া।

আবদুল জব্বার ইব্‌ন আলা আল-আত্তার (র.)... আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি যখন হাদীছ বর্ণনা করি তখন তাতে কোনরূপ ত্রুটি করি না।

٢٨٢٣–حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِى هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اُمِّ سَلَمَةَ .

২৮২৩. আবূ কুরায়ব (র.)... উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে (পরামর্শ বিষয়ের) আমানতদার।

এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসঊদ, আবূ হুরায়রা ও ইব্‌ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

উম্মু সালামা (রা.)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الشُّؤْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গ

٢٨٢٤–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الشُّؤْمُ فِى ثَلاَثَةٍ : فِى الْمَرْاَةِ ، وَالْمَسْكَنِ ، وَالدَّابَّةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، وَبَعْضُ اَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ لاَ يَذْكُرُوْنَ فِيْهِ عَنْ حَمْزَةَ اِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

وَرَوَى مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ : عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِمَا ، هٰكَذَا رَوَى لَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمْزَةَ ، وَرِوَايَةُ سَعِيدٍ أَصَحُّ ، لأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ وَالْحُمَيْدِيَّ رَوَيَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَذَكَرَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : لَمْ يَرْوِ لَنَا الزُّهْرِيُّ هٰذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

وَرَوَى مَالِكٌ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ : عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالْمَسْكَنِ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لاَ شُؤْمَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا .

২৮২৪. ইব্‌ন আবূ উমর (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অকল্যাণ তিনটি জিনিসের মধ্যে থাকতে পারে নারী, বাড়ি, বাহন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

যুহরী (র.)-এর কোন কোন শাগরিদ এ সনদে হামযা-এর নাম উল্লেখ করেন নি। তাঁরা সালিম-তার পিতা (ইব্‌ন উমর)... নবী ﷺ সূত্রের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্‌ন আবূ উমর (র.) আমাদেরকে সুফইয়ান ইব্‌ন উয়ায়না-যুহরী-আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.)-এর পুত্রদ্বয় সালিম ও হামযা — উভয়ের পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) — নবী ﷺ সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.)... সালিম তার পিতা (ইব্‌ন উমর) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান-হামযা (র.)-এর উল্লেখ নেই। সাঈদ (র.)-এর রিওয়ায়তটি অধিক সাহীহ। কেননা আলী ইব্‌ন মাদীনী এবং হুমায়দী (র.) উভয়েই এটি সুফইয়ান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী (র.) এই হাদীছটি সালিম-ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রেই কেবল বর্ণনা করেছেন। অথচ মালিক ইব্‌ন আনাস (র.)-ও এ হাদীছটি যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.)-এর পুত্রদ্বয় সালিম ও হামযা — উভয়ের পিতা (ইব্‌ন উমর) সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে সাহল ইব্‌ন সা'দ, আইশা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ যদি অকল্যাণ কোথাও হত তবে তা নারী, বাহন ও বাড়িতে হত।

হাকীম ইব্‌ন মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অপয়া বলতে কিছু নাই, তবে বাড়ি, নারী ও ঘোড়া কখনও বরকতের হয়।

আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... হাকীম ইব্‌ন মুআবিয়া (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ (তিনজনের) তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে গোপন আলাপ করবে না

٢٨٢٥–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ قَالَ : وَحَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا . وَقَالَ سُفْيَانُ فِى حَدِيْثِهِ : لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ ، فَاِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ ، فَاِنَّ ذٰلِكَ يُؤْذِى الْمُؤْمِنَ ، وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ اَذَى الْمُؤْمِنِ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

২৮২৫. হান্নাদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র.)... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন তিনজন থাকবে তখন এক সঙ্গীকে বাদ দিয়ে দুইজনে চুপে চুপে কথা বলবে না।

সুফইয়ান (র.) তাঁর রিওয়ায়তে বলেছেন ঃ তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে চুপে চুপে কথা বলবে না। কেননা এ জিনিস তাকে চিন্তিত করবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ একজনকে বাদ দিয়ে দুইজনে চুপে চুপে কথা বলবে না। কেননা এ বিষয় মুমিনকে কষ্ট দেয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনের কষ্ট পছন্দ করেন না।

এ বিষয়ে ইব্‌ন উমর, আবূ হুরায়রা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْعِدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াদা

٢٨٢٦–حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى الْكُوْفِىُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ : رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبْيَضَ قَدْ شَابَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ يُشْبِهُهُ ، وَاَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةَ عَشَرَ قَلُوْصًا ، فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا فَاَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُوْنَا شَيْئًا ، فَلَمَّا قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَجِئْ ، فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاَخْبَرْتُهُ ، فَاَمَرَ لَنَا بِهَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوٰي مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ هٰذَا اَلْحَدِيْثَ بِاِسْنَادٍ لَهُ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ نَحْوَ هٰذَا .

وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ ، وَلَمْ يَزِيْدُوْا عَلٰى هٰذَا .

২৮২৬. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা কূফী (র.)... আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (রক্তিমাভ) সাদা বর্ণের দেখেছি। তাঁর কিছু চুল সাদা হয়ে পড়েছিল। হাসান ইব্‌ন আলী (রা.) ছিলেন তাঁর সাদৃশ্য। তিনি আমাদের জন্য তেরটি জওয়ান উটনী দিতে বলেছিলেন। আমরা যখন সেগুলো গ্রহণ করতে গেলাম তখন তাঁর ওফাতের সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছল। সুতরাং আমাদের তা দেওয়া হল না। আবূ বকর (রা.) যখন (খলীফা নিযুক্ত হয়ে) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তাতে তখন এই কথাও বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যদি কারো কোন বিষয়ের ওয়াদা থেকে থাকে তবে সে যেন আমার কাছে আসে। আমি দাঁড়িয়ে আমাদের বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি আমাদের তা প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

এ হাদীছটি হাসান।

মারওয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া (র.)-ও স্বীয় সনদে আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে এ হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। একাধিক রাবী ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ সূত্রে আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি। হাসান (রা.) ইব্‌ন আলী ছিলেন তাঁর সাদৃশ্য। এরা এ রিওয়ায়তে এর বেশী কিছু উল্লেখ করেন নি।

٢٨٢٧–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا اَبُوْ جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ نَحْوَ هٰذَا ، وَاَبُوْ جُحَيْفَةَ اسْمُهُ وَهْبٌ السُّوَائِيُّ .

২৮২৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি। হাসান ইব্‌ন আলী (রা.) ছিলেন তাঁর সাদৃশ্য।

একাধিক রাবী ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবূ জুহায়ফা (রা.) হলেন ওয়াহব সুআঈ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى فِدَاكَ اَبِىْ وَ اُمِّى

অনুচ্ছেদ ঃ আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান বলা

٢٨٢٨–حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِىُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ اَبَوَيْهِ لِاَحَدٍ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ .

২৮২৮. ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস ছাড়া আর কারো জন্য 'আমার পিতা-মাতা কুরবান' — এ কথা বলতে নবী ﷺ -এর নিকট থেকে আমি শুনি নি।

٢٨٢٩–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَا سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ : قَالَ عَلِىٌّ : مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَاهُ وَاُمَّهُ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ ، قَالَ لَهُ يَوْمَ اُحُدٍ : اِرْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّى ، وَقَالَ لَهُ : اِرْمِ اَيُّهَا الْغُلاَمُ الْحَزَوَّرُ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ الزُّبَيْرِ وَجَابِرٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِىٍّ .

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ قَالَ : جَمَعَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ : اِرْمِ فِدَاكَ اَبِى وَاُمِّى .

২৮২৯. হাসান ইব্ন সাব্বাহ বায্যার (র.)... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস ছাড়া আর কারো জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'পিতা-মাতা কুরবান' — এ কথা বলেন নি। তিনি উহূদ যুদ্ধের দিন তাকে বলেছিলেন ঃ তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান, আরো বলেছিলেন ঃ তীর নিক্ষেপ কর, হে শক্তিশালী যুবক।

এ বিষয়ে যুবায়র ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আলী (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী এ হাদীছটি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ-সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব-সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের দিন আমার জন্য একত্র করে তাঁর 'পিতা-মাতা কুরবান' — এ কথা বলেছেন।

٢٨٣٠–حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْـدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ : جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُـدٍ ، وَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৩০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের দিন আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতা উভয় কুরবান এ কথা বলেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى يَا بُنَيَّ

অনুচ্ছেদ ঃ 'হে বৎস'! বলে সম্বোধন করা

٢٨٣١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ . حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْـمَانَ شَيْخٌ لَهُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : يَا بُنَيَّ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ وَعُمَرَ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ .قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ اَنَسٍ ، وَاَبُوْ عُثْمَانَ هٰذَا شَيْخٌ ثِقَةٌ وَهُوَ الْجَعْدُ بْنُ عُثْمَانَ . وَيُقَالُ بْنُ دِيْنَارٍ وَهُوَ بَصْرِىٌّ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ .

২৮৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবূশ্ শাওয়ারিব (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন ঃ হে বৎস!

এ বিষয়ে মুগীরা ও উমর ইব্ন আবূ সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্রে গারীব।

একাধিক সূত্রে এটি আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

আবূ উছমান (র.) হলেন নির্ভরযোগ্য শায়খ। তিনি হলেন জা'দ ইব্ন উছমান। তাকে ইব্ন দীনারও বলা হয়। তিনি হলেন বাসরা অধিবাসী (বাসরী)। ইউনুস ইব্ন উবায়দ ও শু'বা (র.) এবং আরো অনেক হাদীছের ইমাম তাঁর থেকে রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى تَعْجِيْلِ اسْمِ الْمَوْلُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের নাম রাখতে বিলম্ব না করা

٢٨٣٢–حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ . حَدَّثَنِى عَمِّىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الْاَذٰى عَنْهُ وَالْعَقِّ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰي : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৮৩২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)... আমর ইব্‌ন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে তার নাম রাখতে, মাথা মুণ্ডন করতে এবং 'আকীকা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْاَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পছন্দনীয় নাম

٢٨٣٣–حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ اَبُو عَمْرٍو الْوَرَّاقِ الْبَصْرِىُّ . حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّىُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَي اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৮৩৩. আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ আবূ আমর ওয়াররাক বাসরী (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান।

এ হাদীছটি হাসান, এ সূত্রে গারীব।

٢٨٣٤–حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اِنَّ اَحَبَّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৮৩৪. উকবা ইব্‌ন মুকাররাম আম্মী বাসরী (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হল 'আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।

হাদীছটি এ সূত্রে গারীব।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْاَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ অপছন্দনীয় নাম

٢٨٣٥–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَاَنْهَيَنَّ اَنْ يُسَمَّى رَافِعٌ وَبَرَكَةٌ وَيَسَارٌ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

هٰكَذَا رَوَاهُ اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَاَبُوْ اَحْمَدَ ثِقَةٌ حَافِظٌ . وَالْمَشْهُوْرُ عِنْدَ النَّاسِ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ عُمَرَ .

২৮৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাফি', বারাকা, ইয়াসার নাম রাখতে আমি নিষেধ করছি।

এ হাদীছটি গারীব।

আবূ আহমদ (র.) এটি সুফইয়ান-আবূ যুবায়র-জাবির-উমর (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ আহমদ ছিকাহ এবং হাফিযুল হাদীছ। লোকদের কাছে এ হাদীছটি জাবির (রা.) — নবী ﷺ সূত্রে প্রসিদ্ধ। এতে উমর (রা.)-এর উল্লেখ নেই।

٢٨٣٦–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحٌ وَلاَ اَفْلَحُ وَلاَ يَسَارٌ وَلاَ نَجِيْحٌ . يُقَالُ اَثَمَّ هُوَ ؟ فَيُقَالُ لاَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৩৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমার সন্তানের নাম রাবাহ, আফলাহ, ইয়াসার, নাজীহ রাখবে না। কেননা বলা হবে, এখানে অমুক আছে কি? জওয়াবে বলা হবে ঃ নেই।[১]

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٨٣٧–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْمَكِّيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الاَمْلاَكِ . قَالَ سُفْيَانُ : شَاهَانْ شَاهْ وَاَخْنَعُ يَعْنِى وَاَقْبَحُ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মায়মূন মাক্কী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে অবাঞ্ছিত নাম হবে সেই ব্যক্তির যার নাম রাখা হয়েছে 'মালিকুল আমলাক'। সুফইয়ান (র.) বলেন ঃ অর্থাৎ শাহানশাহ (রাজাধিরাজ)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

اخنع অর্থ সবচেয়ে অবাঞ্ছিত।

---

১. এই নামগুলোর অর্থ হল যথাক্রমে লাভবান, সফলকাম, সহজ, মনস্কাম পূরণ হয়েছে যার। এখানে অমুক আছে কি? উত্তরে যখন বলা হবে নেই — এর অর্থ হবে লাভবান হয়ো নাই ইত্যাদি। এটি তখন খারাপ অর্থব্যঞ্জক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى تَغْيِيْرِ الْاَسْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ নাম পরিবর্তন করা

٢٨٣٨–حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَاَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ اَنْتِ جَمِيْلَةُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَاِنَّمَا اَسْنَدَهُ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عُمَرَ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطِيْعٍ وَعَائِشَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ سَعْدٍ وَمُسْلِمٍ وَاُسَامَةَ بْنِ اَخْدَرِىِّ وَشُرَيْحِ ابْنِ هَانِئٍ عَنْ اَبِيْهِ وَخَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ .

২৮৩৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী এবং আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার প্রমুখ (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আসিয়া (...... পাপিষ্ঠা) নামটি পরিবর্তন করে, বলেছিলেন ঃ তুমি হলে জামীলা (মনোরমা)।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

এটিকে উবায়দুল্লাহ্-নাফি‘... ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তান (র.) মুসনাদ রূপে রিওয়ায়ত করেছেন। কোন কোন রাবী এটি উবায়দুল্লাহ্-নাফি‘... উমর (রা.) সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুতী‘, আ’ইশা, হাকাম ইব্‌ন সা‘দ, মুসলিম, উমামা ইব্‌ন আখদারী, শুরায়হ ইব্‌ন হানী তার পিতার বরাতে, খায়ছামা ইব্‌ন আবদুর-রহমান তার পিতা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٣٩–حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِىُّ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ الْمُقَدَّمِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُغَيِّرُ الْاِسْمَ الْقَبِيْحَ .

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : وَرُبَّمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ .

২৮৩৯. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি‘ বাসরী (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।

আবূ বকর ইব্‌ন নাফি‘ (র.) বলেন ঃ এ হাদীছের সনদের ক্ষেত্রে উমর ইব্‌ন আলী অনেক সময় হিশাম

ইব্‌ন উরওয়া-তার পিতা উরওয়া (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি আইশা (রা.)-এর উল্লেখ করেন নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর নাম

٢٨٤٠–حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ لِيْ اَسْمَاءً : اَنَا مُحَمَّدٌ ، وَاَنَا اَحْمَدُ ، وَاَنَا الْمَاحِيَ الَّذِيْ يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ ، وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يَحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيْ ، وَاَنَا الْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৪০. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.)... মুহাম্মাদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম তার পিতা জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার বহু নাম আছে ঃ আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আমি আহমদ (সর্বাধিক প্রশংসাকারী), আমি মাহী — যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরকে বিলীন করেন, আমি হাশির — আমার পদাঙ্কে লোকদের হাশর করা হবে, আমিই আকিব — যার পরে কোন নবীর আগমন ঘটবে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর নাম ও উপনাম একসঙ্গে রাখা মাকরূহ

٢٨٤١–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى اَنْ يَجْمَعَ اَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ ، وَيُسَمِّيَ مُحَمَّدًا اَبَا الْقَاسِمِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ . وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ بَعْضُهُمْ .

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا فِي السُّوْقِ يُنَادِيْ : يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ لَمْ اَعْنِكَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا .

وَفِى هٰذَا الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَةِ اَنْ يُكْنَى اَبَا الْقَاسِمِ .

২৮৪১. কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর নাম ও উপনাম এক সঙ্গে কারো রাখা এবং মুহাম্মাদ আবুল কাসিম ডাকা নিষেধ করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কোন কোন আলিম নবী ﷺ-এর নাম ও উপনামে একত্রে কারো নাম রাখা অপছন্দ করেছেন। আর কোন কোন আলিম তা করেছেন।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বাজারে শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি ডাকছে 'হে আবুল কাসিম'। নবী ﷺ ঘুরে তাকালেন। কিন্তু লোকটি বলল ঃ আমি আপনাকে ডাকছি না।

নবী ﷺ বললেন ঃ আমার উপনামে তোমাদের উপনাম রাখবে না।

হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)... আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবুল কাসিম উপনাম রাখা মাকরূহ হওয়ার বিষয়ে এ হাদীছটি প্রমাণ ব্যক্ত করছে।

٢٨٤٢–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا سَمَّيْتُمْ بِىْ فَلاَ تَكْتَنُوْا بِى . قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৮৪২. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার নামে যদি তোমাদের নাম রাখ তবে আমার উপনাম রাখবে না।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٨٤٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ . حَدَّثَنِىْ مُنْذِرٌ وَهُوَ الثَّوْرِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ وُلِدَ لِىْ بَعْدَكَ اُسَمِّيْهِ مُحَمَّدًا وَاُكَنِّيْهِ بِكُنْيَتِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ : فَكَانَتْ رُخْصَةً لِىْ . هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

২৮৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ইনতিকালের পর আমার কোন (পুত্র) সন্তান হয় তা হলে কি আপনার নামে তার নাম মুহাম্মাদ এবং আপনার উপনামে তার উপনাম রাখতে পারি?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

আলী (রা.) বলেন ঃ এ হল আমার জন্য অনুমতি প্রদান।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

অনুচ্ছেদ ঃ কিছু কবিতায় হিকমত রয়েছে

٢٨٤٤–حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ غَنِيَّةَ . حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، اِنَّمَا رَفَعَهُ اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ عَنِ ابْنِ اَبِى غَنِيَّةَ ، وَرَوَى غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ غَنِيَّةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ مَوْقُوْفًا .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ

وَفِى الْبَابِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَبُرَيْدَةَ وَكَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ .

২৮৪৪. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.)... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিছু কিছু কবিতায় হিকমত নিহিত আছে।

হাদীছটি এ সূত্রে গারীব। ইব্ন আবূ গানিয়্যা (র.)-এর সূত্রে আবূ সাঈদ আশাজ্জ এ রিওয়ায়তটিকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অপরাপর রাবীগণ ইব্ন আবূ গানিয়্যা (র.) সূত্রে এটি মাওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীছটি একাধিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে উবাই ইব্ন কা'ব, ইব্ন আব্বাস, আইশা, বুরায়দা এবং কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ তার পিতা তার পিতামহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٨٤٥–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৪৫. কুতায়বা (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিছু কিছু কবিতায় হিকমত নিহিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى اِنْشَادِ الشِّعْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবিতা আবৃত্তি

٢٨٤٦–حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِى الْمَسْجِدِ يَقُوْمُ

عَلَيْــهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، اَوْ قَالَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَا يُفَاخِرُ اَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَالْبَرَاءِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

২৮৪৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা ফাযারী ও আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ মসজিদে নববীতে হাস্‌সান-এর জন্য মিম্বর স্থাপন করতেন। এতে তিনি দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গৌরব গাঁথা পাঠ করতেন (বা আইশা (রা.) বলেন ঃ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ থেকে (মুশরিকদের) প্রতিবাদ করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ রূহুল কুদস (জিব্‌রীল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হাস্‌সানকে মদদ যোগান, যতক্ষণ সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরফ থেকে গৌরব প্রকাশ করে বা (মুশরিকদের) প্রতি উত্তর দেয়।

ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা ও আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... আইশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও বারা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব, এটি হল ইব্‌ন আবুয যিনাদ (র.) বরাতে বর্ণিত রিওয়ায়ত।

٢٨٤٧--حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِى وَهُوَ يَقُوْلُ :

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ   اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ   وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِى حَرَمِ اللّٰهِ تَقُوْلُ الشِّعْرَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ : خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ ، فَلَهِىَ اَسْرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا عَنْ

مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ نَحْوَ هٰذَا ، وَرُوِىَ فِى غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهٰذَا اَصَحُّ عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْحَدِيْثِ لاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، وَاِنَّمَا كَانَتْ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ بَعْدَ ذٰلِكَ .

২৮৪৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমরাতুল কাযা (সুলহে হুদায়বিয়্যার পরবর্তী বছর)-এর সময় নবী ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা[১] তাঁর সামনে হেঁটে যাচ্ছিলেন আর (কবিতায়) বলছিলেন ঃ

হে কাফির গোষ্ঠি! তোমরা তাঁর পথ ছেড়ে দাঁড়াও। আজ তাঁর অবতরণের স্মরণে তোমাদের এমন আঘাত করব যে মাথার খুলি তার স্থান থেকে বিচ্যুত হবে আর বন্ধু বন্ধুর কথা ভুলে যাবে।

উমর (রা.) তাকে বললেন ঃ হে ইব্‌ন রাওয়াহা! আল্লাহ্র হেরেমে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে কবিতা আবৃত্তি করছ!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে উমর! একে তার কাজে ছেড়ে দাও। এদের মাঝে এ কবিতাগুলোর আঘাত তীরের চেয়েও আরো দ্রুত ক্রিয়াশীল।

হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

আবদুর রাযযাক (র.)-ও এ হাদীছটি মা'মার-যুহরী-আনাস (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অন্য একটি হাদীছে আছে, নবী ﷺ উমরাতুল কাযার সময় মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁর সামনে ছিলেন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) ......।

কোন কোন হাদীছবিদের মতে এটি অধিক সাহীহ। কেননা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.) মূতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আর উমরাতুল কাযা সংঘটিত হয় এরও পরে।

٢٨٤٨--حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ ، اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : قِيْلَ لَهَا هَلْ كَانَ النَّبِىِّ ﷺ يَتَمَثَّلُ بِشَىْءٍ مِنَ الشِّعْرِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّلُ وَ يَقُوْلُ "وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ"

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৪৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নবী ﷺ কি কখনও উদ্ধৃতিমূলকভাবে অন্যের কবিতা পাঠ করেছেন?

আইশা (রা.) বললেন ঃ তিনি ইব্‌ন রাওয়াহার কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন। তিনি বলেছেন ঃ সেই দিনের খবর তোমার কাছে পৌঁছবে যার পাথেয় তুমি দাওনি।

এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٨٤٩-حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ - اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ

---

১. বিখ্যাত কবি সাহাবী। মূতায় শহীদ হন।

ﷺ قَالَ : "اَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ : اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَاخَلاَاللّٰهَ بَاطِلٌ" .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ .

২৮৪৯. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আরবরা যে সব উক্তি করেছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উক্তি হল (কবি) লাবীদের এ বাক্যটি — শোন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া সবই বাতিল।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ছাওরী প্রমুখ (র.) এটি আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٨٥٠–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : جَالَسْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ ، فَكَانَ اَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ ، وَيَتَذَاكَرُوْنَ اَشْيَاءَ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ ، فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ .

قَالَ : اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ اَيْضًا .

২৮৫০. আলী ইব্‌ন হুজর (র.)... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একশত বারের বেশী আমি নবী ﷺ-এর মজলিসে বসেছি। অনেক সময় তাঁর সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহেলী যুগের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। তিনি চুপ করে শুনতেন। কোন কোন সময় তাদের সাথে স্মিত হাসতেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। যুহায়র (র.)-ও এটি সিমাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ لاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ "তোমাদের কারো পেট কবিতা দিয়ে ভরা অপেক্ষা বমি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকা অনেক ভাল"

٢٨٥١–حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ . حَدَّثَنَا عَمِّيْ يَحْيَى بْنِ عِيْسَى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِي الدَّرْدَاءِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

২৮৫১. ঈসা ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন আবদুর রহমান রামলী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের একজনের পেট কবিতায় ভরা থাকা অপেক্ষা বমি ভরা থাকা অনেক ভাল।

এ বিষয়ে সা'দ, ইব্‌ন উমর ও আবূ দারদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٨٥٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَمْتَلِىَ ، جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৫২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস তাঁর পিতা সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পেট কবিতায় ভরা থাকা অপেক্ষা বমি ভরা থাকা অনেক ভাল।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভাষার অলংকরণ ও বিবৃতি

٢٨٥٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ الْمُقَدَّمِىُّ . حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِىُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ يَبْغَضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِى يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ .

২৮৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা সানআনী (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ভাষাবিদ ব্যক্তি তার ভাষা প্রয়োগে গরুর জাবর কাটার মত অতিরঞ্জন করে তাকে আল্লাহ্ অপছন্দ করেন।

হাদীছটি হাসান, এ সূত্রে গারীব।

এ বিষয়ে সা'দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٨٥٤–حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى الْاَنْصَارِىُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ يُضَعَّفُ .

২৮৫৪. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র.)... জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেলিং বিহীন ছাদে ঘুমানো নিষেধ করেছেন।

এ হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদিরের রিওয়ায়ত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। রাবী আবদুল জাব্বার ইব্ন উমর আয়নীকে যঈফ বলা হয়।

٢٨٥٥–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الاَيَّامِ مَخَافَةَ السَّاٰمَةِ عَلَيْنَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ . حَدَّثَنِى شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ نَحْوَهُ .

২৮৫৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের বিরক্তির আশংকায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিনসমূহের মাঝে ওয়াজ-নসীহতের ব্যাপারে আমাদের অবস্থার দিকে লক্ষ্যে রাখতেন।

এহাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٨٥٦–حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةَ وَاُمُّ سَلَمَةَ اَيُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَتَا: مَا دِيْمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَادِيْمَ عَلَيْهِ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هٰرُوْنَ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৫৬. আবূ হিশাম আর-রিফাঈ (র.)... আবূ সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আইশা এবং উম্মু সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কি আমল ছিল? তাঁরা উভয়ে বললেন ঃ যা নিয়মিত করা হয় যদিও পরিমাণে তা কম হয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্রে গারীব।

হিশাম ইব্ন উরওয়া..., তার পিতা উরওয়া-আইশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ সূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল যা নিয়মিত করা হয়।

হারূন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র.)... আইশা (রা.) সূত্রে নবী থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ

٢٨٥٧–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ شَنْظِيْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَمِّرُوا الْاٰنِيَةَ وَاَوْكِئُوا الْاَسْقِيَةَ وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّ جَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَاَحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

২৮৫৭. কুতায়বা (র.)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লেছেন ঃ (রাত্রে) বরতন ঢেকে রাখবে, মশকের মুখ বেঁধে রাখবে, দরজা বন্ধ করবে, বাতি নিভিয়ে দিবে। কননা, ইঁদুর অনেক সময় বাতির সলতা টেনে নিয়ে যায় এতে ঘরবাসীদের জ্বালিয়ে দেয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

একাধিকভাবে এটি জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ

٢٨٥٨–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَاَعْطُوا الْاِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْاَرْضِ ، وَاِذَ سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَبَادِرُوْا بِنِقْبِهَا وَاِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَاِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَاَنَسٍ .

২৮৫৮. কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা সবুজ তৃণ ভূমি সফর করবে তখন এ ভূমি থেকে উটকেও তার হিস্যা নিতে দিবে। আর যখন উষর তৃণহীন প্রান্তর সফর করবে তখন উটের শক্তি বহাল থাকতে থাকতে দ্রুত তা অতিক্রম করে যাবে। যখন রাতের শেষের দিকে কোন মন্‌যিলে অবতরণ করবে তখন পথ ছেড়ে বিশ্রাম নিবে। কেননা, এ পথ পশুর এবং রাত্রে বিচরণশীল কীট-পতঙ্গের আশ্রয়স্থল।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আনাস এবং জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

كِتَابُ الْاَمْثَالُ

অধ্যায় : উপমা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأَمْثَالُ

অধ্যায় : উপমা

بَابُ مَا جَاءَ فِى مَثَلِ اللّٰهِ لِعِبَادِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত উদাহরণ

٢٨٥٩–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا بِقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْكِلاَبِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ ضَرَبَ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِمًا ، عَلَى كَنَفَيِ الصِّرَاطِ دَارَانِ لَهُمَا اَبْوَابٌ مُـفَـتَّحَةٌ ، عَلَى الْاَبْوَابِ سُتُوْرٌ وَدَاعٍ يَدْعُوْ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُوْ فَوْقَهُ (وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَ يَهْـدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْـتَقِيْمٍ) وَالْاَبْوَابُ الَّتِى عَلَى كَنَفَى الصِّرَاطِ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ يَقَعُ اَحَدٌ فِى حُدُوْدِ اللّٰهِ حَتّٰى يُكْشَفَ السِّتْرُ وَالَّذِىْ يَدْعُوْ مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ : خُذُوْا عَنْ بَقِيَّةَ مَا حَدَّثَكُمْ عَنِ الثِّقَاتِ وَلاَ تَأْخُذُوا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَكُمْ عَنِ الثِّقَاتِ وَلاَ غَيْرِ الثِّقَاتِ .

২৮৫৯. আলী ইব্‌ন হুজর আস-সা'দী (র.)... নাওয়াস ইব্‌ন সিমআন কিলাবী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সীরাতে মুস্তাকিমের উদাহরণ দিয়েছেন (এরূপ) ঃ পথের দুই কিনারায় দুটো প্রাচীর। দুই প্রাচীরের মাঝে অনেকগুলো খোলা দরজা। দরজাগুলোতে পর্দা ঝুলানো। পথের মাথায় দাঁড়িয়ে একজন আহবায়ক ডাকছেন। পথের উপর থেকে ডাকছেন আরেকজন আহবায়ক।

আল্লাহ্ তাআলা (মানুষকে) শান্তির আবাস (জান্নাত)-এর দিকে ডাকছেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সিরাতে মুস্তাকিমের দিকে হিদায়ত করেন। পথের দু'পাশের দরজাগুলো হল আল্লাহ্ নির্ধারিত

সীমাসমূহ। কেউ আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করলে এতে পর্দা সরে যায়। উপর থেকে যিনি ডাকছেন তিনি হ্লেন পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে উপদেশ দাতা।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, যাকারিয়া ইব্‌ন 'আদী সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি যে, আবূ ইসহাক আল-ফাযারী (র.) বলেছেন ঃ ছিকাহ রাবীদের বরাতে যে সব হাদীছ বাকিয়্যা বর্ণনা করেন তা গ্রহণ কর। আর ইসমাঈল ইব্‌ন আয়্যাশ ছিকাহ্ বা গায়র ছিকাহ্ যাদের বরাতেই হাদীছ বর্ণনা করুক না কেন কোনটাই গ্রহণ করবে না।

٢٨٦٠–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ .حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِلاَلٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ اِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِبْرِيْلَ عِنْدَ رَأْسِي وَمِيْكَائِيْلَ عِنْدَ رِجْلِي يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً ، فَقَالَ اَسْمَعْ سَمِعَتْ اُذُنُكَ وَاَعْقِلْ عَقَلَ قَلْبُكَ ، اِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ اُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكٍ اتَّخَذَ دَارًا ثُمَّ بَنَى فِيْهَا بَيْتًا ثُمَّ جَعَلَ فِيْهَا مَائِدَةً ثُمَّ بَعَثَ رَسُوْلاً يَدْعُو النَّاسَ اِلَى طَعَامِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ اَجَابَ الرَّسُوْلَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ ، فَاللّٰهُ هُوَ الْمَلِكُ وَالدَّارُ الْاِسْلاَمُ وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ وَاَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُوْلٌ ، فَمَنْ اَجَابَكَ دَخَلَ الْاِسْلاَمَ ، وَمَنْ دَخَلَ الْاِسْلاَمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَكَلَ مَا فِيْهَا .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِاِسْنَادٍ اَصَحَّ مِنْ هٰذَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ ، سَعِيْدُ بْنُ اَبِى هِلاَلٍ لَمْ يُدْرِكْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ .

২৮৬০. কুতায়বা (র.)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথার পাশে হলেন জিব্‌রীল (আ.) পায়ের কাছে মিকাঈল (আ.)। একজন তার অপর সঙ্গীকে বলছেন ঃ এ ব্যক্তির উদাহরণ দিন। অপরজন বললেন, শুনুন। আর আপনার কান যেন শ্রবণে নিবিষ্ট থাকে, আর আপনার অন্তর যেন যথার্থ উপলব্ধিতে নিয়োজিত থাকে। আপনার এবং আপনার উম্মতের উপমা হল যেন, এক সম্রাট একটি বাড়ি বানালেন, তারপর এতে ঘর বানালেন। এরপর তাতে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা রাখলেন। তারপর তিনি লোকদেরকে আহারের দাওয়াত দিতে একজন আহবানকারী পাঠালেন। তাদের মাঝে একদল তো আহবায়কের ডাকে সাড়া দিল আরেক দল তা প্রত্যাখ্যান করল।

আল্লাহ্ তা'আলা হলেন সেই সম্রাট। বাড়িটি হল ইসলাম। ঘর হল জান্নাত। আর ইয়া মুহাম্মাদ! আপনি হলেন সেই প্রেরিত পুরুষ। যে ব্যক্তি আপনার ডাকে সাড়া দিল সে ইসলামে প্রবেশ করল। আর যে ইসলামে প্রবেশ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে তাতে যা আছে তা আহার করবে।

হাদীছটি মুরসাল। সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিলাল জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সাক্ষাত পান নি।

এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি নবী ﷺ থেকে অন্যভাবে আরো সাহীহ সনদে বর্ণিত আছে।

٢٨٦١-حدثنا محمد بن بشار . حدثنا ابن ابى عدى عن جعفر بن ميمون عن ابى نميمة الهجيمى عن ابى عثمان عن ابن مسعود قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله ابن مسعود حتى خرج به الى بطحاء مكة فاجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال : لاتبرحن خطك فانه سينتهى اليك رجال فلا تكلمهم فانهم لا يكلمونك ، قال : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد ، فبينا انا جالس فى خطى اذ اتانى رجال كأنهم الزط اشعارهم وأجسامهم لا ارى عورة ولا ارى قشرا وينتهون الى لا يجاوزون الخط ثم يصدرون الى رسول الله ﷺ ، حتى اذا كان من اخر الليل ، لكن رسول الله ﷺ قد جاءنى وانا جالس ، فقال : لقد ارانى منذ الليلة ثم دخل على فى خطى فتوسد فخذى فرقد وكان رسول الله ﷺ اذا رقد نفخ ، فبينا انا قاعد ورسول الله ﷺ متوسد فخذى اذا انا برجال عليهم ثياب بيض الله اعلم ما بهم من الجمال فانتهوا الى ، فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله ﷺ وطائفة منهم عند رجليه ثم قالوا بينهم : ما رأينا عبدا قط أوتى مثل ما اوتى هذا النبى : ان عينيه تنامان وقلبه يقظان ، اضربوا له مثلا مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مادبة فدعا الناس الى طعامه وشرابه ، فمن اجابه اكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه او قال عذبه ثم ارتفعوا ، واستيقظ رسول الله ﷺ عند ذلك فقال سمعت ما قال هؤلاء ؟ وهل تدرى من هؤلاء ؟ قلت : الله ورسوله اعلم ، قال هم الملائكة ، فتدرى ما المثل الذى ضربوا؟ قلت : الله ورسوله اعلم ، قال : المثل الذى ضربوا الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا اليها عباده ، فمن اجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه او عذبه .

قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وابو تيمة هو الهجيمى واسمه طريف بن مجالد ، وابو عثمان النهدى اسمه عبد الرحمن بن مل ، وسليمان التيمى قد روى هذا الحديث عنه معتمر وهو سليمان بن طرخان ، ولم يكن تيميا وانما كان ينزل بنى تيم فنسب اليهم قال على : قال يحيى بن سعيد :: مارأيت اخوف لله تعالى من سليمان التيمى .

২৮৬১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন 'ইশার সালাত আদায় করে ফিরলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (র.)-এর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে বুতহায়ে মক্কার[১] দিকে বের হয়ে পড়লেন। অনন্তর এক স্থানে তাকে বসিয়ে চতুর্দিকে রেখা টেনে দিলেন এবং বললেন ঃ তোমার এ রেখার মধ্যেই তুমি থাকবে। তোমার সীমা পর্যন্ত কিছু লোক অবশ্য আসবে। তুমি তাদের সাথে কথা বলবে না। তারাও তোমার সাথে কথা বলবে না।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেখানে যাওয়ার তাঁর ইচ্ছা ছিল চলে গেলেন। আমি আমার বৃত্তের ভিতর বসে রইলাম। হঠাৎ একদল লোক আমার কাছে আসল, দেখতে মনে হল (ভারতের) জাঠ জাতীয় তাদের চুল এবং শরীর সবই ছিল ওদের মত। এদের গায়ে কোন আচ্ছাদনও দেখছিলাম না আবার তাদের সতরও দেখা যাচ্ছিল না। এরা আমার কাছাকাছি আসল কিন্তু রেখা অতিক্রম করল না। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে ফিরে গেল। এমনি রাত্রির শেষ ভাগ হয়ে এল (তারা আর আসল না) কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন আমি বসা ছিলাম তিনি বললেন ঃ আমি দেখছি আজকের রাত ঘুমাতে পারি নি। এরপর তিনি আমার রেখার ভিতর প্রবেশ করে আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ঘুমাতেন তখন জোরে জোরে শ্বাস ফেলতেন।

আমি বসে রইলাম আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমি কিছু লোক দেখতে পেলাম। তাদের পরনে ছিল সাদা পোষাক। আল্লাহ্ই জানেন কি সৌন্দর্য যে তাঁদের ছিল! তারা আমার কাছে আসলেন। একদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথার দিকে এবং আরেক দল তাঁর পায়ের কাছে বসে গেলেন। এরপর পরস্পর বললেন ঃ এ নবী ﷺ-কে যা দেওয়া হয়েছে আর কোন বান্দাকে তদ্রুপ দিতে আমরা কখনও দেখিনি। তাঁর দুই আঁখি তো নিদ্রা যায় কিন্তু তাঁর হৃদয় হল জাগ্রত। তোমরা তাঁর একটা উদাহরণ বর্ণনা কর।

এক অধিকর্তা একটি প্রাসাদ বানালেন। এরপর তাতে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা রাখলেন এবং লোকদেরকে এ খাদ্য ও পানীয়ের দাওয়াত দিলেন। যে ব্যক্তি এ দাওয়াত গ্রহণ করবে সে এ খাদ্য আহার করবে এবং পানীয় পান করবে। আর যে তা গ্রহণ করবে না তাকে অধিকর্তা শাস্তি দিবেন।

তারপর তারা উঠে চলে গেলেন। আর এই সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও জেগে উঠলেন। বললেন ঃ এঁরা যা বলেছেন সবই আমি শুনেছি। তুমি কি জান এঁরা কারা?

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ এঁরা হলেন ফিরিশতা। তাঁরা যে উদাহরণটি দিয়েছেন তা বুঝতে পেরেছ?

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ তাদের উদাহরণটির ব্যাখ্যা হল ঃ দয়াময় জান্নাত নির্মাণ করেছেন। এর দিকে তার বান্দাদের তিনি দাওয়াত দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাঁর ডাকে সাড়া দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে সাড়া দিবে না তাকে তিনি শাস্তি দিবেন।

হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-গারীব-সাহীহ।

আবূ তামীমা হুজায়মী (র.)-এর নাম হল তরীফ ইব্ন মুজালিদ। আবূ উছমান নাহদী (র.)-এর নাম হল আবদুর রহমান ইব্ন মাল্ল। সুলায়মান তায়মী (র.) হলেন ইব্ন তারখান। তিনি মূলত তায়মী ছিলেন না। কিন্তু তিনি বনূ তায়ম গোত্রে অবস্থান করতেন বলে তাদের দিকে সম্পর্কিত করে তাঁকে তায়মী বলা হয়। আলী (র.) বলেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) বলেছেন ঃ সুলায়মান তায়মী অপেক্ষা বেশী আর কাউকে আমি আল্লাহ্কে ভয় করতে দেখিনি।

---

১. মক্কার নীচু ভূমি।

بَابُ مَا جَاءَ مَثَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَنْبِيَاءَ قَبْلَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এবং অপরাপর আম্বিয়া-ই-কিরামের উদাহরণ

٢٨٦٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سِنَانٍ . حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ بَصَرِيٌّ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِهْنَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِي كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَاَكْمَلَهَا وَاَحْسَنَهَا اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهَا وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَاَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৮৬২. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র.)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার এবং অপরাপর আম্বিয়া-ই-কিরামের উদাহরণ হল ঃ এক ব্যক্তি একটি ঘর বানালেন। এটিকে তিনি পরিপূর্ণ এবং সুন্দর করে তৈরী করলেন। তবে একটি ইটের জায়গা বাকী রয়ে গেল। লোকেরা এতে প্রবেশ করে এবং তা দেখে বিস্মিত হয়। আর বলে, এই একটি ইটের জায়গা যদি বাকী না থাকত।[১]

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি এ সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাত, সিয়াম ও যাকাতের উদাহরণ

٢٨٦٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ . حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ اَنَّ اَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ اَنَّ الْحٰرِثَ الْاَشْعَرِيُّ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ اَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا ، وَاِنَّهُ كَادَ اَنْ يُبْطِئَ بِهَا ، فَقَالَ عِيْسَى : اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ اَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا ، فَاِمَّا اَنْ تَأْمُرَهُمْ ، وَاِمَّا اَنَا اٰمُرُهُمْ ، فَقَالَ يَحْيَى : اَخْشَى اِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا اَنْ يُخْسَفَ بِي اَوْ اُعَذَّبَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَامْتَلَاَ الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ ، فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنْ اَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَاٰمُرَكُمْ اَنْ تَعْمَلُوْا بِهِنَّ : اَوَّلُهُنَّ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا . وَاِنَّ مَثَلَ مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا

---

১. অন্যান্য রিওয়ায়তে আছে যে, এই ইটটি হলেন খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁরই মাধ্যমে নবুওয়াত প্রাসাদের পূর্ণতা বিধান করা হয়। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।

مَنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ اَوْ وَرِقٍ ، فَقَالَ :هٰذِهِ دَارِيْ وَ هٰذَا عَمَلِى فَاعْمَلْ وَاَدِّ اِلَىَّ ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُوَدِّى اِلٰى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَاَيُّكُمْ يَرْضٰى اَنْ يَكُوْنَ عَبْدُهُ كَذٰلِكَ ؟ وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ ، فَاِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِى صَلاَتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ . وَاٰمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ ، فَاِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِى عِصَابَةٍ مَعَهُ صَرَّةٌ فِيْهَا مِسْكٌ ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ اَوْ يُعْجِبُهُ رِيْحُهَا ، وَاِنَّ رِيْحَ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ . وَاٰمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، فَاَوْثَقُوْا يَدَهُ اِلٰى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوْهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهُ ، فَقَالَ اَنَا اَفْدِيْهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ ، فَفَدٰى نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، وَاٰمُرُكُمْ اَنْ تَذْكُرُوْا اللّٰهَ فَاِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِى اَثَرِهِ سِرَاعًا حَتّٰى اِذَا اَتٰى عَلٰى حِصْنٍ حَصِيْنٍ فَاَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَذٰلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلاَّ بِذِكْرِ اللّٰهِ ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : وَاَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللّٰهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنِ ادَّعٰى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَاِنَّهُ مِنْ جُثَاجَهَنَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ صَلّٰى وَصَامَ ؟ قَالَ : وَاِنْ صَلّٰى وَصَامَ ، فَادْعُوْا بِدَعْوَى اللّٰهِ الَّذِىْ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، عِبَادَ اللّٰهِ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَلْحٰرِثُ الاَشْعَرِىُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَهُ غَيْرُ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

২৮৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)... হারিছ আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ.)-কে নিজে আমল করতে এবং বনূ ইসরাঈলকেও আমল করতে বলার জন্য পাঁচটি কথার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি (লোকদের) বিষয়গুলো জানাতে প্রায় বিলম্বই করে ফেলছিলেন। তখন ঈসা (আ.) তাঁকে বললেন ঃ আপনি নিজে আমল করতে এবং বনূ ইসরাঈলকেও আমল করার জন্য বলতে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দিয়েছিলেন। হয় আপনি লোকদের এগুলো করতে নির্দেশ দিন, না হয় আমিই তাদের সেগুলো করতে নির্দেশ দিব।

ইয়াহ্ইয়া (আ.) বললেন ঃ আপনি যদি এই বিষয়ে আমার অগ্রগামী হয়ে যান তবে আমার আশংকা হয় যে আমাকে ভূমিতে ধসিয়ে দেওয়া হবে বা অন্য কোন আযাব দেওয়া হবে।

অনন্তর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে লোকদের একত্রিত করলেন। মসজিদ লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এমন কি বুরুজগুলোতে গিয়েও তারা বসল।

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পাঁচ বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি নিজেও সেগুলোর উপর আমল করি এবং তোমাদেরকেও সেগুলোর উপর আমলের নির্দেশ দিই। প্রথম হল, আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে তাঁর সঙ্গে কিছুর শরীক করবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করে তার উদাহরণ হল, সেই ব্যক্তির মত যে তার সোনা বা রুপা নির্ভেজাল সম্পদ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করল। তাকে বলল, এ হল আমার বাড়ি আর এ হল আমার কাজ। তুমি কাজ কর এবং আমাকে আমার হক দিবে। অনন্তর সে কাজ

করতে থাকল কিন্তু তার মালিক ভিন্ন অন্যের হক আদায় করল। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই কথার উপর রাযী আছে যে, তার দাস এ ধরনের হোক?

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা যখন সালাত আদায় করবে তখন এদিক-সেদিক তাকাবে না। কেননা যতক্ষণ বান্দা এদিক-সেদিক না তাকায় ততক্ষণ সালাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নেক দৃষ্টি তাঁর বান্দার চেহারার দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন।

তোমাদের আমি সিয়ামের নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি একটি দলে অবস্থান করছে। তার সঙ্গে আছে মিশক ভর্তি একটা থলে। দলের প্রত্যেকের কাছেই এ সুগন্ধি ভাল লাগে। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধি অপেক্ষা সিয়াম পালনকারীর (মুখের) গন্ধ অনেক বেশী সুগন্ধময়।

তোমাদের আমি সাদাকা-এর নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সে ব্যক্তির মত যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার ঘাড় পেঁচিয়ে তার হাত বেঁধে ফেলেছে এবং গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে। তখন সে ব্যক্তি বলল ঃ আমার কম বেশী যা কিছু আছে সব কিছু মুক্তিপণ হিসাবে তোমাদের দিচ্ছি। অনন্তর সে এভাবে তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। (সাদাকার মাধ্যমেও মানুষ নিজেকে আযাব থেকে মুক্ত করে নেয়।)

তোমাদের আমি আল্লাহ্‌র যিকরের নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সে ব্যক্তির মত যাকে তার দুশমন দ্রুত পশ্চাদ্ধাবণ করছে। শেষে সে একটি সুন্দর কেল্লার ভিতরে এসে নিজেকে শত্রুদের থেকে হেফাজত করে নিল। এমনি ভাবে বান্দা আল্লাহ্‌র যিকরের কেল্লা ছাড়া নিজেকে হেফাজত করতে পারে না।

নবী ﷺ বললেন ঃ আমিও তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলোর নির্দেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন ঃ কথা শুনবে ও ফরমাবরদারী করবে। জিহাদ, হিজরত এবং মুসলিমদের জামা'আত অবলম্বন করবে। কেননা, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সে তার গলা থেকে ইসলামের বেড়ী খুলে ফেলে দিল — যতক্ষণ না সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে। যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের ডাকে ডাকবে সে হল জাহান্নামীদের দলভুক্ত।

জনৈক ব্যক্তি তখন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে যদি সালাত ও সিয়াম পালন করে তবুও?

তিনি বললেন ঃ যদিও সে সালাত আদায় করে এবং সিয়াম পালন করে। সুতরাং মুসলিম, মুমিন, আল্লাহ্‌র বান্দা রূপে যে নামে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নামকরণ করেছেন সেই আল্লাহ্‌র ডাকেই তোমরা নিজেদের ডাকবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেছেন ঃ হারিছ আশআরী (রা.) নবী ﷺ-এর সংসর্গ পেয়েছেন। এ হাদীছটি ছাড়াও তাঁর বর্ণিত আরো হাদীছ রয়েছে।

٢٨٦٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ اَبِى سَلاَمٍ عَنِ الْحٰرِثِ الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . وَاَبُوْ سَلاَمٍ الْحَبَشِىُّ اسْمُهُ مَمْطُوْرٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ .

২৮৬৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... হারিছ আশআরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

রাবী আবূ সাল্লাম (র.)-এর নাম হল মামতূর। আলী ইব্ন মুবারক (র.)-ও এ হাদীছটি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى مَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْقَارِىءِ لِلْقُرْاٰنِ وَغَيْرِ الْقَارِىءِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন এবং যে কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত

٢٨٦٥–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ مَثَلِ التَّمْرَةِ لاَرِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ رِيْحُهَا مُرٌّ وَطَعْمُهَا مُرٌّ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَيْضًا .

২৮৬৫. কুতায়বা (র.)... আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে সে হল উৎরুঞ্জা ফলের মত। ফলটি সুগন্ধি ও সুস্বাদু যার সৌরভ মনোরম ও স্বাদ উত্তম। যে মু'মিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হল খেজুরের মত। গন্ধ নেই কিন্তু সুস্বাদু। যে মুনাফিক কুরআন পড়ে সে হল রায়হানা ফুলের মত। যার সৌরভ মনোরম ও স্বাদ তিক্ত। যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে হল মাকাল ফলের মত যার গন্ধ ও স্বাদ তিক্ত।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। শু'বা (র.) এটিকে কাতাদা (র.) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন।

٢٨٦٦–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ الرِّيَاحُ تُفَيِّئُهُ وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ بَلاَءٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّجَرَةِ الْاَرْزِ لاَتَهْتَزُّ حَتّٰى تُسْتَحْصَدَ . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৬৬. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল প্রমুখ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিনের উদাহরণ হল শস্যের মত, যাকে বাতাস দোলা দেয়। মু'মিনেরও তেমনি বালা মুসিবত পৌঁছতে থাকে। আর মুনাফিকের উদাহরণ হল অশ্বত্থ বৃক্ষের মত, বাতাসে হেলে না। শেষে (ঝড়ে) সমূলে উৎপাটিত হয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٨٦٧–حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى الْاَنْصَارِىُّ .حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهُوَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حَدِّثُوْنِى مَاهِىَ ؟ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَوَقَعَ النَّاسُ فِى شَجَرِ الْبَوَادِىْ وَوَقَعَ فِى نَفْسِىْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ . فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : هِىَ النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَقُوْلَ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ، فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بِالَّذِىْ وَقَعَ فِى نَفْسِىْ . فَقَالَ : لَاَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِىْ كَذَا وَكَذَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

২৮৬৭. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গাছের মধ্যে একটি গাছ এমন যার পাতা ঝরে না। এটি হল মু'মিনের উদাহরণ। তোমরা বলতো সেটি কি?

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন ঃ উপস্থিত লোকদের ধারণা বন-বৃক্ষের উপর গিয়ে আপতিত হতে থাকে। কিন্তু আমার ধারণা হয় যে, এটি হল খেজুর বৃক্ষ। শেষে নবী ﷺ বললেন ঃ এটি হল খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু আমার তা বলতে লজ্জা লাগে।

আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন ঃ আমার মনে যে ধারণার উদয় হয়েছিল তা (আমার পিতা) উমর (রা.)-কে বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি এটা বলতে তবে অমুক অমুক সম্পদ আমার হাতে আসা অপেক্ষা তা আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত

٢٨٦٨–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ ؟ قَالُوْا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ قَالَ : فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا .

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ الْقُرَشِىُّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ نَحْوَهُ .

২৮৬৮. কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো দরজার সামনে যদি একটা নহর থাকে আর সে যদি তাতে দিনে পাঁচবার গোসল করে তবে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে বলে কি তোমাদের ধারণা হয়?

সাহাবীরা বললেন ঃ না, কোন ময়লা তার থাকতে পারে না।

তিনি বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও তদ্রুপ। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহ্সমূহ বিলীন করে দেন।

এ বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কুতায়বা (র.)... ইব্ন হাদ (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ

٢٨٦٩-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الْاَبَحُّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَثَلُ اُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لاَ يُدْرَى اَوَّلُهُ خَيْرٌ اَمْ اٰخِرُهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّارٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

قَالَ : وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ اَنَّهُ كَانَ يُثَبِّتُ حَمَّادَ بْنَ يَحْيَى الْاَبَحَّ ، وَكَانَ يَقُوْلُ : هُوَ مِنْ شُيُوْخِنَا .

২৮৬৯. কুতায়বা (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মত হল বৃষ্টির মত। জানা নেই এর প্রথম ভাগ অধিক কল্যাণকর না শেষ ভাগ।

এ বিষয়ে আম্মার, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান, এ সূত্রে গারীব।

আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবাহ্ (র.)-কে নির্ভরযোগ্য বলে মত প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন ঃ ইনি হলেন আমাদের শিক্ষকদের অন্যতম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ ابْنِ اٰدَمَ وَاَجَلِهِ وَاَمَلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আদম-সন্তান এবং তাদের আশা ও আয়ূর দৃষ্টান্ত

٢٨٧٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ . حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى . حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَاهٰذِهِ وَمَاهٰذِهِ رَوَى بِخَصَاتَيْنِ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ : هٰذَاكَ الْاَمَلُ وَهٰذَاكَ الْاَجَلُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৮৭০. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা.) থেকে

বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'টো নুড়িপাথর ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি জান এটা এবং ওটা কিসের দৃষ্টান্ত?

সাহাবীগণ (রা.) বললেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ ওটা হল (মানুষের) আশা। আর এটা হল (তার) আয়ূ।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

٢٨٧١-حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِيْمَا خَلاَ مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغَارِبِ الشَّمْسِ وَاِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً ، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِيْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلَى الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، ثُمَّ اَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ ، فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَقَالُوْا : نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً ، قَالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوْا لاَ ، قَالَ : فَاِنَّهُ فَضْلِي اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৭১. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র.)... ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অতীত উম্মতসমূহের তুলনায় তোমাদের আয়ূর পরিমাণ হল আসর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়।

তোমাদের এবং ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের দৃষ্টান্ত হল, এক ব্যক্তি যিনি কিছু শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করতে চাইলেন। বললেন ঃ এক এক কিরাতের[১] বিনিময়ে অর্ধদিবস পর্যন্ত কে আমার কাজ করবে? ইয়াহূদীরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে (অর্ধদিবস পর্যন্ত) কাজ করল।

এরপর তিনি বললেন ঃ এক এক কিরাতের বিনিময়ে অর্ধ-দিবস থেকে আসর পর্যন্ত কে আমার কাজ করবে? অনন্তর খৃষ্টানরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে (আসর পর্যন্ত) কাজ করল। এরপর তোমরা দুই দুই কিরাতের বিনিময়ে আসর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করছ। এতে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা রাগান্বিত হয়ে বলল ঃ আমরা কাজ করলাম বেশী কিন্তু মজুরী পেলাম কম? তিনি (নিয়োগকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা) বললেন ঃ তোমাদের হকের ক্ষেত্রে আমি কোনরূপ জুলুম করেছি কি? তারা বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ এতো (এই উম্মতকে দ্বিগুণ মজুরী প্রদান) আমার অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তা প্রদান করি। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

---

১. কিরাত — এক দীনারের এক-দশমাংশের অর্ধেক।

٢٨٧٢–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لاَ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيْهَا رَاحِلَةً .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৭২. হাসান ইব্‌ন আলী আল-খাল্লাল প্রমুখ (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের দৃষ্টান্ত যেমন একশ'টি উট — যার মাঝে আরোহণ যোগ্য নেই একটিও।[১]

٢٨٧٣–حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : لاَ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً ، اَوْ قَالَ : لاَ تَجِدُ فِيْهَا اِلاَّ رَاحِلَةً .

২৮৭৩. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.)... যুহরী (র.) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আছে — এর মাঝে তুমি একটিও আরোহণযোগ্য পাবে না। বা তিনি বলেছেন ঃ এর মাঝে একটি ছাড়া কোন আরোহণযোগ্য উট তুমি পাবে না।

٢٨٧٤–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ اُمَّتِى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا ، فَجَعَلَتِ الذُّبَابُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا وَاَنَا اٰخُذُ بِحُجَزِكُمْ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ فِيْهَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

২৮৭৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার এবং আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত হল সেই এক ব্যক্তির মত যে আগুন জ্বালাল। তখন কীট-পতঙ্গ এতে এসে নিপতিত হতে লাগল। আমি তো তোমাদের কোমর ধরে (আগুন থেকে) বাধা দিয়ে রাখছি কিন্তু তোমরা জবরদস্তী হাতে ঠেলে ঠুলে ঢুকে পড়ছ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

---

১. একশ' জন মানুষের মধ্যেও একজন সত্যিকারের মানুষ পাওয়া যায় না

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

অধ্যায় : কুরআনের ফযীলত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

অধ্যায় : কুরআনের ফযীলত

مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহার ফযীলত

٢٨٧٥–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا اُبَيُّ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَالْتَفَتَ اُبَيٌّ وَلَمْ يُجِبْهُ ، وَصَلَّى اُبَيٌّ فَخَفَّفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ، مَا مَنَعَكَ يَا اُبَيُّ اَنْ تُجِيْبَنِى اِذْ دَعَوْتُكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى كُنْتُ فِى الصَّلاَةِ ، قَالَ أَفَلَمْ تَجِدْ فِيْمَا أُوْحِيَ اِلَى (اَنِ اسْتَجِيْبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ) قَالَ بَلَى وَلاَ اَعُوْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، قَالَ : تُحِبُّ اَنْ اُعَلِّمَكَ سُوْرَةً لَمْ يَنْزِلْ فِى التَّوْرَاةِ وَلاَ فِى الاِنْجِيْلِ وَلاَ فِى الزَّبُوْرِ وَلاَ فِى الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كَيْفَ تَقْرَأُ فِى الصَّلاَةِ ؟ قَالَ : فَقَرَأَ اُمَّ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا اُنْزِلَتْ فِى التَّوْرَاةِ وَلاَ فِى الاِنْجِيْلِ وَلاَ فِى الزَّبُوْرِ وَلاَ فِى الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا ، وَاِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ اُعْطِيْتُهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ . وَفِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى .

২৮৭৫. কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন উবাই ইব্ন কাব (রা.)-এর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডাক দিলেন ঃ হে উবাই!

উবাই (রা.) তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি ফিরে তাকালেন কিন্তু কোন জওয়াব দিলেন না। তবে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলেন। বললেন ঃ আস্সালামু আলায়কা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ওয়া আলায়কাস্ সালাম, হে উবাই! আমি যখন তোমাকে ডাকলাম তখন সাড়া দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? উবাই বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তো সালাতে ছিলাম।

তিনি বললেন ঃ আমার কাছে যে ওয়াহী (কুরআন) নাযিল হয়েছে তাতে কি পাওনি যে, রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করেন যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দিবে? (আনফাল ৮ ঃ ২৪)

উবাই বললেন ঃ নিশ্চয়ই, ইনশাআল্লাহ্ আমি পুনর্বার এমন করব না।

তিনি বললেন ঃ তুমি কি পছন্দ কর যে, আমি এমন একটি সূরা তোমাকে শিখিয়ে দেই তওরাত, ইনজীল, যাবূর এবং (এমনকি) কুরআনেও যার মত কোন সূরা নাযিল হয় নি?

উবাই (রা.) বললেন ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সালাতে কি পাঠ কর?

উবাই (রা.) উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা পাঠ করে শুনালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার জান সেই সত্তার কসম! তওরাত, ইনজীল, যাবূর এবং কুরআনেও এর মত কোন সূরা নাযিল হয়নি। এই সূরাটি হল বারবার পঠিত সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা এবং মহান কুরআন যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।[১]

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা বাকারা এবং আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

٢٨٧٧–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى اَبِيْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا وَهُمْ ذُوْ عَدَدٍ فَاسْتَقْرَأَهُمْ ، فَاسْتَقْرَأَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَامَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَاَتَى عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ اَحْدَثِهِمْ سِنًّا ، فَقَالَ : مَامَعَكَ يَا فُلاَنُ ؟ قَالَ مَعِيَ كَذَا وَكَذَا وَسُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ، قَالَ : اَمَعَكَ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَاَنْتَ اَمِيْرُهُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِهِمْ : وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مَنَعَنِيْ اَنْ اَتَعَلَّمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ اِلاَّ خَشْيَةَ اَلاَّ اَقُوْمَ بِهَا ، فَقَالَ

---

১. এখানে সূরা হিজরের ৮৭ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা বারবার আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন।
সূরা ফাতিহায় যেহেতু গোটা কুরআনের সারবস্তু বিধৃত সেহেতু এটিকে মহান কুরআন (আল কুরআনুল-আযীম) নামে এখানে অভিহিত করা হয়েছে।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَءُوْهُ وَ أَقْرِئُوْهُ ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوْحُ بِرِيْحِهِ كُلُّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِيَ عَلَى مِسْكٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَـدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى اَبِيْ اَحْمَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ فَذَكَرَهُ .

২৮৭৬. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার একটি প্রতিনিধি দল এক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। তারা সংখ্যায় ছিল কয়েক জন। তাদেরকে তিনি কুরআন পাঠ করতে বললেন। প্রত্যেকেই যে যা জানত তা পাঠ করে শোনাল। শেষে তিনি এদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী এক ব্যক্তির কাছে এলেন। বললেন ঃ হে অমুক, তোমার কি আছে?

সে বলল ঃ অমুক অমুক সূরা এবং সূরা বাকারা আমার জানা আছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সূরা বাকারা তোমার মুখস্থ।

লোকটি বলল ঃ জি হ্যাঁ।

তিনি বললেন ঃ যাও, তুমিই এ দলের আমীর।

তখন এ দলের একজন নেতৃস্থানীয় লোক বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, (রাতের সালাতে) তা পড়তে না পারার আশংকাই আমাকে এই সূরাটি শিখা থেকে বিরত রেখেছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তা পড়। কেননা, যে ব্যক্তি কুরআন শিখে, তা তিলাওয়াত করে এবং সালাতে দাঁড়িয়েও তা পড়ে তার জন্য কুরআনের দৃষ্টান্ত হল মিসকে ভর্তি চামড়ার একটি থলের মত। সর্বত্র তার সৌরভ প্রসারিত হয়। আর যে ব্যক্তি তা শিখে ঘুমিয়ে রয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল মুখ বাঁধা মিসকের থলের মত।

এ হাদীছটি হাসান।

এ হাদীছটি সাঈদ মাকবুরী-আবূ আহমদের মাওলা আতা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কুতায়বা (র.)... আবূ আহমদের মাওলা আতা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে, এতে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উল্লেখ নেই।

٢٨٧٧–حَدَّثَنَا قُتَيْـبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَاتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ وَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ الْبَقَرَةُ لَا تَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৭৭. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের

বাড়িকে গোরস্থান বানিও না। যে বাড়িতে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٢٨٧٨–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ . هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ ابْنِ جُبَيْرٍ .

وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ وَضَعَّفَهُ .

২৮৭৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি বস্তুরই শীর্ষদেশ রয়েছে। কুরআনের শীর্ষস্থানীয় সূরা হল সূরা বাকারা। এতে এমন একটি আয়াত রয়েছে যেটি হল কুরআনের আয়াতসমূহের মাঝে প্রধান। সেটি হল আয়াতুল কুরসী।

এ হাদীছটি গারীব। হাকীম ইব্ন জুবায়র-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। শু'বা (র.) তার সমালোচনা করেছেন এবং তাকে যঈফ বলেছেন।

٢٨٧٩–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدَنِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ حٰمٓ الْمُؤْمِنَ إِلَى (إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُمْسِي حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْمُلَيْكِيِّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ . وَزُرَارَةُ بْنُ مُصْعَبٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ . وَهُوَ جَدُّ أَبِي مُصْعَبٍ الْمَدَنِيِّ .

২৮৭৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুগীরা আবূ সালামা মাখযূমী মাদীনী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে সূরা মু'মিনের হা-মীম থেকে ইলাইহিল মাসীর পর্যন্ত (১,২,৩ নং আয়াত) এবং আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করবে তবে বিকাল পর্যন্ত এর কারণে তার হিফাজত করা হবে। আর যে ব্যক্তি বিকালে তা পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত এর কারণে তার হিফাজত করা হবে।

এ হাদীছটি গারীব।

কোন কোন হাদীছ বিশেষজ্ঞ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মুলায়কা মুলায়কী (র.)-এর স্মরণ শক্তির বিষয়ে সমালোচনা করেছেন।

٢٨٨٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ اَخِيْهِ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيْهَا تَمْرٌ ، فَكَانَتْ تَجِىْ ، الْغُوْلُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ : فَشَكَا ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : فَاذْهَبْ فَاِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَجِيْبِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَأَخَذَهَا فَحَلَفَتْ اَنْ لاَ تَعُوْدَ فَاَرْسَلَهَا فَجَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ ؟ قَالَ : حَلَفَتْ اَنْ لاَ تَعُوْدَ ، فَقَالَ : كَذَبَتْ وَهِىَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ ، قَالَ : فَأَخَذَهَا مَرَّةً اُخْرَى فَحَلَفَتْ اَنْ لاَ تَعُوْدَ فَاَرْسَلَهَا ، فَجَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ ؟ قَالَ : حَلَفَتْ اَنْ لاَ تَعُوْدَ . فَقَالَ كَذَبَتْ وَهِىَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ ، فَاَخَذَهَا . فَقَالَ : مَا اَنَا بِتَارِكِكِ حَتّٰى اَذْهَبَ بِكِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ . فَقَالَتْ : اِنِّى ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ اقْرَأْهَا فِى بَيْتِكَ فَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلاَ غَيْرُهُ ، قَالَ : فَجَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ ؟ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ ، قَالَ : صَدَقَتْ وَهِىَ كَذُوْبٌ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ .

২৮৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... আবূ আয়্যুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর একটি তাক ছিল তাতে তিনি শুকনো খেজুর রাখতেন। কিন্তু শয়তান জিন এসে রাতে তা নিয়ে যেত। তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ জানালেন। তিনি বললেন ঃ যাও, এটিকে যখন দেখবে বলবে, বিসমিল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে ডেকেছেন, চল।

রাবী বলেন ঃ আবূ আয়্যুব (রা.) এটিকে পাকড়াও করলেন। এটি তখন কসম করল যে, পুনর্বার তা করবে না। ফলে তিনি এটিকে ছেড়ে দিলেন। অনন্তর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার বন্দী কি করল?

আবূ আয়্যুব (রা.) বললেন ঃ কসম করে বলল যে, পুনর্বার তা করবে না।

তিনি বললেন ঃ সে মিথ্যা বলেছে। আর তার অভ্যাসই হল মিথ্যা বলা।

রাবী বলেন ঃ আবূ আয়্যুব (রা.) সেটিকে আরেকবার পাকড়াও করলেন। এবারও সে কসম করল যে, পুনর্বার আর আসবে না। ফলে তিনি এটিকে ছেড়ে দিলেন। অনন্তর নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার বন্দী কি কর্ম করল?

আবূ আয়্যুব (র.) বললেন ঃ কসম করেছে, সে আর করবে না। তিনি বললেন ঃ মিথ্যা বলেছে। তার

অভ্যাসই হল মিথ্যা বলা। পরে আবূ আয়্যুব (রা.) তাকে আবার পাকড়াও করলেন। বললেন ঃ এবার তোমাকে নবী ﷺ-এর কাছে না নিয়ে আর ছাড়ব না। সে বলল ঃ আমি আপনাকে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তা হল আপনার ঘরে আয়াতুল কুরসী পড়বেন। তাহলে আপনার কাছে শয়তান বা অনিষ্টকর অন্য কিছু আসতে পারবে না।

অনন্তর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এলেন, তিনি বললেন ঃ তোমার বন্দী কি করল? আবূ আয়্যুব (রা.) সে যা বলেছিল সে সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন ঃ এবার সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

এ বিষয়ে উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

مَا جَاءَ فِي أُخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা বাকারার শেষাংশের ফযীলত

٢٨٨١–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৮১. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)... আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা সে ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٨٨٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الْجَرْمِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِاَلْفَيْ عَامٍ اَنْزَلَ مِنْهُ اٰيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ ، وَلَا يُقْرَاٰنِ فِيْ دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৮৮২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেছেন ঃ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন। এর থেকে তিনি দু'টো আয়াত নাযিল করেছেন। যে দু'টোর মাধ্যমেই তিনি সূরা বাকারা খতম করেছেন। যে বাড়িতে তিন রাত তা পাঠ করা হবে শয়তান সে বাড়ির নিকটবর্তী হয় না।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

مَا جَاءَ فِي سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল ইমরান-এর ফযীলত

٢٨٨٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ . اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَبُوْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَطَّارِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَأْتِي الْقُرْاٰنُ وَاَهْلُهُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِهٖ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَ اٰلِ عِمْرَانَ . قَالَ نَوَّاسٌ : وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةَ اَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ : تَأْتِيَانِ كَاَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ وَبَيْنَهُمَا شُرَفٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ سَوْدَاوَانِ اَوْ كَاَنَّهُمَا ظُلَّةٌ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُجَادِلَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَاَبِي اُمَامَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَمَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّهُ يَجِيْئُ ثَوَابُ قِرَاءَتِهٖ ، كَذَا فَسَّرَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَمَا يُشْبِهُ هٰذَا مِنَ الْاَحَادِيْثِ اَنَّهُ يَجِيْئُ ثَوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ . وَفِي حَدِيْثِ النَّوَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلٰى مَا فَسَّرُوْا اِذْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَهْلُهُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِهٖ فِي الدُّنْيَا فَفِي هٰذَا دَلَالَةٌ اَنَّهُ يَجِيْئُ ثَوَابُ الْعَمَلِ .

২৮৮৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)... নাওওয়াস ইব্‌ন সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কুরআন এবং আহলে কুরআন যারা দুনিয়ায় এতদানুসারে আমল করেছেন সেই কুরআন পন্থীগণ (কিয়ামতের দিন) আসবে এমন অবস্থায় যে তাদের আগে আগে থাকবে সূরা বাকারা ও আল ইমরান।

নাওওয়াস (রা.) বলেন ঃ এতদুভয়ের আগমনের তিনটি উদাহরণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উল্লেখ করেছেন যা আমি এখনও ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন ঃ

এ দু'টো আসবে দু'টো ছায়ার মত; এতদুভয়ের মাঝে থাকবে আলোর ঝলকানি বা দু'টো কৃষ্ণবর্ণের মেঘের মত বা ডানা ছড়ানো পাখির ছায়ার মত। এরা উভয়েই তাদের ধারকদের পক্ষে (আল্লাহ্‌র দরবারে) বিতর্ক করবে। এ বিষয়ে বুরায়দা এবং আবূ উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি গারীব।

আলিমগণের মতে এ হাদীছটির মর্ম হল যে, এ সূরা পাঠের ছওয়াব আগমন করবে। কোন কোন আলিম এ হাদীছ এবং এ ধরনের আরো যত হাদীছ আছে সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হাশরের দিন কুরআন পাঠের ছওয়াবের আগমন হবে। তাঁদের এ ব্যাখ্যার প্রমাণ নাওওয়াস ইব্‌ন সামআন (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ রিওয়ায়তটিতে পাওয়া যায়। নবী ﷺ এতে বলেছেন ঃ আহলে কুরআন যারা দুনিয়াতে এর উপর আমল

করেছেন কুরআনের সে সব ধারকগণ ......। এতেও প্রমাণিত হয় যে কিয়ামতের দিন আমলের ছওয়াবের আগমন হবে।

٢٨٨٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِى تَفْسِيْرِ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : مَا خَلَقَ مِنْ سَمَاءٍ وَلاَ اَرْضٍ اَعْظَمَ مِنْ اٰيَةِ الْكُرْسِىِّ . قَالَ سُفْيَانُ : لِاَنَّ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ هُوَ كَلاَمُ اللّٰهِ . وَكَلاَمُ اللّٰهِ اَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .

২৮৮৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র.) বর্ণনা করেন যে, হুমায়দী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনে আয়তুল কুরসী অপেক্ষা মহান আর কিছু সৃষ্টি করেননি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির তাফসীরে সুফইয়ান (র.) বলেন ঃ আয়াতুল কুরসী হল আল্লাহ্‌র কালাম। আর আসমান ও যমীনে আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টি থেকে তাঁর কালাম তো মহান হবেই।

مَا جَاءَ فِى فَضْلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-কাহফ-এর ফযীলত

٢٨٨٥–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ . اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ اِذْ رَاٰى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ ، فَنَظَرَ فَاِذَا مِثْلُ الْغَمَامَةِ اَوِ السَّحَابَةِ . فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ . فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تِلْكَ السَّكِيْنَةُ نَزَلَتْ مَعَ الْقُرْاٰنِ ، اَوْ نَزَلَتْ عَلَى الْقُرْاٰنِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৮৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)... আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বারা (রা.)-কে বলতে শুনেছি। এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিলেন। এমন সময় দেখেন তাঁর ঘোড়াটি লাফালাফি করছে। তখন তিনি তাকিয়ে দেখেন মেঘের মত বা ছায়ার মত একটি বস্তু। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন এবং এ বিষয়টির উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ হল সাকীনা (বিশেষ প্রশান্তি) কুরআনের সঙ্গে অথবা তিনি বলেছেন কুরআনের উপর যা নাযিল হয়েছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٨٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَرَاَ ثَلاَثَ اٰيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ

فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِىْ اَبِى قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৮৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত পাঠ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... মুআয ইব্‌ন হিশাম-আবূ কাতাদা (র.) সূত্রেও উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

مَا جَاءَ فِى فَضْلِ يٰسٓ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ইয়াসীন-এর ফযীলত

٢٨٨٧–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِىُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هٰرُوْنَ اَبِى مُحَمَّدٍ عَنْ مُقَاتِلِ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا ، وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ . وَمَنْ قَرَاَ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَبِالْبَصْرَةِ لاَ يَعْرِفُوْنَ مِنْ حَدِيْثِ قَتَادَةَ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَهٰرُوْنُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ شَيْخٌ مَجْهُوْلٌ .

حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِىُّ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِهٰذَا .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ، وَلاَ يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ اِسْنَادِهِ ، اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ .

২৮৮৭. কুতায়বা ও সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি বস্তুরই অন্তর আছে। কুরআনের অন্তর হল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার এ পাঠের বিনিময়ে দশ বার কুরআন পাঠ করার সমতুল্য ছওয়াব নির্ধারণ করবেন।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আর এ সূত্র ছাড়া বাসরায় কাতাদা (র.)-এর রিওয়ায়ত সম্পর্কে কিছু জানা নেই।

রাবী হারূন আবূ মুহাম্মাদ হলেন একজন অজ্ঞাত শায়খ।

আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)... হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে উক্ত সনদে তা বর্ণিত আছে।

এ বিষয়ে আবূ বকর সিদ্দীক ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়তটি সনদের দিক থেকে সাহীহ নয়। এর সনদ যঈফ।

مَا جَاءَ فِى فَضْلِ حٰـمٓ الدُّخَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ হা-মীম আদ্ দুখান-এর ফযীলত

٢٨٨٨-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ اَبِى خَثْعَمٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ حٰـمٓ الدُّخَانَ فِى لَيْلَةٍ اَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَعُمَرُ بْنُ اَبِى خَثْعَمٍ يُضَعَّفُ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ .

২৮৮৮. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে হা-মীম আদ-দুখান পাঠ করবে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে।

এ হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। উমর ইব্ন আবূ খাছআম রাবী হিসাবে যঈফ। মুহাম্মাদ বুখারী (র.) বলেন ঃ ইনি হাদীছের ক্ষেত্রে মুনকার।

٢٨٨٩-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِىُّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ هِشَامٍ اَبِى الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ حٰمٓ الدُّخَانَ فِى لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَهِشَام اَو الْمِقْدَامِ يُضَعَّفُ ، وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، هٰكَذَا قَالَ اَيُّوْبُ وَيُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ .

২৮৮৯. নাসর ইব্ন আবদুর রহমান কূফী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জুমআর রাতে যে ব্যক্তি হা-মীম আদ্-দুখান পাঠ করবে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে।

এ হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। হিশাম আবুল মিকদামকে যঈফ বলা হয়। হাসান (র.) সরাসরি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে কিছু শুনেন নি। আয়্যূব, ইউনুস ইব্ন উবায়দ এবং আলী ইব্ন যায়দ (র.) তা বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُوْرَةِ الْمُلْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-মুলক-এর ফযীলত

٢٨٩٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي الشَّوَارِبِ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ النُّكْرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ضَرَبَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لاَ يَحْسِبُ اَنَّهُ قَبْرٌ ، فَاِذَا فِيْهِ اِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا ، فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ . فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِيْ عَلَى قَبْرٍ وَاَنَا لاَ اَحْسِبُ اَنَّهُ قَبْرٌ ، فَاِذَا فِيْهِ اِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : هِيَ الْمَانِعَةُ ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ .

২৮৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন আবু'শ্-শাওয়ারিব (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক সাহাবী একটি কবরের উপর তাঁর তাঁবু স্থাপন করেন। তিনি ধারণা করতে পারেন নি যে, এটি একটি কবর। হঠাৎ তিনি অনুভব করেন যে, কবরে একজন লোক সূরা মুলক তিলাওয়াত করছেন। অবশেষে তিনি তা পাঠ করে শেষ করেন। তিনি পরে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এক স্থানে আমার তাঁবু ফেলি। আমার ধারণা ছিল না যে, এটি একটি কবর। হঠাৎ অনুভব করি একজন লোক সূরা মুলক তিলাওয়াত করে খতম করলেন।

নবী ﷺ বললেন ঃ এটি হল প্রতিরোধক। এটি হল মুক্তিদায়ক। এ কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়।

হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

এই বিষেয়ে আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٨٩١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَلَهُ ، وَهِيَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৮৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট কুরআনের একটি সূরা (পাঠ করে) কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। সেই সূরাটি হল তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক।

হাদীছটি হাসান।

٢٨٩٢–حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ تِرْمَذِيٌّ . حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأُ الٓمٓ تَنْزِيْلُ ، وَتَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمٍ مِثْلَ هٰذَا . وَرَوَاهُ مُغِيْرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا . وَرَوَى زُهَيْرٌ قَالَ : قُلْتُ لِاَبِى الزُّبَيْرِ : سَمِعْتَ مِنْ جَابِرٍ ، فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ . فَقَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ : اِنَّمَا اَخْبَرَنِيْهِ صَفْوَانُ اَوِ ابْنُ صَفْوَانَ ، وَكَاَنَّ زُهَيْرًا اَنْكَرَ اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ .

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ . حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُوْسٍ قَالَ : تَفْضُلاَنِ عَلَى كُلِّ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ بِسَبْعِيْنَ حَسَنَةً .

২৮৯২. হুরায়ম ইব্‌ন মিসআর (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক সূরা দু'টি না পড়ে ঘুমাতেন না।

একাধিক রাবী এই হাদীছটি লায়ছ ইব্‌ন আবূ সুলায়ম সূত্রে এরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। মুগীরা ইব্‌ন মুসলিম এটি আবুয যুবায়র জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

যুহায়র (র) বর্ণনা করেন, আমি আবুয যুবায়র (র)-কে বললাম ঃ আপনি কি জাবির (রা)-কে এই হাদীছটি আলোচনা করতে শুনেছেন? আবুয যুবায়র (র) বললেন ঃ আমাকে এই হাদীছটি সাফওয়ান বা ইব্‌ন সাফওয়ান বর্ণনা করেছেন। এতে সরাসরি জাবির (রা) থেকে হাদীছটির রিওয়ায়তকে আবুয যুবায়র (র) যেন অস্বীকার করছেন।

হান্নাদ (র)... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হুরায়ম ইব্‌ন মিসআর (র)... তাউস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ এই দু'টো সূরা কুরআন করীমের প্রতিটি সূরার উপর সত্তর গুণ বেশী নেকী ধারণ করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى اِذَا زُلْزِلَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ ইযা যুলযিলাত

٢٨٩٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْحَرَشِىُّ الْبَصْرِىُّ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلْمِ بْنِ صَالِحِ الْعِجْلِىُّ . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ اِذَا زُلْزِلَتْ عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْاٰنِ . وَمَنْ قَرَأَ : قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْاٰنِ ، وَمَنْ قَرَأَ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْاٰنِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا الشَّيْخِ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

২৮৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা জুরাশী বাসরী (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইযা যুল যিলাত সূরা যে ব্যক্তি পাঠ করবে অর্ধেক কুরআনের সমান তার সওয়াব হবে। কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন যে পাঠ করবে তার জন্য কুরআনের এক-চতুর্থাংশ পাঠের সমান সওয়াব হবে। যে ব্যক্তি কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করবে তার কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠের সমান সওয়াব হবে।

হাদীছটি গারীব। হাসান ইবনুস সালম (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٨٩٤-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هرُوْنَ ، اَخْبَرَنَا يَمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ الْعَنَزِيُّ . حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْاٰنِ . وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ . وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْاٰنِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ يَمَانِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ .

২৮৯৪. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইযা যুল যিলাত-এর সওয়াব অর্ধেক কুরআনের সমান; কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এক-তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান; কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এক-চতুর্থাংশ কুরআনের সমান।

হাদীছটি গারীব। ইয়ামান ইবনুল মুগীরা (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٢٨٩٥-حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ . اَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِهِ : هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ : لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَلاَ عِنْدِى مَا اَتَزَوَّجُ بِهِ ، قَالَ : اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ ، قَالَ : اَلَيْسَ مَعَكَ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : رُبُعُ الْقُرْاٰنِ ، قَالَ : اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : رُبُعُ الْقُرْاٰنِ ، قَالَ : اَلَيْسَ مَعَكَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ :رُبُعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ : تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৮৯৫. উকবা ইব্‌ন মুকার্‌রাম আম্মী বাসরী (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এক সাহাবীকে বললেন ঃ হে অমুক,-তুমি কি বিয়ে করেছ? লোকটি বলল ঃ না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র কসম, আমার কাছে বিয়ে করার মত কিছু নেই।

তিনি বললেন ঃ তোমার সাথে কি কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ নেই?

লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেন ঃ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। তোমার সঙ্গে কি ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ্ সূরাটি নেই ?

লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেন ঃ কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তোমার সঙ্গে কি কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন সূরাটি নেই?

লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেন ঃ কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তোমার সঙ্গে কি ইযা যুল যিলাতিল আরদু সূরাটি নেই?

লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেন ঃ কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। বিয়ে করে নাও। বিয়ে করে নাও।

হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوْرَةِ الْاِخْلَاصِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ইখলাস

٢٨٩٦–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى عَنِ امْرَاَةٍ وَهِيَ امْرَاَةُ اَبِي اَيُّوبَ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ امْرَاَةِ اَبِي اَيُّوبَ عَنْ اَبِي اَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَاَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ؟ مَنْ قَرَاَ : اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَاَ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ وَاَبِيْ سَعِيْدٍ وَقَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَاَبِي هُرَيْرَةَ وَاَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَاَبِي مَسْعُوْدٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . لَا نَعْرِفُهُ اَحَدًا رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ اَحْسَنُ مِنْ رِوَايَةِ زَائِدَةَ ، وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ اِسْرَائِيْلَ وَالْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَاضْطَرَبُوْا فِيْهِ .

২৮৯৬. কুতায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবূ আয়্যূব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে তোমাদের একজন অক্ষম না কি? যে ব্যক্তি আল্লাহুল ওয়াহিদুস সামাদ তিলাওয়াত করল সে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করল।

এই বিষয়ে আবুদ দারদা, আবূ দাঊদ, কাতাদা ইবনুন নু'মান, আবূ হুরায়রা, আনাস, ইব্ন উমর এবং আবূ মাসঊদ (রা) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান। কেউ যাইদা (র)-এর রিওয়ায়তের চাইতে সুন্দরভাবে এটি বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ইসরাঈল ও ফুযায়ল ইবন আয়াস (র) এটির সমর্থনে রিওয়ায়ত করেছেন। শু'বা (র)-সহ একাধিক ছিকাহ রাবী এই হাদীছটি মানসূর (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে তাঁদের ইযতিরাব বিদ্যমান।

٢٨٩٧-حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى حُنَيْنٍ مَوْلَى لِآلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَوْ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : اَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَجَبَتْ ، قُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ الْجَنَّةُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ، وَاَبُو حُنَيْنٍ هُوَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ .

২৮৯৭. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে আসছিলাম। তখন তিনি শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস্ সামাদ' পড়ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে ওয়াজিব করে নিল।

আমি বললাম ঃ কি ওয়াজিব করে নিল? তিনি বললেন ঃ জান্নাত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। মালিক ইবন আনাস (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

রাবী ইবন হুনায়ন (র) হলেন উবায়দ ইবন হুনায়ন।

٢٨٩٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُوْنٍ اَبُو سَهْلٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَى مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوْبُ خَمْسِيْنَ سَنَةً اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ . وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ تَنَامَ عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ : يَا عَبْدِى اُدْخُلْ عَلَي يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ اَيْضًا عَنْ ثَابِتٍ .

২৮৯৮. মুহাম্মাদ ইবন মারযূক আল-বাসরী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন দুই'শ বার 'কূল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ্ বিলীন করে দেওয়া হবে। তবে তার উপর ঋণ থেকে থাকলে তা ছাড়া।

এই সনদেই নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ কেউ যখন বিছানায় শুইতে ইচ্ছা করবে সে যেন তার ডান পার্শ্বে শোয়ার পর একশ' বার কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি পাঠ করে। কিয়ামতের দিন মহান পরওয়াদিগার তাকে বলবেন ঃ হে আমার বান্দা। তুমি তোমার ডান পাশ দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।

ছাবিত... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এই হাদীছটি গারীব। এই হাদীছটি ছাবিত (র)-এর বরাতে অন্যভাবে বর্ণিত আছে।

২৮৯৯–حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخْلَدٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ . حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৯৯. আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ দূরী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯০০–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اُحْشُدُوا فَاِنِّي سَاَقْرَاُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ، قَالَ : فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ . فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فَاِنِّي سَاَقْرَاُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ، اِنِّي لَاَرٰى هٰذَا خَبَرًا جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ . ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اِنِّي قُلْتُ سَاَقْرَاُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ، اَلاَ وَاِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَاَبُوْ حَازِمٍ الْاَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ .

২৯০০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা একত্র হও আমি তোমাদের কাছে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে যাচ্ছি।

তখন যাদের একত্র হওয়ার তাঁরা একত্র হলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুজরা থেকে বের হয়ে এলেন এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' তিলাওয়াত করলেন। পরে হুজরায় চলে গেলেন।

আমাদের একজন আরেকজনকে বলতে লাগল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, "আমি তোমাদের নিকট কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করব।" মনে হয়, এখন আসমান থেকে তাঁর কাছে (এই বিষয়ে) খবর এসেছে (তাই তিনি হুজরায় চলে গেলেন।) পরে নবী ﷺ আবার বের হয়ে আসলেন। বললেন ঃ আমি বলেছিলাম, তোমাদের কাছে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করব। শোন, এই সূরাটি হল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ।

হাদীছটি হাসান-সহীহ; এই সূত্রে গারীব। আবূ হাযিম আশজাঈ (র)-এর নাম হল সালমান।

٢٩٠١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ . حَدَّثَنَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِى اُوَيْسٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ ، فَكَانَ كُلَّمَا اَفْتَتَحَ سُوْرَةً يَقْرَاُ لَهُمْ فِى الصَّلَاةِ فَقَرَاَ بِهَا ، اَفْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْرَاُ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى مَعَهَا ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَكَلَّمَهُ اَصْحَابُهُ فَقَالُوْا اِنَّكَ تَقْرَاُ بِهٰذِهِ السُّوْرَةِ ، ثُمَّ لَا تَرٰى اَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتّٰى تَقْرَاَ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى ، فَاِمَّا اَنْ تَقْرَاَ بِهَا ، وَاِمَّا اَنْ تَدَعَهَا وَ تَقْرَاَ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى ، قَالَ : مَا اَنَا بِتَارِكِهَا ، اِنْ اَحْبَبْتُمْ اَنْ اَؤُمَّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ ، وَاِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُمْ وَكَانُوْا يَرَوْنَهُ اَفْضَلَهُمْ ، وَكَرِهُوْا اَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ . فَلَمَّا اَتَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبَرُوْهُ الْخَبَرَ . فَقَالَ : يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ اَصْحَابُكَ ، وَمَا يَحْمِلُكَ اَنْ تَقْرَاَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اُحِبُّهَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ حُبَّهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ .

وَرَوٰى مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ :قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . فَقَالَ : اِنَّ حُبَّكَ اِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ .

حَدَّثَنَا بِذَالِكَ اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْاَشْعَثِ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ فَضَالَةَ بِهٰذَا .

২৯০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ জনৈক আনসারী কুবা মসজিদের ইমামতি করতেন। তিনি সালাতে যখনই কিরাআত শুরু করতেন তখনই কুল হুওয়াল্লাহু পাঠের মাধ্যমে তা শুরু করতেন। এটি পাঠ করে ফারিগ হওয়ার পর এর সঙ্গে অন্য কোন সূরা মিলাতেন। প্রত্যেক রাকআতেই তিনি এই আচরণ করতেন। অনন্তর তাঁর সঙ্গীরা এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। বললেন ঃ আপনি এই সূরাটি পড়েন। পড়ে আবার নিজেই ভাবেন যে, এটি আপনার জন্য যথেষ্ট হয়নি। ফলে এর সঙ্গে অন্য সূরাও পাঠ করেন। সুতরাং আপনি এই সূরাটি পড়বেন, নয়ত এটি ছেড়ে অন্য কোন সূরা পড়বেন।

তিনি বললেন ঃ আমি তো এটি ছাড়তে পারব না। যদি তোমরা পছন্দ কর যে, এই নিয়েই আমি তোমাদের ইমামত করি, তবে তা করতে পারি। আর যদি পছন্দ না কর তবে তোমাদের (এই দায়িত্ব) ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু তাঁরা তাঁকেই নিজেদের মধ্যে সর্বোত্তম বলে মনে করেন। আর তিনি ছাড়া অন্য কেউ তাঁদের ইমামত করবে তাও তারা না পছন্দ করেন। পরে যখন নবী ﷺ তাঁদের কাছে এলেন, তখন তাঁরা ব্যাপারটি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি (তাকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ হে অমুক, তোমার সঙ্গীরা যে বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছে তা পালন করতে তোমাকে কিসে বারণ করছে? আর প্রত্যেক রাকআতে এই সূরা পড়তে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে?

তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এটি ভালবাসি।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এর প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর... ছাবিত বুনানী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে এই সনদে হাদীছটি হাসান-গারীব সাহীহ।

মুবারক ইবন ফাযালা (র)... ছাবিত আল বুনানী (র)-এর বরাতে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এই কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি পছন্দ করি। তিনি বললেন ঃ এর প্রতি তোমার ভালবাসাটাই তোমাকে জান্নাতে দাখিল করাবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'আয়াওওয়াযাতায়ন (সূরা ফালাক ও নাস)

٢٩٠٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ . اَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ اَبِي حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ اٰيَاتٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) اِلَى اٰخِرِ السُّوْرَةِ ، وَ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) اِلَى اٰخِرِ السُّوْرَةِ ،

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯০২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উপর এমন কিছু আয়াত নাযিল করেছেন, যেগুলোর নযীর দেখা যায় না; কুল আউযু বিরাব্বিন নাস সূরার শেষ পর্যন্ত এবং কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক সূরার শেষ পর্যন্ত।

হাদীছটি হাসান সাহীহ।

٢٩٠٣–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : اَمَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৯০৩. কুতায়বা (র)... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক সালাতের পর মু'আওওয়াযাতায়ন পাঠ করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ قَارِئِ الْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন তিলাওয়াতকারীর ফযীলত

٢٩٠٤–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ

الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ . وَالَّذِىْ يَقْرَؤُهُ ، قَالَ هِشَامٌ : وَهُوَ شَدِيْدٌ عَلَيْهِ . قَالَ شُعْبَةُ : وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ اَجْرَانِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯০৪. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং সে এই বিষয়ে দক্ষ, সে (আখিরাতে) নেককার সম্মানিত লিপিকর ফেরেশ্তাদের সঙ্গে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তা তিলাওয়াত করে, হিশাম বলেন, আর তা তার জন্য কষ্টকর হয়, শু'বা বলেন, সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٠٥-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ وَاسْتَظْهَرَهُ ، فَاَحَلَّ حَلاَلَهُ ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِى عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِصَحِيْحٍ ، وَحَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ .

২৯০৫. আলী ইবন হুজর (র)... আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং তা হিফজ করেছে, এর হালালকে হালাল বলে মেনেছে এবং হারামকে হারাম বলে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা এর কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং সে তার পরিবারের এমন দশ জনকে সুপারিশ করতে পারবে যাদের প্রত্যেকের উপর জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের আর কিছু জানা নেই। এর সনদ সাহীহ নয়, হাফস ইব্ন সুলায়মান হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ الْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের ফযীলত

٢٩٠٦-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ ، عَنْ اَبِى الْمُخْتَارِ الطَّائِىِّ عَنِ ابْنِ اَخِى الْحَرِثِ الْاَعْوَرِ عَنِ الْحَرِثِ قَالَ : مَرَرْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَاِذَا النَّاسُ يَخُوْضُوْنَ فِى الْاَحَادِيْثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ ، فَقُلْتُ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، اَلاَ تَرَى اَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوْا فِى الْاَحَادِيْثِ ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوْهَا ؟ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ : اَمَا اِنِّى قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلاَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ ، فَقُلْتُ :

مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : كِتَابُ اللّٰهِ ، فِيْهِ نَبَاُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى فِى غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ ، وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِيْنُ ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ ، هُوَ الَّذِى لاَ تَزِيْغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ ، وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ ، وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ ، وَلاَ تَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ ، هُوَ الَّذِى لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا : (اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِى اِلَى الرُّشْدِ) مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ ، وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هَدٰى اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ . خُذْهَا اِلَيْكَ يَا اَعْوَرُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَاِسْنَادُهُ مَجْهُوْلٌ . وَفِى الْحٰرِثِ مَقَالٌ .

২৯০৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... হারিছ আ'ওয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একদিন মসজিদে গিয়ে দেখি লোকেরা আলাপ আলোচনায় রত। পরে আলী (রা)-এর নিকট গেলাম। বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন, দেখছেন না লোকেরা নানা কথাবার্তায় মত্ত?

তিনি বললেন ঃ এরা কি তাই করছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ।

তিনি বলেন ঃ শোন, আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান, অচিরেই ফিতনা ফাসাদ দেখা দিবে।

আমি বললাম ঃ তা থেকে বাঁচার উপায় কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্?

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কিতাব। তাতে আছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ এবং পরবর্তীদের খবর। আর তোমাদের জন্য ফায়সালা-বিধান। এ হল (সত্য ও মিথ্যার) পার্থক্যকারী। এ নিরর্থক নয়। যে ব্যক্তি অহংকার বশে তা পরিত্যাগ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার গর্দান ভেঙ্গে দিবেন। একে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি হেদায়াত তালাশ করবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা গুমরাহ করে দিবেন।

এ হল আল্লাহ্ তা'আলার সুদৃঢ় রজ্জু। এ হল হিকমত পূর্ণ নসীহত। এই হল সরল সঠিক পথ। এর অনুসরণে মানুষের চিন্তাধারা বক্র হয় না। এতে যবান জড়তার শিকার হয় না। আলিমগণ এর থেকে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। বার বার পাঠেও তা কখনো পুরনো হয় না। এর বিস্ময়ের অন্ত নেই। এটি ঐ গ্রন্থ যা শোনার পর জিনরা এই কথা না বলে থাকতে পারে নি যে, "আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে। সুতরাং আমরা তাতে ঈমান এনেছি।" (জিন্ন ৭২ ঃ ১-২)

যে ব্যক্তি এর অনুসরণে কথা বলে সে সত্য বলে, যে এতদানুযায়ী আমল করে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি এতদানুসারে ফায়সালা দেয় সে ইনসাফ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে আর যে ব্যক্তি এর দিকে আহবান জানায় সে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়ত পায়।

হে আ'ওয়ার, তোমার প্রতি এই কথাগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।

হাদীছটি গারীব। হামযা আয-যাইয়াত-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এর সনদ মাজহূল বা অজ্ঞাত। হারিছের রিওয়ায়াত সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শিক্ষা দান প্রসঙ্গে

٢٩٠٧–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ ، اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ . اَخْبَرَنِيْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : فَذَاكَ الَّذِي اَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هٰذَا ، وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ حَتّٰى بَلَغَ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوْسُفَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯০৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... উছমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং তা শিখায়।

আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ এই হাদীছটিই আমাকে এই স্থানে বসিয়ে রেখেছে। তিনি উছমান (রা)-এর সময় থেকে নিয়ে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ-এর সময় পর্যন্ত কুরআনের তা'লীম দিয়েছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٠٨–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَيْرُكُمْ اَوْ اَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

هٰكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَسُفْيَانُ لاَ يَذْكُرُ فِيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ .

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا بِذَالِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ {قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : وَهٰكَذَا ذَكَرَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ } عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : وَاَصْحَابُ

سُفْيَانَ لاَ يَذْكُرُوْنَ فِيْهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : وَهُوَ اَصَحُّ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : وَقَدْ زَادَ شُعْبَةُ فِي اِسْنَادِ هٰذَا الْحَدِيْثِ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ، وَكَاَنَّ حَدِيْثَ سُفْيَانَ اَصَحُّ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : قَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ : مَا اَحَدٌ يَعْدِلُ عِنْدِى شُعْبَةَ ، وَاِذَا خَالَفَهُ سُفْيَانُ اَخَذْتُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ

قَالَ اَبُو عِيْسَى : سَمِعْتُ اَبَا عَمَّارٍ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ : قَالَ شُعْبَةُ سُفْيَانُ اَحْفَظُ مِنِّى ، وَمَا حَدَّثَنِى سُفْيَانُ عَنْ اَحَدٍ بِشَيْءٍ فَسَاَلْتُهُ اِلاَّ وَجَدْتُهُ كَمَا حَدَّثَنِى .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدٍ .

২৯০৮. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... উছমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং কুরআন শিক্ষা দেয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদুর রহমান ইবন মাহদী প্রমুখ (র) সুফইয়ান ছাওরী... আলকামা ইবন মারছাদ... আবূ আবদুর রহমান... উছমান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীছটি রিওয়ায়ত করেছেন। সুফইয়ান (র) এই সনদে সা'দ ইবন উবায়দা (র)-এর উল্লেখ করেন নি।

ইয়াইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (র) এই হাদীছটি সুফইয়ান ও শুবা... আলকামা ইবন মারছাদ... সা'দ ইবন উবায়দা... আবূ আবদুর রহমান... উছমান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)... ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ... সুফইয়ান ও শুবা-আলকামা ইবন মারছাদ... সা'দ ইবন উবায়দা... আবূ আবদুর রহমান... উছমান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) বলেন ঃ সুফইয়ান (র)-এর শাগরিদ এতে সা'দ ইবন উবায়দা (র)-এর উল্লেখ করেন নি। মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) বলেন এটিই অধিক সাহীহ।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ শু'বা (র) এই হাদীছটির সনদে সা'দ ইবন উবায়দা (র)-এর নাম অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। সুফইয়ান (র)-এর রিওয়ায়তটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ (র) বলেছেন ঃ আমার কাছে শু'বার সমান কেউ নেই। কিন্তু কোন রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে সুফইয়ান (র)-এর সঙ্গে তার মতপার্থক্য হলে আমি সুফইয়ান (র)-এর বক্তব্যকে গ্রহণ করি।

আবূ আম্মার (র)-কে ওয়াকী (র)-এর বরাতে বলতে শুনেছি যে, শু'বা (র) বলেছেন ঃ সুফইয়ান আমার চেয়েও বেশি স্মরণ শক্তি সম্পন্ন ও সংরক্ষক। সুফইয়ান কারো বরাতে যখন আমাকে কিছু রিওয়ায়ত করেছেন আমি তখন ঐ ব্যক্তিকেও সেটি জিজ্ঞাসা করে দেখেছি। সুফইয়ান (র) যেমন রিওয়ায়ত করেছেন সে রকমই আমি তা পেয়েছি।

এই বিষয়ে আলী ও সা'দ (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٩٠٩–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ

بْنِ اَبِى طَالِبٍ . قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ .

وَهٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ .

২৯০৯. কুতায়বা (র)... আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং তা শিখায়।

আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে আবদুর রহমান ইবন ইসহাক (র)-এর সূত্র ছাড়া এই হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قَرَاَ حَرْفًا مِنَ الْقُرْاٰنِ مَالَهُ مِنَ الْاَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার সওয়াব কি হবে?

٢٩١٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ . حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَرَاَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ، لاَ اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ ، وَلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ .

وَيُرْوَى هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَرَوَاهُ اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُوْلُ : بَلَغَنِى اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ وُلِدَ فِى حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ يُكَنّٰى اَبَا حَمْزَةَ .

২৯১০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে তার নেকী হবে। আর নেকী হয় দশ গুণ হিসাবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম মিলে একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম আরেকটি হরফ।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-সাহীহ-গারীব।

কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার কাছে তথ্য আছে যে, নবী ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরাযী (র)-এর জন্ম হয়েছে।

এই হাদীছটি অন্যভাবেও ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। আবুল আহওয়াস (র) এটি আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে কোন কোন রাবী এটি মারফূ'রূপে রিওয়ায়ত করেছেন আর কোন কোন রাবী মাওকূফ রূপে রিওয়ায়ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরাযী (র)-এর কুনিয়াত হল আবূ হামযা।

٢٩١١-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ . حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِى سُلَيْمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِى شَىْءٍ اَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا ، وَاِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِى صَلَاتِهِ ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلَى اللّٰهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ .

قَالَ اَبُو النَّضْرِ : يَعْنِى الْقُرْاٰنَ .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَبَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَتَرَكَهُ فِى اٰخِرِ اَمْرِهِ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً .

২৯১১. আহমদ ইবন মানী' (র)... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দু'রাকআত সালাত অপেক্ষা আর কিছুতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি অধিক মুতাওজ্জিহ্ হন না। বান্দা যতক্ষণ সালাতে থাকে ততক্ষণ তার মাথার উপর নেকী বর্ষিত হয়। আল্লাহ্‌র নিজের থেকে যা বহির্গত সেই বস্তু আবূ নযর বলেন, অর্থাৎ কুরআনের মত আর কিছুর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌র এত নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

হাদীছটি গারীব।

এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইবন মুবারক (র) বকর ইবন খুনায়স-এর সমালোচনা করেছেন এবং শেষে তাকে বর্জন করেছেন।

যায়দ ইবন আরতাত... জুবায়র ইবন নুফায়র (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে।

٢٩١٢-حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوْا إِلَى اللّٰهِ بِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِى الْقُرْاٰنَ.

২৯১২. ইসহাক ইবন মানসুর (র)... জুবায়র ইবন নুফায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিজের থেকে উদ্ভূত যে জিনিস অর্থাৎ কুরআন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন জিনিস নিয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যার্পণ করতে পারবে না।[১]

٢٩١٣-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسَ بْنِ اَبِى ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ

---

১. অন্য সংস্করণে বন্ধনীর মধ্যবর্তী অংশ অতিরিক্ত রয়েছে।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِى جَوْفِهِ شَئٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯১৩. আহমদ ইবন মানী' (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার ভিতরে কুরআনের কিছু নেই সে বিরান ঘরের মত।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩١٤-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النُّجُوْدِ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اقْرَاْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا ، فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَاُ بِهَا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

২৯১৪. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কুরআনের শিক্ষা লাভকারীকে বলা হবে, পড়, আরোহণ কর আর দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে ধীরে পাঠ করতে সেভাবে ধীরে ধীরে পাঠ করে যাও। অতএব যে আয়াতে তোমার পাঠ শেষ হবে সেখানে হবে তোমার মনযিল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

বুন্দার (র)... আসিম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٩١٥-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَجِئُ الْقُرْاٰنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ حَلِّهِ ، فَيَلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ زِدْهُ ، فَيَلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ ، فَيَرْضَى عَنْهُ ، فَيُقَالُ لَهُ اقْرَاْ وَارْقَ ، وَتُزَادُ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةً ،

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ .

২৯১৫. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কুরআন অধিকারী ব্যক্তি এসে বলবে ঃ হে পরওয়ারদিগার অলংকৃত করুন।

তখন তাকে সম্মানের তাজ পরান হবে। সে আবার বলবে ঃ হে পরওয়ারদিগার আরো দিন।

তাকে তখন সম্মানের পোষাক পরানো হবে। সে আবার বলবে ঃ হে পরওয়ারদিগার তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

তখন বলা হবে ঃ পড় আর উপরে আরোহণ করতে থাক। এক একটি আয়াতের বদলায় এক একটি নেকী বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে।

এই হাদীছটি হাসান।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটি মারফূ'রূপে বর্ণনা করা হয়নি।

আমাদের মতে আবদুস সামাদ... শু'বা (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তটি অধিক সাহীহ।

٢٩١٦–حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : عُرِضَتْ عَلَيَّ اُجُوْرُ اُمَّتِى حَتَّى الْقَذَاةَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ اُمَّتِى ، فَلَمْ اَرَ ذَنْبًا اَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ اٰيَةٍ اُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

قَالَ : وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَاسْتَغْرَبَهُ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلاَ اَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ سَمَاعًا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ قَوْلَهُ حَدَّثَنِى مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ : لاَ نَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ سَمَاعًا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : وَاَنْكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ اَنْ يَكُوْنَ الْمُطَّلِبُ سَمِعَ مِنْ اَنَسٍ .

২৯১৬. আবদুল ওয়াহহাব ইবন হাকাম ওয়াররাক বাগদাদী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মতের ছওয়াবসমূহ আমার সামনে পেশ করা হয়। এমনকি মসজিদ থেকে যে খড় খুটাটুকুও যে ব্যক্তি বের করেছে তাও আমার সামনে উপস্থাপিত করা হয়। আমার উম্মতের গুনাহ্‌সমূহও আমার সামনে পেশ করা হয়। কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত তাকে প্রদান করার পরও যে ব্যক্তি তা ভুলে যায় তদপেক্ষা বড় গুনাহ্ আর কিছুই আমি দেখিনি।

এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের আর কিছু জানা নেই।

মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র)-এর সঙ্গে আমি এ হাদীছটি সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি এটি চিনলেন না এবং এটিকে গারীব বলে মনে করেছেন। মুহাম্মদ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ -এর সাহাবীদের

কারো নিকট থেকে মুত্তালিব ইবন আবদুল্লাহ ইবন হানতাব সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমি জানি না ; তবে তাঁর নিম্নের এই বক্তব্যটির কথা ভিন্ন; তিনি বলেন নবী ﷺ -এর খুতবায় যিনি হাযির ছিলেন এমন একজন আমাকে বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন সাহাবী থেকে মুত্তালিব (র) সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমরা জানি না। আবদুল্লাহ (র) আরো বলেন ঃ আনাস (রা) থেকে মুত্তালিব (র)-এর সরাসরি হাদীছ শ্রবণের বিষয়টি আলী ইবন মাদীনী (র) প্রত্যাখ্যান করেছেন।

٢٩١٧–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصٍ يَقْرَأُ ، ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ بِهِ ، فَاِنَّهُ سَيَجِيْءُ اَقْوَامٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَسْاَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ .

وَقَالَ مَحْمُوْدٌ . وَهٰذَا خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيُّ الَّذِيْ رَوَى عَنْهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ . وَلَيْسَ هُوَ خَيْثَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَخَيْثَمَةَ هٰذَا شَيْخٌ بَصْرِيٌّ يُكْنَى اَبَا نَصْرٍ قَدْ رَوَى عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَحَادِيْثَ ، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ خَيْثَمَةَ هٰذَا اَيْضًا اَحَادِيْثَ .

২৯১৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি এক কুরআন পাঠকারীর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। সে কুরআন পড়ে পড়ে মানুষের কাছে ভিক্ষা করছিল। তা দেখে তিনি ইন্না লিল্লাহ...... পড়লেন। পরে বললেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে সে যেন আল্লাহ্‌র কাছেই কেবল যাচ্ঞা করে। অচিরেই এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পড়বে এবং এর ওয়াসীলা দিয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইবে।

মাহমূদ (র) বলেন ঃ খায়ছামা বাসরী-যার বরাতে জাবির জু'ফী হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন তিনি খায়ছামা ইবন আবদুর রহমান নন।

এই হাদীছটি হাসান, এই খায়ছামা (র) হলেন একজন বাসরী শায়খ। তাঁর কুনিয়াত হল আবূ নাসর। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এই খায়ছামা (র) থেকে জাবির জু'ফীও হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

٢٩١٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ . حَدَّثَنَا اَبُوْ فَرْوَةَ يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ اَبِى الْمُبَارَكِ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيْهِ هٰذَا الْحَدِيْثَ ، فَزَادَ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صُهَيْبٍ ، وَلاَ يَتَابَعُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ عَلَى رِوَايَتِهِ وَهُوَ ضَعِيْفٌ ، وَاَبُو الْمُبَارَكِ رَجُلٌ مَجْهُوْلٌ .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدْ خُوْلِفَ وَكِيعٌ فِى رِوَايَتِهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ اَبُو فَرْوَةَ : يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ الرُّهَاوِيُّ لَيْسَ بِحَدِيْثِهِ بَأْسٌ اِلاَّ رِوَايَةَ اَبْنِهِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ فَانَّهُ يَرْوِى عَنْهُ مَنَاكِيْرَ .

২৯১৮. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ওয়াসিতী (র)... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনে উদ্ধৃত হারাম কাজকে হালাল মনে করে সে কুরআনের উপর ঈমান আনেনি।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন সিনান (র) তাঁর পিতা সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এই সনদে তিনি মুজাহিদ-সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (র)-এর উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ (র)-এর রিওয়ায়তের সমার্থক কোন রিওয়ায়ত নেই। ইনি যঈফ। আবুল মুবারক (র) হলেন অজ্ঞাত।

এই হাদীছটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। ওয়াকী'-এর রিওয়ায়তের বিরোধিতা রয়েছে।

মুহাম্মাদ বুখারী (র) বলেন ঃ আবূ ফারওয়া ইয়াযীদ ইবন সিনান রাহাবী-এর হাদীছ বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। তবে তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ তার বরাতে যে রিওয়ায়ত করেছেন সেগুলোর কথা ভিন্ন। কেননা তিনি তার বরাতে বহু মুনকার বিষয় রিওয়ায়ত করেছেন।

২৯১৯–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ ، كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ ، كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّ الَّذِىْ يُسِرُّ بِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ اَفْضَلُ مِنَ الَّذِىْ يَجْهَرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ ، لِاَنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ اَفْضَلُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ صَدَقَةِ الْعَلاَنِيَةِ ، وَاِنَّمَا مَعْنَى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ لِكَىْ يَأْمَنَ الرَّجُلُ مِنَ الْعُجْبِ ، لِاَنَّ الَّذِى يُسِرُّ الْعَمَلَ لاَ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعُجْبُ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ عَلاَنِيَتِهِ .

২৯১৯. হাসান ইবন আরাফা (র)... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, প্রকাশ্যে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে সাদাকা প্রদানকারীর মত। আর গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে সাদাকা প্রদানকারীর মত।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

হাদীছটির মর্ম হল, প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াতকারী অপেক্ষা গোপনে কুরআন তিলাওয়াতকারী উত্তম। কেননা আলিমগণের মতে প্রকাশ্যে সাদাকা প্রদান অপেক্ষা গোপনে সাদাকা করা উত্তম।

আলিমগণের মতে এর হিকমত হল, পাঠক যেন অহংকার থেকে বেঁচে থাকে সে জন্য এই কথা বলা হয়েছে। কেননা প্রকাশ্যে আমলকারীর ক্ষেত্রে অহংকারের যতটা আশংকা থাকে গোপনে আমলকারীর ক্ষেত্রে ততটা আশংকা থাকে না।

٢٩٢٠-حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِى لُبَابَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِى اِسْرَائِيْلَ وَالزُّمَرَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَاَبُو لُبَابَةَ شَيْخٌ بَصْرِىٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ غَيْرَ حَدِيْثٍ ، وَيُقَالُ اسْمُهُ مَرْوَانُ ، اَخْبَرَنِى بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ فِى كِتَابِ التَّارِيْخِ .

২৯২০. সালিহ ইবন আবদুল্লাহ (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বানূ ইসরাঈল এবং যুমার তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত নবী ﷺ ঘুমাতেন না।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আবূ লুবাবা (র) হলেন বাসরাবাসী শায়খ। তাঁর বরাতে হাম্মাদ ইবন যায়দ (র) একাধিক হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন। কথিত আছে, তাঁর নাম হল মারওয়ান।

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (র) উক্ত বিষয়টি তাঁর কিতাবুত তারীখে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٢١-حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . اَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بِلاَلٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَرْقُدَ وَيَقُوْلُ : اِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৯২১. আলী ইবন হুজর (র)... ইরবায ইবন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নিদ্রাগমনের পূর্বে মুসাব্বিহাত[১] সূরাসমূহ পাঠ করতেন। এগুলোর মাঝে এমন একটি আয়াত আছে, যে আয়াতটি এক হাজার আয়াত অপেক্ষা উত্তম।

এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

٢٩٢٢-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ اَبُو الْعَلاَءِ الْخَفَّافُ . حَدَّثَنِى نَافِعُ بْنُ اَبِى نَافِعٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَرَأَ ثَلاَثَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِىَ ، وَاِنْ مَاتَ فِى ذَالِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

---

১. সাতটি সূরা, সুবহান্নাল্লাযী, হাদীদ, হাশর. সাফফ, জুমুআ তাগাবুন, আ'লা।

২৯২২. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার পাঠ করবে ঃ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

এরপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশ্তা নিযুক্ত করে দেন। যাঁরা বিকাল পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন। এই দিন যদি সে মারা যায় তবে তার শহীদী মৃত্যু হয়। আর যদি বিকালে পাঠ করে তবুও ঐ ফযীলতই হবে।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর কিরাআত কেমন ছিল?

٢٩٢٣-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَاتِهِ ؟ فَقَالَتْ : مَالَكُمْ وَصَلَاتَهُ ؟ كَانَ يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ، ثُمَّ يُصَلِّى قَدْرَ مَا نَامَ ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ ، فَاِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ ، وَحَدِيثُ اللَّيْثِ اَصَحُّ .

২৯২৩. কুতায়বা (র)... ইয়া'লা ইবন মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা)-কে নবী ﷺ -এর (রাতের) সালাত ও কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বললেন, তাঁর সালাত জেনে তোমরা কি করবে ঃ তিনি সালাত আদায় করতেন পরে যতক্ষণ সালাতে থাকতেন সেই পরিমাণ সময় ঘুমাতেন। এরপর ঘুমে থাকা সময় পরিমাণ সালাত আদায় করতেন। এরপর পুনরায় যে পরিমাণ সময় সালাতে ব্যয় করতেন সেই পরিমাণ সময়ই তিনি ঘুমাতেন, যতক্ষণ না সকাল হতো। তারপর উম্মু সালামা (রা) তাঁর কিরাআতের বিবরণ দিলেন এবং বললেন যে, তাঁর কিরাআত ছিল পরিষ্কার, এক এক অক্ষর সুস্পষ্ট।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। লায়ছ ইবন সা'দ-ইবন আবূ মুলায়কা-ইয়া'লা ইবন মামলাক... উম্মু সালামা (রা) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইবন জুরায়জ (র) এই হাদীছটিকে ইবন আবূ মুলায়কা-উম্মু সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর কিরাআত পাঠ করতেন বিচ্ছিন্ন (প্রত্যেক হরফ আলাদা আলাদা) করে। লায়ছ (র)-এর রিওয়ায়তটি (২৯২৩) অধিক সাহীহ।

٢٩٢٤-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَيْسٍ هُوَ رَجُلٌ بَصْرِيٌّ قَالَ : سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ كَانَ يُوْتِرُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ اَوْ مِنْ اٰخِرِهِ ؟ فَقَالَتْ : كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَصْنَعُ ، رُبَّمَا اَوْتَرَ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا اَوْتَرَ مِنْ اٰخِرِهِ . فَقُلْتُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً ، فَقُلْتُ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ ؟ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ اَمْ يَجْهَرُ ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، قَدْ كَانَ رُبَّمَا اَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً ، قُلْتُ : فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِى الْجَنَابَةِ ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ اَنْ يَنَامَ ، اَوْ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، فَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ ، قُلْتُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

২৯২৪. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ ইবন আবূ কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তিনি কেমন করে বিতরের সালাত আদায় করতেন? রাতের প্রথম ভাগে আদায় করতেন না শেষ ভাগে?

তিনি বললেন, সব রকমেই তিনি তা করতেন। কখনও রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়ে নিতেন, আবার কখনও রাতের শেষ ভাগে।

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্র শোকর যে, তিনি এ ব্যাপারে সুযোগ রেখেছেন।

আমি, বললাম ঃ তাঁর কিরাআত কেমন ছিল। তিনি তা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন না চুপি চুপি পাঠ করতেন। তিনি বললেন, সব রকমেই তিনি করতেন। কোন কোন সময় চুপি চুপি পাঠ করতেন আবার কোন কোন সময় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন।

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্র শোকর যে, তিনি এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

আমি বললাম ঃ জানাবাতের গোসলের ক্ষেত্রে কেমন করতেন? তিনি নিদ্রাগমনের পূর্বেই এই গোসল করে নিতেন, না গোসল না করেই ঘুমাতেন?

তিনি বললেন ঃ সব রকমেই তিনি করতেন। কোন কোন সময় গোসল করে ঘুমিয়েছেন আবার অনেক সময় কেবল উযূ করেই ঘুমিয়েছেন।

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্র শোকর যে, তিনি এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

٢٩٢٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ . اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ ، فَقَالَ : اَلَا رَجُلٌ

يَحْمِلُنِى اِلَي قَوْمِهِ ؟ فَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِى اَنْ اُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّى .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

২৯২৫. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ (হিজরতের পূর্বে) নিজেকে হজ্জের মওসুমে বিভিন্ন গোত্রের কাছে পেশ করে বলতেন ঃ এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আমাকে তার সম্প্রদায়ে নিয়ে যাবে? কেননা কুরায়শরা তো আমার রবের কালাম ও পয়গাম পৌছাতে আমাকে বাধা দিচ্ছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٢٩٢٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ . حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِىُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ اَبِى يَزِيْدَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ وَذِكْرِى عَنْ مَسْأَلَتِى اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ ، وَفَضْلُ كَلاَمِ اللّٰهِ عَلَي سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

২৯২৬. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মহান ও বরকমতময় রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, কুরআন নিয়ে ব্যস্ততা যাকে আমার যিকর এবং আমার কাছে প্রার্থনা করা থেকে বিরত রাখে আমি তাকে (প্রার্থনাকারীদেরকে) যা দিয়ে থাকি তদপেক্ষা উত্তম প্রতিদান দিব। সব কালামের উপর আল্লাহ্র কালামের মর্যাদা সেরূপ যেরূপ সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহ্র মর্যাদা বিদ্যমান।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

اَبْوَبُ الْقِرَاءَاتِ

অধ্যায় : কিরাআত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْقِرَاءَاتِ

অধ্যায় : কিরাআত

بَابُ فِى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা

٢٩٢٧-حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ . اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ يَقُوْلُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، ثُمَّ يَقِفُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، ثُمَّ يَقِفُ ، وَكَانَ يَقْرَؤُهَا مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَبِهِ يَقُوْلُ اَبُو عُبَيْدٍ وَيَخْتَارُهُ ، هٰكَذَا رَوَى يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ، وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِاَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ اَصَحُّ ، وَلَيْسَ فِى حَدِيْثِ اللَّيْثِ : وَكَانَ يَقْرَاُ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .

২৯২৭. আলী ইবন হুজর (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলাদা আলাদা করে কেটে কেটে কিরাআত করতেন। তিনি পড়তেন, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। এরপর থামতেন। আররাহমানির রাহীম এরপরে থামতেন। তারপর তিনি পড়তেন মালিক.... ইয়াওমিদ্দীন।

হাদীছটি গারীব।

আবূ উবায়দ (র)-ও এই কিরাআত করতেন এবং এটিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন।

ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ উমাবী প্রমুখ (র)-ও ইবন জুরায়জ... ইবন আবী মুলায়কা... উম্মু সালামা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। কিন্তু এর সনদটি মুত্তাসিল নয়। কেননা, লায়ছ ইবন সাদ (রা)-ও এই হাদীছটি ইবন আবী মুলায়কা... ইয়া'লা ইবন মামলাক... উম্মু সালামা (রা) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ -এর কিরাআত হরফে হরফে আলাদা আলাদা ছিল বলে বিবরণ দিয়েছেন।

লায়ছ (র) বর্ণিত হাদীছটি অধিক সাহীহ। লায়ছ-এর রিওয়ায়তে "তারপর তিনি مَلِكِ -এর স্থলে পড়তেন ঃ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

٢٩٢٨-حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ . حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدِ الرَّمْلِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاُرَاهُ قَالَ : وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَقْرَءُوْنَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا الشَّيْخِ اَيُّوْبَ بْنِ سُوَيْدِ الرَّمْلِيِّ .

وَقَدْ رَوَي بَعْضُ اَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَقْرَءُوْنَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَقْرَءُوْنَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .

২৯২৮. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন আবান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আবূ বকর, উমর (আমার ধারণা মতে তিনি উছমান (রা)-এর কথাও বলেছেন) সবাই পাঠ করতেন ঃ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .

٢٩٢٩-حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَاَ (اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ).

حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : وَاَبُو عَلِيِّ بْنُ يَزِيْدَ هُوَ اَخُوْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : تَفَرَّدَ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ ، وَهٰكَذَا قَرَاَ اَبُو عُبَيْدٍ (وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) اِتِّبَاعاً لِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

২৯২৯. আবূ কুরায়ব (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পাঠ করেছেন ঃ
(اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ)

সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)... ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আবূ আলী ইবন ইয়াযীদ (র) হলেন ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র)-এর ভাই। হাদীছটি হাসান-গারীব। মুহাম্মদ বুখারী (র) বলেন, ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র) সূত্রে এই হাদীছটির রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে ইবন মুবারক (র) একা।

ইমাম আবূ উবায়দ (র) এই হাদীছটির অনুসরণে উক্তরূপ পাঠ গ্রহণ করেছেন।

٢٩٣٠-حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعَمَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَاَ : (هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ) قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ رِشْدِيْنَ ، وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ، وَرِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعَمَ الْاَفْرِيْقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيْثِ .

২৯৩০. আবূ কুরায়ব (র)-মুআয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পাঠ করেছেন ঃ
(هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ)

হাদীছটি গারীব। রিশদীন ইবন সা'দ (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। সনদটি শক্তিশালী নয়। রিশদীন ইবন সা'দ এবং আবদুর রহমান ইবন যিয়াদ ইবন আনআম আফরীকী হাদীছ রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে যঈফ।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ هُوْدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা হূদ

٢٩٣١-حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ حَفْصٍ . حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَؤُهَا (اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ نَحْوَ هٰذَا وَهُوَ حَدِيْثُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، وَرُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ اَيْضًا عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُوْلُ : اَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدَ هِيَ اُمُّ سَلَمَةَ الْاَنْصَارِيَّةُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ عِنْدِيْ وَاحِدٌ ، وَقَدْ رَوَى شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ غَيْرَ حَدِيْثٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ ، وَهِيَ اَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا .

২৯৩১. হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ আল-বাসরী (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাঠ করতেন ঃ (اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ)

একাধিক রাবী এই হাদীছটিকে ছাবিত বুনানী (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শাহর ইবন হাওশাব... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা.) সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত আছে। আবদ ইবন হুমায়দ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) হলেন উম্মু সালামা আল-আনসারিয়া (রা.)।

উক্ত হাদীছ দুটো আমার মতে একই। শাহর ইবন হাওশাব (র.) উম্মু সালামা আনসারিয়া (রা.) সূত্রে

একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইনিই হলেন আসমা বিনত ইয়াযীদ। আইশা (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٩٣٢-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا هٰرُونُ النَّحْوِيُّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ هٰذِهِ الاٰيَةَ (اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ).

২৯৩২. ইয়াহ্ইয়া ইবন মূসা (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করেছেন ঃ

(اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ)

بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা কাহফ

٢٩٣٣-حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ بَصْرِيٌّ . حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا اَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَأَ : (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّى عُذْرًا) مُثَقَّلَةً .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَاُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثِقَةٌ ، وَاَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ شَيْخٌ مَجْهُولٌ لاَ اَدْرِى مَنْ هُوَ وَلاَ يُعْرَفُ اسْمُهُ .

২৯৩৩. আবূ বকর ইবন নাফি বাসরী (র)... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাঠ করেছেন ঃ (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّى عُذْرًا)

অর্থাৎ لَدُنِّىَ -এর ن অক্ষরটি তাশদীদ যুক্ত করে।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। উমায়্যা ইবন খালিদ নির্ভরযোগ্য। আবুল জারিয়া আবদী অজ্ঞাত। তাঁর নাম আমাদের জানা নেই।

٢٩٣٤-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ مُصَدَّعٍ اَبِى يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ : (فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ) .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَالصَّحِيحُ مَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِرَاءَتُهُ . وَيُرْوٰى اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ اخْتَلَفَا فِى قِرَاءَةِ هٰذِهِ الاٰيَةِ وَارْتَفَعَا اِلَى كَعْبِ الاَحْبَارِ فِى ذٰلِكَ ، فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَسْتَغْنَى بِرِوَايَتِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ اِلَى كَعْبٍ .

২৯৩৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন মূসা (র)... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাঠ করেছেন ঃ (فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ)

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। ইবন আব্বাস (রা) থেকে তাঁর পাঠ সম্পর্কে যে রিওয়ায়তটি আছে তা সাহীহ। বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের কিরাআতে ইবন আব্বাস এবং আমর ইবনুল আস (রা)-এর মাঝে মতপার্থক্য হয়। তখন উভয়ই এই বিষয়টি কা'ব আহবার (রা)-এর নিকট উত্থাপন করেন। এই বিষয়ে যদি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট নবী ﷺ থেকে বর্ণিত কোন রিওয়ায়ত থাকত তবে তিনি সেটিকেই যথেষ্ট মনে করতেন। কা'ব (রা)-এর মুখাপেক্ষী হতেন না।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الرُّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা রূম

٢٩٣٥–حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ عَلَى فَارِسَ ، فَاَعْجَبَ ذٰلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَنَزَلَتْ (الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ) اِلَى قَوْلِهِ : (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ) قَالَ : يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِظُهُوْرِ الرُّوْمِ عَلَي فَارِسَ .

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَيُقْرَاُ غَلَبَتْ وَغُلِبَتْ يَقُوْلُ : كَانَتْ غُلِبَتْ ثُمَّ غَلَبَتْ ، هٰكَذَا قَرَاَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ غَلَبَتْ .

২৯৩৫. নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বদর যুদ্ধের দিন রোমকরা পারস্যের উপর বিজয় লাভ করে। মু'মিনদের তাতে আনন্দ হয়। এই প্রসঙ্গে (পূর্বে) নাযিল হয়েছিল ঃ (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ)

আলিফ-লাম-মীম রোমকরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলেও কিন্তু তারা এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সব সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। আর সেই দিন মু'মিনগণও হর্ষোৎফুল্ল হবে (সূরা রূম ৩০ ঃ ১-৫)। পারস্যের উপর রোমকদের বিজয়ে মু'মিনরা আনন্দিত হয়। হাদীছটি এই সূত্রে হাসান গারীব। غَلَبَتْ ، غُلِبَتْ উভয় রূপেই পঠিত আছে। তিনি বলেন ঃ এরা غُلِبَتْ (পরাজিত) ছিল পরে غَلَبَتْ. (বিজয়ী) হয়। নাসর ইবন আলী (র)-ও এইরূপ ভাবে غَلَبَتْ পাঠ করেছেন।

٢٩٣٦–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ النَّحْوِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَرَاَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) فَقَالَ : مِنْ ضُعْفٍ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ .

২৯৩৬. মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ আর-রাযী (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর সামনে পাঠ করেছিলেন ঃ (خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ)

নবীজী বললেন ঃ مِنْ ضُعْفٍ

আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ফুযায়ল ইবন মারযূক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। ফুযায়ল ইবন মারযূক... আতিয়্যা... ইবন উমর (রা) নবী ﷺ সনদ ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الْقَمَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা কামার

٢٩٢٧–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ : (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৩৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করতেন ঃ (فَهَلْ مِنْ مُذكِرٍ)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الْوَاقِعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ওয়াকি‘আ

٢٩٣٨–حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ هٰرُوْنَ الاَعْوَرِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ : (فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيْمٍ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ هٰرُوْنَ الاَعْوَرِ .

২৯৩৮. বিশর ইবন হিলাল আস-সাওওয়াফ বাসরী (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাঠ করতেন ঃ (فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيْمٍ).

হাদীছটি হাসান-গারীব। হারূন আল-আওয়ার (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা লায়ল

٢٩٣٩–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَدِمْنَا الشَّامَ فَاَتَانَا اَبُو

الدَّرْدَاءِ فَقَالَ : اَفِيْكُمْ اَحَدٌ يَقْرَاُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : فَاَشَارُوْا اِلَيَّ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ اَنَا ، قَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقْرَاُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى) قَالَ : قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا : (وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثَى) فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ : وَاَنَا وَاللّٰهِ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا ، وَهٰؤُلَاءِ يُرِيْدُوْنَنِي اَنْ اَقْرَاَهَا (وَمَا خَلَقَ) فَلَا اُتَابِعُهُمْ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهٰكَذَا قِرَاءَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ : (وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَ الْاُنْثَى) .

২৯৩৯. হান্নাদ (র)... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা শামে গিয়েছিলাম। তখন আবুদ দারদা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আবদুল্লাহ (ইবন মাসঊদ)-এর কিরাআত অনুসারে পাঠ করতে পারে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? লোকে আমার দিকে ইঙ্গিত করল। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহকে (وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثَى) আয়াতটি কিভাবে পাঠ করতে শুনেছ?

আমি বললাম ঃ তাঁকে পাঠ করতে শুনেছি যে, (وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى)

আবূ দারদা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এইভাবেই পাঠ করতে শুনেছি। এরা (এখানকার ক্বারীরা) চায় আমিও পড়ি وَمَا خَلَقَ । কিন্তু আমি এদের অনুসরণ করব না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-এর পাঠও এই ছিল যে ঃ

وَاللَّيْلَ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَ الْاُنْثَى

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الذَّارِيَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা যারিয়াত

٢٩٤٠–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : اَقْرَاَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : (اِنِّي اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৪০. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পড়িয়েছেন ঃ (اِنِّي اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা হাজ্জ

٢٩٤١–حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ وَ الْفَضْلُ بْنُ اَبِى طَالِبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الْحَكِيْمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَأَ : (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَي وَمَا هُمْ بِسُكَارَى) .قَالَ اَبُوْ عِيْسَى " هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَلاَ يُعْرَفُ لِقَتَادَةَ سَمَاعًا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ مِنْ اَنَسٍ وَاَبُو الطُّفَيْلِ وَهُوَ عِنْدِى حَدِيْثٌ مُخْتَصَرٌ اِنَّمَا يُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى السَّفَرِ فَقَرَأَ : (يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ) اَلْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ . وَحَدِيْثُ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عِنْدِى مُخْتَصَرٌ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

২৯৪১. আবূ যুরআ, ফাযল ইবন আবী তালিব প্রমুখ (র)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পাঠ করেছেন ঃ (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَي وَمَا هُمْ بِسُكَارَى) .

হাদীছটি হাসান।

আনাস এবং আবুত্ তুফায়ল (রা) ব্যতীত আর কোন সাহাবী (রা) থেকে কাতাদা সরাসরি হাদীছ শুনেছেন বলে আমরা জানি না।

আমার মতে এই রিওয়ায়তটি সংক্ষিপ্ত। কাতাদা-হাসান-ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পাঠ করলেন ঃ (يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ)

এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীছটির উল্লেখ করেন। আমার মতে হাকাম ইবন আবদিল মালিক (র)-এর রিওয়ায়তটি (২৯৪১ নং) এই হাদীছটির তুলনায় সংক্ষিপ্ত।

٢٩٤٢–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ : اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ : سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بِئْسَ مَا لِاَحَدِهِمْ اَوْ لِاَحَدِكُمْ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ ، فَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ ، فَوَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৪২. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কতই না মন্দ তোমাদের জন্য এই কথা বলা ঃ অমুক আয়াতটি আমি ভুলে গিয়ে বরং তোমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুরআন স্মরণ রাখতে নিয়মিত প্রয়াস চালিয়ে যাও। কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ। পশু যেমন বন্ধন থেকে পালায় মানুষের হৃদয় থেকে কুরআন করীম তদপেক্ষা অধিক হারিয়ে যায়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ

بَابُ مَا جَاءَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন নাযিল হয়েছে সাত হরফে

٢٩٤٣--حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : لَقِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيلَ ، فَقَالَ : يَا جِبْرِيلُ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّينَ : مِنْهُمُ الْعَجُوزُ ، وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ ، وَالْغُلاَمُ ، وَالْجَارِيَةُ ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَأُمِّ أَيُّوبَ ، وَهِيَ امْــرَأَةُ أَبِي أَيُّوبَ وَسَمُرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ الصِّمَّةِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي بَكْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .

২৯৪৩. আহমদ ইবন মানী' (র) উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে জিবরীল (আ)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁকে বললেন, হে জিবরীল, আমি তো এক উম্মী-উম্মতের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। এদের মধ্যে আছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা এবং এমন অনেক ব্যক্তি যারা কখনও কোন কিতাব পাঠ করেনি। তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মদ, কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে।

এই বিষয়ে উমর, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, আবূ হুরায়রা, আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর স্ত্রী উম্মু আয়্যুব, সামুরা, ইবন আব্বাস, আবূ জুহায়ম ইবনিল হারিছ ইবন সিম্মা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে।

٢٩٤٤--حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَارِيِّ . أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَرَرْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ ، فَنَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا ، فَقَالَ : أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ وَاللّٰهِ ، إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَهُوَ أَقْــرَأَنِي هٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْــرَؤُهَا ، فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ

لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا ، وَاَنْتَ اَقْرَأْتَنِى سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اِقْرَأْ يَا هِشَامُ ، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِى سَمِعْتُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اقْرَأْ يَا عُمَرُ ، فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِى اَقْرَأَنِى النَّبِىُّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوٰى مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ .

২৯৪৪. হাসান ইবন আলী খাল্লাল প্রমুখ (র)... উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় আমি একবার হিশাম ইবন হাকীম ইবন হিযাম-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন (সালাতে) সূরা আল-ফুরকান পড়ছিলেন। আমি তাঁর কিরাআত শুনলাম। কিন্তু তিনি এমন অনেক হরফ তাতে উচ্চারণ করছিলেন যা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পড়ান নি।

আমি সালাতের মাঝেই তাঁকে প্রায় হামলা করে বসছিলাম। যা হোক, আমি অপেক্ষা করলাম যে পর্যন্ত না তিনি সালাম ফিরালেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন আমি তাঁর ঘাড়ে আমার চাদর পেঁচিয়ে ধরলাম। বললাম ঃ তোমাকে এখন যে সূরা পড়তে শুনলাম তা কে তোমাকে শিখিয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমাকে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই পড়িয়েছেন।

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্র কসম, তুমি মিথ্যা বলছ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো আমাকেও এই সূরা পড়িয়েছেন, যে সূরাটি তুমি পড়েছ। আমি তাকে টানতে টানতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলাম বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি একে এমন কিছু শব্দে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শুনেছি যেভাবে আপনি আমাকে পড়ান নি। আপনিই তো আমাকে সূরা আল-ফুরকান শিখিয়েছেন।

নবী ﷺ বললেন ঃ উমর, একে ছেড়ে দাও। হে হিশাম, তুমি পড়।

তিনি সেভাবেই তা পড়লেন, যেভাবে আমি তাকে পড়তে শুনেছিলাম। নবী ﷺ বললেন ঃ এভাবেই তা নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন ঃ উমর, তুমি পড়। আমি সেভাবেই তা পড়লাম যেভাবে নবী ﷺ আমাকে তা শিখিয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ এভাবেই তা নাযিল হয়েছে।

এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ এই কুরআন তো সাত হরফে নাযিল হয়েছে। সুতরাং যেভাবে তোমাদের জন্য সহজ হয় সেভাবে তোমরা তা থেকে পাঠ করো।

হাদীছটি সাহীহ

মালিক ইবন আনাস (র) এটিকে যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। তবে তিনি এর সনদে মিসওয়ার ইবন মাখরামা (র)-এর উল্লেখ করেন নি।

٢٩٤٥–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ . حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ اَخِيْهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيْهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ ، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَمَنْ اَبْطَاَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَرَوٰى اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

২৯৪৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের দুনিয়ার কোন পেরেশানী দূর করবে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তার কোন পেরেশানী দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন দোষ গোপন করবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র জনের কষ্ট লাঘব করবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার কষ্ট লাঘব করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ তাঁর বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে। যে ব্যক্তি ইলম-তালাশে পথ চলবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। যখন কোন সম্প্রদায় মসজিদে বসে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর পাঠ করে তখন তাদের উপর সাকীনা (প্রশান্তি) নাযিল হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে দেয় এবং ফিরিশ্তারা তাদের বেষ্টন করে রাখেন। আমল যাকে পিছিয়ে নেয় বংশ (মর্যাদা) তাঁকে এগিয়ে নিতে পারবে না।

একাধিক রাবী আমাশ-আবূ সালেহ-আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। আসবাত ইবন মুহাম্মদ (র.) আ'মাশ (র) থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, আ'মাশ বলেন ঃ আমাকে আবূ সালিহ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে... । এরপর তিনি ঐ হাদীছটির কতকাংশ রিওয়ায়ত করেন।

٢٩٤٦–حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ . حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِي كَمْ اَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ ؟ قَالَ : اُخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ . قُلْتُ : اِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ . قَالَ : اخْتِمْهُ فِي عِشْرِيْنَ . قُلْتُ : اِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ . قَالَ اُخْتِمْهُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ قُلْتُ : اِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ : اُخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ . قُلْتُ : اِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ . قَالَ : اُخْتِمْهُ فِي خَمْسٍ . قُلْتُ : اِنِّي اُطِيْقُ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ . قَالَ : فَمَا رَخَّصَ لِي.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِيْنَ . قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ : وَلاَ نُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِيْنَ ، وَلَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لاَ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ لِلْحَدِيْثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُوْتِرُ بِهَا . وَرُوِيَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي الْكَعْبَةِ ، وَالتَّرْتِيْلُ فِي الْقِرَاءَةِ أَحَبُّ إِلٰى أَهْلِ الْعِلْمِ .

২৯৪৬. উবায়েদ ইবন আসবাত ইবন মুহাম্মাদ কুরাশী (র)... আবদূল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কতদিনে আমি কুরআন পাঠ করব? তিনি বললেন ঃ মাসে একবার খতম করবে। আমি বললাম ঃ আমি তো এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম।

তিনি বললেন ঃ বিশদিনে একবার খতম করবে।

আমি বললাম ঃ আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম।

তিনি বললেন ঃ পনর দিনে একবার খতম করবে।

আমি বললাম ঃ আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম।

তিনি বললেন ঃ দশদিনে একবার খতম দিবে।

আমি বললাম ঃ আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম।

তিনি বললেন ঃ তবে পাঁচ দিনে একবার খতম দাও।

আমি বললাম ঃ আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম।

কিন্তু তিনি আমাকে আর অবকাশ দিলেন না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবূ বুরদা... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর রিওয়ায়ত অনুসারে একে গারীব বলে গণ্য করা হয়। এই হাদীছটি আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এও বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করে, সে বুঝে করে না।

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন ঃ কুরআন চল্লিশ দিনে এক খতম করবে।

ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) বলেন, এই হাদীছটির কারণে আমরা পছন্দ করি না যে, চল্লিশ দিন অতিবাহিত হবে অথচ সে কুরআন শরীফ এক খতম করবে না।

কোন কোন আলিম নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীছের উপর ভিত্তি করে বলেন যে, তিন দিনের কমে কুরআন খতম করবে না। আর কোন কোন আলিম এর অনুমতি দিয়েছেন। উছমান ইবন আফ্ফান (রা)

থেকে বর্ণিত আছে যে, বিতরের শেষ রাকাআতে পুরো কুরআন খতম করতেন। সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কা'বা শরীফে এক রাকআতে তিনি কুরআন করীমের এক খতম দিয়েছিলেন।

আলিমগণের নিকট তারতীল অর্থাৎ ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে কুরআন পাঠ করা অধিক পছন্দনীয়।

٢٩٤٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِى النَّضْرِ الْبَغْدَادِىُّ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ هُوَ اَبْنُ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ : اَقْرَإِ الْقُرْاٰنَ فِى اَرْبَعِيْنَ .

قَالَ اَبُوعِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اَنْ يَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ فِى اَرْبَعِيْنَ .

২৯৪৭. আবূ বকর ইবন আবূ নাযর বাগদাদী (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন ঃ চল্লিশ দিনে কুরআন খতম করবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

কোন কোন রাবী মা'মার-সিমাক ইবন ফায্‌ল... ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-কে চল্লিশ দিনে কুরআন খতম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٢٩٤٨-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ . حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ الرَّبِيْعِ . حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ ؟ قَالَ : اَلْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ . قَالَ : وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ ؟ قَالَ : الَّذِى يَضْرِبُ مِنْ اَوَّلِ الْقُرْاٰنِ اِلَى اٰخِرِهِ كُلَّمَا حَلَّ اُرْتَحَلَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَاِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ . حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : وَهٰذَا عِنْدِى اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ نَصْرِ بْنِ عَلِىٍّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ الرَّبِيْعِ .

২৯৪৮. নাসর ইবন আলী আল জাহযামী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কি?

তিনি বললেন ঃ কুরআন শুরু থেকে পড়ে খতম করার পর আবার শুরু থেকে পাঠ আরম্ভ করা।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া ইবন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়ত সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... যুরারা ইবন আওফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সনদে ইবন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নেই। নাসর ইবন আলী (র)-হায়ছাম ইবনে রাবী (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তটি থেকে (২৯৪৮) এটি আমার মতে অধিক সাহীহ।

٢٩٤٩–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فِى اَقَلِّ مِنْ ثَلاَثٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

২৯৪৯. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করে সে তা বুঝবে না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ

মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... শু'বা (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ

অধ্যায় : কুরআন তাফসীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ

অধ্যায় : কুরআন তাফসীর

بَابُ مَاجَاءَ فِى الَّذِىْ يُفَسِّرُ الْقُرْاٰنَ بِرَأْيِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের মত অনুসারে কুরআন তাফসীর করা

٢٩٥٠-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৫০. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া কুরআন সম্পর্কে কথা বলবে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস বানিয়ে নেয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ

٢٩٥١-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِىُّ . حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّى اِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৯৫১. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, তোমরা নিশ্চিত ভাবে যা জান তাছাড়া আমার থেকে হাদীছ বর্ণনা ক্ষেত্রে সাবধান থাকবে। যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামকে তার আবাস বানিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি কুরআনে নিজের মত অনুসারে কথা বলবে সেও যেন জাহান্নামকে তার আবাস বানিয়ে নেয়।

হাদীছটি হাসান।

٢٩٥٢–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ . حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَهُوَ ابْنُ اَبِى حَزْمٍ اَخُوْ حَزْمٍ الْقِطَعِيِّ . حَدَّثَنَا اَبُو عِمْرَانَ الْجُوْنِىُّ عَنْ جُنْدُبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَاَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰكَذَا رُوِىَ عَنْ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ اَنَّهُمْ شَدَّدُوا فِى هٰذَا فِى اَنْ يُفَسَّرَ الْقُرْاٰنُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَاَمَّا الَّذِى رُوِىَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّهُمْ فَسَّرُوا الْقُرْاٰنَ ، فَلَيْسَ الظَّنُّ بِهِمْ اَنَّهُمْ قَالُوا فِى الْقُرْاٰنِ اَوْ فَسَّرُوْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَوْ مِنْ قِبَلِ اَنْفُسِهِمْ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا اَنَّهُمْ لَمْ يَقُوْلُوا مِنْ قِبَلِ اَنْفُسِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ اَهْلِ الْحَدِيْثِ فِى سُهَيْلِ بْنِ اَبِى حَزْمٍ .

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىِّ الْبَصْرِىُّ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَا فِى الْقُرْاٰنِ اٰيَةٌ اِلاَّ وَقَدْ سَمِعْتُ فِيْهَا بِشَىْءٍ .

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : لَوْ كُنْتُ قَرَاْتُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَمْ اَحْتَجْ اِلَي اَنْ اَسْاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ مِمَّا سَاَلْتُ .

২৯৫২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... জুন্দুব ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের মত অনুসারে কুরআন সম্পর্কে কথা বলে সে যদি শুদ্ধও বলে, তাহলেও সে অপরাধ করল।

কতক আলিম শ্রেণীর সাহাবা এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম (র) থেকে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তাঁরা ইলম ছাড়া কুরআনের তাফসীর করার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর মত ব্যক্ত করেছেন। মুজাহিদ, কাতাদা প্রমুখ (র) আলিমগণ কুরআন করীমের তাফসীর করতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের বিষয়ে এই কথার ধারণাও করা যায় না যে, তাঁরা ইলম ছাড়া নিজ মত অনুসারে কুরআন সম্পর্কে কথা বলেছেন বা এর তাফসীর করেছেন। তারা ইলম ছাড়া নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বলেন নি বলে আমরা যে মন্তব্য করেছি তাঁদের পক্ষ থেকে বর্ণিত বক্তব্যেও এর প্রমাণ বিদ্যমান।

কোন কোন হাদীছ বিশারদ সুহায়ল ইবন আবু হাযম সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন।

হুসায়ন ইবন মাহদী আল-বাসরী (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যে বিষয়ে আমি কোন রিওয়ায়ত শুনিনি।

ইবন আবূ উমর (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি যদি ইবন মাসঊদের কিরাআত পাঠ করতাম তবে কুরআনের অনেক এমন বিষয়ে যেগুলো সম্পর্কে আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করেছি সেগুলো সম্পর্কে আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজনবোধ করতাম না।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা

২৯৫৩-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلّٰى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ وَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ . قَالَ : قُلْتُ : يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنِّى اَحْيَانًا اَكُوْنُ وَرَاءِ الْاِمَامِ . قَالَ : يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ فَاقْرَأْهَا فِى نَفْسِكَ ، فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَ بَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِى وَنِصْفُهَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ . يَقْرَأُ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . فَيَقُوْلُ اللّٰهُ حَمِدَنِى عَبْدِى . فَيَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى . فَيَقُوْلُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . فَيَقُوْلُ مَجَّدَنِى عَبْدِى وَهٰذَا لِى ، وَبَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ، وَاٰخِرُ السُّوْرَةِ لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ ، يَقُوْلُ : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا .

اَخْبَرَنَا بِذَالِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَ يَعْقُوْبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِىُّ قَالاَ : حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِى اُوَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . حَدَّثَنِى اَبِى وَاَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، وَكَانَا جَلِيْسَيْنِ لِاَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلّٰى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، وَلَيْسَ فِى

حَدِيْثِ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ اَبِى اُوَيْسٍ اَكْثَرُ مِنْ هٰذَا . وَسَاَلْتُ اَبَا زُرْعَةَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ بْنِ اَبِى اُوَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْعَلاَءِ .

اَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ ، اَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنِ اَبِى قَيْسٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ : الْقَوْمُ : هٰذَا عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ وَجِئْتُ بِغَيْرِ اَمَانٍ وَلاَ كِتَابٍ ، فَلَمَّا دَفَعْتُ اِلَيْهِ اَخَذَ بِيَدِىْ ، وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَالِكَ اِنِّى لاَرْجُوْ اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ يَدَهُ فِى يَدِى ، قَالَ : فَقَامَ فَلَقِيَتْهُ اَمْرَأَةٌ وَصَبِىٌّ مَعَهَا . فَقَالاَ : اِنَّ لَنَا اِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهُمَا حَتّٰى قَضَى حَاجَتَهُمَا ، ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِى حَتّٰى اَتَى بِىْ دَارَهُ ، فَاَلْقَتْ لَهُ الْوَلِيْدَةُ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا يُفِرُّكَ اَنْ تَقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ . فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ اِلٰهٍ سِوَى اللّٰهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ لاَ ، قَالَ : ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : اِنَّمَا تَفِرُّ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، وَتَعْلَمُ اَنَّ شَيْئًا اَكْبَرُ مِنَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ لاَ ، قَالَ : فَاِنَّ الْيَهُوْدَ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ وَاِنَّ النَّصَارٰى ضُلاَّلٌ . قَالَ : قُلْتُ فَاِنِّى جِئْتُ مُسْلِمًا ، قَالَ " فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ تَبَسَّطَ فَرَحًا ،قَالَ : ثُمَّ اَمَرَ بِى فَاُنْزِلْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ جَعَلْتُ اَغْشَاهُ اٰتِيْهِ طَرَفَىِ النَّهَارِ قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً اِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِى ثِيَابٍ مِنَ الصُّوْفِ مِنْ هٰذِهِ الْمَـارِ قَالَ : فَصَلّٰى وَقَامَ فَحَثَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بِنِصْفِ صَاعٍ وَلَوْ بِقَبْضَةٍ وَلَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ يَقِى اَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ اَوِ النَّارِ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَقِى اللّٰهِ وَقَائِلٌ لَهُ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ " اَلَمْ اَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا؟ فَيَقُوْلُ : بَلَى ، فَيَقُوْلُ : اَلَمْ اَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَوَلَدًا ؟ فَيَقُوْلُ بَلَى ، فَيَقُوْلُ اَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ لاَ يَجِدُ شَيْئًا يَقِى بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ ، لِيَقِ اَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ، فَاِنِّى لاَ اَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ ، فَاِنَّ اللّٰهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيْكُمْ حَتّٰى تَسِيْرَ الظَّعِيْنَةُ فِيْمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيْرَةِ اَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا السَّرَقَ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ فِى نَفْسِى : فَاَيْنَ لُصُوْصُ طَيِّءٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ الاَّ مِنْ حَدِيْثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ . وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ .

২৯৫৩. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সালাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে না তার সালাত হবে ত্রুটিযুক্ত, অসম্পূর্ণ।

রাবী আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি বললাম ঃ হে আবূ হুরায়রা (রা), আমি তো অনেক সময় ইমামের পেছনে থাকি।

তিনি বললেন ঃ হে পারস্য সন্তান, তখন মনে মনে তা পাঠ করবে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

আমি সালাত (সূরা ফাতিহা)-কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে অর্ধাঅর্ধি বিভক্ত করে দিয়েছি। তার অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দার। আর আমার বান্দারা যা চাইবে তাই পাবে।

বান্দা সালাতে দাঁড়িয়ে বলে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।

বান্দা বলে ঃ আর রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ্ বলেন ঃ বান্দা আমার ছানা সিফত করেছে।

বান্দা বলে ঃ মালিকি ইয়াও মিদ্দীন।

আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মর্যাদা দিয়েছে।

এতটুকু হল আমার। আমার এবং আমার বান্দার মাঝে হল, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন।

সূরার শেষ অংশ হল আমার বান্দার। বান্দা আমার কাছে যা চাইবে তা পাবে।

বান্দা বলে ঃ ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সীরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন।

হাদীছটি হাসান।

শু'বা ও ইসমাঈল ইবন জা'ফর প্রমুখ (র)... আলা ইবন আবদুর রহমান... আবদুর রহমান... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইবন জুরায়জ ও মালিক ইবন আনাস (র)... আলা ইব্ন আবদুর রহমান... হিশাম ইবন যুহরার মাওলা আবু'স সাইব... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ও ইয়াকূব ইবন সুফইয়ান ফারসী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন পাঠ ছাড়া সালাত আদায় করে তার সালাত হল ত্রুটিযুক্ত, অসম্পূর্ণ। ইসমাঈল ইবন উওয়ায়স (র)-এর রিওয়ায়তে এর অতিরিক্ত কিছু নেই। আবূ যুরআ (র)-কে আমি এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ উভয় হাদীছই সাহীহ। তিনি ইবন আবূ উওয়ায়স-তার পিতা আবূ উওয়ায়স... আলা (র)-এর রিওয়ায়তটি দলীল হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন মসজিদে বসা ছিলেন। লোকেরা বলল, ইনি হলেন আদী ইবন হাতিম। আমি কোনরূপ নিরাপত্তা লাভ বা চুক্তিপত্র সম্পাদন ছাড়াই তাঁর নিকট এসেছিলাম। আমাকে তাঁর সামনে

হাযির করা হলে তিনি আমার হাত ধরলেন। এর আগেই তিনি বলেছিলেন, আমি আশা করছি, আল্লাহ্ তা'আলা আমার হাতে তাঁর হাত অর্পণ করবেন।

আদী (রা) বলেন ঃ তিনি আমাকে নিয়ে উঠে চললেন। পথে একটি বালকসহ এক মহিলা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে। তারা বলল ঃ আপনার কাছে আমাদের একটু দরকার ছিল। তাদের প্রয়োজন সমাধা না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরে এলেন। একটি বালিকা একটি গদি বিছিয়ে দিল। তিনি তাতে বসলেন আর আমি তাঁর সামনে বসলাম। তখন তিনি আল্লাহ্র হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এই কথা স্বীকার করা থেকে কেন তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ? আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ আছে বলে তুমি কি জান?

আদী বলেন, আমি বললাম ঃ না।

এরপর তিনি আরো কিছুক্ষণ কথা বলে পরে বললেন ঃ তুমি 'আল্লাহু আকবার' এই কথা বলা থেকে ভাগছ। আল্লাহ্র চেয়েও বড় কিছু আছে বলে তুমি কি জান?

আমি বললাম ঃ না।

তিনি বললেন ঃ ইয়াহূদীরা তো আল্লাহ্র অভিশপ্ত জাতি আর নাসারারা হল পথভ্রষ্ট।

অ.মি বললাম ঃ আমি তো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। আমি দেখলাম তাঁর চেহারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। এরপর তাঁর নির্দেশে আমাকে জনৈক আনসারীর বাড়িতে মেহমান হিসাবে রাখা হয়। দিনের দুই প্রান্তে আমি তাঁর খেদমতে এসে হাযির হতাম। একদিন বিকালে তাঁর কাছে হাযির ছিলাম। এমন সময় সাদা-কাল ডোরাকাটা রেশমী পোষাকে একদল লোক এল। নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন এবং দাঁড়িয়ে এদে াহায্য করার জন্য লোকদের উৎসাহিত করলেন। বললেন ঃ একসা', অর্ধসা', একমুষ্ঠ বা মুষ্ঠির অংশ হলেও তা দান করে জাহান্নামের আগুনের তাপ থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা কর; একটা খেজুর বা খেজুরের অংশ দিয়ে হলেও। কেননা আল্লাহ্র সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাত হবে। আমি তোমাদের যা বলছি তিনি তোমাদের তা বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে কান ও চোখ দেই নি? সে বলবে ঃ অবশ্যই।

আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাকে কি আমি সম্পদ ও সন্তান দেইনি?

আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমার নিজের জন্যে অগ্রে কি পাঠিয়ে এসেছ?

সে তার সামনের দিকে তাকাবে। তার পেছনে, ডানে এবং বামে তাকাবে। কিন্তু সে জাহান্নামের ভীষণ উত্তাপ থেকে নিজেকে রক্ষার কিছু পাবে না।

সুতরাং তোমরা একটা খেজুরে অংশও দান করে হলে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা কর। তা যদি না পাও, তবে ভাল কথার মাধ্যমে হলেও তা কর। কারণ, আমি তোমাদের ব্যাপারে উপবাসের আশংকা করি না। আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করবেন। তিনি তোমাদের প্রচুর দান করবেন। এমনকি উষ্ট্রারোহিণী কোন মহিলা ইয়াছরিব (মদীনা) ও হেরার মাঝে বহু সফর করবে কিন্তু সে তার বাহনের কিছু চুরির কোন আশংকা করবে না।

আদী (রা) বলেন ঃ আমি মনে মনে বললাম, তাহলে কবীলার চোরগুলি তখন যাবে কোথায়?

হাদীছটি হাসান-গারীব। সিমাক ইবন হারব (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

শু'বা (র)-সিমাক ইবন হারব-আব্বাদ ইবন হুবায়শ-আদী ইবন হাতিম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে দীর্ঘ হাদীছটি বর্ণনা করেন।

٢٩٥٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَبُنْدَارٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْيَهُوْدُ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ ، وَالنَّصَارَى ضُلاَّلٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ .

২৯৫৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না ও বুনদার (র)... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদীরা হল মাগযূব আলাইহিম বা ক্রোধে নিপতিত আর নাসারারা হল পথভ্রষ্ট। এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীছটি বর্ণনা করেন।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-বাকারা

٢٩٥٥–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ اَبِى عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ اَبِى مُوْسَى الاَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ ، فَجَاءَ بَنُوْ اٰدَمَ عَلَى قَدْرِ الْاَرْضِ ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الاَحْمَرُ وَالاَبْيَضُ وَالاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَالِكَ ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৫৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীর সব জায়গা থেকে এক মুঠ মাটি নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে বানিয়েছেন। যমীনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আদম সন্তানরা এসেছে। তাদের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কাল, আর কেউ বা এর মাঝামাঝি। তাদের কেউ কোমল, কেউ কঠোর, কেউ মন্দ, কেউ বা ভাল।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٥٦–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فِى قَوْلِهِ : (اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا) قَالَ دَخَلُوا مُتَزَحِّفِيْنَ عَلَى اَوْرَاكِهِمْ ، وَبِهٰذَا الاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِى قِيْلَ لَهُمْ) قَالَ : قَالُوا حَبَّةٌ فِى شَعْرَةٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৫৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র বাণী ঃ (اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا) (২ ঃ ৫৮) (বানূ ইসরাঈল) তোমরা আনত হয়ে দ্বারে প্রবেশ কর — প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ তারা (আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে) নিতম্বের উপর ভর করে দ্বারে প্রবেশ করে।

এই সনদে নবী ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, (فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِى قِيْلَ لَهُمْ) কিন্তু এই জালিমরা তাদের যা বলা হয়েছিল তৎপরিবর্তে অন্য কথা বলল (২ ঃ ৫৯) সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন ঃ তারা বলল, যবের ভেতর শস্য দানা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٥٧-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ . حَدَّثَنَا اَشْعَثُ السَّمَّانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى سَفَرِهِ فِى لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ اَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَي حِيَالِهِ . فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ (فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اَشْعَثَ السَّمَّانِ اَبِى الرَّبِيْعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، وَاَشْعَثُ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ .

২৯৫৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমির ইবন রাবীআ তার পিতা আমির ইবন রাবীআ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক নিবিড় অন্ধকার রাতে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। কেবলা কোন্ দিকে আমরা তা জানতে পারলাম না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেচনানুযায়ী কিবলা নির্ধারণ করে সালাত আদায় করে নেয়। সকালে আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করি। তখন নাযিল হল ঃ (فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) (যে দিকে তোমরা মুখ ফিরাবে সে দিকেই আল্লাহ আছেন (২ ঃ ১১৫)।

হাদীছটি গারীব। আশআছ সাম্মান আবূ রাবী... আসিম ইবন উবায়দুল্লাহ (র)-এর হাদীছ ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আশআছ হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ।

٢٩٥٨-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنِ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا اَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَهُوَ جَاءَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ، ثُمَّ قَرَاَ ابْنُ عُمَرَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) الْاٰيَةَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَفِى هٰذِهِ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ قَالَ فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ : (وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) قَالَ قَتَادَةُ : هِىَ مَنْسُوْخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) اَىْ تِلْقَاءَهُ .

حَدَّثَنَا بِذَالِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ . وَيُرْوَى عَنْ مُجَاهِدٍ فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ : (اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) قَالَ فَثَمَّ قِبْلَةُ اللّٰهِ .

حَدَّثَنَا بِذَالِكَ اَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهٰذَا .

২৯৫৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর বাহনের উপর আরোহী অবস্থায় যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে ফিরে নফল সালাত আদায় করেছেন। তিনি তখন মক্কা থেকে মদীনায় আসছিলেন। এরপর ইবন উমর এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ (وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ)

ইবন উমর (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটি এই প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) (পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহ্‌রই সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও না কেন সে দিকেই আল্লাহ্ আছেন।) (২ ঃ ১১৫) আয়াতটি সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি মানসূখ। এই বিধান (وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (সালাতে) মসজিদে হারাম কা'বার দিকেই তোমার চেহারা ফিরাবে) (২ ঃ ১৪৪) আয়াতটির দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। (اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) অর্থাৎ কা'বার দিকে।

মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবূ শাওয়াবির (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন; আর মুজাহিদ (র) থেকে اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (সেদিকে আল্লাহ্ আছেন) আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত মর্ম হল, সেদিকেই আল্লাহ্‌র কিবলা রয়েছে।

আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন আলা (র)... মুজাহিদ (র) থেকে উক্তরূপ বর্ণিত আছে।

٢٩٥٩-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৫৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব একদিন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা মাকামে ইবরাহীমের পেছনে যদি সালাত আদায় করতাম (তবে কতই না ভাল হত)। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান রূপে গ্রহণ কর। (২ ঃ ১২৫)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٦٠-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قُلْتُ لِرَسُـــوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَواتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ، فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبرَاهِيْمَ مُصَلًّى) .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

২৯৬০. আহমদ ইবন মানী' (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করতেন (তবে কতই না ভাল হত)। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْـرَاهِيْــمَ مُصَلًّى তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করবে (২ ঃ ১২৫)।

হাসীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٩٦١–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ, حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قَوْلِهٖ (وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا) قَالَ عَدْلاً .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الــــلّٰهِ ﷺ : يُدْعَى نُوْحٌ ، فَيُقَالُ : هَلْ بَلَّغْـــتَ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ ، فَيُقَالُ : هَلْ بَلَّغَكُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ وَمَا اَتَانَا مِنْ اَحَدٍ ، فَيَقُوْلُ : مَنْ شُهُوْدُكَ ؟ فَيَقُوْلُ : مُحَمَّدٌ وَاُمَّتُهُ ، قَالَ : فَيُؤْتَى بِكُمْ تَشْــهَدُوْنَ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ، فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ (وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا) وَالْوَسَطُ : الْعَدْلُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحْوَهُ .

২৯৬১. আহমদ ইবন মানী' (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত ঃ (وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُم اُمَّةً وَسَطًا) তোমাদেরকে 'উম্মাত ওয়াসাত' হিসাবে বানিয়েছি (২ ঃ ১৪৩) সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন ঃ عدلا ন্যায়নিষ্ঠ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) নূহ (আ)-কে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ আপনি কি (আপনি কি আপনার কওমকে আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছিয়েছিলেন?

তিনি বলবেন ঃ হ্যাঁ।

এরপর তাঁর কওমকে ডাকা হবে। জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ তোমাদের নিকট কি (আমার হুকুম-আহকাম) পৌঁছান হয়েছিল? তারা বলবে ঃ আমাদের কাছে তো কোন সতর্ককারী আসেনি। কেউই তো আমাদের কাছে আসে নেই।

(নূহ আঃ-কে) বলা হবে ঃ তোমার সাক্ষী কে?

তিনি বলবেন ঃ মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মত।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তখন তোমাদেরকে আনা হবে। তোমরা সাক্ষ্য দিবে যে, তিনি (নূহ) অবশ্যই তা পৌঁছিয়েছেন। এই হল আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীর তাৎপর্য ঃ

(وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا)

এইভাবে তোমাদের আমি ন্যায়নিষ্ঠ উম্মত হিসাবে বানিয়েছি যেন তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হও আর রাসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী। (২ ঃ ১৪৫)

العدل ন্যায়নিষ্ঠ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (রা)... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٩٦٢-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ صَلّٰى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (قَدْ نَرٰي تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، وَكَانَ يُحِبُّ ذٰلِكَ ، فَصَلّٰى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّ عَلٰى قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوْعٌ فِى صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ — وَاَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ : فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوْعٌ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ .

২৯৬২. হান্নাদ (র)... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন ষোল বা সতর মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বার দিকে ফিরে সালাত আদায় করা পছন্দ করতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (قَدْ نَرٰي تَقَلُّبَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো আমি লক্ষ্য করছি। সুতরাং আপনাকে আপনার পছন্দের কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। অতএব আপনি (সালাতে) মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাবেন। (২ ঃ ১৪৩) অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ করুন। আর তিনি নিজেও তা ভালবাসতেন। এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে (ঐ দিন) আসরের সালাত আদায় করে আনসারদের একটি সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখনও বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আসরের সালাতে রুকূতে ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছেন এবং তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তাঁরা রুকূ অবস্থাতেই কা'বার দিকে ফিরে গেলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সুফইয়ান ছাওরী এটিকে আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٦٣-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَعِمَارَةَ بْنِ اَوْسٍ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৬৩. হান্নাদ (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এঁরা ঐ সময় ফজরের সালাতের রুকূতে ছিলেন।

এই বিষয়ে আমর ইবন আওফ মুযানী, ইবন উমর, উমারা ইবন আওফ, আনাস ইবন মালিক (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٦٤-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَاَبُوْ عَمَّارٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ مَاتُوْا وَهُمْ يُصَلُّوْنَ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ) الاٰيَةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৬৪. হান্নাদ ও আবূ আম্মার (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-কে যখন (কিবলার বিষয়ে) কা'বার দিকে ফিরানো হল তখন সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সেই সব ভাইদের কি হবে যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেছেন এবং সে যুগে মারা গিয়েছেন?

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ) আল্লাহ্ এমন নন যে, তাদের ঈমান ব্যর্থ করে দিবে। (২ ঃ ১৪৩)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٦٥-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتْ : بِئْسَ مَاقُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ ، وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لاَ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لأَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ هِشَامٍ فَأَعْجَبَهُ ذَالِكَ وَقَالَ : إِنَّ هٰذَا الْعِلْمُ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا كَانَ مَنْ لاَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ : إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَأَرَاهَا نَزَلَتْ فِى هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৬৫. ইবন আবূ উমর (র)... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বললাম, যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তওয়াফ (সাঈ) করল না এতে আমি কোন দোষ মনে করি না, এবং এ দুটির মাঝে তাওয়াফ না করাতে আমি কোন পরোয়া করি না।

তিনি বললেন ঃ হে আমার ভাগনে, তুমি অত্যন্ত মন্দ কথা বলেছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও তওয়াফ করেছেন এবং মুসলিমরাও তওয়াফ করেছেন। মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত মানাত মূর্তির নামের যে সকল কাফির ইহরাম বাঁধত, তারা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তওয়াফ করত না।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)

যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করে বা উমরা করে এতদুভয়ের তওয়াফ করায় কোন দোষ নেই (২ ঃ ১৫৮)। তুমি যা বলছ তা যদি হত তবে তিনি বলতেন ঃ এতদুভয়ের তওয়াফ না করাতে কোন দোষ নেই।

যুহরী (র) বলেন, আমি আবু বকর ইবন আবদুর রহমান ইবন হারিছ ইবন হিশাম (র)-এর কাছে এই কথাটির উল্লেখ করলাম। তিনি এতে খুবই আশ্চার্যান্বিত হলেন। বললেন ঃ এই হল ইল্ম। আমি বহু আলিমকে বলতে শুনেছি যে, যে সব আরব সাফা-মারওয়া-এর তওয়াফ করত না তারা বলত এ দুটো পাথরের মাঝে তওয়াফ করা হল জাহিলী যুগের বিষয়। আনসারদের একদল বলত ঃ আমাদের তো বায়তুল্লাহ তওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাফা ও মারওয়ার মাঝে তো তওয়াফের (সাঈর) নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয় নি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) সাফা ও মারওয়া হল তো আল্লাহ্র বিশেষ নিদর্শনাবলীর অন্যতম (২ ঃ ১৫৮)।

আবূ বকর ইবন আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার মনে হয় এদের এবং ওদের উভয় দলের ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٦٦-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَبِى حَكِيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ : كَانَا مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلاَمُ اَمْسَكْنَا عَنْهُمَا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) قَالَ هُمَا تَطَوُّعٌ (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৬৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আসিম আহওয়াল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন ঃ এ দুটো ছিল জাহিলী আমলের নিদর্শন। ইসলামের আবির্ভাবের পর আমরা এ দুটোর তওয়াফ থেকে বিরত হয়ে গেলাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

(اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَوَّفَ بِهِمَا)

সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্যতম। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ করে বা উমরা করে তার জন্য এতদুভয়ের তওয়াফে কোন দোষ নেই (২ ঃ ১৫৮)। আনাস (রা) বলেন ঃ এ হল নফল।

আল্লাহ্ বলেন ঃ (وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْـرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ). কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎ কাজ করলে আল্লাহ্ তো গুণগ্রাহী এবং সর্বজ্ঞ। (২ ঃ ১৫৮)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٦٧-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَقَرَاَ : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ، ثُمَّ اَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ قَالَ : نَبْدَاُ بِمَا بَدَاَ اللّٰهُ وَقَرَاَ : (اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ)

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৬৭. ইবন আবূ উমর (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা এলেন সাতবার বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করলেন। তখন তাঁকে আমি পাঠ করতে শুনেছি ঃ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর (২ ঃ ১২৫)। তারপর তিনি মাকামের পেছনে সালাত আদায় করলেন। এরপর হাজরে আসওয়াদে আসলেন

এবং একে চুম্বন করলেন। এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্ যা প্রথমে উল্লেখ করেছেন। আমরা তা থেকে শুরু করব। এরপর পাঠ করলেন ঃ (اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰه)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٦٨-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ بْنِ يُوْنُسَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الاِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَاْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتّٰى يُمْسِيَ ، وَاِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْاَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الاِفْطَارُ اَتَى امْرَاَتَه، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ ؟ قَالَتْ لاَ ، وَلٰكِنْ اَنْطَلِقُ اَطْلُبُ لَكَ ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَجَاءَتْهُ امْرَاَتُهُ ، فَلَمَّا رَاَتْهُ قَالَتْ : خَيْبَةٌ لَكَ ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ :(اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ) فَفَرِحُوْا بِهَا فَرَحًا شَدِيْدًا (وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৬৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর সাহাবীদের আমল ছিল, যখন তাদের মধ্যে কেউ সিয়াম পালনের পর ইফতারের সময় এসে পড়লে তিনি যদি ইফতার করার পূর্বেই ঘুমিয়ে পড়তেন তবে এই রাত এবং পরের দিন সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই আহার করতেন না। কায়স ইবন সিরমা আনসারী (রা) একবার সওম পালন করেছিলেন। ইফতারের সময় হওয়ার পর স্ত্রীর কাছে এসে বললেন ঃ কোন খাবার আছে কি? স্ত্রী বলল ঃ নেই তবে আপনার জন্য কিছু তালাশ করে আনতে যাচ্ছি।

সারাদিন তিনি কাজ করে এসেছিলেন। তাই তাঁর দু'চোখে ঘুম ভর করল। তাঁর স্ত্রী এসে তাঁকে দেখে বললেন ঃ হায়, আপনিত বঞ্চিত। পরের দিন দুপুরে তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। নবী ﷺ -এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করা হল। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ) 'সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে' (২ ঃ ১৮৭)। সাহাবীগণ এতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আরো নাযিল হল ঃ

(وَكُلُوْا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

'তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না রাত্রির কৃষ্ণ রেখা থেকে ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়' (২ ঃ ১৮৭)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٦٩-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ : (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ) قَالَ : الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ، وَقَرَأَ : (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ - اِلَى قَوْلِهِ - دَاخِرِيْنَ)

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ مَنْصُوْرٌ .

২৯৬৯. হান্নাদ (র)... নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত।

আল্লাহ্‌র বাণী (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ) 'তোমাদের পরওয়ারদিগার বলছেন ঃ আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকের সাড়া দিব' (৪০ ঃ ৬০)। প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌কে ডাকা হল তার ইবাদত করা। এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ

(وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ - اِلَى قَوْلِهِ - دَاخِرِيْنَ) পর্যন্ত (সূরা গাফির ৪০ ঃ ৬০)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٧٠-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ . اَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : (حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : اِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَالِكَ .

২৯৭০. আহমদ ইবন মানী' (র) ... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যখন নাযিল হয় ঃ (حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

নবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ এই আয়াতে خيط সূতা দ্বারা বুঝান হয়েছে দিনের শুভ্রতা ও রাতের আঁধার।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আহমদ মানী' (র)... আদী ইবন হাতিম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٩٧١-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ : (حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ) قَالَ : فَأَخَذْتُ عِقَالَيْنِ

اَحَدُهُمَا اَبْيَضُ وَالْاٰخَرُ اَسْوَدُ ، فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِمَا ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانُ ، قَالَ : اِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৭১. ইবন আবূ উমর (র)... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বললেন ঃ

(حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ) (যতক্ষণ না শুভ্র সূতা কৃষ্ণ সূতা থেকে স্পষ্ট হয়)।

আদী বলেন, আমি দুটো রশি নিলাম। একটি কাল আরেকটি সাদা। আমি এ দুটোকে দেখতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কিছু বললেন ঃ কি বলেছিলেন রাবী সুফইয়ান তা স্মরণ রাখতে পারেন নি। তিনি আরো বললেন ঃ এ তো হল রাত ও দিন (এর রেখা)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٧٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُخَلَّدٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ اَسْلَمَ اَبِي عِمْرَانَ التُّجِيْبِيِّ قَالَ : كُنَّا بِمَدِيْنَةِ الرُّوْمِ ، فَاَخْرَجُوا اِلَيْنَا صَفًّا عَظِيْمًا مِنَ الرُّوْمِ ، فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِثْلُهُمْ اَوْ اَكْثَرُ ، وَعَلَى اَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى صَفِّ الرُّوْمِ حَتّٰى دَخَلَ فِيْهِمْ ، فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوْا : سُبْحَانَ اللّٰهِ : يُلْقِي بِيَدَيْهِ اِلَى التَّهْلُكَةِ ، فَقَامَ اَبُو اَيُّوْبَ فَقَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَتَاَوَّلُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هٰذَا التَّاْوِيْلَ وَاِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ لَمَّا اَعَزَّ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوْهُ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُوْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ ، وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعَزَّ الْاِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوْهُ ، فَلَوْ اَقَمْنَا فِي اَمْوَالِنَا ، فَاَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا (وَاَنْفِقُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ) فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الْاِقَامَةَ عَلَى الْاَمْوَالِ وَ اِصْلَاحِهَا ، وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ ، فَمَا زَالَ اَبُو اَيُّوْبَ شَاخِصًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى دُفِنَ بِاَرْضِ الرُّوْمِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

২৯৭২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আসলাম আবূ ইমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রোম সাম্রাজ্যের এক শহরে ছিলাম। তখন রোমকদের এক বিরাট বাহিনী আমাদের দিকে বের হয়ে আসে। মুসলমানদের দিক থেকেও সে ধরনের বা আরো বেশী সংখ্যক তাদের দিকে অগ্রসর হয়। শহরবাসীর শাসক

ছিলেন উকবা ইবন আমির। যার বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ফাযালা ইবন উবায়েদ। তখন মুসলমানদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি রোমক বাহিনীর সারির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। এমনকি তাদের ভিতরে ঢুকে পড়ল। তখন মুসলমানগণ চীৎকার করে উঠলেন এবং বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি নিজ হাতে নিজকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। এ সময় আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা আয়াতটির এই ব্যাখ্যা করছ? অথচ এই আয়াতটি আমাদের আনসারী সম্প্রদায়ের বিষয়েই নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইসলামকে শক্তিশালী করলেন এবং এর সাহায্যকারীর সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে না শুনিয়ে চুপে চুপে পরস্পর বললাম ঃ আমাদের অর্থ-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা এখন ইসলামকেও শক্তিশালী করেছেন। এর সাহায্যকারীও হয়েছে অনেক। এখন যদি আমরা আমাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে অবস্থান করি, তবে আমাদের যা নষ্ট হয়ে গেছে তা আমরা পরিপূরণ করতে সক্ষম হতাম। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উপর এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ وَاَنْفِقُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

তোমরা আল্লাহ্ পথে ব্যয় করবে আর নিজেদেরকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করবে না (২ ঃ ১৯৫)। এর দ্বারা আল্লাহ্ পাক আমাদের মতামত খণ্ডন করে দিলেন। সুতরাং ধন-সম্পদ তত্ত্বাবধান, তাতে ব্যস্ত থাকা এবং জিহাদ পরিত্যাগ করাই হল ধ্বংস।

এ কারণেই আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) সব সময়ই বাড়ী ঘর ছেড়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে থাকতেন। অবশেষে রোম দেশেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তথায় তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٢٩٧٣-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ،اَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ : وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَفِى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ ، وَاِيَّاىَ عَنِى بِهَا (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُوْنَ ، وَكَانَ لِى وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِى ، فَمَرَّ بِى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ : كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذِيْكَ ، قَالَ : قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ ،

قَالَ مُجَاهِدٌ : اَلصِّيَامُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَالطَّعَامُ سِتَّةُ مَسَاكِيْنَ وَالنُّسُكُ شَاةٌ فَصَاعِدًا .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِ ذَالِكَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ ذَالِكَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَصْبِهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَيْضًا.

২৯৭৩. আলী ইবন হুজর (র)... কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার বিষয়েই এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে এবং এতে আমার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)

তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম বা সাদকা বা কুরবানী দ্বারা এর ফিদয়া দিবে। (২ ঃ ১৯৬)

আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় ছিলাম। ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। মক্কার মুশরিকরা আমাদের (মক্কা প্রবেশ করা থেকে) বাধা দিয়ে রেখেছিল। আমার মাথায় ছিল বাবরী চুল। সে কারণে তা থেকে উকুন আমার মুখে এসে পড়ছিল। আমার পাশ দিয়ে নবী ﷺ যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার মাথার কীটগুলো মনে হয় তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ।

তিনি বললেন ঃ মাথা মুণ্ডন করে ফেল।

তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে সিয়াম হল তিন দিন রোযা, সাদকা হল ছয়জন মিসকীন খাওয়ান আর কুরবানী হল একটি বকরী বা তদূর্ধ্ব কোন পশু কুরবানী।

আলী ইবন হুজর (র)... ইবন আবূ লায়লা সূত্রে কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলী ইবন হুজর (র)-আবদুল্লাহ ইবন মা'কিল সূত্রেও কা'ব ইবন উজরা (রা) বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবুদর রহমান ইবনুল ইসপাহানী (র)-ও আবদুল্লাহ ইবন মা'কিলের থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٧٤-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ تَتَنَاثَرُ عَلَى جَبْهَتِي أَوْ قَالَ حَاجِبِيْ ، فَقَالَ : أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ : فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَانْسُكْ نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، قَالَ أَيُّوبُ : لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৭৪. আলী ইবন হুজর (র)... কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন। আমি তখন একটি ডেকচীর নীচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম। তখন উকুন আমার কপালে (বা বললেন আমার ভ্রু দিয়ে) ঝরে পড়ছিল। তিনি বললেন ঃ তোমার কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার মাথা মুন্ডন করে ফেল। আর (ফিদইয়া হিসাবে) একটি কুরবানী দাও বা তিন দিন রোযা রাখ বা ছয় জন মিসকীনকে আহার করাও।

রাবী আয়্যূব (র) বলেন, কোন্ বিষয়টি প্রথমে বলেছেন তা আমি জানি না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٧٥–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِیْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، اَلْحَجُّ عَرَفَاتٌ اَلْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، اَيَّامُ مِنًى ثَلاَثٌ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ) وَمَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ .

قَالَ ابْنُ اَبِیْ عُمَرَ : قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَهٰذَا اَجْوَدُ حَدِيْثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، وَلاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ .

২৯৭৫. ইবন আবূ উমর (র)... আবদুর রহমান ইবন ইয়া'মুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। হজ্জ হল আরাফাতের (অবস্থানের) নাম। মিনা অবস্থানের দিন হল তিন দিন। কেউ যদি দুই দিন থেকে ত্বরা করে চলে আসে তাতেও কোন গুনাহ নেই। فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ) ফজর উদয়ের আগে আগে কেউ যদি আরাফা পেয়ে যায় তবে সে হজ্জ পেয়ে গেল।

ইবন আবূ উমর (র) বর্ণনা করেন যে, সুফইয়ান ইবন উয়ায়না বলেছেন ঃ এটি হল ছাওরী বর্ণিত একটি শ্রেষ্ঠ হাদীছ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এটিকে শু'বা (র) বুকায়র ইবন আতা (র) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। বুকায়র ইবন আতা (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٢٩٧٦–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِیْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِیْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَبْغَضُ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৯৭৬. ইবন আবূ উমর (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য মানুষ হল ঃ অনবরত ঝগড়াটে লোক।

এই হাদীছটি হাসান।

٢٩٧٧-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ اِذَا حَاضَتِ امْـرَأَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَالِكَ ، فَانْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : (يَسْـأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى) فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُوَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَاَنْ يَكُوْنُوْا مَعَهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ : وَاَنْ يَفْـعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلاَ النِّكَاحِ ، فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ : مَا يُرِيْدُ اَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ اَمْرِهَا اِلاَّ خَالَفْنَا فِيْهِ . قَالَ : فَجَاءَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ اِلَي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَاَخْبَرَاهُ بِذَالِكَ ، وَقَالاَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيْضِ ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْـهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِمَا ، فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ ، فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا ، فَعَلِمَا اَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

২৯৭৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীদের কোন মহিলার হায়য হলে তারা তার সঙ্গে একত্রে আহার করত না, পান করত না এমন কি কোন ঘরে পর্যন্ত একত্রিত হত না। নবী ﷺ -কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(يَسْـأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى). "আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করে হায়য সম্পর্কে। বলে দিন, তা হল অশুচি।" (২ ঃ ২২২)

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সঙ্গে একত্রে পানাহার করতে, ঘরে একত্রে বসবাস করতে এবং সঙ্গত হওয়া ছাড়া আর সব কিছুর অনুমতি দিলেন। ইয়াহূদীরা বলল ঃ সব বিষয়ে আমাদের সাথে বিরোধিতা করা তার উদ্দেশ্য। রাবী বলেন, তখন আব্বাদ ইবন বিশর এবং উসায়দ ইবন হুযায়র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন এবং তারা তাঁকে ইয়াহূদীদের আলোচনা সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা স্ত্রীদের সাথে হায়য অবস্থায় সঙ্গত হওয়া শুরু করলে কেমন হয়?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। এমনকি আমাদের মনে হচ্ছিল তিনি তাঁদের উভয়ের উপর রাগ করেছেন। তাঁরা উভয়ে চলে গেলেন। তাঁদের দু'জনের সামনে নবী ﷺ-এর কাছে কিছু দুধ

হাদ্‌ইয়া এল। নবী ﷺ তা তাঁদের পেছনে পেছনে তাঁদের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা দু'জনেই তা পান করলেন। আমরা তখন বুঝতে পারলাম যে, তিনি তাদের দু'জনের উপর রাগ করেন নি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)... হাম্মাদ ইবন সালামা (রা) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৯৭৮–حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

২৯৭৮. ইবন আবূ উমর (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা বলত ঃ কেউ যদি পেছনের দিক থেকে যোনীদ্বার দিয়ে স্ত্রী সঙ্গত হয় তবে সন্তান হয় ট্যারা চোখ বিশিষ্ট। তখন নাযিল হয় ঃ

(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্র। সুতরাং তোমাদের শস্য ক্ষেত্র যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পার। (২ ঃ ১২৩)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

২৯৭৯–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) يَعْنِي صِمَامًا وَاحِدًا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَابْنُ خُثَيْمٍ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ وَابْنُ سَابِطٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَابِطٍ الْجُمَحِيُّ الْمَكِّيُّ وَحَفْصَةُ هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَيُرْوَى فِي سِمَامٍ وَاحِدٍ .

২৯৭৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র)... উম্মু সালামা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে,

(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)

আয়াতটি প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন ঃ একই দ্বার (অর্থাৎ যোনীদ্বার) দিয়ে .....।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইবন খুছায়ম (র) হলেন, আবদুল্লাহ ইবন উছমান ইবন খুছায়ম। ইবন সাবিত হলেন আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাবিত জুমাহী মাক্কী (র)। হাফসা (র), ইনি হলেন বিনত আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।

অন্য রিওয়ায়তে صمام শব্দটি سمام রূপেও বর্ণিত আছে।

٢٩٨٠-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَشْعَرِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ عُمَرُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ : وَمَا اَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا ، قَالَ فَاُوْحِىَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ) اَقْبِلْ وَاَدْبِرْ ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَيَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَشْعَرِىُّ هُوَ يَعْقُوْبُ الْقُمِّىُّ .

২৯৮০. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো হালাক হয়ে গেছি।

তিনি বললেন ঃ কিসে তোমাকে হালাক করল?

উমর (রা) বললেন ঃ রাতে আমার বাহনটি উল্টো করে ব্যবহার করে ফেলেছি।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ (نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ). "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্র। অতএব যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পার।" (২ ঃ ২২৩) সুতরাং সামনের দিক থেকেও পার বা পেছনের দিক থেকে সঙ্গত হতে পার। তবে মলদ্বার এবং হায়য অবস্থা থেকে বেঁচে থাকবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইয়াকূব ইবন আবদুল্লাহ আশআরী (র)-ই হলেন ইয়াকূব কুম্মী।

٢٩٨١-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا الْهَاشِمُ بْنُ الْقَاءِ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : اَنَّهُ زَوَّجَ اُخْتَهُ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّٰى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ ، ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا لُكَعُ اَكْرَمْتُكَ بِهَا وَزَوَّجْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، وَاللّٰهِ لاَ تَرْجِعُ اِلَيْكَ اَبَدًا اٰخِرَ مَا عَلَيْكَ ، قَالَ : فَعَلِمَ اللّٰهُ حَاجَتَهُ اِلَيْهَا ، وَحَاجَتَهَا اِلَى بَعْلِهَا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ - اِلَى قَوْلِهِ - وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ) فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ: سَمْعًا لِرَبِّى وَطَاعَةً ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ : اُزَوِّجُكَ وَاُكْرِمُكَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْحَسَنِ . وَفِى هٰذَا الْحَدِيْثِ دَلاَلَةٌ عَلَى اَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِىٍّ لاَنَّ اُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَلَوْ كَانَ الْاَمْرُ اِلَيْهَا دُوْنَ وَلِيِّهَا لَزَوَّجَتْ

نَفْسَهَا وَلَمْ يَحْتَجْ اِلَي وَلِيِّهَا مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَاِنَّمَا خَاطَبَ اللّٰهُ فِى الْاٰيَةِ الْاَوْلِيَاءِ فَقَالَ : (لاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ) فَفِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى اَنَّ الْاَمْرَ اِلَي الْاَوْلِيَاءِ فِى التَّزْوِيْجِ مَعَ رِضَاهُنَّ .

২৯৮১. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর ভগ্নিকে জনৈক মুসলমান ব্যক্তির কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার কাছে যতদিন জীবন যাপন করার করলেন। পরে তার স্বামী তাকে এক তালাক দিয়ে দেন। ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে রাজআত করলেন না। কিন্তু এরপর স্বামীও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন আর তার স্ত্রীও স্বামীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাই অন্যান্য প্রস্তাব দানকারীদের মধ্যে তিনিও তাকে আবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন ভাই মা'কিল (রা) তাকে বললেন ঃ হে ইতর, এই মহিলার মাধ্যমে তোমাকে আমি সম্মান দিয়েছিলাম। তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম। কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিলে। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আর কখনও তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। এ-ই তোমার সাথে সম্পর্ক শেষ।

রাবী বলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন এই স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর টানের কথা এবং এই স্বামীর প্রতি ঐ মহিলার টানের কথা। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

(وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ - اِلَي قَوْلِهِ - وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ)

"তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ই'দতকাল পূর্ণ করে। তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় তবে এই স্ত্রীরা নিজেদের (পূর্ব) স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিবে না। এ দ্বারা তাদের উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে। এই তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্র বিষয়। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।" (২ ঃ ২৩২)

মা'কিল (রা) এই আয়াত শোনার পর বললেন ঃ আমার পরওয়ারদিগারের আদেশ আমি শুনছি এবং তা শিরোধার্য করে নিচ্ছি। এরপর তিনি উক্ত ভগ্নিপতিকে ডেকে আনলেন এবং বললেন ঃ তোমার কাছে আমি (আমার বোনকে পুনরায়) বিয়ে দিচ্ছি আর আমি তোমার সম্মান রক্ষা করছি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। হাসান (র) থেকে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

হাদীছটি এই কথার প্রমাণ করে যে, ওলী ছাড়া নিকাহ জায়েয নয়। কেননা, মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা)-এর ভগ্নি বিবাহিতা ছিলেন। বিবাহের বিষয়টি যদি ওলী ছাড়া তাঁর ক্ষমতাধীন থাকত, তবে তিনি নিজেই বিয়ে বসতে পারতেন। তাঁর ওলী মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা)-এর তিনি মুখাপেক্ষী হতেন না। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে ওলীদেরকেই সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

(لاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ). তোমরা বাধা দিবে না তাদেরকে নিজেদের স্বামীদের বিয়ে করতে। এতে বোঝা যায় বিবাহ প্রদান বিষয়টি মেয়েদের সম্মতির শর্তে ওলীদের হাতেই মূলত ন্যাস্ত।

٢٩٨٢-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِى يُوْنُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ : اَمَرَتْنِى عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنْ اَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا فَقَالَتْ : اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَاٰذِنِّى (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اٰذَنْتُهَا

، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ (حَافِظُوا عَلَي الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ) وَقَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৮২. কুতায়বা আল আনসারী (র)... আইশা (রা)-এর আযাদকৃত দাস (মাওলা) আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা (রা) তাঁর জন্য কুরআনের একটি কপি লিখতে আমাকে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ যখন এই আয়াতটি পৌঁছুবে আমাকে জানাবে। আয়াতটি হল ঃ

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى). "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের।" (২ ঃ ২৩৮) আমি যখন এই আয়াতটিতে পৌঁছি তখন তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে লিখালেন ঃ

(حَافِظُوا عَلَي الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ). "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং সালাতুল আসরের আর আল্লাহ্র জন্য দাঁড়াবে বিনীতভাবে।"

তিনি বললেন ঃ আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে শুনেছি।

এই বিষয়ে হাফসা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٨٢–حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : صَلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَصْرِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৮৩. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র)... সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সালাতুল বুসতা হল আসরের সালাত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٨٤–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ اَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ : اَللّٰهُمَّ اَمْلاَءْ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ ، وَاَبُو حَسَّانَ الْاَعْرَجِ اسْمُهُ مُسْلِمٌ

২৯৮৪. হাম্মাদ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি এদের (কাফিরদের) কবরগুলো এবং ঘরগুলোকে আগুন দিয়ে ভর্তি করে দিন, যেমন এরা আমাদেরকে সালাতুল বুসতা থেকে বিরত করে রাখল, এমনকি সূর্য ডুবে গেল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলী (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। আবূ হাসসান আ'রাজ (র)-এর নাম হল মুসলিম।

٢٩٨٥–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ وَاَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَصْرِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَاَبِى هَاشِمٍ عَنْ عُتْبَةَ وَاَبِى هُرَيْرَةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৮৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাতুল বুসতা হল আসরের সালাত।

এই বিষয়ে যায়দ ইবন ছাবিত, আবূ হাশিম ইব্ন উতবা ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٨٦–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّلاَةِ فَنَزَلَتْ (وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ) فَاَمَرَنَا بِالسُّكُوْتِ .

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِى خَالِدٍ نَحْوَهُ ، وَزَادَ فِيْهِ : وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَمِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَاَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ اِيَاسٍ .

২৯৮৬. আহমদ ইবন মানী' (র)... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমরা সালাতের মধ্যেও কথাবার্তা বলতাম। অনন্তর নাযিল হল (وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ) — তোমরা আল্লাহ্র জন্য বিনীত চুপ করে দাঁড়াবে (২ ঃ ২৩৮)।

এতদ্বারা আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হল।

আহমদ ইবন মানী' (র)... ইসমাঈল ইবন আবূ খালিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে অতিরিক্ত আছে ঃ আর আমাদের (সালাতে) কথাবার্তা থেকে নিষেধ করে দেওয়া হল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ আমর শায়বানী (র)-এর নাম হল সা'দ ইবন ইয়াস।

٢٩٨٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ اسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ اَبِى مَالِكٍ عَنِ الْبَرَاءِ (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ) قَالَ : نَزَلَتْ فِيْنَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ ، كُنَّا اَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى بِالْقِنْوِ وَالْقِنْوَيْنِ فَيُعَلِّقُهُ فِى الْمَسْجِدِ وَكَانَ اَهْلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ اَحَدُهُمْ اِذَا جَاعَ اَتَى الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأْكُلُ ، وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ فِى الْخَيْرِ يَأْتِى الرَّجُلُ بِالْقِنْوِ فِيْهِ الشِّيْصُ وَالْحَشَفُ وَبِالْقِنْوِ قَدِ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ) قَالُوْا : لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اُهْدِىَ اِلَيْهِ مِثْلُ مَا اَعْطَاهُ لَمْ يَأْخُذْهُ اِلَّا عَلَى اِغْمَاضٍ وَحَيَاءٍ قَالَ : فَكُنَّا بَعْدَ ذَالِكَ يَأْتِى اَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ .

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ، وَاَبُو مَالِكٍ هُوَ الْغِفَارِىُّ وَيُقَالُ اسْمُهُ غَزْوَانُ ، وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ شَيْئًا مِنْ هٰذَا .

২৯৮৭. আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রহমান (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

(وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ) তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু দান করার ইচ্ছা করবে না। (২ ঃ ২৬৭) আয়াতটি আমাদের আনসারী সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা ছিলাম খেজুর বাগানের মালিক। লোকেরা তাদের খেজুরের বাগান থেকে বেশি বা কম পরিমাণ হিসাবে নিয়ে আসত। কোন ব্যক্তি এক ছড়া বা দুই ছড়া নিয়ে আসত এবং তা মসজিদে ঝুলিয়ে রাখতো। সুফ্‌ফাবাসী সাহাবীদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাদের কারো যখন ক্ষুধা লাগত, তখন তারা খেজুর ছড়ার কাছে এসে তার লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করত। এতে তা থেকে কাঁচা-পাকা খেজুর ঝরে পড়ত। আর তা খেয়ে নিত। কিন্তু যে সব লোকের ভাল কাজের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না তাদের কেউ এমনও খেজুরের ছড়া নিয়ে আসত যার মধ্যে রদ্দী ও পঁচা খেজুর রয়েছে এবং ভেঙ্গে পড়া ছড়িও নিয়ে আসত এবং তা ঝুলিয়ে দিত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ)

"হে মু'মিনগণ, তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার ইচ্ছা করো না অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না চক্ষু এড়িয়ে রাখ .... (২ ঃ ২৬৭)।" তিনি বলেন, অর্থাৎ তোমারা যা দান কর এই জাতীয়

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَاِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ ، وَاَبُو حَازِمٍ هُوَ الْاَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْاَشْجَعِيَّةِ .

২৯৮৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ্ পবিত্র আর পবিত্র জিনিস ছাড়া তিনি কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তার রাসূলগণকে যে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন মু'মিনদেরও সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

(يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ).

"হে রাসূলগণ, আপনারা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করুন এবং সৎকর্ম করুন। আপনারা যা করেন সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত (মু'মিনূন ২৩ ঃ ৫১)। ......

হে মু'মিনগণ, তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার কর ... (২ ঃ ১৭২)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরে তার অবস্থা উস্কুখুস্ক, ধূলি মলিন, আসমানের দিকে হাত লম্বা করে বলে, হে পরওয়ারদিগার, হে পরওয়ারদিগার, কিন্তু খাদ্য তার হারাম, পানীয় তার হারাম, পোষাক-পরিচ্ছদ তার হারাম। তার লালন-পালন হয়েছে হারাম মাল দিয়ে সুতরাং কেমন করে তার দু'আ কবূল করা হবে?

হাদীছটি হাসান-গারীব। ফুযায়ল ইবন মারযূক (র)-এর সূত্র ব্যতীত একটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আবূ হাযিম হলেন আশজাঈ। তাঁর নাম হল সালমান (র)। ইনি হলেন আয্যা আশজাইয়্যা-এর মাওলা বা আযাদ কৃত দাস।

٢٩٩٠–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ : حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (اِنْ تُبْدُوا مَافِى اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ) الْاٰيَةُ اَحْزَنَتْنَا قَالَ : قُلْنَا يُحَدِّثُ اَحَدُنَا نَفْسَهُ فَيُحَاسَبُ بِهِ لاَ نَدْرِى مَا يُغْفَرُ مِنْهُ وَلاَ مَالاَ يُغْفَرُ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا (لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) .

২৯৯০. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

(اِنْ تُبْدُوا مَافِى اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ).

তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ আল্লাহ্ এর হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশি শাস্তি দিবেন...... (১ ঃ ২৮৪)।

এই আয়াত নাযিল হলে আমাদের তা খুবই চিন্তিত করে তোলে। আমরা বললাম, আমাদের কেউ মনে মনেও যে কথা বলবে তারও হিসাব হবে। এরপর জানি না কি ক্ষমা করা হবে কি ক্ষমা করা হবে না। এরপর এর পরবর্তী আয়াত নাযিল হয় এবং এই আয়াতের বক্তব্য রহিত করে দেওয়া হয় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

(لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)

আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যাতীত বস্তুর দায়িত্ব অর্পণ করেন না। সে ভাল যা উপার্জন করে তা তারই আর মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই ... (২ ঃ ২৮৬)।

٢٩٩١–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمَيَّةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى (إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ) وَعَنْ قَوْلِهِ (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ) فَقَالَتْ : مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : هٰذِهِ مُعَاتَبَةُ اللّٰهِ الْعَبْدَ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَّى وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمِّ قَمِيصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتَّى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكِيرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ .

২৯৯১. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... উমায়্যা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়শা (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার এই ইরশাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ (إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ).

তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন কর আল্লাহ্ তোমাদের থেকে এর হিসাব নিবেন (২ ঃ ২৮৪) এবং .... যে কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ) . .... (৪ ঃ ১২৩)।

আইশা (রা) বললেন ঃ এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করার পর আজ পর্যন্ত আর কেউ আমাকে এই প্রশ্ন করে নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জ্বর-জারি, আপদ-বিপদের মাধ্যমে বান্দাকে যে শাস্তি দেন এ হল তা। এমনকি যে সামান্য জিনিস-পত্র সে জামার হাতার মধ্যে রাখে তা হারিয়ে গেলে যে পেরেশানী তার হয় তাও। (তাতেও তার গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়)। অবশেষে লাল সোনা যেমন হাঁপর থেকে (আগুনে পুড়ে) নির্মল হয়ে বেরিয়ে আসে তেমনি বান্দাও তার গুনাহ্ সমূহ থেকে (নির্মল হয়ে) বেরিয়ে আসে।

আইশা (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব। হাম্মাদ ইবন সালামা (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٢٩٩٢–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ (إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ) قَالَ : دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَأَلْقَى اللّٰهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ) الْآيَةَ (لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-ই-ইমরান

٢٩٩٣–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ وَهُوَ الْخَزَّازُ ، وَيَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ . قَالَ يَزِيْدُ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبُو عَامِرٍ الْقَاسِمَ ، قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ : (فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ) قَالَ : فَاِذَا رَاَيْتِهِمْ فَاعْرِفِيْهِمْ . وَقَالَ يَزِيْدُ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمْ فَاعْرِفُوْهُمْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৯৯৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

(فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ)

যাদের অন্তরে আছে বক্রতা শুধু তারাই ফেতনা-ফাসাদ ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে ..... (৩ ঃ ৭) আয়াতটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ এদের যখন দেখবে তখন এদের চিনে রাখবে।

ইয়াযীদ (র)-এর বর্ণনায় আছে যে নবী ﷺ এই কথা তিনবার বলেছিলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٩٩٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : (هُوَ الَّذِى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَرُوِىَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، هٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيْهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَاِنَّمَا ذَكَرَ يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ اَيْضًا .

২৯৯৪. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ (هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ)

তিনিই আপনার কাছে এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক তো মুহকামাত-দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট এইগুলোই কিতাবের মূল। আর কতক হল মুতাশাবিহাত-রূপক .... (৩ ঃ ৭)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা যখন ঐ সব লোকদের দেখবে যারা মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের অনুসরণ করছে তখন জানবে এরাই তারা যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে (৩ ঃ ৭ আয়াত দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের থেকে তোমরা বেঁচে যাবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আয়্যূব... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা সূত্রেও এই হাদীছটি আইশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আবূ মুলায়কা... আইশা (রা.) সূত্রে একাধিক রাবী এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাদের সনদে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)-এর উল্লেখ নেই। এই হাদীছে ইয়াযীদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র)-ই কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)-এর উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) হলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা। তিনি আইশা (রা.) থেকেও সরাসরি হাদীছ শুনেছেন।

٢٩٩٥–حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْـدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلاَةً مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ وَلِيِّ اَبِى وَخَلِيْلُ رَبِّى ثُمَّ قَرَأَ : (اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ) .

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ . حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الضُّحَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ فِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ اَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ ، وَاَبُو الضُّحَى اسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ صَبِيْحٍ .

حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ اَبِى الضُّحَى عَنْ عَبْـدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْـوَ حَدِيْثِ اَبِىْ نُعَيْمٍ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ .

২৯৯৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্যই নবীদের থেকে একজন অভিভাবক থাকেন। আমার অভিভাবক হলেন আমার পিতা এবং পরওয়ারদিগারের খালীল ইবরাহীম। এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ

(اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ) .

মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম হল তারা যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ্ই মুমিনদের অভিভাবক (৩ ঃ ৬৮)।

মাহমূদ (র)... আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে মাসরূক (র)-এর উল্লেখ নেই।

আবুয যুহা... মাসরূক সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়ত অপেক্ষা এটি অধিক সাহীহ। আবুয যুহা (র)-এর নাম হল মুসলিম ইব্ন সুবায়হ।

আবূ কুরায়ব (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবূ নুআয়ম (র)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে মাসরূকের উল্লেখ নেই।

٢٩٩٦-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ اَمْرِىءٍ ، مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَقَالَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ لاَ ، فَقَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ اَحْلِفْ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَنْ يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً) اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ اَبِى اَوْفَى .

২৯৯৬. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিমের সম্পদ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে কেউ যদি মিথ্যা কসম করে তবে আল্লাহ্র সঙ্গে এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

আশআছ (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমার বিষয়েই এটি নাযিল হয়েছিল। আমার ও এক ইয়াহূদীর মাঝে একটা যমীন ছিল। কিন্তু সে ব্যক্তি আমার হিস্যা অস্বীকার করে। তখন আমি বিষয়টি নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কোন সাক্ষী আছে কি? আমি বললাম ঃ না।

তিনি ইয়াহূদীটিকে বললেন ঃ তুমি কসম করে বল।

আমি বললাম ঃ তা হলে তো সে কসম করে ফেলবে। আর মাল নিয়ে যাবে।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ (اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً)

যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে এরা তারা পরকালে যাদের কোন অংশ নেই। (৩ ঃ ৭৭)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই বিষয়ে ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٩٩٧-حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ - اَوْ - مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا) قَالَ اَبُو طَلْحَةَ : وَكَانَ لَهُ حَائِطٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ حَائِطِي لِلّٰهِ ، وَلَوْ اسْتَطَعْتُ اَنْ اُسِرَّهُ لَمْ اُعْلِنْهُ فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ اَوْ اَقْرَبِيْكَ . قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

২৯৯৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহার একটি বাগান ছিল ঃ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ - اَوْ - مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا)

"তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না" (৩ ঃ ৯২) অথবা 'কে সে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? (২ ঃ ২৪৫) আয়াতটি নাযিল হলে আবূ তালহা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এই বাগানটি আল্লাহ্‌র জন্য দান করলাম। গোপনে এটি আল্লাহ্‌র পথে দিতে পারলে সে কথা প্রকাশ করতাম না।

তিনি বললেন ঃ তোমার নিকট-আত্মীয়দের দিয়ে দাও। অথবা বললেন, অধিক নিকট-আত্মীয়দের দিয়ে দাও।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মালিক ইব্‌ন আনাস (র) এটিকে ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ তালহা-আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٩٨-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنِ الْحَاجُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : الشَّعِثُ التَّفِلُ فَقَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ : اَيُّ الْحَجِّ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : اَلْحَجُّ وَالثَّجُّ . فَقَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ : مَا السَّبِيْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ الْخُوْزِيِّ الْمَكِّيِّ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ اَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي اِبْرَاهِمَ بْنِ يَزِيْدَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

২৯৯৮. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর দিকে দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রকৃত হাজ্জী কে?

তিনি বললেন ঃ যে ধূলি ধূসর আলু থালু কেশধারী ও অপরিচ্ছন্ন লোক।

আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হজ্জের কোন্ হজ্জটি উত্তম?

তিনি বললেন ঃ তালবিয়্যার উচ্চৈস্বর এবং কুরবানীর রক্ত প্রবাহ।

অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্!, সাবীল — রাস্তা (এর সামর্থ্য) কি?

তিনি বললেন ঃ (মক্কা পর্যন্ত আসা-যাওয়ার মত) পাথেয় এবং বাহন।

ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদ খওযী মক্কী (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। কোন কোন হাদীছবিদ স্মরণ শক্তির দিক দিয়ে ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদের সমালোচনা করেছেন।

٢٩٩٩-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ هُوَ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ) دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ هٰؤُلاَءِ اَهْلِى .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

২৯৯৯. কুতায়বা (র)... আমির ইব্ন সা'দ তার পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ)

'আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের .... (৩ ঃ ৬১)' আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়নকে ডাকলেন এবং বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! এরা আমার পরিজন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্ গারীব।

٣٠٠٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صَبِيْحٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى غَالِبٍ قَالَ : رَاٰى اَبُوْ اُمَامَةَ رُءُوْسًا مَنْصُوْبَةً عَلَى دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَقَالَ اَبُوْ اُمَامَةَ : كِلاَبُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوْهُ ، ثُمَّ قَرَاَ : (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ) اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، قُلْتُ لِاَبِى اُمَامَةَ : اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ اِلاَّ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا حَتَّى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَاَبُو غَالِبٍ يُقَالُ اسْمُهُ حَزَوَّرٌ وَاَبُو اُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ اسْمُهُ صُدَىُّ بْنُ عَجْلاَنَ وَهُوَ سَيِّدُ بَاهِلَةَ .

৩০০০. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ গালিব (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ উমামা (রা) দামেশকের সিঁড়িতে (খারিজীদের কর্তিত) কিছু মাথা রক্ষিত দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ এরা হল জাহান্নামের কুকুর। এরা আসমানের নীচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি। আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি হল যাদের এরা হত্যা করেছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ)

সেদিন (কিয়ামতের দিন) কতক মুখ হবে উজ্জ্বল আর কতক মুখ হবে কাল ...... (৩ ঃ ১০৬) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আমি আবূ উমামা (রা)-কে বললাম ঃ আপনি কি নিজে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে শুনেছেন?

তিনি বললেন, আমি যদি তা একবার, দু'বার, তিনবার, চারবার এরূপ সাতবার গণনা করলেন — রাসূলুল্লাহ্ থেকে না শুনতাম তবে তোমাদের কাছে তা বর্ণনা করতাম না।

হাদীছটি হাসান। আবূ গালিব (র.)-এর নাম হল হাযাওয়ার। আবূ উমামা বাহিলী (রা.)-এর নাম হল সুদায়া ইব্ন আজলান। তিনি ছিলেন বাহিলা গোত্রের সরদার।

٣٠٠١-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ : (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قَالَ اِنَّكُمْ تَتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ اُمَّةً اَنْتُمْ خَيْرُهَا وَاَكْرَمُهَا عَلَى اللّٰهِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ [وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ نَحْوَ هٰذَا وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ).

৩০০১. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... বাহয ইব্ন হাকীম তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)

তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত মানুষের কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব ...... (৩ ঃ ১১০)' প্রসঙ্গে তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা হলে সত্তর উম্মত পূর্ণকারী। তোমরা হলে এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান।

হাদীছটি হাসান।

একাধিক রাবী বাহয ইব্ন হাকীম (র)-এর সূত্রে এই হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা এতে (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) আয়াতটির উল্লেখ করেন নি।

٣٠٠٢-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَشُجَّ وَجْهُهُ شَجَّةً فِي جَبْهَتِهِ حَتّٰى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ : كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوْا هٰذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ ؟ فَنَزَلَتْ : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ) اِلَى اٰخِرِهَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০০২. আহমদ ইব্ন মানী' (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উহুদ যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সামনের চারটি দাঁত শহীদ হয়ে যায় এবং তাঁর চেহারার কপালে আঘাত লাগে। এমনকি তাঁর চেহারায় রক্ত প্রবাহিত হয়। তখন তিনি বললেন ঃ এই সম্প্রদায় কিভাবে সফলতা লাভ করবে, যারা তাদের নবীর সঙ্গে এই আচরণ করে! অথচ নবী তাদের আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জানাচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ)

"এ ব্যাপারে আপনাকে কোন কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। আল্লাহ্ তাদের তওবার সুযোগ দিবেন বা তাদের শাস্তি দিবেন .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ ঃ ১২৮)।"

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٠٣–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شُجَّ فِى وَجْهِهٖ وَكَسِرَتْ رُبَاعِيَتُهُ وَرُمِىَ رَمْيَةً عَلَى كَتِفِهٖ ، فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلَى وَجْهِهٖ وَهُوَ يَمْسَحُهُ وَيَقُوْلُ : كَيْفَ تُفْلِحُ اُمَّةٌ فَعَلُوْا هٰذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ ؟ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ)

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০০৩. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা (উহুদের দিন) যখমী হয়ে যায়, তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর কাঁধে তীরের আঘাত লাগে। এতে তাঁর চেহারায় রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি তা মুছতে ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ কিভাবে এই সম্প্রদায় সফল হবে যারা তাদের নবীর সঙ্গে এই আচরণ করল! অথচ তিনি তাদের আল্লাহ্‌র দিকে ডাকছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

(لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ)

"এ ব্যাপারে আপনাকে কোন কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি। আল্লাহ্ তাঁদের তওবার সুযোগ দিবেন কিংবা তাদের শাস্তি দিবেন, কেননা তারা জালিম।" (৩ ঃ ১২৮)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٠٤–حَدَّثَنَا اَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْكُوْفِىُّ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ : اَللّٰهُمَّ الْعَنْ اَبَا سُفْيَانَ . اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْحٰرِثَ بْنَ هِشَامٍ . اَللّٰهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ ، قَالَ فَنَزَلَتْ : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ) فَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَأَسْلَمُوْا فَحَسُنَ اِسْلَامُهُمْ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ.

৩০০৪. আবূ সাইব সালম ইব্‌ন জুনাদা ইব্‌ন সালম কূফী (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিলেন ঃ আয় আল্লাহ্! আবূ সুফইয়ানকে লানত কর, হারিছ ইব্‌ন হিশামকে লানত কর, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকে লানত কর।

তখন এই আয়াত (৩ ঃ ১২৮) নাযিল হয় ঃ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ)

পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবার তাওফীক দেন এবং তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের ইসলামী জীবন ছিল চমৎকার।

হাদীছটি হাসান-গারীব। উমর ইব্‌ন হামযা-সালিম সূত্রের হাদীছটিকে গারীব গণ্য করা হয়। যুহরী (র)-ও সালিম — তাঁর পিতা ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন।

٣٠٠٥–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ عَلَى اَرْبَعَةِ نَفَرٍ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ) فَهَدَاهُمُ اللّٰهُ لِلْاِسْلاَمِ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ يُسْتَغْرَبُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ .

৩০০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী বাসরী (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারজনের জন্য বদ দু'আ করেছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ)

(৩ ঃ ১২৮)। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে হিদায়াত দান করেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। নাফি'... ইব্‌ন উমর সনদে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে এটিকে গারীব গণ্য করা হয়। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব (র) এটি ইব্‌ন আজলান (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٠٦–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ : اِنِّيْ كُنْتُ رَجُلاً اِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِي اللّٰهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ اَنْ يَنْفَعَنِيْ ، وَاِذَا حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَاِذَا حَلَفَ لِيْ صَدَّقْتُهُ ، وَاِنَّهُ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ، ثُمَّ يُصَلِّيْ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلاَّ غَفَرَلَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ

اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَرَفَعُوْهُ وَرَوَاهُ مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَلَمْ يَرْفَعَاهُ ، وَلاَ نَعْرِفُ لِاَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ حَدِيْثًا اِلاَّ هٰذَا .

৩০০৬. কুতায়বা (র)... আসমা ইব্‌ন হাকাম ফাযারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি এমন ব্যক্তি ছিলাম যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন হাদীছ শুনতাম, তখন এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে উপকার পৌঁছাতে ইচ্ছা করতেন, সে উপকার আমি লাভ করতাম। আর যদি তাঁর সাহাবীদের কেউ আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করত তবে আমি তার কাছ থেকে হলফ নিতাম। সে হলফ করলে আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। আর আবূ বকর (রা) আমার কাছে একটি হাদীছ বর্ণনা করেন এবং আবূ বকর (রা) তো ছিলেন সত্যবাদী। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি গুনাহ্ করে ফেলে, এরপর সে উঠে তাহারাত হাসিল করে এর পরে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।

এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ (وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ)

'এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজের প্রতি জুলম করে ফেললে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে ....' আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ ঃ ১৩৫)।

শু'বা প্রমুখ (র) এই হাদীছটি উছমান ইব্‌নুল মুগীরা সূত্রে মারফূ' রূপে রিওয়ায়ত করেছেন। মিসআর এবং সুফইয়ান (র) এটি উছমান ইব্‌ন মুগীরা সূত্রে রিওয়ায়ত করেছেন। কিন্তু তাঁরা মারফূ' রূপে বর্ণনা করেননি। এই হাদীছটি ছাড়া আসমা (র)-এর আর কোন হাদীছ আমাদের জানা নেই।

٣٠٠٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ قَالَ : رَفَعْتُ رَأْسِى يَوْمَ اُحُدٍ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ ، وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ اِلاَّ يَمِيْدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النُّعَاسِ ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : (ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا) .

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০০৭. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উহুদের দিন আমি মাথা তুলে তাকাতে লাগলাম। ঐ দিন এমন কেউ ছিল না, যে তার ঢালের আড়ালে তন্দ্রায় ঝিমুচ্ছিল না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ (ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا).

আর দুশ্চিন্তার পর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর নাযিল করলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে..... (৩ ঃ ১৫৪)। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদ ইবন হুমায়দ (র)... যুবায়র (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٠٨-حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ قَالَ : غُشِيْنَا وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ اُحُدٍ ، حَدَّثَ اَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ غَشِيَهُ النُّعَاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ : فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَاٰخُذُهُ وَيَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَاٰخُذُهُ ، وَالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى الْمُنَافِقُوْنَ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ ، اَجْبَنُ قَوْمٍ وَاَرْعَبُهُ وَاَخْذَلُهُ لِلْحَقِّ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০০৮. ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ (র)... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা উহুদের দিন যুদ্ধের ময়দানেই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আরো বলেন ঃ ঐ দিন তন্দ্রা যাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, আমার তরবারী হাত থেকে পড়ে যায়। আমি তা তুলে নেই। আবার হাত থেকে পড়ে যায় আবার তা তুলে নেই। আরেক দল ছিল মুনাফিকদের। তাদের নিজেদের ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না। এরা ছিল সবচেয়ে ভীরু। সবচেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ পরিত্যাগকারী সম্প্রদায়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٠٩-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ خُصَيْفٍ حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ) فِي قَطِيْفَةٍ حَمْرَاءَ اُفْتُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ . فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَهَا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ) اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ رَوٰى عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ نَحْوَ هٰذَا ، وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩০০৯. কুতায়বা (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ) "গোপনে খেয়ানত করা নবীর দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না (৩ ঃ ১৬১)।" একটি লাল চাদরের বিষয়ে। বদরের দিন এই চাদরটি হারিয়ে যায়। কিছু লোকে বলতে লাগল যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটি নিয়েছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আবদুস সালাম ইব্‌ন হারব (র) খুসায়ফ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে খুসায়ফ... মিকসাম (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এতে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

٣٠١٠-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : لَقِيَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ لِي : يَا جَابِرُ مَا لِي اَرَاكَ مُنْكَسِرًا ؟ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُسْتُشْهِدَ اَبِي قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ ، وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا ، قَالَ : اَفَلاَ اُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللّٰهُ بِهِ اَبَاكَ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ .قَالَ : مَا كَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا قَطُّ اِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وَاَحْيَا اَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا . فَقَالَ : يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَى اُعْطِكَ . قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِيْنِي فَاُقْتَلَ فِيْكَ ثَانِيَةً . قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : اِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي (اَنَّهُمْ اِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُوْنَ) قَالَ : وَاُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا) الْاٰيَةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرٍ شَيْئًا مِنْ هٰذَا ، وَلاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُوْسَى بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ اَهْلِ الْحَدِيْثِ ، هٰكَذَا عَنْ مُوْسَى بْنِ اِبْرَاهِيْمَ .

৩০১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সামনে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ হে জাবির! কি ব্যাপার, আমি তোমাকে মন-ভাঙ্গা দেখছি?

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি এক পরিবার ও ঋণ রেখে গেছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পিতার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছেন সে সুসংবাদ তোমাকে দিব কি? আমি বললাম ঃ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হিজাবের অন্তরাল ছাড়া কারো সঙ্গে কখনও কথা বলেন নি। কিন্তু তিনি তোমার পিতাকে যিন্দা করেন এবং সামনা-সামনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি তাকে বললেন ঃ হে আমার বান্দা! তুমি তোমার আকাঙক্ষা প্রকাশ কর আমি তোমাকে দান করব।

তিনি বললেন ঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে যিন্দা করে দেন, যাতে আমি দ্বিতীয়বারে আপনার নামে শহীদ হই।

রাব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ আমার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, এদের কেউ আর ফিরে যাবে না। তিনি বলেন, আর এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا)

যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়েছে তাদের কখনও মৃত ভেবো না .... শেষ পর্যন্ত (৩ ঃ ১৬৯)।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব। মূসা ইব্‌ন ইবরাহীম-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাদীনী প্রমুখ বড় বড় হাদীছবিদগণ মূসা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) সূত্রে এরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আকীল (র) ও জাবির (রা) সূত্রে এই হাদীছটি আংশিক বর্ণনা করেছেন।

٣٠١١-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ) فَقَالَ : اَمَا اِنَّا قَدْ سَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَاُخْبِرْنَا اَنَّ اَرْوَاحَهُمْ فِى طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَتَأْوِى اِلَى قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَاطَّلَعَ اِلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلاَعَةً ، فَقَالَ : هَلْ تَسْتَزِيْدُوْنَ شَيْئًا فَاَزِيْدُكُمْ ؟ قَالُوْا رَبَّنَا : مَا نَسْتَزِيْدُ وَنَحْنُ فِى الْجَنَّةِ نَسْرَحُ حَيْثُ شِئْنَا ؟ ثُمَّ اطَّلَعَ اِلَيْهِمُ الثَّانِيَةَ . فَقَالَ : هَلْ تَسْتَزِيْدُوْنَ شَيْئًا فَاَزِيْدُكُمْ ، فَلَمَّا رَاَوْا اَنَّهُمْ لَمْ يُتْرَكُوْا ، قَالُوْا : تُعِيْدُ اَرْوَاحَنَا فِى اَجْسَادِنَا حَتَّى نَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا ، فَنُقْتَلَ فِى سَبِيْلِكَ مَرَّةً اُخْرَى .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيْهِ : وَتُقْرِئُ نَبِيَّنَا السَّلاَمَ وَتُخْبِرُهُ عَنَّا اَنَا قَدْ رَضِيْنَا وَرُضِىَ عَنَّا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩০১১. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত।

(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ) (৩ ঃ ১৬৯)

আয়াতটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ শোন, আমরাও এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমাদের অবহিত করা হয়েছে যে, তাঁদের (শহীদদের) রূহগুলি সবুজ পাখির ভিতর থাকে। সে পাখি জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়ায় এবং তারা আরশের সঙ্গে লটকানো ঝাড়ে থাকে। তোমার রব একবার তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হবেন। বলবেন ঃ আরো কোন জিনিস তোমরা চাও কি? তা হলে আমি তা তোমাদের জন্য বাড়িয়ে দিব।

তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আর কি অতিরিক্ত চাইব? আমরা জান্নাতে অবস্থান করছি। যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়াই। তারপর আবার তিনি আবির্ভূত হয়ে বলবেন ঃ তোমরা আরো কিছু অতিরিক্ত চাও কি? তোমাদের জন্য তা বাড়িয়ে দিব।

এরা যখন দেখবে যে, তাদের কিছু না দিয়ে ছাড়া হচ্ছে না, তখন তারা বলবে ঃ আপনি আমাদের শরীরে আমাদের রূহ ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা দুনিয়ায় ফিরে যাই এবং আবার আপনার পথে শহীদ হই।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইব্‌ন আবূ উমর (র)... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে আরো আছে ঃ আমাদের নবী ﷺ -কে আমাদের সালাম পৌঁছে দিবেন এবং তাঁকে এই সংবাদ দিবেন যে, আমরা সন্তুষ্ট এবং আমাদের উপর (আমাদের রব) সন্তুষ্ট।

হাদীছটি হাসান।

٣٠١٢-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَعْيَنَ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِهِ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) الاٰيَةَ . وَقَالَ مَرَّةً : قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ : (سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِيْنٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ (اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ) الاٰيَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০১২. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত দেয় না আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার গলায় একটা আযদাহা পেঁচিয়ে দিবেন। এরপর তিনি এই দিকে ইঙ্গিত বহ কুরআনের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

(لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ)

আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক বলে মনে করবে না। .... (৩ ঃ ১৮০)

কখনও কখনও তিনি বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতদ্বিষয়ে ইঙ্গিতবহ এই আয়াতটি পাঠ করতেন ঃ

(سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

যে বিষয়ে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ী হবে .... (৩ ঃ ১৮০)।

কেউ যদি (মিথ্যা) কসম করে তার মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ আত্মসাৎ করে তবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার এমন অবস্থায় সাক্ষাত হবে যে, তিনি তাদের উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি ইঙ্গিতবহ এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ (اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ) (৩ ঃ ৭৭)।

হাদীছটি সাহীহ।

شُجَاعًا আযদাহা সাপ

٣٠١٣-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ مَوْضِعَ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ) .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০১৩. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের একটি বেত রাখার মত জায়গা, দুনিয়া ও এর মধ্যে যা আছে সবকিছু থেকে উত্তম। ইচ্ছা করলে তোমরা পাঠ করতে পার ঃ

(فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ) .

যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সেই তো সফলকাম। আর দুনিয়ার জীবন তো ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (৩ ঃ ১৮৫)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠١٤-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ اَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، اَخْبَرَهُ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ : اذْهَبْ يَا رَافِعُ لِبَوَّابِهِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَهُ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا اُوتِىَ ، وَاَحَبَّ اَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ اَجْمَعُوْنَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا لَكُمْ وَلِهٰذِهِ الْاٰيَةِ اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ فِى اَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تَلاَ ابْنُ عَبَّاسٍ : (وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهُ) وَتَلاَ (لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَأَلَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوْهُ ، وَاَخْبَرُوْهُ بِغَيْرِهِ فَخَرَجُوْا ، وَقَدْ اَرَوْهُ اَنْ قَدْ اَخْبَرُوْهُ بِمَا قَدْ سَأَلَهُمْ عَنْهُ ، فَاسْتُحْمِدُوْا بِذٰلِكَ اِلَيْهِ ، وَفَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ وَمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৩০১৪. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ যা‘আফরানী (র)... মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর দারওয়ান রাফি‘কে বললেন ঃ হে রাফি‘! ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে যাও এবং তাঁকে বল, নিজেদের কার্যকলাপের প্রতি যারা খুশী এবং যা করেনি সে কাজের জন্য যারা প্রশংসিত হতে ভালবাসে (৩ ঃ ১৮৮ নং আয়াত অনুসারে) এমন প্রত্যেকেই যদি আযাবে-নিপতিত হয়, তবে আমাদের সবাইকেই তো আযাবে নিপতিত হতে হবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ তোমাদের সাথে এই আয়াতের কি সম্পর্ক? এই আয়াত তো কিতাবীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। এরপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করলেন ঃ

(وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهُ)

স্মরণ কর, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন "তোমরা (আল্লাহ্‌র বিধান) মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ ঃ ১৮৭)। তিনি আরও তিলাওয়াত করলেন ঃ

(لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا)

যারা নিজেদের কার্যকলাপের উপর আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা করেনি সে বিষয়ে প্রশংসিত হতে ভালবাসে .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ ঃ ১৮৮)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ এদেরকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিন্তু তারা তা গোপন করে এবং এর বিপরীত তথ্য দেয়। পরে তারা বের হয়ে গেল এবং তাঁর প্রতি এমন ভাব দেখাল যে, যে বিষয়ে তিনি তাদের প্রশ্ন করেছিলেন, সে বিষয়ে যথার্থ তথ্য তারা তাঁকে অবহিত করেছে এবং এর জন্য তারা প্রশংসার দাবীদার হয়েছে। মোটকথা, এরা ছিল যারা তাদের কিতাবে যা পেয়েছে এবং তাদের তিনি যে প্রশ্ন করেছিলেন তাতে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আন্‌-নিসা

٣٠١٥-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : مَرِضْتُ فَاَتَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِي ، وَقَدْ اُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمَّا اَفَقْتُ قُلْتُ : كَيْفَ اَقْضِي فِي مَالِي ، فَسَكَتَ عَنِّي حَتّٰى نَزَلَتْ : (يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ)

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ .

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَفِي حَدِيْثِ الْفَضْلِ بْنِ الصَّبَّاحِ كَلاَمٌ اَكْثَرُ مِنْ هٰذَا .

৩০১৫. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। আমি তখন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। হুঁশ এলে বললাম ঃ আমি আমার সম্পদে কি ফায়সালা করব?

তিনি চুপ করে রইলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

(يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ)

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন। এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। ..... (৪ ঃ ১১)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

একাধিক রাবী এটি মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুনকাদির (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ফাযল ইব্‌ন সাব্বাহ বাগদাদী (র)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ফাযল ইব্‌ন সাব্বাহ (র)-এর রিওয়ায়তে আরো বেশী বক্তব্য রয়েছে।

٣٠١٦-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . اَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى . حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِى عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ اَوْطَاسٍ اَصَبْنَا نِسَاءً لَهُنَّ اَزْوَاجٌ فِى الْمُشْرِكِيْنَ ، فَكَرِهَهُنَّ رِجَالٌ مِنَّا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ) .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

৩০১৬. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আওতাস যুদ্ধের সময় আমাদের হাতে অনেক নারীবন্দী আসে। তাদের মুশরিক স্বামী ছিল। সাহাবীদের অনেকেই তাদের অপছন্দ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তখন এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ) .

নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। .... (৪ ঃ ২৪)।

হাদীছটি হাসান।

٣٠١٧-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ اَوْطَاسٍ لَهُنَّ اَزْوَاجٌ فِى قَوْمِهِنَّ ، فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَلَتْ : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ)

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَهٰكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَلَيْسَ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ ، وَاَبُو الْخَلِيْلِ اسْمُهُ صَالِحُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ

৩০১৭. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আওতাস যুদ্ধে আমাদের হাতে নারী বন্দী হয়ে আসে। নিজেদের কওমে তাদের স্বামীও ছিল। সাহাবীগণ এদের বিষয়টি নবী ﷺ -এর কাছে উত্থাপন করলে এই আয়াত নাযিল হল ঃ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ)

হাদীছটি হাসান।

ছাওরী (র) এই হাদীছটিকে উছমান আল-বাত্তি... আবুল খালীল... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সনদে আবূ আলকামা (র.)-এর উল্লেখ নেই।

আবুল খালীল (র)-এর নাম হল সালিহ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম।

٣٠١٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ شُعْبَةَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ

بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فِى الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ، وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ وَلاَ يَصِحُّ .

৩০১৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা সানআনী (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে রিওয়ায়ত আছে। তিনি বলেছেন ঃ তা হল, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, প্রাণ সংহার করা, মিথ্যা বলা।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। রাওহ ইব্‌ন উবাদা এটিকে শু'বা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদে (উবায়দুল্লাহ্-এর স্থলে) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা সাহীহ নয়।

٣٠١٩–حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ بَصْرِيٌّ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ . حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا قَالَ : وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ ، قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

৩০১৯. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র)... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের সবচেয়ে গুরুতর কবীরা গুনাহ্‌সমূহের কথা বলব?

সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ অবশ্যই, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার সঙ্গে নাফরমানী করা।

আবূ বাকরা (রা) বলেন ঃ তিনি কাত হয়ে ছিলেন। সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ মিথ্যা সাক্ষী দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা। আবূ বাকরা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কথাটি বারবার এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, তিনি যদি চুপ করতেন (তবে ভাল হতো)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٠٢٠–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ

بِاللّٰهِ يَمِيْنَ صَبْرٍ ، فَادْخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوْضَةٍ اِلاَّ جُعِلَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : وَاَبُوْ اُمَامَةَ الْاَنْصَارِيُّ هُوَ ابْنُ ثَعْلَبَةَ وَلاَ نَعْرِفُ اسْمَهُ ، وَقَدْ رَوَي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَادِيْثَ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩০২০. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বড় বড় কবীরা গুনাহ্‌সমূহ হল, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, মিথ্যা কসম করা, কেউ যদি অপরিবর্তনীয় এবং অবশ্যাম্ভাবী ভাবে যা প্রয়োগ হয় এমন হলফ করে আর তাতে মশার পাখার মত সামান্য মাত্র মিথ্যা ঢুকিয়ে দেয় তবুও তা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার মনে দাগ হয়ে থাকবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। আবূ উমামা আনসারী (র) হলেন ইব্‌ন ছা'লাবা। তাঁর নাম আমাদের জানা নেই। তিনি নবী ﷺ থেকে একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٢١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، اَوْ قَالَ اَلْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ ، شَكَّ شُعْبَةُ .

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০২১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ্‌সমূহ হল, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, অথবা তিনি বলেছেন ঃ মিথ্যা কসম করা। এখানে শু'বা (র)-এর সন্দেহ হয় যে, নবী ﷺ পিতা-মাতার প্রতি নাফরমানী না মিথ্যা কসমের কথা বলেছিলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٢٢–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتْ : يَغْزُوْ الرِّجَالُ وَلاَ يَغْزُو النِّسَاءُ ، وَاِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيْرَاثِ . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) . قَالَ : مُجَاهِدٌ فَاَنْزَلَ فِيْهَا (اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ) وَكَانَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اَوَّلَ ظَعِيْنَةٍ قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ مُهَاجِرَةً .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلٌ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَذَا وَ كَذَا .

৩০২২. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পুরুষরা জিহাদ করে অথচ মহিলারা জিহাদ করতে পারে না। আর আমাদের জন্য (পুরুষের তুলনায়) মীরাছের অর্ধেক হিস্যা মাত্র।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ)

যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লোভ করবে না। .... (৪ ঃ ৩২)।

মুজাহিদ (র.) বলেন ঃ এই বিষয়ে নাযিল হয়েছিল ঃ

(اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ) (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৩৫)।

উম্মু সালামা (রা) ছিলেন ঃ মদীনায় হিজরতকারী প্রথম মহিলা, হাদীছটি মুরসাল। কেউ কেউ এটিকে ইব্‌ন আবূ নাজীহ... মুজাহিদ (র) সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মু সালামা (রা) অমুক অমুক কথা বলেছিলেন।

٣٠٢٣–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا اَسْمَعُ اللّٰهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِى الْهِجْرَةِ . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : (اِنِّى لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ).

৩০২৩. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলাকে হিজরতের বিষয়ে মেয়েদের নিয়ে কিছু বলতে শুনলাম না।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন নাযিল করেন ঃ

(اِنِّى لَااُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ).

আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ পুরুষ অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ। .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (সূরা আল-ই-ইমরান ৩ ঃ ১৯৫)।

٣٠٢٤–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ . فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ حَتّٰى اِذَا بَلَغْتُ (فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا) غَمَزَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ ، فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ.

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰكَذَا رَوَى اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَاِنَّمَا هُوَ اِبْرَاهِيمُ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ .

৩০২৪. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর সামনে কুরআন তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দিলেন, তিনি তখন মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি সূরা নিসা থেকে তিলাওয়াত করলাম। যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম ঃ (فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا)

সে দিন কী অবস্থা হবে যে দিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে উপস্থিত করব তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে .... (৪ ঃ ৪১)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর হাত দিয়ে চাপ দেন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু পড়ছিল।

আবুল আহওয়াস (র) এটি আ'মাশ... ইবরাহীম-আলকামা... আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আসলে তা হবে ইবরাহীম... উবায়দা-আবদুল্লাহ্ (রা)।

٣٠٢٥-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اقْرَأْ عَلَيَّ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ : اِنِّي اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ . فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى اِذَا بَلَغْتُ (وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا) قَالَ " فَرَاَيْتُ عَيْنَيِ النَّبِيِّ ﷺ تَهْمِلَانِ .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ اَبِي الْاَحْوَصِ .

৩০২৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একদিন বললেন ঃ তুমি আমার সামনে তিলাওয়াত কর।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার কাছে তিলাওয়াত করব? অথচ আপনারই উপর নাযিল হয়েছে তা! তিনি বললেন ঃ অন্যের কাছ থেকে শুনতেও আমি ভালবাসি।

আমি সূরা নিসা থেকে তিলাওয়াত করতে লাগলাম। অবশেষে যখন (وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا) (৪ঃ৪১) আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম তিনি বলেন ঃ তখন দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দু'চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

এই রিওয়ায়তটি আবুল আহওয়াস-এর রিওয়ায়ত (৩০২৪ নং) অপেক্ষা অধিক সাহীহ্।

সওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র)... আ'মাশ (র) থেকে মুআবিয়া ইব্‌ন হিশাম (র)-এর রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٠٢٦-حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ . اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحْوَ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ : صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ ، فَاَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُوْنِى فَقَرَأْتُ : قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لاَ اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ . قَالَ : فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : (يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ) .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৩০২৬. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ একবার আমাদের জন্য আহারের আয়োজন করেন এবং আমাদের দাওয়াত করলেন। সেখানে আমাদের মদ পান করান (তখনও মদ হারাম হয়নি)। আমাদেরকে মদের নেশায় ধরে। ইতোমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত এসে পড়ে। এমতাবস্থায় লোকেরা আমাকেই ইমামত করতে এগিয়ে দেন। আমি (সালাতে) কিরআত করলাম ঃ قُلْ يَاۤ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لاَ اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ .

এবং وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ-এর স্থলে পড়ে বসলাম ঃ ونحن نعبد ما تعبدون তোমরা যাদের ইবাদত কর আমরাও তাদের ইবাদত করি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

(সূরা কাফিরূন ১০৯) يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ .

হে মুমিনগণ! মদ্যপানোম্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার। (৪ ঃ ৪৩)

হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

٣٠٢٧-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِى شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِىْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ . فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ ، فَاَبٰى عَلَيْهِ ، فَاخْتَصَمُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ : اَسْقِ يَا زُبَيْرُ وَاَرْسِلِ الْمَاءَ اِلَى جَارِكَ . فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىُّ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ . فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : يَا زُبَيْرُ اَسْقِ وَاحْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجِدْرِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى ذٰلِكَ (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ) الْاٰيَةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ : قَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَيُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثَ ، وَرَوَى شُعَيْبُ بْنُ اَبِى حَمْزَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ .

৩০২৭. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্নুয যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক আনসারী হাররা অঞ্চলের একটি নালা নিয়ে যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন। এই নালার মাধ্যমেই তাঁরা তাদের খেজুর বাগানগুলোতে পানি-সেচ করতেন। আনসারী বললেন ঃ আপনি পানি আনতে নালা পথটি ছেড়ে দিন। যুবায়র (রা) তা করতে অস্বীকার করলেন। উভয়েই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবায়র (রা.)-কে বললেন ঃ হে যুবায়র! তোমার বাগানে পানি সেচ করে তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দিও।

আনসারী ব্যক্তিটি এতে রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (যুবায়র) আপনার ফুফাত ভাই বলেই (এই ফায়সালা দিলেন)।

এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ হে যুবায়র! তুমি তোমার বাগানে পানি সেচ কর। এরপর আলগুলো পর্যন্ত পানি ভরাট না হওয়া পর্যন্ত তা ফিরিয়ে রাখবে।

যুবায়র (রা) বলেন ঃ আমার মনে হয় উক্ত বিষয়েই এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ)

কিন্তু না, তোমার রবের কসম, তারা ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে ...... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৪ ঃ ৬৫)।

মুহাম্মাদ (র) বলেন ঃ ইব্ন ওয়াহব (র)-আবদুল্লাহ্ ইব্নুয যুবায়র (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

শুআয়ব ইব্ন আবূ হামযা (র) এটি যুহরী... উরওয়া ইব্নুয যুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে আবদুল্লাহ্ ইব্নুয যুবায়র (রা)-এর উল্লেখ নেই।

٣٠٢٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ (فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ) قَالَ : رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ . فَكَانَ النَّاسُ فِيْهِمْ فِرْقَتَيْنِ : فَرِيْقٌ يَقُوْلُ اقْتُلْهُمْ ، وَفَرِيْقٌ يَقُوْلُ لاَ . فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : (فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ) وَقَالَ اِنَّهَا طَيِّبَةٌ . وَقَالَ اِنَّهَا تَنْفِى الْخَبِيْثَ كَمَا تَنْفِى النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ هُوَ الْاَنْصَارِىُّ الْخَطْمِىُّ وَلَهُ صُحْبَةٌ .

৩০২৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি (فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ). কি হল তোমাদের যে মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেলে? .... (৪:৮৮) আয়াতটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ উহুদ যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর একদল লোক (মুনাফিক) যুদ্ধ

ছেড়ে ফিরে এসেছিল। তাদের ব্যাপারে সাহাবীগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল বলছিলেন ঃ এদের হত্যা করা হোক। আরেকদল বলছিলেন ঃ না, হত্যার দরকার নেই। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

(فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ) (৪ ঃ ৮৮)

নবী ﷺ বলেছেন ঃ মদীনা হল তায়বা-পবিত্র নগরী। আগুন যেমন লোহার ময়লা-মরিচা বিদূরিত করে দেয় মদীনাও তেমনি মন্দ বিদূরিত করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ হলেন আনসারী খাতমী। তিনি সাহাবী ছিলেন।

٣٠٢٩-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا يَقُوْلُ :يَارَبِّ هٰذَا قَتَلَنِى حَتّٰى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ قَالَ : فَذَكَرُوْا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ ، فَتَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا) قَالَ : وَمَا نُسِخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلَا بُدِّلَتْ وَأَنّٰى لَهُ التَّوْبَةُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৩০২৯. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ যাআফরানী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে কপালের চুল ও মাথায় ধরে নিয়ে আসবে। তার গলার কাটা রগসমূহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে, হে আমার রব! এ আমাকে হত্যা করেছে। এমনকি সে তাকে আল্লাহ্র আরশের কাছে নিয়ে যাবে।

রাবী বলেন ঃ ইব্ন আব্বাসের নিকট হত্যাকারীর তওবা প্রসঙ্গে আলোচনা করলে তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا)

কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম .... (৪ ঃ ৯৩)।

এই আয়াতটি মানসূখও হয়নি বা তার বিধানও পরিবর্তিত হয়নি। সুতরাং তার আর তাওবা কোথায়?[১]

এই হাদীছটি হাসান-গারীব। কেউ কেউ এই হাদীছটি আমর ইব্ন দীনার... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা এটি মারফু' করেন নি।

٣٠٣٠-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِى رِزْمَةَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ ، فَقَامُوْا فَقَتَلُوْهُ وَأَخَذُوْا غَنَمَهُ فَأَتَوْا بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى

১. এ কেবল মাত্র ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত।

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا).

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ .

৩০৩০. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বানূ সুলায়ম গোত্রের এক ব্যক্তি একদল সাহাবী (রা)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সঙ্গে তার বকরীর পালও ছিল। সে সাহাবীদের সালাম করল। সাহাবীরা (পরস্পর) বললেন ঃ এ তোমাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যই সালাম করেছে। তখন তারা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে হত্যা করলেন ও তার বকরীর পাল নিয়ে নিলেন। এই সব নিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا).

হে মু'মিনগণ তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা করবে তখন সব বিষয় পরিষ্কার পরীক্ষা করে নিবে। যে তোমাদের সালাম করবে তাকে বলবে না যে তুমি মু'মিন নও .... (৪ ঃ ৯৪)।

হাদীছটি হাসান।

এই বিষয়ে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣٠٣١–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (لَايَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) جَاءَ عَمْرُو بْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَكَانَ ضَرِيْرَ الْبَصَرِ . فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَأْمُرُنِي ؟ اِنِّي ضَرِيْرُ الْبَصَرِ ؟ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (غَيْرِ اُوْلِي الضَّرَرِ) الْاٰيَةَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اِئْتُوْنِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ ، اَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ .

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَيُقَالُ عَمْرُو بْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ، وَيُقَالُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ، وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَائِدَةَ ، وَاُمُّ مَكْتُوْمٍ اُمُّهُ .

৩০৩১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(لَايَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) মু'মিনদের মধ্যে যারা গৃহে উপবিষ্ট তারা সমান নয়, ... (৪ঃ৯৫) এই আয়াত নাযিল হলে আমর ইব্‌ন উম্ম মাকতূম নবী ﷺ -এর কাছে এলেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো অন্ধ। আমাকে আপনি কি নির্দেশ দেন?

আল্লাহ্ তা'আলা তখন নাযিল করলেন ঃ

(غَيْرِ اُوْلِي الضَّرَرِ) তবে যারা অক্ষম তাদের কথা ভিন্ন .... (৪ ঃ ৯৪)।

নবী ﷺ বললেন ঃ দোয়াত ও কাঁধের মসৃণ হাড্ডি নিয়ে এস (বা বললেন ঃ) তখতী ও দোয়াত নিয়ে এস (এবং তা লিখে নাও)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আমর ইব্ন উম্ম মাকতূম (রা)-এর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্ম মাকতূম বলেও কথিত আছে। ইনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাইদা। উম্ম মাকতূম হল তাঁর মা-এর নাম।

٣٠٣٢-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . اَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيْمِ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَرِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ : (لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ) عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُوْنَ اِلَى بَدْرٍ لَمَّا نَزَلَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَحْشٍ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ : اِنَّا اَعْمَيَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَهَلْ لَنَا رُخْصَةٌ ؟ فَنَزَلَتْ (لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ - وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً) فَهٰؤُلاَءِ الْقَاعِدُوْنَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ (وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا) دَرَجَاتٍ مِنْهُ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرِ أُوْلِى الضَّرَرِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِقْسَمٌ يُقَالُ هُوَ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَرِثِ ، وَيُقَالُ هُوَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكُنْيَتُهُ اَبُو الْقَاسِمِ .

৩০৩২. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ যাআফরানী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ) (৪ ঃ ৯৫) আয়াতটি প্রসঙ্গে বলেন ঃ অক্ষম না হয়েও যারা বদরে শরীক না হয়ে ঘরে বসে রয়েছে তারা এবং যারা বদরে বের হয়েছে তারা এক সমান নয়।

বদরের সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ (শুদ্ধ হল আবদ আবূ আহমদ ইব্ন জাহাশ) এবং ইব্ন উম্ম মাকতূম (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা দু'জন তো অন্ধ। আমাদের জন্য এক্ষেত্রে কোন অবকাশ আছে কি?

তখন নাযিল হয় ঃ

(لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ - وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً) । (৪ ঃ ৯৫)

এখানে যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে তাদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্র পথে যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অক্ষম না হয়েও যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর বিরাট প্রতিদান ও বহু দরজা ফযীলত দিয়েছেন।

এই হাদীছটি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে এই সূত্রে হাসান-গারীব। কথিত আছে, মিকসাম হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস। তিনি আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-এর মাওলা। মিকসাম-এর কুনিয়ত হল আবুল কাসিম।

٣٠٣٣-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ . حَدَّثَنِى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : رَاَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ ، فَاَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ اِلَى جَنْبِهِ ، فَاَخْبَرَنَا اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمْلَى عَلَيْهِ : (لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ) قَالَ : فَجَاءَهُ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ يُمْلِيْهَا عَلَىَّ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَاللّٰهِ لَوِ اسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ ، وَكَانَ رَجُلاً اَعْمَى . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى فَثَقُلَتْ حَتَّى هَمَّتْ تَرُضُّ فَخِذِىْ ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ : (غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ) .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . هٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَ هٰذَا . وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَفِى هٰذَا الْحَدِيْثِ رِوَايَةُ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ . رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . وَمَرْوَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِيْنَ .

৩০৩৩. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামকে মসজিদে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পার্শ্বে বসলাম। তিনি আমার কাছে বর্ণনা করলেন যে, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী ﷺ তাঁকে লিখাচ্ছিলেন ঃ (غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ)

এমন সময় ইব্‌ন উম্ম মাকতূম এলেন। নবী ﷺ তখনও আমাকে লিখাচ্ছিলেন। ইব্‌ন উম্ম মাকতূম (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম আমি যদি জিহাদে শরীক হতে পারতাম তবে অবশ্যই জিহাদ করতাম। ইব্‌ন উম্ম মাকতূম ছিলেন অন্ধ।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর ওহী নাযিল শুরু করলেন। তাঁর উরু ছিল আমার উরুর উপর। তা এত ভারী মনে হচ্ছিল যে, এর ওজনে আমার উরুর হাড্ডি যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। এরপর নবী ﷺ -এর এই অবস্থা অপসৃত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ . (غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ)

যারা অক্ষম তারা ছাড়া (৪ ঃ ৯৫)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই হাদীছটি এক সাহাবীর রিওয়ায়ত, একজন তাবিঈ থেকে বর্ণিত। সাহল ইব্‌ন সা'দ আনসারী (রা) রিওয়ায়ত করছেন মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম থেকে। মারওয়ান সরাসরি নবী ﷺ থেকে কিছু শুনেন নি। ইনি একজন তাবিঈ।

٣٠٣٤-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : اِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ : (اَنْ

تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمْ) وَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ . فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০৩৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইয়া'লা ইব্ন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উমর (রা)-কে বললাম। আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেছেন ঃ যখন তোমরা (শত্রুর) আশংকা কর তখন সালাতে কসর করবে (৪ ঃ ১০১)। এখন তো মানুষ নিরাপদ হয়ে গেছে। (ইসলামও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে)।

উমর (রা) বললেন ঃ তুমি যাতে বিস্ময়বোধ করছ আমিও তাতে বিস্ময়বোধ করেছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ এতো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক অনুগ্রহ যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্র এই দান তোমরা গ্রহণ কর।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٣٥–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْهُنَائِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ ، حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ : اِنَّ لِهٰؤُلاَءِ صَلاَةً هِيَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَبْنَائِهِمْ وَهِيَ الْعَصْرُ ، فَاجْمِعُوا اَمْرَكُمْ فَمِيْلُوْا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ، وَاِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَى النَّبِيَّ ، فَاَمَرَهُ اَنْ يَقْسِمَ اَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ ، وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ اُخْرَى وَرَاءَهُمْ ، وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ، ثُمَّ يَاْتِي الاٰخَرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ مَعَهُ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَاْخُذُ هٰؤُلاَءِ حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ، فَتَكُوْنُ لَهُمْ رَكْعَةٌ وَلِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَانِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَاَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَاَبِي بَكْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ اَبِي حَثْمَةَ وَاَبُوْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ اسْمُهُ زَيْدُ بْنُ صَامِتٍ .

৩০৩৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাজনান ও উসফানের মাঝে এক স্থানে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। মুশরিকরা বলল ঃ এদের একটি সালাত আছে যা তাদের কাছে তাদের পিতা-পিতামহ ও সন্তান-সন্ততি থেকে অধিক প্রিয়। তা হল সালাতুল আসর। তাই তোমরা (তোমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে) দৃঢ় সংকল্প হয়ে থাক। আর তখন এক হামলা চালিয়ে (তাদের শেষ করে) দিবে।

জিব্রীল (আ)-নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে দুই ভাগে ভাগ করে তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। অপর দল অস্ত্রশস্ত্র এবং সতর্কতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের পেছনে

থাকবে। এরপর অপর দলটি আসবে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এক রাকআত সালাত আদায় করবে। প্রথম দলটি তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সতর্কতা রক্ষা করবে। ফলে এদের জন্য হবে এক এক রাকআত করে আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য হবে দুই রাকআত।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ, যায়দ ইব্ন ছাবিত, ইব্ন আব্বাস, জাবির, আবূ আয়্যাশ আয-যুরাকী, ইব্ন উমর, হুযায়ফা, আবূ বাকরা, সাহল ইব্ন হাছমা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ আয়্যাশ আয যুরাকী (রা)-এর নাম হল যায়দ ইব্ন সামিত।

٣٠٣٦–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِى شُعَيْبٍ اَبُوْ مُسْلِمٍ الْحَرَّانِىُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِىُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ : كَانَ اَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ اُبَيْرِقٍ بِشْرٌ وَبَشِيْرٌ وَمُبَشِّرٌ ، وَكَانَ بَشِيْرٌ رَجُلاً مُنَافِقًا يَقُوْلُ الشِّعْرَ يَهْجُوْ بِهِ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْحَلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ ثُمَّ يَقُوْلُ قَالَ فُلاَنٌ كَذَا وَكَذَا قَالَ فُلاَنٌ كَذَا وَكَذَا ، فَاِذَا سَمِعَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ الشِّعْرَ قَالُوْا : وَاللّٰهِ مَا يَقُوْلُ هٰذَا الشِّعْرَ اِلاَّ هٰذَا الْخَبِيْثُ اَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ ، وَقَالُوا ابْنُ الْاَبَيْرِقِ قَالَهَا ، قَالَ : وَكَانَ اَهْلُ بَيْتٍ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالْاِسْلاَمِ ، وَكَانَ النَّاسُ اِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ التَّمْرُ وَالشَّعِيْرُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ مِنَ الدَّرْمَكِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَخَصَّ بِهَا نَفْسَهُ ، وَاَمَّا الْعِيَالُ فَاِنَّمَا طَعَامُهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِيْرُ ، فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ فَابْتَاعَ عَمِّىْ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حِمْلاً مِنَ الدَّرْمَكِ فَجَعَلَهُ فِى مَشْرَبَةٍ لَهُ وَفِى الْمَشْرَبَةِ سِلاَحٌ وَدِرْعٌ وَسَيْفٌ فَعُدِىَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْبَيْتِ فَنُقِبَتِ الْمَشْرَبَةُ ، وَاُخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلاَحُ ، فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَانِى عَمِّى رِفَاعَةُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ اَخِى اِنَّهُ قَدْ عُدِىَ عَلَيْنَا فِى لَيْلَتِنَا هٰذِهِ ، فَنُقِبَتْ مَشْرَبَتُنَا فَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلاَحِنَا . قَالَ فَتَحَسَّسْنَا فِى الدَّارِ وَسَاَلْنَا ، فَقِيْلَ لَنَا : قَدْ رَاَيْنَا بَنِى اُبَيْرِقٍ اسْتَوْقَدُوا فِى هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَلاَ نُرَى فِيْمَا نُرَى اِلاَّ عَلَى بَعْضِ طَعَامِكُمْ قَالَ : وَكَانَ بَنُوْ اُبَيْرِقٍ قَالُوْا وَنَحْنُ نَسْاَلُ فِى الدَّارِ ، وَاللّٰهِ مَا نُرَى صَاحِبَكُمْ اِلاَّ لَبِيْدَ بْنَ سَهْلٍ رَجُلٌ مِنَّا لَهُ صَلاَحٌ وَاِسْلاَمٌ فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيْدٌ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَقَالَ : اَنَا اَسْرِقُ ؟ فَوَاللّٰهِ لَيُخَالِطَنَّكُمْ هٰذَا السَّيْفُ اَوْ لَتُبَيِّنُنَّ هٰذِهِ السَّرِقَةَ ، قَالُوْا : اِلَيْكَ عَنْهَا اَيُّهَا الرَّجُلُ فَمَا اَنْتَ بِصَاحِبِهَا ، فَسَاَلْنَا فِى الدَّارِ حَتّٰى لَمْ نَشُكَّ اَنَّهُمْ اَصْحَابُهَا ، فَقَالَ لِىْ عَمِّىْ : يَا ابْنَ اَخِىْ لَوْ اَتَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتَ ذٰلِكَ لَهُ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ

اللهِ ﷺ فَقُلْتُ : اِنَّ اَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا اَهْلُ جَفَاءٍ عَمَدُوْا اِلٰى عَمِّى رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ فَنَقَبُوْا مَشْرَبَةً لَهُ وَاَخَذُوْا سِلاَحَهُ وَطَعَامَهُ فَلْيَرُدُّوْا عَلَيْنَا سِلاَحَنَا ، فَاَمَّا الطَّعَامُ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَامُرُ فِى ذٰلِكَ ، فَلَمَّا سَمِعَ بَنُوْ اُبَيْرِقٍ اَتَوْا رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ اَسِيْرُ بْنُ عُرْوَةَ فَكَلَّمُوْهُ فِى ذٰلِكَ ، فَاجْتَمَعَ فِى ذٰلِكَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الدَّارِ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدُوا اِلَى اَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا اَهْلِ اِسْلاَمٍ وَصَلاَحٍ يَرْمُوْنَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلاَ ثَبْتٍ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَكَلَّمْتُهُ ، فَقَالَ عَمَدْتَ اِلَى اَهْلِ بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ اِسْلاَمٌ وَصَلاَحٌ تَرْمِيْهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبْتٍ وَلاَ بَيِّنَةٍ ، قَالَ فَرَجَعْتُ ، وَلَوَدِدْتُ اَنِّى خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِى وَلَمْ اُكَلِّمْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِى ذٰلِكَ ، فَاَتَانِىْ عَمِّى رِفَاعَةُ فَقَالَ : يَا ابْنَ اَخِىْ مَا صَنَعْتَ ؟ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ ، فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ (اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا) بَنِى اُبَيْرِقَ (وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ) اَىْ مِمَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ، وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ - اِلَى قَوْلِهِ - غَفُوْرًا رَّحِيْمًا) اَىْ : لَوِ اسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ لَغَفَرَ لَهُمْ ، (وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ - اِلَى قَوْلِهِ - اِثْمًا مُبِيْنًا) قَوْلُهُ لِلَبِيْدٍ : (وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ - اِلَى قَوْلِهِ فَسَوْفَ يُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا) فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْاٰنُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالسِّلاَحِ فَرَدَّهُ اِلَى رِفَاعَةَ ، فَقَالَ قَتَادَةُ : لَمَّا اَتَيْتُ عَمِّى بِالسِّلاَحِ ، وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَسِىَ اَوْ عَشِىَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكُنْتُ اَرَى اِسْلاَمَهُ مَدْخُوْلاً ، فَلَمَّا اَتَيْتُهُ بِالسِّلاَحِ قَالَ : يَا ابْنَ اَخِىْ هُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَعَرَفْتُ اَنَّ اِسْلاَمَهُ كَانَ صَحِيْحًا ، فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْاٰنُ لَحِقَ بَشِيْرٌ بِالْمُشْرِكِيْنَ ، فَنَزَلَ عَلَى سُلاَفَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ سُمَيَّةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِك بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا) فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى سُلاَفَةَ رَمَاهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِاَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرِهِ ، فَاَخَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِهِ فَرَمَتْ بِهِ فِى الْاَبْطَحِ ، ثُمَّ قَالَتْ " اَهْدَيْتَ لِى شِعْرَ حَسَّانَ ؟ مَا كُنْتَ تَاْتِيْنِى بِخَيْرٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَهُ غَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيِّ .

وَرَوَى يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مُرْسَلٌ لَمْ يَذْكُرُوا فِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، وَقَتَادَةُ هُوَ اَخُوْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ لاُمِّهِ وَ اَبُوْسَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ سَعْدُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ .

৩০৩৬. হাসান ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবূ শুআয়ব আবূ মুসলিম হাররানী (র)... কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ আমাদের এক পরিবার ছিল এদেরকে বানূ উবায়রিক বলা হত। এদের নাম ছিল বিশর, বুশায়র এবং মুবাশ্‌শির। বুশায়র ছিল মুনাফিক। সে সাহাবীদের নিন্দা করে কবিতা রচনা করত পরে তা অন্য কোন আরবের প্রতি আরোপ করে বলত ঃ অমুকে অমুক কথা বলেছে। সাহাবীরা যখন এই কবিতা শুনতেন তারা বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এই খবীছ ছাড়া এই কবিতা অন্য কেউ রচনা করেনি। ইব্‌নুল উবায়রিকই তা রচনা করেছে।

কাতাদা বলেন ঃ জাহেলী ও ইসলামী যুগেও এই পরিবারটি ছিল অভাবগ্রস্ত এবং উপবাস তাড়িত। মদীনার লোকদের খাদ্য ছিল খেজুর ও যব। কেউ যদি স্বচ্ছল হত তবে শাম থেকে কোন খাদ্য ব্যবসায়ী ময়দা নিয়ে আসলে তা সে কিনে নিত এবং নিজের ব্যবহারের জন্য তা বিশেষ করে রেখে দিত। আর ঐ খেজুর ও যবই হত পরিবারের অন্যদের খাদ্য।

একবার শাম থেকে খাদ্য ব্যবসায়ী এল। আমার চাচা রিফাআ ইব্‌ন যায়দ তার নিকট থেকে এক বোঝা ময়দা কিনেন এবং তা ভাঁড়ার ঘরে রেখে দেন। ঐ কুঠুরীতে অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, তরবারি ইত্যাদিও ছিল। কিন্তু কুঠুরিটির নীচ দিয়ে একদিন চুরি হয়ে গেল। ভাঁড়ারের নীচে দিয়ে সিঁদ কেটে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র লোপাট হয়ে যায়। সকালে আমার চাচা রিফাআ আমার কাছে এলেন। বললেন ঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আজ রাতে তো আমাদের উপর জুলম হয়ে গেছে। আমাদের ভাঁড়ারের সিঁদ কেটে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র সব লোপাট করে ফেলেছে। মহল্লায় বিষয়টির খোঁজ-খবর নিয়েছি এবং (বিভিন্নজনকে) জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, আজ রাতে বানূ উবায়রিকদের ঘরে বাতি জ্বালাতে দেখেছি। যতটুকু দেখেছি তাতে তোমাদের খাদ্যের সামনেই এদের দেখেছি।

বানূ উবায়রিক বলছে, আল্লাহ্‌র কসম, লাবীদ ইব্‌ন সাহলই তোমাদের ঐ চোর বলে আমাদের মনে হয়। অথচ আমরা মহল্লাবাসীদের এই বিষয়ে আগেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আর লাবীদ হচ্ছেন আমাদের মাঝে অত্যন্ত নেক এবং আন্তরিকভাবে ইসলামের অধিকারী ব্যক্তি। লাবীদ এই কথা শুনে তলওয়ার কোষ মুক্ত করে এলেন, বললেন ঃ আমি চুরি করেছি? আল্লাহ্‌র কসম হয়ত এই তরবারির সঙ্গে তোমাদের মিলন ঘটবে নয়ত তোমরা এই চুরির সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবে। লোকজনরা বলল ঃ ওহে ব্যাটা, সরে দাঁড়াও। তুমি আমাদের ঐ চোর নও। যা হোক, আমরা মহল্লায় আরো জিজ্ঞাসাবাদ করে নিঃসন্দেহ হলাম যে, এ বানূ উবায়রিকেরই কাণ্ড। শেষে আমার চাচা আমাকে বললেন ঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে বিষয়টা নিয়ে যদি আলোচনা করতে!

কাতাদা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। বললাম ঃ আমাদের মহল্লায় একটা জালিম পরিবার আছে। আমার চাচা রিফাআ ইব্‌ন যায়দ-এর ক্ষতি সাধনের ইচ্ছায় তার ভাঁড়ারে সিঁদ কেটে

তার অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্য সবই নিয়ে গেছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো ফেরত নিয়ে দিন। আমাদের খাদ্যের দরকার নেই।

নবী ﷺ বললেন ঃ বিষয়টি নিয়ে আমি শিগগীরই পরামর্শ করব।

বানূ উবায়রিক যখন এই কথা শুনল তখন তারা উসায়র ইব্‌ন উরওয়া নামক তাদের এক ব্যক্তির কাছে এল এবং এই বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করল এই বাড়ির কিছু লোক একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কাতাদা ইব্‌ন নু'মান ও তার চাচা আমাদের একটি সৎ ও মুসলিম পরিবারের ক্ষতি-সাধনের ইচ্ছায় কোনরূপ সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়াই তাদের উপর চুরির অপবাদ দিচ্ছে।

কাতাদা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম এবং বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ এমন একটি পরিবার যাদের ইসলাম ও সততা সম্পর্কে খ্যাতি আছে তাদের তুমি ক্ষতি সাধনের ইচ্ছায় কোন সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়াই চুরির অপবাদ দিচ্ছ!

আমি ফিরে চলে এলাম। আমি তখন পছন্দ করছিলাম যে, আমার কিছু সম্পদ যদি চলেও যেত তবু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এই নিয়ে যদি আলাপ না করতাম!

আমার চাচা রিফাআ আমার কাছে এলেন এবং বললেন ঃ হে ভাতিজা! (আমার বিষয়টির) কি করলে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যা বলেছিলেন তা আমি তাকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ই একমাত্র সাহায্য-প্রার্থনাস্থল।

এরপর আর বেশীক্ষণ না যেতেই কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল ঃ

(اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا)

সত্যসহ আপনার কাছে কিতাব নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ্ আপনাকে যা জ্ঞাত করিয়েছেন তদনুসারে আপনি লোকদের মাঝে ফয়সালা প্রদান করেন। খিয়ানতকারীদের (যেমন, বানূ উবায়রিকের পক্ষে) তর্ক করবেন না।

কাতাদাকে যা বলেছেন তজ্জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ অবশ্যই অতিশয় ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।

যারা নিজেদের প্রতারিত করে তাদের পক্ষে তর্কবিতর্ক করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা খিয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না।

তারা লোকদের থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ থেকে গোপন করে না। অথচ রাত্রে যখন তারা তাঁর নিকট অপছন্দনীয় কথা নিয়ে আলোচনা করে তখনও তো তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন। .... আল্লাহ্র বাণী — 'পরম দয়ালু' পর্যন্ত।

অর্থাৎ এরা যদি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায় তবে তিনি তাদের ক্ষমা করে দিবেন।

কেউ পাপ কাজ করলে সে নিজের ক্ষতির জন্যই তা করে। .... সুস্পষ্ট পাপ পর্যন্ত।

কেউ কোন দোষ বা পাপ করে তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে — যেমন লাবীদ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য — সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

আপনার প্রতি যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তাদের একদল তো আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে সংকল্প আঁটত। কিন্তু তারা নিজদের ব্যতীত আর কাউকে পথভ্রষ্ট করে না; আপনার কোনই ক্ষতি তারা

করতে পারবে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ।

তাদের অনেক গোপন সলা-পরামর্শেই কোন কল্যাণ নেই। তবে যে দান-খয়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তার পরামর্শে কল্যাণ আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তালাশে তা করে তাকে দিব মহা পুরস্কার (৪ ঃ ১০৫-১১৪)।

কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অস্ত্র ফেরত নিয়ে আসা হয় এবং তিনি তা রিফাআকে দিয়ে দেন।

কাতাদা (রা) বলেন ঃ আমার চাচা ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক। জাহিলী যুগ তিনি অতিবাহিত করেছেন কিংবা তিনি বলেছেন ঃ জাহিলী যুগেই তিনি অতিকায় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি ইসলামে প্রবিষ্ট ছিলেন। তাঁর কাছে যখন অস্ত্র ফেরত নিয়ে আসলাম তখন তিনি বললেন ঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! এটি আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়ে দিলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি সঠিক ভাবেই ইসলামে দাখিল হয়েছেন।

কুরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর বুশায়র মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিশে যায় এবং সুলাফা বিনত সা'দ ইব্ন সুমাইয়ার কাছে উঠে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

(اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ - اِلٰى قَوْلِهٖ - غَفُوْرًا رَّحِيْمًا)

কারো নিকট সৎপথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ ধরে তবে যে দিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কতই না মন্দ আবাস!

আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করেন না। তাছাড়া যার জন্য ইচ্ছা তিনি তার অন্য সব পাপ ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে সে ভীষণ ভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (৪ ঃ ১১৫-১১৬)।

বুশায়র সুলাফার এখানে আশ্রয় নিলে হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) কিছু কবিতা-চরণের মাধ্যমে তাকে আক্রমণ করেন। তখন ঐ মহিলা বুশায়রের মাল-সামান মাথায় তুলে আবতাহে নিয়ে ফেলে দিল। পরে বললঃ হাস্সানের কবিতা আমার জন্য হাদিয়া নিয়ে এলে, আমার জন্য ভাল কিছু নিয়ে আসতে পারলে না?

হাদীছটি গারীব। মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম হাররানী ছাড়া আর কেউ এটি মুসনাদ রূপে রিওয়ায়ত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র প্রমুখ (র) এই হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক-আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা (র) সূত্রে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে তার পিতা উমর এবং তার পিতামহ কাতাদা-এর উল্লেখ নেই।

কাতাদা ইব্ন নু'মান (রা) হলেন আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর মা শরীক ভাই। আবূ সাঈদ (রা)-এর নাম হল সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান।

٣٠٣٧-حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ اَسْلَمَ. حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ اَبِى فَاخِتَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ : مَا فِى الْقُرْاٰنِ اٰيَةٌ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : (اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ) قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَاَبُوْ فَاخِتَةَ اسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ عِلاَقَةَ ، وَثُوَيْرٌ يُكْنٰى اَبَا جَهْمٍ ، وَهُوَ كُوْفِىٌّ رَجُلٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ ، وَقَدْ سَمِعَ مِنَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ مَهْدِىٍّ كَانَ يَغْمِزُهُ قَلِيْلاً .

৩০৩৭. খাল্লাদ ইব্‌ন আসলাম বাগদাদী (র)... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরআন করীমে আমার কাছে এই আয়াতটি অপেক্ষা প্রিয় আয়াত আর কোনটি নেই ঃ

(اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (৪ ঃ ১১৬)

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আবূ ফাখিত (র)-এর নাম সাঈদ ইব্‌ন ইলাকা। ছুওয়ার (র)-এর কুনিয়াত হল আবূ জাহম। তিনি হলেন, কূফী। তিনি ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে সরাসরি হাদীছ শুনেছেন। ইব্‌ন মাহদী (র.) তাঁকে কিছু দোষারোপ করতেন।

٣٠٣٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ اَبِى عُمَرَ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُحَيْصِنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ : (مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهٖ) شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : "قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا ، وَفِى كُلِّ مَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ كَفَّارَةٌ حَتّٰى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا اَوِ النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا ابْنُ مُحَيْصِنٍ : هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩০৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ উমর এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যিনাদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهٖ)

যে মন্দ করবে তাকে এর শাস্তি প্রদান করা হবে (৪ ঃ ১২৩) এই আয়াত নাযিল হলে তা মুসলিমদের জন্য খুব মনোকষ্টের কারণ হয়। তাই তারা নবী ﷺ এর কাছে অভিযোগ করেন।

তিনি বললেন ঃ সত্যের নিকটবর্তী থাক এবং সরল-সোজা পথ অবলম্বন কর। মু'মিনের যে ক্লেশই হোক না কেন এমনকি তার গায়ে যদি কোন কাঁটা বিঁধে বা কোন বিপদ-আপদ যদি তার উপর আপতিত হয় — সব কিছুই তার গুনাহ্‌র কাফফারা হয়।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইব্‌ন মুহায়সিন (র)-এর নাম উমর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহায়সিন।

٣٠٣٩–حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ . اَخْبَرَنِى مَوْلَى بْنِ سَبَّاعٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : (مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيْرًا) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا اَبَا بَكْرٍ اَلاَ اُقْرِئُكَ اٰيَةً اُنْزِلَتْ عَلَىَّ ؟ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَاَقْرَاَنِيْهَا فَلاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنِّى قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ انْقِصَامًا فِى ظَهْرِىْ ، فَتَمَطَّأْتُ لَهَا – فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا شَأْنُكَ يَا اَبَا بَكْرٍ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّى ، وَاَيُّنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوْءًا ، وَاِنَّا لَمُجْزَوْنَ بِمَا عَمِلْنَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَمَّا اَنْتَ يَا اَبَا بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُوْنَ فَتُجْزَوْنَ بِذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى تَلْقَوُا اللّٰهَ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوْبٌ وَاَمَّا الْاٰخَرُوْنَ فَيُجْمَعُ ذٰلِكَ لَهُمْ حَتّٰى يُجْزَوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَفِى اِسْنَادِهٖ مَقَالٌ . مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَمَوْلَى ابْنِ سَبَّاعٍ مَجْهُوْلٌ . وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ اَبِى بَكْرٍ وَلَيْسَ لَهُ اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ اَيْضًا .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ .

৩০৩৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

(مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيْرًا)

যে কেউ মন্দ কাজ করবে তার প্রতিফল সে পাবেই এবং আল্লাহ্ ছাড়া সে কোন অভিভাবক ও কোন সহায়ক পাবে না। (৪ ঃ ১২৩)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ বকর! আমি কি তোমার কাছে একটি আয়াত পড়ব না, যা আমার উপর নাযিল হয়েছে?

আমি বললাম ঃ অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

তিনি আমাকে তা পড়ে শোনালেন। আমি আর কিছুই জানি না তবে আমার পিঠে যেন একটা আঘাত অনুভব করলাম। এর জন্য আমি পিঠ টান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আবূ বকর! তোমার কী হল?

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, মন্দ কাজ করে না? আমরা যা করি সবকিছুরই কি প্রতিফল ভোগ করতে হবে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবূ বকর তুমি এবং মু'মিনদের তো দুনিয়াতেই এর বদলা হয়ে যাবে। শেষে আল্লাহ্র সঙ্গে এমন অবস্থায় তাদের সাক্ষাত হবে যে, তাদের কোন গুনাহ্ থাকবে না। কিন্তু অন্যদের

ক্ষেত্রে মন্দ সব কিছু জমা করা হবে। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাদের সে সবের প্রতিফল প্রদান করা হবে।

হাদীছটি গারীব। এর সনদের সমালোচনা রয়েছে। মূসা ইব্‌ন উবায়দা হাদীছ রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে যঈফ। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ এবং আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) তাকে যঈফ বলেছেন। ইব্‌ন সাব্বা'-এর মাওলাও অজ্ঞাত।

আবূ বকর (রা) থেকে এই হাদীছটি অন্যভাবেও বর্ণিত আছে। এর সনদও সাহীহ্ নয়।

এই বিষয়ে আইশা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣٠٤٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ كَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩০৪০. মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুছান্না (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাওদা (রা)-এর আশংকা হয় যে, নবী ﷺ তাঁকে তালাক দিয়ে দিবেন। তাই তিনি তাঁকে বললেন ঃ আমাকে আপনি তালাক দিবেন না। আমাকে আপনার বিবাহে স্থিত রাখুন। আমার জন্য নির্ধারিত দিনটি আইশা (রা)-এর জন্য নির্ধারণ করে নিন। তিনি তাই করলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

(فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)

তারা (স্বামী-স্ত্রী) যদি পরস্পর আপস-নিষ্পত্তি করে নেয় তবে তাতে তাদের কোন দোষ নেই; বরং আপস-নিষ্পত্তিই শ্রেয় -------- (৪ ঃ ১২৮) যে বিষয়ের উপর তারা আপস করবে তা জায়েয। এটা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

٣٠٤١-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ :آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ ، أَوْ آخِرُ شَيْءٍ نَزَلَ :(يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ).

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَأَبُو السَّفَرِ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّوْرِيُّ ، وَيُقَالُ ابْنُ مُحَمَّدٍ .

৩০৪১. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরআন শরীফের (মীরাছের বিষয়ে) শেষ যে আয়াত নাযিল হয় তা হল ঃ (يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ).

লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতামাতা নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ জানাচ্ছেন। (৪ ঃ ১৭৬)

হাদীছটি হাসান।

আবুস সাফার (র)-এর নাম সাঈদ ইব্ন আহমদ। ইব্ন ইউহমিদ ছাওরী বলেও কথিত আছে।

٣٠٤٢–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ) ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ : يَجْزِيْكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ .

৩০৪২. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা হয়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের 'কালালা' সম্পর্কে ফতওয়া দিচ্ছেন যে ঃ (يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ) (৪ঃ১৭৬) এ-কি?

নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ গ্রীষ্মকালীন আয়াতটি (অর্থাৎ ৪ ঃ ১৭৬ নং আয়াত)-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-মাইদা

٣٠٤٣–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ ، وَغَيْرُهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ عَلَيْنَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ : (اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا) لاَ اتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اِنِّى اَعْلَمُ اَىَّ يَوْمٍ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ ، اُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০৪৩. ইব্ন আবূ উমর (র)... তারিক ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন!

(اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا)

আজ পরিপূর্ণ করে দিলাম আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, পরিসমাপ্তি করে দিলাম তোমাদের উপর আমার নেয়ামত আর দীন হিসাবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম। (৫ ঃ ৩) ----- আয়াতটি যদি আমাদের উপর নাযিল হত তা হলে সেই দিনটিকে আমরা উৎসবের দিন হিসাবে নির্ধারণ করতাম।

উমর (রা) বললেন ঃ আমি অবশ্যই জানি এই আয়াতটি কোন্ দিন নাযিল হয়েছিল, এটি আরাফার দিন, জুমাবারে নাযিল হয়েছিল।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٤٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ ، اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ قَالَ : قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ (اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا) وَعِنْدَهُ يَهُوْدِىٌّ فَقَالَ : (لَوْ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ عَلَيْنَا لاَتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيْدًا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَاِنَّهَا نَزَلَتْ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ صَحِيْحٌ .

৩০৪৪. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আম্মার ইব্‌ন আবূ আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

(اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا) (৫ ঃ ৩)

তাঁর কাছে এক ইয়াহূদী উপস্থিত ছিল। সে বলল ঃ আমাদের উপর যদি এমন একটি আয়াত নাযিল হত তবে সেই দিনটিকে আমরা উৎসবের দিন হিসাবে নির্ধারণ করতাম।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন ঃ এটি তো আমাদের দুই ঈদের দিন নাযিল হয়েছে ঃ জুমআর দিন এবং আরাফার দিন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

٣٠٤٥–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَمِيْنُ الرَّحْمٰنِ مَلاَى سَحَّاءَ لاَ يُغِيْضُهَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ قَالَ : اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ ؟ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِى يَمِيْنِهِ (وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) وَبِيَدِهِ الْاُخْرَى الْمِيْزَانُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَتَفْسِيْرُ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : (وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ) وَهٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ رَوَتْهُ الْاَئِمَّةُ نُؤْمِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُفَسَّرَ اَوْ يُتَوَهَّمَ هٰكَذَا . قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ الثَّوْرِىُّ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ اِنَّهُ تُرْوَى هٰذِهِ الْاَشْيَاءُ وَيُؤْمَنُ بِهَا فَلاَ يُقَالُ كَيْفَ .

৩০৪৫. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দয়াময়ের ডান হাত তো পূর্ণ সব সময় তা অনুগ্রহ ঢালছে। রাত-দিনের বর্ষণ তাতে কোন হ্রাস ঘটাতে পারে না।

তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? যেদিন থেকে তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে তিনি ব্যয় করে আসছেন কিন্তু তাঁর দক্ষিণ হস্তেও যা আছে তাতেও কিছু কম হয়নি।

তাঁর আরশ পানির উপর। তাঁর অন্য হাতে হল মীযান। তিনি তা নিচু করেন এবং উত্তোলন করেন। হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই হাদীছটি হল ঃ (وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ। এরাই আসলে রুদ্ধহস্ত وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ (৫ ঃ ৬৪) আয়াতটির তাফসীর স্বরূপ। ইমামগণ বলেন ঃ কোনরূপ ব্যাখ্যা ও সন্দেহ পোষণ না করে যেভাবে হাদীছে উল্লেখ হয়েছে এই সব হাদীছের ক্ষেত্রে সেভাবেই বিষয়টি বিশ্বাস করতে হবে। সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্‌ন আনাস, ইব্‌ন উয়ায়না, ইব্‌ন মুবারক প্রমুখ (র) ইমামগণ এইরূপ অভিমত বক্তে করেছেন যে, এই ধরনের বিষয় বর্ণনা করা যাবে। এগুলোর উপর ঈমান রাখতে হবে কিন্তু তা কেমন এই কথা বলা যাবে না।

٣٠٤٦–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ . حَدَّثَنَا الْحٰرِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : (وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) فَاَخْرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ ، فَقَالَ لَهُمْ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوْا فَقَدْ عَصَمَنِى اللّٰهُ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْجُرَيْرِى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحْرَسُ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ .

৩০৪৬. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-কে পাহারা দেওয়া হত।

(وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন (৫ ঃ ৬৭) আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুজরা থেকে মাথা বের করে পাহারাদারদের বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা চলে যাও। আল্লাহ্ আমাকে হেফাজত করেছেন।

হাদীছটি গারীব।

কেউ কেউ এই হাদীছটিকে জুরায়রী... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তারা আইশা (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

٣٠٤٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِى نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا ، فَجَالَسُوْهُمْ فِى مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ (وَلَعَنَهُمْ

عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ) قَالَ : فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : لاَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ حَتّٰى تَأْطِرُوْهُمْ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ يَزِيْدُ : وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ لاَ يَقُوْلُ فِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ اَبِى الْوَضَّاحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُوْلُ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً .

৩০৪৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বানূ ইসরাঈলীরা যখন আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত হয় তখন তাদের আলিমগণ তাদের নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা নিষেধ শোনে নি। এতদসত্ত্বেও তাঁরা তাদের সাথে তাদের মজলিসে উঠা বসা করেছে, তাদের সাথে (একত্রে) পানাহার করেছে। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কতকের অন্তর আর কতকের (পাপীদের) সাথে একাকার করে দিলেন এবং দাউদ ও ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-এর ভাষায় তারা লা'নতগ্রস্ত হল। কেননা, তারা নাফরমানী এবং সীমালংঘন করত।

রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, তিনি তখন সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা রক্ষা পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কঠোরভাবে বাধা না দিয়েছ।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ ইয়াযীদ বলেছেন যে, সুফইয়ান ছাওরী (র) সনদে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

এই হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন আবুল ওয়ায্যাহ... আলী ইব্ন বাযীমা-আবূ উবায়দা-আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী এটিকে আবূ উবায়দা... নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٤٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ بَذِيْمَةَ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَنِى اِسْرَائِيْلَ لَمَّا وَقَعَ فِيْهِمُ النَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرَى اَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ ، فَاِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَاى مِنْهُ اَنْ يَكُوْنَ اَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَخَلِيْطَهُ ، فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، وَنَزَلَ فِيْهِمُ الْقُرْاٰنُ فَقَالَ : (لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ) فَقَرَاَ حَتّٰى بَلَغَ (وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ) قَالَ : وَكَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : لاَ ، حَتّٰى تَأْخُذُوْا عَلَى يَدَىِ

الظَّالِمِ فَتَاطِرُوْهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا .

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَاَمْلاَهُ عَلَيَّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ اَبِي الْوَضَاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩০৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বানূ ইসরাঈলের মাঝে যখন ত্রুটি দেখা দিল তখন তাদের একজন তার আর এক ভাইকে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত দেখতে পেলে তাকে নিষেধ করত কিন্তু তাকে যা করতে সে দেখেছে তার এই দেখা ঐ নাফরমানের সঙ্গে পানাহারে এবং মজলিসে-বৈঠকে এক সঙ্গে শরীক হওয়া থেকে তাকে বাধা দিত না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কতকের অন্তর অন্য কতকের অন্তরের সাথে একাকার করে দিলেন। তাদের বিষয়েই আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ

(لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ)

বানূ ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা অভিশপ্ত হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইব্‌ন মারয়াম কর্তৃক। কারণ তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা থেকে পরস্পরকে বারণ করত না তারা যা করত তা কতই না মন্দ! তাদের অনেককে তুমি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম — যে কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা স্থায়ীভাবে আযাবে থাকবে। তারা আল্লাহ্, নবী ও তাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে এদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক। (৫ ঃ ৭৮-৮১)।

তখন নবী ﷺ কাত হয়েছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন ঃ তোমরা রক্ষা পাবে না, যতক্ষণ না জালিমের হাত ধরে তাকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছ।

বুনদার (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٠٤٩–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ . اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُرَحْبِيْلَ اَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ ، فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : (يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الْاٰيَةَ ، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ ، فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ : (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى) فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ ، فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ : (اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ – اِلٰى قَوْلِهِ – فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ) فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ : اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : وَقَدْ رُوِىَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُرْسَلاً .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ .

৩০৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! মদের বিষয়ে আমাদের পরিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট বিবরণ দিন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারার আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ

(يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ .... শেষ পর্যন্ত (২ ঃ ২১৯)।

উমর (রা)-কে ডেকে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনান হল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে মদের বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বিবরণ দিন।

তখন সূরা নিসার এই আয়াতটি নাযিল হল ঃ

(يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى) হে মু'মিনগণ! তোমরা মদ্য পানোন্মত্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হবে না। (৪ ঃ ৪৩)

উমর (রা)-কে ডেকে আনা হল এবং তাঁকে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনান হল। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্! মদের বিষয়ে আরো পরিষ্কার নির্দেশ দিন। তখন সূরা মাইদার এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

(اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - اِلَى قَوْلِهِ - فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ)

শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? (৫ ঃ ৯১)

উমর (রা)-কে ডেকে তাঁকে এটি তিলাওয়াত করে শোনান হল। তিনি বললেন ঃ চূড়ান্ত হয়েছে, চূড়ান্ত হয়েছে।

ইসরাঈল (র) সূত্রে এটি মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ ইব্‌নুল আলা (র)... আবূ মায়সারা (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! মদের বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বিবরণ দিয়ে দিন। এরপর তিনি উক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

এটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)-এর রিওয়ায়ত (৩০৪৯ নং) থেকে অধিক সাহীহ।

٣٠٥٠–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : مَاتَ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَ اَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ . فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ . قَالَ رِجَالٌ : كَيْفَ بِاَصْحَابِنَا وَقَدْ مَاتُوْا يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ ، فَنَزَلَتْ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ .

৩০৫০. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মদ হারাম হওয়ার পূর্বেই সাহাবীদের বহুজনের ইনতিকাল হয়। মদ হারাম হওয়ার পর লোকেরা বলল ঃ আমাদের সঙ্গীদের কি হবে? তাঁরা যখন ইনতিকাল করেছে তখন তো তাঁরা মদ্যপান করতেন।

তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

(لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) .

যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তজ্জন্য তাদের কোন পাপ নেই। যদি তারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও নেক আমল করে .... শেষ পর্যন্ত (৫ ঃ ৯৩)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

শু'বা এটি আবূ ইসহাক (র)... বারা (রা.) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

٣٠٥١–حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ بِهٰذَا قَالَ : قَالَ الْبَرَاءِ مَاتَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا قَالَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَكَيْفَ بِاَصْحَابِنَا الَّذِيْنَ مَاتُوْا وَهُمْ يَشْرَبُوْنَهَا ؟ فَنَزَلَتْ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) الْاٰيَةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের বেশ কিছু লোক এমন যুগে মারা যান যে যুগে তাঁরা মদ্যপান করতেন। পরে যখন তা হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়, তখন সাহাবীদের কতক লোক বললেন ঃ আমাদের ঐ সাথীদের কি হবে যারা মদ্যপান করা কালে ইনতিকাল করেছেন?

তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)

যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তজ্জন্য তাদের কোন পাপ নেই। (৫ ঃ ৯৩)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٥٢–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى رِزْمَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الَّذِيْنَ مَاتُوْا وَهُمْ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ ، فَنَزَلَتْ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْهَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০৫২. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মদ হারাম হওয়ার আগে যারা মারা গেছেন অথচ তারা মদ পান করতেন তাদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

(لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْهَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا - الصَّالِحَاتِ).। (৫ ঃ ৯৩)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٥٣-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْهَرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَنْتَ مِنْهُمْ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৫৩. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)

(৫ ঃ ৯৩) আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমিও এদের মধ্যে গণ্য?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٥٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ الْفَلَاسُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اِذَا اَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ ، وَاَخَذَتْنِى شَهْوَتِى ، فَحَرَّمْتُ عَلَيَّ اللَّحْمَ . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ . وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلاَلاً طَيِّبًا) قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلاً ، لَيْسَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَاهُ خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً .

৩০৫৪. আবূ হাফস আমর ইব্‌ন আলী (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি গোশত খাই তবে স্ত্রী সম্ভোগের জন্য অস্থির হয়ে পড়ি এবং যৌন স্পৃহা আমাকে উত্তেজিত করে। তাই আমি নিজের জন্য গোশত হারাম করে দেই।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন নাযিল করেন ঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ . وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلاَلاً طَيِّبًا)

হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু হালাল করেছেন সে সব বস্তুকে তোমরা হারাম করবে না এবং সীমালংঘন করবে না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তোমাদের যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে তোমরা আহার কর .... (৫ ঃ ৮৭-৮৮)।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

উছমান ইব্‌ন সা'দ (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া কেউ কেউ এটিকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নেই। খালিদ হাযযা এটি ইকরিমা (র) সূত্রে মুরসাল রূপে রিওয়ায়ত করেছেন।

٣٠٥٥-حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ . حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ " (وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً) قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِى كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِى كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ لاَ ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

৩০৫৫. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

(وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً) লোকদের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। .... (৩ ঃ ৯৭) আয়াত নাযিল হলে সাহাবীরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রতিবছরেই কি তা করতে হবে? তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি বছরেই কি তা করতে হবে?

তিনি বললেন ঃ না, যদি হ্যাঁ বলতাম তবে তো তা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যেত।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

(يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَ تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) .

হে মু'মিনগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না, যা প্রকাশ হলে তোমাদের খারাপ লাগবে .... (৫ ঃ ১০১)।

আলী (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣٠٥٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . اَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ اَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَبِيْ ؟ قَالَ اَبُوْكَ فُلاَنٌ . فَنَزَلَتْ : يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

৩০৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন মা'মার আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বাসরী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা অমুক। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

(يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَسْاَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ).(৫ ঃ ১০১)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٠٥٧-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ : يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ) ، وَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَأَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ اَوْشَكَ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَرْفُوْعًا . وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِي بَكْرٍ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ .

৩০৫৭. আহমদ ইব্ন মানী' (র)... আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পাঠ করে থাক যে,

(يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ)

হে মুমিনগণ, তোমাদের নিজেদের সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি হিদায়তের উপর থাক, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না (৫ ঃ ১০৫)। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ মানুষ যখন কোন জালিমকে দেখে আর তার হাত ধরে যদি তাকে নিবৃত না করে তবে আশংকা যে, অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ব্যাপক আযাবে নিপতিত করবেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

একাধিক রাবী এটি ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) সূত্রে মারফু' হিসাবে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। কোন কোন রাবী ইসমাঈল... কায়স (র) সূত্রে আবূ বকর (রা)-এর বক্তব্য রূপে এটি রিওয়ায়ত করেছেন। তাঁরা এটি মারফু' করেন নি।

٣٠٥٨-حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ اَبِى حَكِيمٍ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ عَنْ اَبِى اُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ : اَتَيْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِهٰذَا الْاٰيَةِ ؟ قَالَ : اَيَّةُ اٰيَةٍ ؟ قُلْتُ : قَوْلُهُ : (يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ) قَالَ : اَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَاَلْتَ عَنْهَا خَبِيْرًا ، سَاَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا ، وَهَوًى مُتَّبَعًا ، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً ، وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِى رَأْىٍ بِرَأْيِهِ ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَّ فَاِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامًا الصَّبْرُ فِيْهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ اَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَزَادَنِى غَيْرُ عُتْبَةَ ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنَّا اَوْ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : بَلْ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩০৫৮. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াকূব তালাকানী (র)... আবূ উমায়্যা শা'বানী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে বললাম ঃ এই আয়াতটির বিষয়ে আপনার কি করণীয় নির্ধারণ করেছেন?

তিনি বললেন ঃ কোন্ আয়াতটির বিষয়ে বলছেন?

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ

(يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (৫ ঃ ১০৫)

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, তুমি সুবিজ্ঞ লোকের কাছেই প্রশ্ন করেছ। আমি এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছেন ঃ বরং তোমরা সৎকাজের আদেশ করতে থাক আর অন্যায় কর্ম থেকে নিবৃত করতে থাক। শেষে যখন দেখতে পাবে কৃপণতার আনুগত্য করা হচ্ছে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হচ্ছে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকেই নিজের মতকে সর্বোত্তম মনে করছে তখন তুমি বিশেষ করে তোমাকে নিয়েই থেকো, সাধারণের চিন্তা ছেড়ে দিও। তোমাদের পরবর্তীতে এমন যুগ আসছে যে যুগে (দীনের উপর) ধৈর্য ধরে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মত যন্ত্রণাকর হবে। ঐ যুগে যে দীনের উপর আমল করবে তার প্রতিদান হবে তোমাদের মত আমলকারী পঞ্চাশ লোকের অনুরূপ।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন, উৎবা ভিন্ন অন্যরা তাদের রিওয়ায়তে আরো উল্লেখ করেছেন যে, বলা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের পঞ্চাশ জনের, না তাদের পঞ্চাশ জনের ছওয়াব হবে?

তিনি বললেন ঃ না, তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমান তার ছওয়াব হবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

٣٠٥٩-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بَاذَانَ مَوْلَى اُمِّ هَانِئٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ : (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) قَالَ بَرِئٌ مِنْهَا النَّاسُ غَيْرِى وَغَيْرَ عَدِىِّ بْنِ بَدَّاءَ ، وَكَانَا نَصْرَانِيَيْنِ يَخْتَلِفَانِ اِلَى الشَّامِ قَبْلَ الْاِسْلاَمِ ، فَاَتَيَا الشَّامَ لِتِجَارَتِهِمَا وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلًى لِبَنِى سَهْمٍ ، يُقَالُ لَهُ بُدَيْلُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ بِتِجَارَةٍ ، وَمَعَهُ جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ يُرِيْدُ بِهِ الْمَلِكَ وَهُوَ عُظْمُ تِجَارَتِهِ ، فَمَرِضَ فَاَوْصَى اِلَيْهِمَا ، وَاَمَرَهُمَا اَنْ يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ اَهْلَهُ ، قَالَ تَمِيْمٌ : فَلَمَّا مَاتَ اَخَذْنَا ذٰلِكَ الْجَامَ فَبِعْنَاهُ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ اَنَا وَعَدِىُّ بْنُ بَدَّاءٍ . فَلَمَّا قَدِمْنَا اِلَى اَهْلِهِ دَفَعْنَا اِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا وَفَقَدُوا الْجَامَ ، فَسَاَلُوْنَا عَنْهُ ، فَقُلْنَا مَا تَرَكَ غَيْرَ هٰذَا ، وَمَا دَفَعَ اِلَيْنَا غَيْرَهُ ، قَالَ تَمِيْمٌ : فَلَمَّا اَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُوْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ تَاَثَّمْتُ مِنْ ذٰلِكَ ، فَاَتَيْتُ اَهْلَهُ فَاَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ ، وَاَدَّيْتُ اِلَيْهِمْ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَاَخْبَرْتُهُمْ اَنَّ عِنْدَ صَاحِبِى مِثْلَهَا ، فَاَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَسَاَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَجِدُوْا ، فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَسْتَحْلِفُوْهُ بِمَا يُقْطَعُ بِهِ عَلَى اَهْلِ دِيْنِهِ فَحَلَفَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ - اِلَى قَوْلِهِ - اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ) . فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَحَلَفَا ، فَنُزِعَتِ الْخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَدِىِّ بْنِ بَدَّاءٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِصَحِيْحٍ ، وَاَبُو النَّضْرِ الَّذِىْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ هُوَ عِنْدِى مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِىُّ ، يُكْنَى اَبَا النَّضْرِ ، وَقَدْ تَرَكَهُ اَهْلُ الْحَدِيْثِ وَهُوَ صَاحِبُ التَّفْسِيْرِ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ : مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِىُّ يُكْنَى اَبَا النَّضْرِ ، وَلاَ نَعْرِفُ لِسَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ الْمَدَنِىِّ رِوَايَةً عَنْ اَبِى صَالِحٍ مَوْلَى اُمِّ هَانِئٍ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنْ هٰذَا عَلَى الْاِخْتِصَارِ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩০৫৯. হাসান ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবূ শু'আয়ব হাররানী (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ (يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)

হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্যে সাক্ষী রাখবে ন্যায়নিষ্ঠ দুই জন .... (৫ ঃ ১০৬) আয়াত প্রসঙ্গে তামীমে দারী (রা.) বলেন ঃ এ ক্ষেত্রে আমি এবং আদী ইব্‌ন বাদদা ছাড়া অন্য কারো উপর এ আয়াত প্রযোজ্য নয়।

এরা (তামীম ও আদী) উভয়েই ছিলেন খৃষ্টান। ইসলামের পূর্বে তারা সিরিয়ায় ব্যবসার জন্য যাতায়াত করতেন। একবার তারা ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গেলেন। বুদায়ল ইব্ন আবূ মারইয়াম নামক বানূ সাহমের এক জন আযাদকৃত দাস তাদের কাছে তেজারতির উদ্দেশ্যে এলেন। তাঁর সাথে রূপার একটি পান পাত্র ছিল। তিনি এটি বাদশাহ্র (নিকট বিক্রির) উদ্দেশ্যে এনেছিলেন। এটিই ছিল তাঁর তেজারতির সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু। তিনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তখন তাদের কাছে ওসীয়ত করেন এবং (তাঁর মৃত্যু হলে) তাঁর রেখে যাওয়া মালপত্র তার পরিবার-পরিজনের কাছে পৌঁছে দিতে উভয়কে অনুরোধ জানান। তামীম (রা) বলেন ঃ তিনি মারা গেলে আমরা পানপাত্রটি নিয়ে গিয়ে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করে আমি ও আদী ইব্ন বাদ্দা দুই জনে তা ভাগ করে নিলাম। পরে আমরা যখন তাঁর পরিজনের কাছে ফিরে এলাম, তখন আমাদের নিকট রক্ষিত জিনিসপত্র তাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা ঐ পানপাত্রটি না পেয়ে এই বিষয়ে আমাদের কাছে জানতে চাইল। আমরা বললাম ঃ যা দিয়েছি তা ছাড়া তিনি আর কিছু রেখে যান নি এবং তা ছাড়া আমাদের কাছেও তিনি অন্য কিছু রেখে যান নি।

তামীম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মদীনা আগমনের পর যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি তখন ঐ অপরাধ থেকে মুক্তির চিন্তা করে তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে আসি এবং মূল ব্যাপারটি তাদের জানাই। তাদেরকে পাঁচশত দিরহাম ফেরত দেই আর বলি যে, আমার সঙ্গীর কাছেও এ পরিমাণ রয়েছে, তারা তখন বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল। তিনি তাদের কাছে প্রমাণ তলব করলেন। তারা কোন সাক্ষী পেল না। তিনি তখন তাদের ধর্মের যে বিষয়ের কসম খেলে গুরুত্ব হয় সে বিষয়ের মাধ্যমে আদীকে কসম দিতে ঐ পরিবারের লোকদের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আদী (নিজেকে নিরপরাধ বলে) কসম খায়। এতদপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

(يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ - اِلَى قَوْلِهِ - اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ) (৫ঃ১০৬-১০৮)

এরপর আমর ইব্ন আস (রা) এবং অন্য একজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে উঠলেন। শেষে আদী ইব্ন বাদদা থেকে পাঁচশ দিরহাম উসুল করা হল।

হাদীছটি গারীব। এর সনদ বিশুদ্ধ নয়।

যে আবুন নাযর-এর সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আমার মতে তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইব্নুস সাইব কালবী। তাঁর কুনিয়াত হল আবুন নাযর। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর তাফসীরের একটি গ্রন্থও আছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন সাইব কালবীর কুনিয়াত হল আবুন নাযর। উম্মু হানী (রা)-এর মাওলা আবূ সালিহ (র) সূত্রে সালিম আবুন নাযর মাদীনীর কোন রিওয়ায়ত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে সংক্ষিপ্তভাবে এই বিষয়ে অন্য সূত্রেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣٠٦٠-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ عَنِ ابْنِ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَهْمٍ مَعَ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِاَرْضٍ لَيْسَ فِيْهَا مُسْلِمٌ . فَلَمَّا قَدِمْنَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوْا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَصَّصًا بِالذَّهَبِ فَاَحْلَفَهُمَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ ، فَقِيْلَ اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيٍّ وَتَمِيْمٍ ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ اَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَاَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ : (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ) هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَهُوَ حَدِيْثُ ابْنُ اَبِى زَائِدَةَ .

৩০৬০. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বানূ সাহমের এক ব্যক্তি তামীম দারী এবং আদী ইব্‌ন বাদার সঙ্গে সফরে বের হয়। এমন এক স্থানে সাহমী ব্যক্তিটি মারা যায় যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। যা হোক উক্ত দুইজন সাহমী-ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল-আসবাব নিয়ে তার পরিবারের কাছে আসলে তারা এতে স্বর্ণের কারুকাজ করা রূপার একটি পানপাত্র পেলেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দু'জনকে এই বিষয়ে হলফ করান। পরে এই পানপাত্রটি সাহমীর পরিবারের লোকেরা মক্কায় পান। তাদের বলা হল। এটি তামীম ও আদীর নিকট থেকে কিনে আনা হয়েছে। সাহমী ব্যক্তিটির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি দাবী নিয়ে উঠেন এবং আল্লাহ্‌র কসম করে বললেন ঃ আমাদের সাক্ষ্য এদের দু'জনের সাক্ষ্য অপেক্ষা বেশী সত্য এবং গ্রহণযোগ্য। এই পেয়ালাটি আমাদের লোকের।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এদের বিষয়েই নাযিল হয় ঃ (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ) (৫ ঃ ১০৬-১০৮)

হাদীছটি হাসান-গারীব। এটি হল ইব্‌ন আবূ যাইদার রিওয়ায়ত।

٣٠٦١-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ . حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا ، وَاُمِرُوْا اَنْ لَا يَخُوْنُوْا وَلَا يَدَّخِرُوْا لِغَدٍ ، فَخَانُوْا وَادَّخَرُوْا وَرَفَعُوْا لِغَدٍ فَمُسِخُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ رَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَوْقُوْفًا ، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ بْنِ قَزَعَةَ .

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ بْنِ قَزَعَةَ ، وَلَا نَعْلَمُ لِلْحَدِيْثِ الْمَرْفُوْعِ اَصْلًا .

৩০৬১. হাসান ইব্‌ন কাযাআ বাসরী (র)... আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ [ঈসা (আ)-এর দু'আয় আল্লাহ্ তা'আলা] আকাশ থেকে রুটি ও গোশত ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণ করেন। হাওয়ারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যেন এর খেয়ানত না করে এবং তা থেকে যেন আগামীকালের জন্য সঞ্চয় না করে। কিন্তু তারা এতে খেয়ানত করল তা থেকে সঞ্চয় করল এবং আগামীকালের জন্য তা তুলে রাখল। ফলে তাদের (শাস্তি হিসাবে) বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়।

এই হাদীছটি গারীব।

আবূ আসিম (র) প্রমুখ এটি সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা-কাতাদা-খিলাস... আম্মার (রা) সূত্রে মাওকূফ রূপে রিওয়ায়ত করেছেন।

হাসান ইব্‌ন কাযাআ-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি মারফূ রূপে বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র)... সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এটি মারফূ' নয়। এটি হাসান ইব্‌ন কাযাআ-র রিওয়ায়ত থেকে অধিক সাহীহ। মারফূ' রূপে বর্ণনাটির কোন ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নেই।

٣٠٦٢–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : تَلَقَّى عِيْسَى حُجَّتَهُ وَلَقَّاهُ اللّٰهُ فِي قَوْلِهِ : (وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَقَّاهُ اللّٰهُ : (سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِي اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ) الْاٰيَةَ كُلَّهَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০৬২. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঈসা (আ)-কে হুজ্জত শিখিয়ে দেওয়া হল। আল্লাহ্ই তাঁর বক্তব্য বিষয়ে ঈসাকে তা শিখিয়ে দিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ)

আল্লাহ্ যখন বললেন, হে মরয়ম তনয় ঈসা, তুমিই কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে এবং আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? (৫ ঃ ১১৬)।

আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঃ তখন ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ই উত্তর শিখিয়ে দিবেন। তিনি বলবেন ঃ (سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِي اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ)

তুমি তো মহিমান্বিত। যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা তো আমার জন্য শোভন নয় .... (৫ ঃ ১১৬)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٦٣–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَيٍّ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : اٰخِرُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ : اٰخِرُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ).

৩০৬৩. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সর্বশেষ সূরা নাযিল হয় সূরা আল-মায়িদা।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ সর্বশেষ সূরা নাযিল হয়, ইযা জাআ নাসরুল্লাহ্ ওয়াল ফাতহ্।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الْاَنْعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল আন'আম

٣٠٦٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ اَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : اِنَّا لاَ نُكَذِّبُكَ ، وَلٰكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ).

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ نَاجِيَةَ اَنَّ اَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ وَهٰذَا اَصَحُّ .

৩০৬৪. আবূ কুরায়ব (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আবূ জাহল নবী ﷺ-কে বলল ঃ আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, তবে তুমি যে বিষয় নিয়ে এসেছ তা আমরা মিথ্যা বলে মনে করি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ).

ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... নাজিয়া (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ জাহল নবী ﷺ-কে বলল। .... এরপর তিনি উক্তরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

এতে আলী (রা)-এর উল্লেখ নেই। এটিই অধিক সাহীহ।

٣٠٦٥-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : (اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : هَاتَانِ اَهْوَنُ اَوْ هَاتَانِ اَيْسَرُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০৬৫. ইব্ন আবূ উমর (র)... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন এই আয়াতটি নাযিল হল ঃ (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ)

তখন নবী ﷺ বললেন ঃ (হে আল্লাহ্!) আপনার মুখমণ্ডলের ওসীলায় আশ্রয় চাই।

আরো নাযিল হল ঃ (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ)
নবী ﷺ বললেন ঃ এ দুটোই সহজতর।
হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٦٦-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ . حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ الْغَسَّانِىِّ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ : (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ) فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: اَمَا اِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَاتِ تَاْوِيْلُهَا بَعْدُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩০৬৬. হাসান ইব্ন আরাফা (র)... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ)
আয়াতটি প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন ঃ এ আযাব ঘটবে। এর পরিণাম এখনো স্বরূপ ধারণ করে নি।
হাদীছটি হাসান-গারীব।

٣٠٦٧-حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ . اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ . قَالَ : لَيْسَ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ ، اَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِاِبْنِهِ : (يَا بُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ)

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০৬৭. আলী ইব্ন খাশরাম (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ)
আয়াতটি নাযিল হলে মুসলিমদের তা খুবই কঠিন বলে মনে হয়। তারা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের এমন কে আছে যে স্বীয় নাফসের উপর জুলম করেনি?

তিনি বললেন ঃ বিষয়টি আসলে তা নয়। এখানে জুলম হল শিরক। লুকমান তাঁর পুত্রকে কি বলেছেন, তা কি তোমরা শোন নি?

(يَا بُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ)
হে প্রিয় বৎস, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করবে না। শিরক হল মহা জুলম।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٢٠٦٨-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : [يَا اَبَا] عَائِشَةَ ثَلاَثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ ، مَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ يَقُوْلُ : (لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ - وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ ، فَقُلْتُ : يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْظِرِيْنِى وَلاَ تُعْجِلِيْنِى اَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ : (وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى - وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ) قَالَتْ : اَنَا اَوَّلُ مَنْ سَاَلَ عَنْ هٰذَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيْلُ ، مَا رَاَيْتُهُ فِى الصُّوْرَةِ الَّتِى خُلِقَ فِيْهَا غَيْرُ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ ، رَاَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللّٰهِ ، يَقُوْلُ اللّٰهُ : (يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) وَمَنْ زَعَمَ اَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ فَقَدْ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ يَقُوْلُ : (قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَمَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ يُكْنٰى اَبَا عَائِشَةَ ، وَهُوَ مَسْرُوْقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَكَذَا كَانَ اسْمُهُ فِى الدِّيْوَانِ .

৩০৬৮. আহমদ ইব্ন মানী' (র)... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আইশা (রা)-এর এখানে কাত হয়ে বসা ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে আবূ আইশা তিনটি বিষয় এমন, যে এর কোন একটি বলল ঃ সে আল্লাহ্ সম্পর্কে ভীষণ অপবাদ দিল। যে এই কথা বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন সে আল্লাহ্র উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন ঃ

لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

তিনি (আল্লাহ্) দৃষ্টির অধিগম্য নন, তবে দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত (৬ ঃ ১০৩)। তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে .... (৪২ ঃ ৫১)।

আমি তো ঠেস দেওয়া অবস্থায় ছিলাম। এবার সোজা হয়ে বসলাম। বললাম ঃ হে উম্মুল মু'মিনীন, থামুন, আমাকে সময় দিন, ত্বরা করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কি ইরশাদ করেন নি ঃ

(وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى – وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ)

তিনি তো (রাসূলুল্লাহ্) তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন (২৩ ঃ ৮১)। অন্যত্র "নিশ্চয় তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন" (১৩ ঃ ৫৩)।

আইশা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমিই প্রথম সে জন যে জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। তিনি বলেছেন ঃ তিনি তো ছিলেন জিব্‌রীল (আ) কেবলমাত্র এই দু'বারই আমি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। আমি তাঁকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তাঁর বিরাট দেহ ঢেকে ফেলেছিল আসমান-জমিনের মাঝের সবটুকু স্থান।

তিনি আরো বলেন ঃ আর ঐ ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র উপর ভীষণ অপবাদ দেয়, যে এমন কথা বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তার কোন কথা গোপন করেছেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ (يَاۤ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ)

হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন ..... (৫ ঃ ৬৭)।

কেউ যদি বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগামীতে কি হবে তা জানেন তবে সেও আল্লাহ্‌র উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ (قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ).

আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ব্যতীত গায়েব সম্পর্কে কেউ জানে না। (২৭ ঃ ৬৫)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মাসরূক ইব্‌নুল আজদা' (র.)-এর কুনিয়াত হল আবূ আইশা।

٣٠٦٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِىُّ الْحَرَشِىُّ. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَكَّائِىُّ . حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اَتَى اُنَاسٌ النَّبِىَّ ﷺ ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَاكُلُ مَا نَقْتُلُ وَلَا نَاكُلُ مَا يَقْتُلُ اللّٰهُ ؟ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ – اِلَى قَوْلِهِ – وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَيْضًا ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلًا .

৩০৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা বাসরী হারাশী (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা নিজেরা যা বধ করি তা তো আহার করি আর আল্লাহ্ তা'আলা যা হত্যা করেন (মৃত্যু দেন) তা আহার করি না।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ – اِلَى قَوْلِهِ – وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ).

হাদীছটি হাসান-গারীব।

এই হাদীছটি ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী এটিকে আতা ইব্‌নুস সাইব... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٧٠-حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ الْاَوْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى الصَّحِيْفَةِ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَلْيَقْرَأْ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ : (قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) الْاٰيَةَ اِلَى قَوْلِهِ : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ).

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

৩০৭০. ফাযল ইব্‌নুস সাব্বাহ বাগদাদী (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে সাহীফা (ক্ষুদ্র পুস্তিকা)-এর উপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর মোহরাঙ্কিত হয়েছে[১] সেই সাহীফা দর্শন যাকে আনন্দ দেয় সে যেন এই আয়াতগুলো পাঠ করে ঃ (قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) الْاٰيَةَ اِلَى قَوْلِهِ : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ)

হাদীছটি হাসান-গারীব।

٣٠٧١-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ) قَالَ : طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ،

৩০৭১. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, (اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ) আয়াত প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন ঃ এ নিদর্শন হল পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়।

এই হাদীছটি গারীব। কোন কোন রাবী এটিকে মারফূ হিসাবে রিওয়ায়ত করেন নি।

٣٠٧٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ اِذَا خَرَجْنَ (لَمْ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ) الْاٰيَةَ الدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ اَوْ مِنْ مَغْرِبِهَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০৭২. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় যখন প্রকাশিত হবে, ইতিপূর্বে যে ঈমান আনে নি (বা ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করে নি) সে সময় ঈমান আনায় তার কোন উপকার হবে না ঃ (لَمْ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ)

দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

---

১. অর্থাৎ যে বিধানের কোন পরিবর্তন কখনও হয়নি সেই সব বিধান সম্বলিত আয়াত ....।

٣٠٧٣–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ : "اِذَا هَمَّ عَبْدِى بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً، فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ، وَاِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوْهَا ، فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِمِثْلِهَا ، فَاِنْ تَرَكَهَا وَرُبَّمَا قَالَ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً ثُمَّ قَرَاَ : (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০৭৩. ইব্‌ন আবী উমর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন — আর তাঁর কথা হক — আমার বান্দা যখন কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে তখনই তার একটা নেকী লিখবে। আর যখন সেই নেক সে সম্পাদন করবে তখন একটার জন্য দশগুণ করে নেকী লিখবে। আর যখন কোন বদকাজ করার ইচ্ছা করে তখন সে যদি তা সম্পাদন করে তবে এর সমপরিমাণ বদী লিখবে আর যদি তা না করে তবে তার জন্য একটা নেকী লিখবে। এরপর নবীজী ﷺ পাঠ করলেন ঃ

(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا).

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الْاَعْرَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-আ'রাফ

٣٠٧٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا) قَالَ حَمَّادٌ : هٰكَذَا وَاَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ اِبْهَامِهِ عَلَى اَنْمُلَةِ اِصْبَعِهِ الْيُمْنٰى قَالَ : فَسَاخَ الْجَبَلُ (وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ . لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩০৭৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ (فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا)

রাবী হাম্মাদ (র) তাজাল্লীর রূপ দেখাতে যেয়ে বলেছেন ঃ এইরূপে। আর সুলায়মান (র)-এর ব্যাখ্যায় তার বৃদ্ধাঙ্গুলির কিনারা দিয়ে ডান হাতের অঙ্গুলিগুলোর মাথা স্পর্শ করলেন।

নবী ﷺ বলেন ঃ অনন্তর এই তাজাল্লীতে পাহাড়টি ধ্বসে যায় আর মূসা (আ) বেহুঁশ হয়ে পড়েন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ গারীব। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবদুল ওয়াহ্‌হাব ওয়ার্‌রক বাগদাদী (র)... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান।

٣٠٧٥-حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : (وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ) قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسْئَلُ عَنْهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهِ ، فَاَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ : خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اللّٰهَ اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اَسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . وَاِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ ، فَيُدْخِلَهُ اللّٰهُ النَّارَ .

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ . وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ بَيْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَبَيْنَ عُمَرَ رَجُلاً مَجْهُوْلاً .

৩০৭৫. আনসারী (র)... মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ

(وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ)

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কেও এই বিষয়ে প্রশ্ন হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আদমকে সৃষ্টি করে তাঁর ডান হাত তার ডান দিক থেকে পিঠে বুলালেন, ফলে তা থেকে তার একদল সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি হল। আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি এদের জান্নাতের জন্য এবং জান্নাতবাসীদের আমলে আমল করার জন্য বানিয়েছি।

এরপর তিনি আদমের পিঠে হাত বুলালেন ঃ এতে তার একদল সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি হল। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ এদের জাহান্নামের জন্য এবং জাহান্নামবাসীদের আমলে আমল করার জন্য বানিয়েছি।

এক ব্যক্তি বলল ঃ তাহলে আর আমরা কিসের জন্য আমল করব, ইয়া রাসূলাল্লাহ্?

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন জান্নাতের জন্য তার কোন বান্দাকে সৃষ্টি করেন তাকে দিয়ে তিনি জান্নাতবাসীদের আমল করান। মৃত্যু পর্যন্ত সে জান্নাতবাসী হওয়ার কোন না কোন আমলে আমল করে যায়। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করে দেন। আর যদি কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তবে তাকে দিয়ে তিনি জাহান্নামবাসীদের আমল করান। মৃত্যু পর্যন্ত সে জাহান্নামীদের কোন না কোন আমল করে যায়। পরিণামে তিনি তাকে জাহান্নামে দাখিল করেন।

হাদীছটি হাসান।

রাবী মুসলিম ইব্ন ইয়াসার সরাসরি উমর (রা) থেকে হাদীছ শুনেন নি। কেউ কেউ এই সনদে মুসলিম ইব্ন ইয়াসার এবং উমর (রা)-এর মাঝে আর একজনের উল্লেখ করেছেন।

٣٠٧٦-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ ، فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُوْرٍ ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ، فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هٰؤُلَاءِ ؟ قَالَ : هٰؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ ، فَرَأَى رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ : هٰذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَقَالَ : رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ ؟ قَالَ سِتِّيْنَ سَنَةً ، قَالَ : أَيْ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، فَلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُوْنَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ ؟ قَالَ فَجَحَدَ آدَمُ : فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ ، وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ ، وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩০৭৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর পিঠে হাত বুলালেন। এতে তাঁর যে সব সন্তান-সন্ততি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করবেন সব প্রাণই তাঁর পিঠ থেকে বের হয়ে এল। প্রত্যেকটি মানুষের দু'চোখের মাঝে জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করলেন। এরপর তাদের আদম (আ)-এর সামনে পেশ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে পরওয়ারদিগার এরা কারা?

আল্লাহ্ বললেন ঃ এরা তোমার বংশধর।

আদম (আ) এদের আরো একজনকে দেখলেন। তার দু'চোখের মাঝের উজ্জ্বলতায় তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন ঃ হে আমার রব! এইটি কে?

আল্লাহ্ বললেন ঃ এ হলো তোমার সন্তানদের শেষের দিকের উম্মতদের একজন। তার নাম দাউদ। আদম (আ) বললেন ঃ হে আমার রব! তার বয়স কত নির্ধারণ করেছেন?

আল্লাহ্ বললেন ঃ ষাট বছর।

আদম (আ) বললেন ঃ হে আমার রব! আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর একে দিয়ে দিন।

পরে আদমের বয়স শেষ হলে মৃত্যুর ফিরিশতা তাঁর জান কবয করতে এলেন। আদম (আ) বললেন ঃ আমার বয়স থেকে তো এখনও চল্লিশ বছর বাকী।

মৃত্যুর ফিরিশতা বললেন ঃ আপনি তো তা আপনার বংশধর দাঊদকে দিয়েছিলেন।

আদম (আ) অস্বীকার করলেন ফলে তাঁর বংশধররাও অস্বীকার করে; আদম ভুলে যান তাঁর সন্তানরাও ভুলে যায়; আদম ভুল করেন তাঁর সন্তানরাও ভুল করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ হুরায়রা... নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

٣٠٧٧–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا اِبْلِيْسُ وَكَانَ لاَ يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ . فَقَالَ سَمِّيْهِ عَبْدَ الْحَرِثِ ، فَسَمَّتْهُ عَبْدَ الْحَرِثِ ، فَعَاشَ ذٰلِكَ ، وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَاَمْرِهِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَتَادَةَ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৩০৭৭. মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না (রা)... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হাওয়া (আ.) গর্ভবতী হলে ইবলীস তাঁর কাছে এল, হাওয়া (আ.)-এর সন্তান বাঁচত না। ইবলীস তাঁকে বলেন ঃ এবার এর নাম রাখবেন আবদুল হারিছ।

যা হোক, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি এর নাম আবদুল হারিছ রাখলেন। অনন্তর এটি জীবিত থাকে। এ ছিল শয়তানের প্ররোচণা ও মন্ত্রণা।

হাদীছটি হাসান-গারীব। উমার ইব্ন ইবরাহীম (র)... কাতাদা (র) সূত্রে রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। কেউ কেউ এটিকে আবদুস সামাদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটি মারফূ' করেন নি।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الاَنْفَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-আনফাল

٣٠٧٨–حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ جِئْتُ بِسَيْفٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ شَفَى صَدْرِى مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَوْ نَحْوَ هٰذَا ، هَبْ لِى هٰذَا السَّيْفَ . فَقَالَ : هٰذَا لَيْسَ لِى وَلاَ لَكَ ، فَقُلْتُ : عَسَى اَنْ يُعْطَى هٰذَا مَنْ لاَ يُبْلَى بَلاَئِى ، فَجَاءَنِى الرَّسُوْلُ فَقَالَ : اِنَّكَ سَاَلْتَنِى وَلَيْسَتْ لِى ، وَقَدْ صَارَتْ لِى وَهُوَ لَكَ قَالَ فَنَزَلَتْ : (يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الاَنْفَالِ) الاٰيَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبٍ أَيْضًا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .

৩০৭৮. আবূ কুরায়ব (র)... মুসআব ইব্ন সা'দ তার পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বদর যুদ্ধের দিন আমি একটি তলোয়ার নিয়ে এলাম। বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকের ব্যাপারে (তাদের পরাজিত করে) আমার হৃদয়কে শান্তি দান করেছেন। অথবা এরূপ কিছু বললেন। আপনি আমাকে এই তলোয়ারটি দিয়ে দিন।

তিনি বললেন ঃ এটা তো আমারও নয় তোমারও নয়।[১]

আমি বললাম ঃ আমার আশংকা হয় এটি এমন কাউকে দেওয়া হবে, যে আমার মত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারবে না।

পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এসে বললেন ঃ তুমি এটি আমার কাছে চেয়েছিলে। তখন তো এটি আমার অধিকার ভুক্ত ছিল না। এখন এটি আমার হয়ে গেছে। সুতরাং এটি তোমাকে দিলাম।

তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ)

হাদীছ হাসান-সাহীহ।

সিমাক (র) ও এটি মুসআব ইব্ন সা'দ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣٠٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَدْرٍ قِيلَ لَهُ عَلَيْكَ الْعِيرَ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ، قَالَ : فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ فِي وَثَاقِهِ : لَا يَصْلُحُ ، وَقَالَ : لِاَنَّ اللّٰهَ وَعَدَكَ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَقَدْ اَعْطَاكَ مَاوَعَدَكَ ، قَالَ صَدَقْتَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩০৭৯. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বদর যুদ্ধ থেকে অবসর হলেন তখন তাঁকে বলা হল, কাফেলাটির উপর আপনি আক্রমণ করুন। কারণ, তাদের রক্ষাকারী কেউ নেই। তখন আব্বাস — যিনি তখন যুদ্ধবন্দী ছিলেন — তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, কাফেলার উপর আক্রমণ করা ঠিক হবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার সঙ্গে দু'টো দলের একটির ওয়াদা করেছিলেন। আর তিনি যা ওয়াদা করেছিলেন, তিনি তা আপনাকে প্রদান করেছেন।

নবী ﷺ বললেন ঃ আপনি সত্যি বলেছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا اَبُو زُمَيْلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : نَظَرَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ اَلْفٌ

১. গণীমত সম্পদ (বন্টনের পূর্বে) কারো ব্যক্তিগত সম্পদ নয়।

وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً ، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ : اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي . اَللّٰهُمَّ اٰتِنِي مَا وَعَدْتَنِي ، اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدُ فِي الْاَرْضِ . فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ ، مَادًّا يَدَيْهِ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتّٰى سَقَطَ رِدَاؤُهُ مِنْ مَنْكِبَيْهِ . فَاَتَاهُ اَبُو بَكْرٍ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَاَلْقَاهُ عَلٰى مَنْكِبَيْــهِ ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ ، اِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ).

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَبِي زُمَيْلٍ، وَاَبُو زُمَيْلٍ اُسْمُهُ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ ، وَاِنَّمَا كَانَ هٰذَا يَوْمَ بَدْرٍ .

৩০৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (বদরের দিন) আল্লাহ্র নবী ﷺ মুশরিকদের দিকে তাকালেন। এরা ছিল এক হাজার। আর তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন তিনশ দশের কিছু অধিক। এরপর নবী ﷺ কিবলার দিকে ফিরে হাত তুলে তাঁর রবকে ডাকতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি যে ওয়াদা আমার সঙ্গে করেছ তা পূরণ কর। হে আল্লাহ্! এই মুসলিমদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে যদি আজ তুমি ধ্বংস করে দাও তবে তো পৃথিবীতে আর তোমার ইবাদত করা হবে না।

কিবলার দিকে ফিরে হাত তুলে তিনি তাঁর রবকে ডাকতেই থাকলেন এমনকি তাঁর গায়ের চাদর কাঁধ থেকে গড়িয়ে পড়ে। তখন আবূ বকর (রা) তাঁর কাছে এসে চাদরটি তাঁর কাঁধে তুলে দিলেন এবং পেছন দিক থেকে তাঁকে চেপে ধরে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র নবী! আপনার রবের কাছে আপনার এই আহবান যথেষ্ট হয়েছে। তিনি অবশ্যই আপনার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার আজ পূর্ণ করবেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ .

যখন তুমি তোমার প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তা কবুল করলেন। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের ফিরিশতা পাঠিয়ে সাহায্য করলেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

ইকরিমা ইব্ন আম্মার-আবূ যুমায়ল (র)-এর সূত্র ছাড়া উমর (রা)-এর এ হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবূ যুমায়ল (র)-এর নাম সিমাক হানাফী।

রাবী বলেন ঃ হাদীছোক্ত ঘটনাটি ছিল বদর যুদ্ধের।

٣٠٨١-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ . حَدَّثَنَا بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ بْنِ اَبِي مُوْسٰى عَنْ اَبِيْــهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ اَمَانَيْنِ لِاُمَّتِي (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ - وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ) اِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيْهِمُ الْاِسْتِغْفَارَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُهَاجِرٍ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ

৩০৮১. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র)... আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা তার পিতা আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের দু'টো নিরাপত্তার উপায় নাযিল করেছেন ঃ (وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ – وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ)

আল্লাহ্ এমন নন যে, আপনি তাঁদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদের শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দিবেন। (আনফাল ৮ ঃ ৩৩)

আমি যখন চলে যাব তখন কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জন্য 'ইস্তিগফার'-এর উপায়টি রেখে যাব।

হাদীছটি গারীব। ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীমকে হাদীছ রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে দুর্বল বলা হয়।

٣٠٨٢-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ : (وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) قَالَ : اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ سَيَفْتَحُ لَكُمُ الْاَرْضَ ، وَسَتُكْفَوْنَ الْمُؤْنَةَ ، فَلاَ يَعْجِزَنَّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَلْهُوَ بِاَسْهُمِهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، رَوَاهُ اَبُوْ اُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَحَدِيْثُ وَكِيْعٍ اَصَحُّ ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ لَمْ يُدْرِكْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، وَقَدْ اَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ .

৩০৮২. আহমদ ইব্ন মানী' (র)... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ (وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)

পরে তিনবার বললেন ঃ জেনে রাখ, শক্তি হল, তীর নিক্ষেপ। জেনে রাখ, অচিরেই তোমাদের হাতে পৃথিবী বিজীত হবে এবং তোমাদের নিজে ব্যয়-ভারের চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। সুতরাং তীরান্দাজীর অনুশীলনী থেকে কেউ যেন কখনো তোমাদের বিরত না রাখে।

কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে উসামা ইব্ন যায়দ-সালিহ্ ইব্ন কায়সান-উকবা ইব্ন আমির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী'-এর রিওয়ায়তটি অধিক সাহীহ। সালিহ্ ইব্ন কায়সান উকবা ইব্ন আমির (রা)-এর সাক্ষাত পান নি। তবে তিনি ইব্ন উমর (রা)-এর সাক্ষাত পেয়েছেন।

٣٠٨٣-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيْءَ بِالْاَسَارَى قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : مَا تَقُوْلُوْنَ فِي هٰؤُلاَءِ الْاُسَارَى ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلاَّ بِفِدَاءٍ اَوْ ضَرْبِ عُنُقٍ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ فَاِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْاِسْلاَمَ قَالَ :

فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَمَا رَأَيْتُنِى فِى يَوْمٍ اَخْــوَفَ اَنْ تَقَعَ عَلَىَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّى فِى ذٰلِكَ الْيَوْمِ قَالَ حَتّٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِلاَّ سُهَيْلَ بْنَ بَيْـضَاءِ قَالَ : وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ بِقَوْلِ عُمَرَ : (مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرَى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَاتِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ .

৩০৮৩. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদরের সময় যখন বন্দীদের নিয়ে আসা হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই বন্দীদের সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি?

এরপর রাবী এ হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন ঃ

(مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اُسْرَى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মুক্তিপণ প্রদান বা শিরোচ্ছেদ ব্যতিরেকে এরা কেউ ছুটতে পারবে না।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা ছাড়া। কেননা, আমি তাঁকে ইসলামের আলোচনা করতে শুনেছি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই কথা শুনে নীরব রইলেন। আমার মাথার উপর আসমান থেকে পাথর ভেঙ্গে পড়বে এই আশংকার চেয়েও আজকের দিন আমি বেশী শঙ্কিত ছিলাম।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা ছাড়া।

ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ এই সময় উমর (রা)-এর বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (لَوْ لاَ كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ).

কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় শত্রুকে ব্যাপকভাবে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা। ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

হাদীছটি হাসান।

আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সরাসরি তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন নি।

٣٠٨٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِاَحَدٍ سُوْدِ الرُّؤُسِ مِنْ قَبْلِكُمْ ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَاْكُلُهَا ، قَالَ سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ . فَمَنْ يَقُوْلُ هٰذَا اِلاَّ اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْاٰنَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَعُوْا فِى الْغَنَائِمِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ لَهُمْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : (لَوْ لاَ كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ).

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৩০৮৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী বনি আদমের কারো জন্য গনীমত লব্ধ মাল হালাল ছিল না। আকাশ থেকে আগুন নেমে আসত এবং তা গ্রাস করে ফেলত।

সুলায়মান আল-আ'মাশ বললেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা.) ছাড়া আজকের দিনে এ হাদীছ আর কে বলতে পারে?

বদরের সময় সাহাবীরা হালাল বলে ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই গনীমত ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ (لَوْ لاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ).

আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হতো।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ গারীব।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা তাওবা

٣٠٨٥–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ اَبِى عَدِيٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ اَبِى جَمِيْلَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَارِسِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ اَنْ عَمَدْتُمْ اِلَى الْاَنْفَالِ وَهِىَ مِنَ الْمَثَانِى وَاِلَى بَرَاءَةَ وَهِىَ مِنَ الْمِئِيْنَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا لَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُمُوْهَا فِى السَّبْعِ الطُّوَلِ ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِمَّا يَأْتِى عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ فَكَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّئُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُوْلُ : ضَعُوْا هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ فِى السُّوْرَةِ الَّتِى يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا ، وَاِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْاٰيَةُ فَيَقُوْلُ : ضَعُوْا هٰذِهِ الْاٰيَةَ فِى السُّوْرَةِ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا . وَكَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنْ اَوَائِلِ مَا اُنْزِلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ اٰخِرِ الْقُرْاٰنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ اَنَّهَا مِنْهَا فَقُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَنَّهَا مِنْهَا ، فَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ اَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَوَضَعْتُهَا فِى السَّبْعِ الطُّوَلِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَوْفٍ عَنْ يَزِيْدَ الْفَارِسِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَزِيْدُ الْفَارِسِىُّ قَدْ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ حَدِيْثٍ ، وَيُقَالُ هُوَ يَزِيْدُ بْنُ هُرْمُزَ وَيَزِيْدُ الرَّقَاشِىُّ هُوَ يَزِيْدُ بْنُ

اَبَانَ الرَّقَاشِيُّ وَلَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ اِنَّمَا رَوَى عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكِلاَهُمَا مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ وَيَزِيْدُ الْفَارِسِيُّ اَقْدَمُ مِنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ .

৩০৮৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে বললাম আপনারা মাছানীর (যে সূরার আয়াত সংখ্যা একশ'র কম) অন্তর্ভুক্ত সূরা আনফাল আর মিঈন এর (একশ' বা ততোধিক আয়াত বিশিষ্ট সূরা) অন্তর্ভুক্ত বারাআতকে মিলিত করেছেন আর ও দুটোর মাঝে বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম লাইনটি লিখেন নি সাথে সাথে সূরা আনফালকে সাবা'য়ে তুওয়াল (সাতটি দীর্ঘ সূরা)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন — এরূপ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল?

উছমান (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর এমন এক যামানাও এসেছে যখন তাঁর উপর বহুসংখ্যক সূরা এক সঙ্গে নাযিল হয়েছে। ঐ যুগে তাঁর উপর কোন বিষয় নাযিল হলে ওয়াহী লেখকগণের কাউকে ডেকে তিনি বলতেন এ আয়াতগুলো যে সূরায় অমুক অমুক বিষয়ের উল্লেখ আছে, সে সূরায় অন্তর্ভুক্ত কর। কোন আয়াত নাযিল হলে বলতেন, এই আয়াতটি যে সূরায় অমুক অমুক বিষয়ের উল্লেখ আছে সে সূরায় অন্তর্ভুক্ত কর।

মদীনায় প্রথম দিকে যে সব সূরা নাযিল হয় সূরা আনফাল ছিল সেগুলোর অন্যতম আর বারাআত ছিল কুরআনের শেষের দিকে নাযিলকৃত সূরাসমূহের অন্যতম। কিন্তু এর বিষয়বস্তু হল সূরা আনফালের বিষয় বস্তুর অনুরূপ। ফলে এটি আনফালের অন্তর্গত বলে আমি মনে করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকাল হয়ে যায় কিন্তু তিনি এ কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করে যান নি যে, এটি আনফালের অংশ। এ কারণে আমি দু'টোকে মিলিত করেছি কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম লিখিনি। আর এটিকে সাতটি দীর্ঘ সূরার অন্তর্ভুক্ত করেছি।

হাদীছটি হাসান। আওফ-ইয়াযীদ ফারসী... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

ইয়াযীদ ফারসী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে একাধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাকে ইয়াযীদ ইব্‌ন হুরমুযও বলা হয়। ইয়াযীদ রাকাশী (র) হলেন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবান রাকাশী। তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর সাক্ষাৎ পাননি। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। উভয়ই বসরাবাসী। ইয়াযীদ ফারসী (র.) ইয়াযীদ রাকাশী (র) থেকে বয়সে বড়।

٣٠٨٦--حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا اَبِى اَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ : اَيُّ يَوْمٍ اَحْرَمُ اَيُّ يَوْمٍ اَحْرَمُ اَيُّ يَوْمٍ اَحْرَمُ ؟ قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا فِى شَهْرِكُمْ هٰذَا ، اَلاَ لاَ يَجْنِى جَانٍ اِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ . وَلاَ يَجْنِى وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلاَ وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ ، اَلاَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اَخُوْ

الْمُسْلِمِ ، فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دَمٍ وُضِعَ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ . أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ؛ أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ ، فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ .

৩০৮৬. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্‌লাল (র)... সুলায়মান ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আহওয়াস (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমার পিতা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হাযির ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথমে আল্লাহ্‌র হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন এরপর ওয়ায নসীহত করলেন এবং বললেন ঃ কোন দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত? কোন্ দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত? কোন্ দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত?

লোকেরা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাজ্জে আকবারের এ দিনটি। তিনি বললেন ঃ তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের উপর হারাম যেমন হারাম তোমাদের আজকের দিনটি তোমাদের এই নগরে, তোমাদের এই মাসে। শোন, অপরাধী কেবল নিজের উপরেই অপরাধ করে থাকে। পিতার অপরাধ তার পুত্রের উপর এবং পুত্রের অপরাধ তার পিতার উপর বর্তাবে না। শোন, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। কোন মুসলিমের জন্য তার মুসলিম ভাইয়ের কিছু হালাল হবে না যা সে নিজে তার জন্য হালাল করে দেয় তা ছাড়া। শোন, জাহিলী যুগের সব সুদ বিলুপ্ত করা হল। তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন থাকবে। তোমরা নিজেরাও জুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও কোন জুলুম করা হবে না; তবে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের সুদের বিষয়টি ভিন্ন। এর সবকিছুই বিলুপ্ত করে দেওয়া হল। শোন, জাহিলী যুগের সব রক্তের দাবী আজ বিলুপ্ত করা হল। জাহিলী যুগের রক্তের যে দাবী প্রথম আমি বিলুপ্ত করছি তা হল হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবী। সে বানূ লায়ছ গোত্রে দুগ্ধ পোষ্য ছিল। হুযায়ল গোত্র তাকে হত্যা করল। শোন, তোমরা নারীদের ব্যাপারে সদ্ব্যবহারের ওসীয়ত গ্রহণ কর। তারা তোমাদের কাছে আবদ্ধ। এ ছাড়া তোমরা তাদের মালিক নও। কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়। তবে তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে এবং হালকা ভাবে প্রহার করবে। এতে যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তবে আর তাদের বিরুদ্ধে পথ তালাশ করবে না। শোন, তোমাদের স্ত্রীদের উপরও তোমাদের হক রয়েছে। আর তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে। স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক হল যাদের তোমরা অপছন্দ কর তাদের তোমার বিছানায় বসাবে না। যাদের তোমরা অপছন্দ কর তাদের তোমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি

দিবে না। শোন, তোমাদের উপর তাদের হক হল, তাদের খোরপোষের বিষয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবুল আহওয়াস (র) এটি শাবীব ইব্ন গারকাদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨٧-حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ .

৩০৮৭. আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হাজ্জে আকবরের দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তা হল ইয়ামুন নাহর — কুরবানীর দিন।

٣٠٨٨-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ : هٰذَا الْحَدِيْثُ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ لِاَنَّهُ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوْفًا ، وَلاَ نَعْلَمُ اَحَدًا رَفَعَهُ اِلاَّ مَا رُوِىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوْفًا .

৩০৮৮. ইব্ন আবূ উমর (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হজ্জে আকবরের দিন হল ইয়ামুন নাহর — কুরবানীর দিন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর রিওয়ায়ত (৩০৮৭) অপেক্ষা এটি অধিক সাহীহ। কেননা, এ হাদীছটি আবূ ইসহাক-হারিছ... আলী (রা) থেকে একাধিক সূত্রে মাওকূফ রূপে বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর বর্ণনা ছাড়া অন্য কেউ মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

٣٠٨٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالاَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالاَ : بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ بِبَرَاءَةَ مَعَ اَبِى بَكْرٍ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ : لاَ يَنْبَغِى لِاَحَدٍ اَنْ يُبَلِّغَ هٰذَا اِلاَّ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِى ، فَدَعَا عَلِيًّا فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

৩০৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারাআতের ঘোষণার জন্য আবূ বকর (রা)-কে (মক্কায়) প্রেরণ করেছিলেন। পরে তাঁকে ডেকে বললেন ঃ পরিবারের কারো পক্ষ থেকেই এ ঘোষণা হওয়া উচিত। এরপর তিনি আলী (রা)-কে ডেকে তাঁকে এ দায়িত্ব দিলেন।

হাদীছটি আনাস (রা)-এর রিওয়ায়ত হাসান-গারীব।

٣٠٩٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ .حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ وَاَمَرَهُ اَنْ يُنَادِيَ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ ، ثُمَّ اَتْبَعَهُ عَلِيًّا ، فَبَيْنَا اَبُو بَكْرٍ فِي بَعْضِ الطَّرِيْقِ اِذْ سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَصْوَاءِ ، فَخَرَجَ اَبُو بَكْرٍ فَزِعًا فَظَنَّ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ عَلِيٌّ ، فَدَفَعَ اِلَيْهِ كِتَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ عَلِيًّا اَنْ يُنَادِيَ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فَانْطَلَقَا فَحَجَّا ، فَقَامَ عَلِيٌّ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ ، فَنَادَى : ذِمَّةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ بَرِيْئَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ ، فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ ، وَلاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ مُؤْمِنٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يُنَادِيْ ، فَاِذَا عَيِيَ قَامَ اَبُو بَكْرٍ فَنَادَى بِهَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩০৯০. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আবূ বকর (রা)-কে (মক্কায়) প্রেরণ করেন এবং এ কথাগুলোর (বারাআতের) ঘোষণা প্রদানের জন্য তাঁকে নির্দেশ দেন। পরে তাঁর পেছনে পেছনে আলী (রা)-কে পাঠান। আবূ বকর (রা) তাঁর পথেই ছিলেন হঠাৎ একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটনী কাসওয়া-এর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি খুব বিচলিত হয়ে বেরিয়ে আসলেন। তিনি মনে করলেন হয়ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসেছেন। পরে দেখতে পেলেন যে, তিনি আলী (রা)। তিনি তার কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পত্রটি হস্তান্তর করলেন এবং তিনি আলী (রা)-কে এ বাণীগুলো প্রচার করার নির্দেশ দিলেন। পরে উভয়েই রওয়ানা হলেন এবং হজ্জ করলেন। আইয়ামে তাশরীকের সময় আলী (রা) উটে দাঁড়ালেন এবং ঘোষণা দিলেন ঃ মুশরিকদের থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল দায়িত্ব মুক্ত। সুতরাং তোমরা এ ভূমিতে চার মাস চলাফেরা করতে পার। এই বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ উলঙ্গ হয়ে আর করা যাবে না। জান্নাতে মু'মিন ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না।

আলী (রা)-ই ঘোষণা দিতেন, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে এর ঘোষণা দিতেন।

ইব্ন আব্বাস (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে এ সূত্রে হাদীছটি গারীব।

٣٠٩١-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَ : سَاَلْنَا عَلِيًّا بِاَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِي الْحَجَّةِ ؟ قَالَ : بُعِثْتُ بِاَرْبَعٍ : اَنْ لاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَهُوَ اِلَى مُدَّتِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَاَجَلُهُ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الْمُشْرِكُوْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ حَدِيْثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ اَبِي

اِسْحٰقَ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهٖ عَنْ عَلِيٍّ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ .

৩০৯১. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... যায়দ ইব্‌ন ইউছায়্যি' (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি কি বিষয় নিয়ে হজ্জে (৯ম হিজরী সনে) প্রেরিত হয়েছিলেন? তিনি বললেন ঃ আমাকে চারটি বিষয়সহ প্রেরণ করা হয়েছিল। উলঙ্গ হয়ে কেউ তাওয়াফ করবে না; নবী ﷺ এবং যাদের মধ্যে কোন চুক্তি আছে তাদের মুদ্দত পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে; আর যাদের সাথে কোন চুক্তি নেই তাদের জন্য অবকাশ হল চার মাসের; মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এই বছরের পর আর কোন সময় মু'মিন ও মুশরিকরা এখানে একত্র হবে না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এটি হল আবূ ইসহাক থেকে ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর রিওয়ায়ত। সুফইয়ান ছাওরী (র) এটি আবূ ইসহাক — তাঁর কোন সঙ্গী... আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

নাসর ইব্‌ন আলী প্রমুখ (র)... আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٠٩٢–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اُثَيْعٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ ، يُقَالُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ اُثَيْعٍ ، وَعَنِ ابْنِ يُثَيْعٍ ، وَالصَّحِيْحُ هُوَ زَيْدُ بْنُ يُثَيْعٍ .

وَقَدْ رَوٰى شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدٍ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَوَهِمَ فِيْهِ .

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ اُثَيْلٍ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

৩০৯২. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র)... আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ এই উভয় রিওয়ায়তই ইব্‌ন উয়ায়না (র) থেকে ইব্‌ন উছায়' এবং ইব্‌ন ইউছায়্যি' (র)-এর বরাতে বর্ণিত আছে। সাহীহ হল যায়দ ইব্‌ন ইউছায়্যি' (র)। শু'বা (র)-ও আবূ ইসহাক (র) সূত্রে অন্য হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি এই নামের ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়েছেন। তিনি এই নামটি যায়দ ইব্‌ন উছায়ল রূপে উল্লেখ করেছেন। এই ক্ষেত্রে তার সমর্থনে কোন রিওয়ায়ত নেই।

٣٠٩٣–حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْاِيْمَانِ . قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : (اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ).

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَاَبُو الْهَيْثَمِ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَتْوَارِىُّ وكَانَ يَتِيْمًا فِى حَجْرِ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ .

৩০৯৩. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাউকে যদি দেখ যে, সে মসজিদে আসা যাওয়ার অভ্যাস রাখে তবে তোমরা তার ঈমানের সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ (اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ).

তারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে .... (৯ঃ১৮)।

ইব্‌ন আবূ উমর (র)... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে يَتَعَاد -এর স্থলে يَتَعَاهَدُ শব্দ আছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

রাবী আবুল হায়ছাম (র)-এর নাম হল সুলায়মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদ 'উতওয়ারী। তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত ইয়াতীম ছিলেন।

٣٠٩٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى بَعْضِ اَسْفَارِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ : اُنْزِلَ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا اُنْزِلَ . لَوْ عَلِمْنَا اَىُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ ؟ فَقَالَ : اَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلَى اِيْمَانِهِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ فَقُلْتُ لَهُ : سَالِمُ بْنُ اَبِى الْجَعْدِ سَمِعَ مِنْ ثَوْبَانَ ؟ فَقَالَ لاَ . فَقُلْتُ لَهُ : مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ ؟ قَالَ سَمِعَ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَذَكَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ .

৩০৯৪. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ

(اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে .... (৯ ঃ ৩৪)।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর এক দিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। কতক সাহাবী তাঁকে বললেন ঃ সোনা-রূপার বিষয়ে এ (কঠোর) বাণী নাযিল হয়েছে। আমরা যদি জানতাম কোন্ সম্পদটি উত্তম তা হলে আমরা সে সম্পদ সঞ্চয় করতাম।

তিনি বললেন ঃ সর্বোত্তম সম্পদ হল জিকিররত জিহ্‌বা, কৃতজ্ঞ অন্তর এবং মুমিনা স্ত্রী, যে স্বামীর ঈমানে সহযোগিতা করে।

হাদীছটি হাসান।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র)-কে জিজ্ঞাসা করে বলেছিলাম ঃ সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ (র) কি সরাসরি ছাওবান (রা) থেকে হাদীছ শুনেছেন?

তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ সাহাবীদের মধ্যে কার নিকট থেকে তিনি সরাসরি হাদীছ শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে তিনি সরাসরি হাদীছ শুনেছেন এবং আরো কয়েকজন সাহাবীর কথা তিনি উল্লেখ করলেন।

٣٠٩٥-حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ غُطَيْفِ بْنِ اَعْيَنَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ يَا عَدِيُّ اَطْرَحْ عَنْكَ هٰذَا الْوَثَنَ ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُوْرَةِ بَرَاءَةَ : (اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ) قَالَ : اَمَا اِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ ، وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا اَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوْهُ ، وَاِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ ، وَغُطَيْفُ بْنُ اَعْيَنَ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ فِي الْحَدِيْثِ.

৩০৯৫. হুসায়ন ইব্‌ন ইয়াযীদ কূফী (র)... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এর কাছে আমি হাজির হলাম। আমার গলায় তখন একটি স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন ঃ হে আদী! এই মূর্তিটি ফেলে দাও।

আমি তাঁকে সূরা বারাআত পাঠ করতে শুনেছি ঃ (اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ)

তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতদের ও সংসার বিরাগীদের আহবার রূপে গ্রহণ করেছে ...। (৯ঃ৩১)

তিনি বললেন ঃ এ কথা নয় যে তারা এদের ইবাদত করত। বস্তুত এরা যদি তাদের জন্য কিছু হালাল করে দিত তখন তারা তা হালাল বলে গ্রহণ করত; এরা যখন কোন কিছু হারাম বলে স্থির করত তখন তারাও তা হারাম বলে গ্রহণ করত।

হাদীছটি হাসান গারীব। আবদুস সালাম ইব্‌ন হারব-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। রাবী গুতায়ফ ইব্‌ন আ'য়ুন (র) হাদীছ বিষয়ে পরিচিত নন।

٣٠٩٦–حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا ؟

قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ تَفَرَّدَ بِهِ .

وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هَمَّامٍ نَحْوَ هٰذَا .

৩০৯৬. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যূব বাগদাদী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ (হিজরতের সময়) ছাওর গুহায় আমি নবী ﷺ-কে বললাম ঃ এদের (মুশরিকদের) কেউ যদি তার পায়ের দিকে তাকায় তবে তো তার পায়ের নীচ দিয়ে আমাদের দেখে ফেলবে।

তিনি বললেন ঃ হে আবূ বকর! তোমার কি ধারণা সে দু'জন সম্পর্কে যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ্।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। হাম্মাম (র) সূত্রে এটি বর্ণিত। হাব্বান ইব্‌ন হিলাল প্রমুখ (র) এ হাদীছটি হাম্মাম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٩٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ تَحَوَّلْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي صَدْرِهِ . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى عَدُوِّ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا ؟ يَعُدُّ أَيَّامَهُ . قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ : أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ ، قَدْ قِيلَ لِي : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَلَهُ لَزِدْتُ ، قَالَ : ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ ، فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فُرِغَ مِنْهُ ، قَالَ : فَعُجِبَ لِي وَجُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَوَاللَّهِ مَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ : (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

৩০৯৭. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই-এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তার সালাতে জানাযা আদায়ের জন্য আহবান করা হল। তিনি সেখানে গেলেন। যখন তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন তখন আমি ঘুরে গিয়ে তার সীনার বরাবর দাঁড়ালাম এবং বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র দুশমন এই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই, যে অমুক দিন তা, অমুক দিন তা, অমুক দিন তা বলেছিল, আপনি কি তার সালাতে জানাযা আদায় করবেন? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসছিলেন। শেষে আমি যখন অনেক বেশী বলে ফেললাম তিনি বললেন ঃ উমর, সরে দাঁড়াও। আমাকে তো এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তাই আমি এর সালাতুল জানাযা আদায় করাকেই এখতিয়ার করেছি। আমাকে তো বলা হয়েছে ঃ আপনি এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, যদি সত্তর বারও এদের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও আল্লাহ্ কখনও এদের ক্ষমা করবেন না। (সূরা তওবা ৯ ঃ ৮০)। আমি যদি জানতাম যে, সত্তর বারের বেশী এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন তবে আমি তাই করতাম। উমর (রা) বলেন ঃ এরপর তিনি এর জানাযার সালাত আদায় করলেন, তিনি তার জানাযার সঙ্গে গেলেন এবং যতক্ষণ না দাফন শেষ হয়েছে তার কবরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি আমার দুঃসাহসিকতার জন্য আমি বিস্মিত। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আল্লাহ্‌র কসম, অল্পক্ষণ পরেই এ দু'টি আয়াত নাযিল হয় ঃ

(اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ)

(وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ)

ওদের মধ্যে কারোর মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না এবং তার কবর পার্শ্বে দাঁড়াবে না .... । (৯ ঃ ৮৪)

উমর (রা) বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত আর কখনও কোন মুনাফিকের সালাতুল জানাযা পড়েন নি, তার কবর পার্শ্বেও দাঁড়ান নি।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

٣٠٩٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ، اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ مَاتَ اَبُوْهُ فَقَالَ : اَعْطِنِي قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْلَهُ ، فَاَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ وَقَالَ : اِذَا فَرَغْتُمْ فَاٰذِنُوْنِي ، فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ جَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ : اَلَيْسَ قَدْ نَهَى اللّٰهُ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ ؟ فَقَالَ : اَنَا بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ (اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلاَ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ) فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩০৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন

উবাই-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁর পিতার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলেন ঃ আপনার জামাটি দিন তা দিয়ে আমি তার কাফন দিব, আপনি তার সালাতুল জানাযা পড়ুন এবং তার জন্য ইস্তিগফার করুন। তখন তিনি তাকে তাঁর জামা দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা (আনুষঙ্গিক) কাজ শেষ করে আমাকে সংবাদ দিও।

শেষে তিনি যখন তার জানাযার সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করলেন তখন উমর (রা) তাঁকে টেনে ধরে বললেন ঃ মুনাফিকদের জানাযার সালাত আদায় করতে কি আল্লাহ্ আপনাকে নিষেধ করেন নি?

তিনি বললেন ঃ আমাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা দুটো বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিয়েছেন ঃ এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন .... শেষে তিনি তার সালাতুল জানাযা আদায় করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

(وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنهُم مَاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُم عَلَى قَبرِهِ)

ওদের মধ্যে কারোর মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না এবং তার কবর পার্শ্বে দাঁড়াবে না .....। (৯ ঃ ৮৪)

এরপর তিনি মুনাফিকদের সালাতুল জানাযা পড়া ছেড়ে দেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٠٩٩–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِى اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ : تَمَارَى رَجُلاَنِ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ ، وَقَالَ الْاٰخَرُ : هُوَ مَسْجِدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : هُوَ مَسْجِدِىْ هٰذَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ اَنَسٍ . وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ، وَرَوَاهُ اُنَيْسُ بْنُ اَبِى يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৩০৯৯. কুতায়বা (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদটির ভিত্তি তাকওয়ার উপর" — সে মসজিদটির বিষয়ে দুই ব্যক্তি বিতর্ক করে। একজন বলল ঃ এটি হল কুবা মসজিদ। অপরজন বলল ঃ এটি হল মসজিদে নববী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ হল আমার এই মসজিদ।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ সাঈদ (রা) থেকে এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। উনায়স ইব্ন আবূ ইয়াহ্ইয়া (র) তৎপিতা ইয়াহ্ইয়া... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে এটি রিওয়ায়ত করেছেন।

٣١٠٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِى مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ، قَالَ " نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى اَهْلِ

قُبَاءٍ (فِيْــهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ) قَالَ : كَانُوا يَسْــتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْهِمْ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ .

৩১০০. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এ আয়াতটি কুবাবাসীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ (فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ)

সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ্ পছন্দ করেন ......। (৯ ঃ ১০৮)

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এঁরা পানির সাহায্যে শৌচক্রিয়া করতেন বলে তাঁদের বিষয়ে এ আয়াতটি নাযিল হয়, এ হাদীছটি এ সূত্রে গারীব।

এ বিষয়ে আবূ আয়্যুব, আনাস ইব্‌ন মালিক ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣١٠١–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ كُوْفِىٌّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لِاَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ ، فَقُلْتُ لَهُ : اَسْتَغْفِرُ لِاَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ ، فَقَالَ : اَوَ لَيْسَ اَسْــتَغْــفَرَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْــهِ وَهُوَ مُشْــرِكٌ ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَنَزَلَتْ : (مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ .

৩১০১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শুনতে পেলাম যে এক ব্যক্তি তার মুশরিক পিতা-মাতার জন্য ইস্তিগফার করছে। আমি তাকে বললাম ঃ তুমি তোমার পিতা-মাতার জন্য ইস্তিগফার করছ অথচ তারা উভয়েই মুশরিক?

লোকটি বলল ঃ ইবরাহীম (আ) কি তাঁর পিতার জন্য ইস্তিগফার করেন নি। অথচ সেও তো মুশরিক ছিল।

আমি বিষয়টি নবী ﷺ-এর সামনে পেশ করলাম। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

(مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ).

মুশরিকদের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয় .....। (৯ ঃ ১১৩)

এ হাদীছটি হাসান।

এ বিষয়ে সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব তার পিতা মুসায়্যাব (রা) সূত্রেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣١٠٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتّٰى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ اِلاَّ بَدْرًا وَلَمْ يُعَاقِبِ النَّبِيِّ ﷺ اَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ اِنَّمَا خَرَجَ يُرِيْدُ الْعِيْرَ فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغَوِّثِيْنَ لِعِيْرِهِمْ فَالْتَقَوْا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَعَمْرِي اِنَّ اَشْرَفَ مَشَاهِدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ لَبَدْرٌ ، وَمَا اَحِبُّ اَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُّهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلاَمِ ، ثُمَّ لَمْ اَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ حَتّٰى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ ، وَهِيَ اٰخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا وَاَذَنَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَهُوَ يَسْتَنِيْرُ كَاسْتِنَارَ (ة) الْقَمَرِ ، وَكَانَ اِذَا سُرَّ بِالْاَمْرِ اسْتَنَارَ ، فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اَبْشِرْ يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ بِخَيْرِ يَوْمٍ اَتٰى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ اُمُّكَ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ، اَمِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اَمْ مِنْ عِنْدِكَ؟ قَالَ : بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ، ثُمَّ تَلاَ هٰؤُلاَءِ الْاٰيَاتِ (لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ - حَتّٰى بَلَغَ - اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ) قَال : وَفِيْنَا اُنْزِلَتْ اَيْضًا : (اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ) قَالَ : قُلْتُ يَا نَبِيُّ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِي اَنْ لاَ اُحَدِّثُ اِلاَّ صِدْقًا وَاَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلَي رَسُوْلِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ، فَقُلْتُ : فَاِنِّي اَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِيْ بِخَيْبَرَ ، قَالَ : فَمَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ نِعْمَةً بَعْدَ الْاِسْلاَمِ اَعْظَمَ فِي نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِي رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ صَدَقْتُهُ اَنَا وَصَاحِبَايَ لاَ نَكُوْنُ كَذَبْنَا فَهَلَكْنَا كَمَا هَلَكُوْا ، وَاِنِّي لَاَرْجُوْ اَنْ لاَ يَكُوْنَ اللّٰهُ اَبْلَي اَحَدًا فِي الصِّدْقِ مِثْلَ الَّذِي اَبْلاَنِي مَا تَعَمَّدْتُ لِكَذِبَةٍ بَعْدُ ، وَاِنِّي لَاَرْجُوْ اَنْ يَحْفَظَنِي اللّٰهُ فِيْمَا بَقِيَ ،

قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ هٰذَا الْحَدِيْثُ بِخِلاَفِ هٰذَا الْاِسْنَادِ ، وَقَدْ قِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ كَعْبٍ، وَقَدْ قِيْلَ غَيْرُ هٰذَا . وَرَوَى يُوْنُسُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنْ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ .

৩১০২. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তাবূক যুদ্ধ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যত যুদ্ধ করেছেন কোনটি থেকেই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পেছনে পড়ে থাকিনি, বদর যুদ্ধ ব্যতীত। আর বদর যুদ্ধে যারা পেছনে পড়ে থেকেছে তাদের কাউকেই নবী ﷺ ভর্ৎসনা করেননি। সে যুদ্ধে তো তিনি মূলত (কুরায়শদের তেজারতী) কাফেলা ধরার উদ্দেশ্যে অভিযাত্রা করেছিলেন। আর কুরায়শরা তাদের কাফেলার সাহায্যে বের হয়েছিল। তারপর পূর্ব নির্ধারিত সময় ছাড়া তারা (বদরে) পরস্পর সম্মুখীন হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আমার জীবনের কসম, মানুষের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সর্বাধিক মর্যাদাবান যুদ্ধ হল গাযওয়ায়ে বদর। এতদসত্ত্বেও আমরা আকাবা রাত্রিতে (আনসারীরা) ইসলামের উপর যে অঙ্গীকার করেছিলাম আমার সে বায়আতের স্থলে বদরে শরীক থাকাটা আমার কাছে প্রিয়তর নয়। এই বদরের পর তাবূক পর্যন্ত আর কোন গাযওয়া থেকেই আমি পেছনে থাকি নি। তাবূক যুদ্ধ ছিল নবী ﷺ -এর শেষ যুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ যুদ্ধে যাত্রার জন্য ঘোষণা দিয়ে দিলেন। .... এরপর কা'ব দীর্ঘ হাদীছটির বিবরণ দেন।

তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর কাছে (আমার তওবা কবুলের আয়াত নাযিল হওয়ার পর) আমি গেলাম। তিনি তখন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। মুসলিমরা ছিলেন তাঁর চতুষ্পার্শ্বে। চাঁদের মত জ্বলজ্বল করছিলেন তিনি। কোন বিষয়ে তিনি যদি আনন্দিত হতেন তবে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় হয়ে যেতেন তিনি। আমি এসে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি বললেন ঃ হে কা'ব ইব্ন মালিক! তোমার মা তোমাকে প্রসব করার পর থেকে সর্বোত্তম দিনটির জন্য তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর।

আমি বললাম ঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ্! এ সুসংবাদ কি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে না আপনার পক্ষ থেকে?

তিনি বললেন ঃ না, এতো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এরপর তিনি এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন ঃ

(لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِى سَاعَةِ الْعُسْــرَةِ – حَتّٰى بَلَغَ – اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ)

আল্লাহ্ অনুগ্রহ পরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা তার অনুগমন করেছিল সংকটকালে, এমনকি যখন তাদের এক দলে চিত্তবৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করলেন, তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ালু .....। (৯ ঃ ১১৭) তিনি আরো বলেন ঃ আমাদের বিষয়েই নাযিল হয় ঃ (اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ)

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও ......। (৯ ঃ ১১৯)

আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র নবী! আমার তওবার শুকরিয়া হল আমি জীবনে অসত্য বলব না এবং আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে সাদাকাস্বরূপ দিয়ে দিলাম।

নবী ﷺ বললেন ঃ কিছু অর্থ-সম্পদ তোমার জন্য রেখে দাও। এ-ই তোমার জন্য উত্তম।

আমি বললাম ঃ খায়বার থেকে আমি যে হিস্যা পেয়েছি তা আমার জন্য রেখে দিলাম।

কা'ব (রা) আরো বলেন ঃ আমি এবং আমার দুই সঙ্গী (তাবুক যুদ্ধে শরীক না হওয়ার বিষয়ে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে যে সত্য কথা বলেছিলাম আমার ধারণায় ইসলাম গ্রহণের পর সে সত্য বলার চাইতে বড় কোন নেয়ামত আল্লাহ্ তা'আলা আর আমাকে দান করেন নি। আমরা মিথ্যা বলিনি যদি মিথ্যা বলতাম তবে অন্যদের মত আমরাও ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমি আশা করি, সত্য কথা বলার জন্য আল্লাহ্

তা'আলা আর কাউকে এত পরীক্ষায় ফেলেন নি, যে পরীক্ষায় তিনি আমাকে ফেলেছিলেন। পরেও আর কখনও আমি মিথ্যার ইচ্ছাও করিনি। আশা করি অবশিষ্ট জীবনেও তিনি আমাকে হেফাজত করবেন।

এ সনদের বিপরীত আরেক সনদে যুহরী (র) সূত্রে এ হাদীছটির রিওয়ায়ত আছে। এতে বলা হয়েছে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব্ ইব্‌ন মালিক তার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব... কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। আবার অন্য কথাও বলা হয়েছে। ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ এ হাদীছটি যুহরী... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক তার পিতা আবদুল্লাহ্... কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣١٠٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ : بَعَثَ اِلَىَّ اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ فَقَالَ : اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ اَتَانِيْ فَقَالَ : اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَاِنِّى لَاَخْشٰى اَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِى الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبُ قُرْاٰنٌ كَثِيْرٌ ، وَاِنِّى اَرٰى اَنْ تَاْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، قَالَ اَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ : كَيْفَ اَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِى فِى ذٰلِكَ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِى لِلَّذِىْ شَرَحَ صَدْرَ عُمَرَ وَرَأَيْتُ فِيْهِ الَّذِى رَأٰى ، قَالَ زَيْدٌ : قَالَ اَبُو بَكْرٍ : اِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْوَحْىَ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ ، قَالَ : فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِى نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَىَّ مِنْ ذٰلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِى فِى ذٰلِكَ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِى لِلَّذِى شَرَحَ صَدْرَهُمَا صَدْرَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْعُسُبِ وَالنِّجَافِ (وَيُرْوٰى النِّحَافُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ . وَالنِّجَافُ : مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْاَرْضِ) وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ بَرَاءَةَ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ . فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১০৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেছেন ঃ ইয়ামামা যুদ্ধে (বহু হাফিজ সাহাবীর) শাহাদাতের ঘটনার পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে উমর (রা)ও ছিলেন। তিনি বললেন ঃ উমর আমার কাছে এসে বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিজ শহীদ হয়েছেন। আমার আশংকা হয় যে, আরো অনেক স্থানে বহু হাফিজে কুরআন শহীদ হতে পারেন। এতে কুরআনের বহু অংশ বিলীন হয়ে যেতে পারে। সুতরাং কুরআন একত্রকরণের নির্দেশ দান করা আমি ভাল

মনে করি। আবূ বকর (রা) 'উমর (রা.)-কে বললেন, আমি কি রূপে সে কাজ করি যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেন নি। উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, এ মঙ্গলজনক হবে। আবূ বকর (রা) বলেন ঃ তিনি আমাকে বারবার এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি সম্পর্কে আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিলেন। যে বিষয়ে তিনি উমরের বক্ষ প্রশস্ত করেছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে উমর যেমন ভাবছেন এখন আমিও তা ভাবছি।

যায়দ (রা.) বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে বললেন ঃ তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক, তোমাকে আমরা কোন বিষয়ে সন্দেহ করি না। তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য ওহী লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআন শরীফ তালাশ করে সংগ্রহ করার কাজে লেগে যাও।

যায়দ (রা.) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তাঁরা যদি কোন পাহাড় স্থানান্তরিত করার দায়িত্ব আমাকে দিতেন তবে তা আমার কাছে এর চেয়ে বেশী ভারী মনে হত না। আমি বললাম ঃ আপনারা কি রূপে এ কাজ করবেন যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেন নি?

আবূ বকর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, এটি ভাল কাজ। আবূ বকর এবং উমর (রা) উভয়েই আমাকে বারবার বিষয়টি বুঝাতে লাগলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিলেন, যে বিষয়ের জন্য আবূ বকর ও উমর (রা) উভয়ের বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। তারপর আমি কুরআন তালাশ করে সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। আমি কাগজের টুকরা, খেজুর গাছের ডাল, মসৃণ পাথর এবং মানুষের সীনায় যা রক্ষিত ছিল তা একত্রিত করতে থাকলাম। সূরা বারাআতের শেষের এ আয়াতটি খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা)-এর কাছে পেলাম ঃ

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ . فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ).

তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্ট দায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী। মুমিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলবে আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আমি তারই উপর নির্ভর করি আর তিনি মহা আরশের অধিপতি ......। (৯ ঃ ১২৮)

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٠٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَكَانَ يُغَازِيْ اَهْلَ الشَّامِ فِيْ فَتْحِ اَرْمِيْنِيَّةَ وَاَذْرَبِيْجَانَ مَعَ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَرَاٰى حُذَيْفَةُ اخْتِلاَفَهُمْ فِي الْقُرْاٰنِ فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَدْرِكْ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَبْلَ اَنْ يَخْتَلِفُوْا فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى، فَاَرْسَلَ اِلٰى حَفْصَةَ اَنْ اَرْسِلِيْ اِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا اِلَيْكِ ، فَاَرْسَلَتْ حَفْصَةُ اِلٰى عُثْمَانَ بِالصُّحُفِ فَاَرْسَلَ عُثْمَانُ اِلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعِيْدِ بْنِ

الْعَاصِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنْ اَنْسَخُوا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلَاثَةِ : مَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ حَتّٰى نَسَخُوا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ بَعَثَ عُثْمَانُ اِلٰى كُلِّ اُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ الَّتِى نَسَخُوْا .

قَالَ الزُّهْرِىُّ : وَحَدَّثَنِى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : فَقَدْتُ اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ) فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ اَوْ اَبِى خُزَيْمَةَ فَاَلْحَقْتُهَا فِى سُوْرَتِهَا .

قَالَ الزُّهْرِىُّ : فَاخْتَلَفُوْا يَوْمَئِذٍ فِى التَّابُوْتِ وَالتَّابُوْهِ ، فَقَالَ الْقُرَشِيُّوْنَ التَّابُوْتُ ، وَقَالَ زَيْدٌ : التَّابُوْهُ فَرُفِعَ اخْتِلَافُهُمْ اِلٰى عُثْمَانَ فَقَالَ اكْتُبُوْهُ التَّابُوْتُ فَاِنَّهٗ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ ، قَالَ الزُّهْرِىُّ : فَاَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ الْمَصَاحِفِ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اُعْزَلُ عَنْ نَسْخِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ وَيَتَوَلَّاهَا رَجُلٌ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَسْلَمْتُ وَاِنَّهٗ لَفِى صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ يُرِيْدُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَلِذٰلِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ : يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ اُكْتُمُوا الْمَصَاحِفَ الَّتِى عِنْدَكُمْ وَغُلُّوْهَا فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَالْقُوا اللّٰهَ بِالْمَصَاحِفِ . قَالَ الزُّهْرِىُّ : فَبَلَغَنِى اَنَّ ذٰلِكَ كَرِهَهٗ مِنْ مَقَالَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رِجَالٌ مِنْ اَفَاضِلِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهُوَ حَدِيْثُ الزُّهْرِىِّ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِهٖ .

৩১০৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। হুযায়ফা (রা) উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর কাছে এলেন। উছমান (রা) তখন আরমেনিয়া ও আযারবায়জান বিজয়ে ইরাকবাসীদের সঙ্গে শামবাসীদেরও যুদ্ধ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। হুযায়ফা (রা) কুরআনের (পাঠের) ক্ষেত্রে এদের পরস্পর মতানৈক্য দেখেছিলেন। তিনি উছমান (রা)-কে বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! ইয়াহূদ নাসারারা যেরূপ মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছিল, আল্লাহ্‌র কিতাবে সেরূপ মতানৈক্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এ উম্মতকে আপনি রক্ষা করুন।

তখন উছমান (রা) এই বলে হাফসা (রা)-এর কাছে লোক পাঠালেন যে, আপনার কাছে রক্ষিত কুরআনের লিপিবদ্ধ কপিগুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, আমরা এটির বিভিন্ন কপি করে পুনরায় আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

হাফসা (রা) কুরআনের লিপিবদ্ধ কপিগুলো উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উছমান (রা) যায়দ ইব্‌ন ছাবিত, সাঈদ ইব্‌ন আস, আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন হিশাম ও আবদুল্লাহ্‌

ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর কাছে কপিগুলো পাঠিয়ে বললেন যে, তোমরা এই কপিগুলো মুসহাফে লিপিবদ্ধ কর। এই তিনজন কুরায়শী গ্রুপকে বললেন ঃ তোমাদের এবং যায়দ ইব্‌ন ছাবিতের মাঝে মতানৈক্য দেখা গেলে কুরায়শী ভাষা অনুসারে তা লিপিবদ্ধ করবে। কেননা কুরআন কুরায়শদের ভাষা অনুসারেই নাযিল হয়েছে।

যা হোক, তারা কুরআনের লিপিবদ্ধ কপিগুলো বিভিন্ন মুসহাফে লিপিবদ্ধ করেন। উছমান (রা) বিভিন্ন দিকে তাদের কপি করা মুসহাফগুলো পাঠালেন।

যুহরী (র) বলেন ঃ খারিজা ইব্‌ন যায়দ আমাকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেছেন ঃ সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা পাঠ করতে আমি শুনেছি।

সেটি হল ঃ (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ)

মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। এদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে ......। (৩৩ ঃ ২৩)

পরে তালাশ করে খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত কিংবা আবূ খুযায়মার কাছে সেটি পেলাম এবং উক্ত সূরায় তা যুক্ত করে দিলাম।

যুহরী (র) বলেন ঃ একদিন তারা التابوت এবং التابوه নিয়ে মতানৈক্য করেন। কুরায়শীরা বললেনঃ التابوت। যায়দ (রা) বললেন التابوه। তাঁদের এ মতানৈক্যের বিষয়টি উছমান (রা)-এর কাছে পেশ করা হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা التابوت লিখ। কেননা কুরআন কুরায়শের ভাষায় নাযিল হয়েছে।

যুহরী বলেন ঃ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যায়দ ইব্‌ন ছাবিতের এ তৈরী কপি পছন্দ করেন নি। তিনি বলেছেন ঃ হে মুসলিম সম্প্রদায়! কুরআনের মুসহাফ লিপিবদ্ধ করার কাজে আমাকে দূরে রাখা হয়েছে আর এর দায়িত্ব বহন করেছে এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র কসম আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন সে ছিল এক কাফিরের ঔরসে। (এই কথা বলে তিনি যায়দ ইব্‌ন ছাবিতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন)।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেছেন ঃ হে ইরাকবাসী! তোমাদের কাছে যে মুসহাফগুলো রয়েছে সেগুলো লুকিয়ে রাখ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ (وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে ....। (৩ ঃ ১৬১) সুতরাং তোমরা তোমাদের মুসহাফসহ আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারবে। যুহরী বলেন ঃ বিশিষ্ট সাহাবীগণের অনেকেই ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর এ বক্তব্য অপছন্দ করেছেন বলে আমি সংবাদ পেয়েছি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এটি হল যুহরী (র)-এর রিওয়ায়ত। তাঁর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ يُوْنُسَ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ইউনুস

٣١٠٥- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : (لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ) قَالَ : اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ : اِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَوْعِدًا يُرِيْدُ اَنْ يُنْجِزَكُمُوْهُ ، قَالُوا : اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ : فَوَاللّٰهِ مَا اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلَيْهِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : حَدِيْثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ هٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ مَرْفُوْعًا . وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى قَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩১০৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী ঃ

(لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ)

যারা মঙ্গলকর কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো অধিক....... (১০ ঃ ২৬) প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে দাখিল হবে তখন এক আহবানকারী ঘোষণা দিবে আল্লাহ্র কাছে তোমাদের জন্য একটি ওয়াদাকৃত বস্তু রয়ে গেছে। তিনি তা তোমাদের জন্য পূরণ করে দিতে চান।

তারা বলবে ঃ তিনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে দেন নি? আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন নি এবং জান্নাতে দাখিল করেন নি?

নবী ﷺ বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্র হিজাব উন্মোচিত করে দেওয়া হবে। আল্লাহ্র কসম, তাদের কাছে তাঁর দীদারের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কোন জিনিস আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দেন নি।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র)-এর এ রিওয়ায়তটি তাঁর বরাতে একাধিক রাবী এরূপ মারফূ' রূপে রিওয়ায়ত করেছেন। সুলায়মান ইব্ন মুগীরা এ হাদীছটি ছাবিত (র) সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা-এর উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি সুহায়ব (রা)... নবী ﷺ থেকে উল্লেখ করেন নি।

٣١٠٦–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ قَالَ : سَاَلْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) قَالَ : مَا سَاَلَنِى عَنْهَا اَحَدٌ مُنْذُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ : مَا سَاَلَنِى عَنْهَا اَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ اُنْزِلَتْ ، فَهِىَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرَى لَهُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.

৩১০৬. ইব্ন আবূ উমর (র)... জনৈক মিসরবাসী ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

(لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে .... (১০ ঃ ৬৪)। আয়াতটি সম্পর্কে আমি আবুদ দারদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ে যে দিন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত আর কেউ আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেনি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছিলেন ঃ এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় থেকে তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেনি। এ হল নেক স্বপ্ন যা মুসলিম দেখে বা তার পক্ষে অন্য একজনকে দেখানো হয়।

ইব্ন আবূ উমর (র)... আবুদ দারদা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আহমদ ইব্ন আবদা যাববী (র)... আবুদ দারদা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই সনদে আতা ইব্ন ইয়াসার (র)-এর উল্লেখ নেই।

এ বিষয়ে উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣١٠٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَمَّا اَغْرَقَ اللّٰهُ فِرْعَوْنَ قَالَ : اٰمَنْتُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِيْ اٰمَنَتْ بِهِ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ : يَا مُحَمَّدُ فَلَوْ رَاَيْتَنِي وَاَنَا اٰخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَاَدُسُّهُ فِي فِيْهِ مَخَافَةَ اَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩১০৭. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ফিরআওনকে ডুবিয়ে দেন তখন সে বলল, আমি ঈমান আনলাম যে, কোন ইলাহ নেই, বানূ ইসরাঈল যে আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে সে ইলাহ ব্যতীত।

জিব্রীল (আ.) বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি আমার সে অবস্থা দেখতেন, যখন আমি সমুদ্রের কাল কাদা নিয়ে তার মুখে ঠেসে দিয়েছিলাম এ আশংকায় যে, তার প্রতিও আল্লাহ্র রহমত হয়ে যেতে পারে।

হাদীছটি হাসান।

٣١٠٨–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَرِثِ. اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ اَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّ جِبْرِيْلَ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَدُسُّ فِي فِي فِرْعَوْنَ الطِّيْنَ خَشْيَةَ اَنْ يَقُوْلَ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ اَوْ خَشْيَةَ اَنْ يَرْحَمَهُ اللّٰهُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩১০৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা সানআনী (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জিব্‌রীল (আ) ফিরআওনের মুখে মাটি ঠেসে ধরছিলেন এই আশংকায় যে, সে হয়ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে ফেলবে আর (এমতাবস্থায়) আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর রহম করে ফেলবেন।

হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ هُوْدَ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা হূদ

٣١٠٩- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ. اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حَدَسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِي رَزِيْنٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ ؟ قَالَ : كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ ، وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ : اَلْعَمَاءُ اَىْ لَيْسَ مَعَهُ شَيْئٌ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰكَذَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَكِيْعُ بْنُ حَدَسٍ، وَ يَقُوْلُ شُعْبَةُ وَاَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ وَكِيْعُ بْنُ عُدُسٍ : وَهُوَ اَصَحُّ ، وَاَبُو رَزِيْنٍ اسْمُهُ لَقِيْطُ بْنُ عَامِرٍ . قَالَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩১০৯. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র)... আবূ রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের রব তাঁর মাখলূক সৃষ্টি করার আগে কোথায় ছিলেন?

তিনি বললেন ঃ তিনি ছিলেন তার নূরের মধ্যে তার উপরেও বায়ু ছিল না এর নীচেও বায়ু ছিল না। তিনি তাঁর আরশ পানির উপর সৃষ্টি করেছেন।

আহমদ (র) বলেন ঃ ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) বলেছেন العماء অর্থ হল তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুই ছিল না।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) সনদে উল্লেখিত রাবীর নাম ওয়াকী' ইব্‌ন হাদাস রূপে উল্লেখ করেছেন। শু'বা, আবূ আওয়ানা এবং হুশায়ম বলেছেন ঃ ওয়াকী' ইব্‌ন উদাস।

আবূ রাযীন (রা.)-এর নাম হল লাকীত ইব্‌ন আমির। এ হাদীছটি হাসান।

٣١١٠-حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُمْلِي ، وَرُبَّمَا قَالَ يُمْهِلُ لِلظَّالِمِ ، حَتّٰى اِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، ثُمَّ قَرَأَ (وَكَذٰلِكَ

اخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى) اَلاٰيَةَ .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ اَبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : يُمْلِيْ .

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَقَالَ : يُمْلِى وَلَمْ يَشُكَّ فِيْهِ ..

৩১১০. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জালিমকে রাবী কখনো বলেছেন يُمْلِىْ আর অনেক সময় বলেছেন يُمْهِلُ অর্থাৎ অবকাশ দেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন তাকে ছাড়েন না। এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ (وَكَذٰلِكَ اخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى)

এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি! তিনি শাস্তি দেন জনপদসমূহ যখন ওরা জুলুম করে (১১ঃ১০২)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

আবূ উসামা (র) বুরায়দ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এবং يُمْهِلُ এর স্থলে يُمْلِىَ বলেছেন।

ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী (র)... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি يُمْلِىْ সন্দেহ ছাড়া উল্লেখ করেছেন।

٣١١١-حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ : (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ) سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَعَلَى مَا نَعْمَلُ ؟ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ، اَوْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُفْرَغْ مِنْهُ ؟ قَالَ : بَلْ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ وَجَرَتْ بِهِ الْاَقْلَامُ يَا عُمَرُ ، وَلٰكِنْ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ،

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ.

৩১১১. বুনদার (র)... উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ) আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, বললাম ঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ্! আমরা কিসের উপর আমল করব? এমন বিষয়ের উপর যা চূড়ান্ত করা হয়েছে কিংবা এমন বিষয়ের উপর যা চূড়ান্ত করা হয়নি। তিনি বললেন ঃ হে উমর! না। বরং এমন বিষয়ের উপর যা চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং যা কলম লিপিবদ্ধ করেছে। তবে যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে প্রত্যেকের জন্য তাই সহজ করে দেওয়া হয়।

এ সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব। আবদুল মালিক ইব্ন আমর (র)-এর বর্ণনা ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣١١٢-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اِنِّي عَالَجْتُ امْرَاَةً فِي اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنِّي اَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ

اَنْ اَمَسَّهَا وَاَنَا هٰذَا فَاقْضِ فِىَّ مَا شِئْتَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ سَتَرَكَ اللّٰهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَاَتْبَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً ، فَدَعَاهُ فَتَلاَ عَلَيْهِ (اَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ) اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : هٰذَا لَهُ خَاصَّةً ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَهٰكَذَا رَوَى اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ، وَرِوَايَةُ هٰؤُلاَءِ اَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ الثَّوْرِىِّ .

وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى النَّيْسَابُوْرِىُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الاَعْمَشِ ، وَسِمَاكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الاَعْمَشَ . وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ

৩১১২. কুতায়বা (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, মদীনার শেষ প্রান্তে আমি এক মহিলার সাথে রঙ্গ-রসে লিপ্ত হই এবং সঙ্গম ব্যতীত আমি সব কিছু তার সাথে করেছি। আমি এখন হাযির। আপনার যা ইচ্ছা আমার ব্যাপারে ফয়সালা দিন।

উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমার বিষয়টি গোপন করেছিলেন। তুমিও যদি বিষয়টি গোপন করতে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কোন উত্তর দিলেন না। লোকটি চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার পেছনে একজন লোক পাঠালেন। সে তাকে ডেকে আনল। তখন তিনি তার কাছে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

(اَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ)

সালাত কায়েম করবে দিনের দু'প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমাংশে, সৎকাজ অবশ্যই অসৎ কাজ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের জন্য এক উপদেশ ..... (১১ ঃ ১২৪)।

উপস্থিত এক লোক বলল ঃ এ বিষয়টি কি এর জন্যই খাছ?

তিনি বললেন ঃ না, বরং এ সকলের জন্য।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইসরাঈল এটিকে সিমাক-ইবরাহীম-আলকামা ও আসওয়াদ আবদুল্লাহ্... নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সুফইয়ান ছাওরী (র) সিমাক-ইবরাহীম-আসওয়াদ... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ছাওরী (র)-এর এই রিওয়ায়াত থেকে ওঁদের রিওয়ায়ত অধিক সাহীহ।

শু'বা (র) এটি সিমাক-ইবরাহীম-আসওয়াদ... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া নায়সাবূরী (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আ'মাশ (রা)-এর উল্লেখ নেই।

সুলায়মান তায়মী (র) এ হাদীছটি আবূ উছমান নাহদী... ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣١١٣-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً لَقِيَ امْرَأَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْرِفَةٌ فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى امْرَأَتِهِ إِلاَّ قَدْ أَتَى هُوَ إِلَيْهَا إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللّٰهُ (أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ) فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّي : قَالَ مُعَاذٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً ؟ قَالَ بَلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ . عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَاتَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى غُلاَمٌ صَغِيْرٌ ابْنُ سِتِّ سِنِيْنَ، وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً .

৩১১৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক ব্যক্তি অপরিচিতা মহিলার সাথে সাক্ষাত করল, আর মানুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে যা কিছু করে সে সবই করল, শুধুমাত্র তার সাথে সঙ্গম করেনি। এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

(اَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ)

সালাত কায়েম কর দিনের দু'প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমাংশে, সৎকাজ অবশ্যই অসৎ কাজ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের জন্য এক উপদেশ ...... (১১ : ১১৪)।

লোকটিকে তিনি উযূ করে নামায পড়তে নির্দেশ দিলেন।

মুআয (রা) বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি কেবল এ ব্যক্তির জন্যই না অন্যান্য মুমিনদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য?

তিনি বললেন : না বরং সব মুমিনের জন্যই।

এ হাদীছটির সনদ মুত্তাসিল নয়। আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) সরাসরি মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে হাদীছ শুনেন নি। মুআয ইব্ন জাবাল (রা) ইনতিকাল করেন উমর (রা)-এর খিলাফত কালে। আর উমর (রা) যখন নিহত হন তখন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা ছিলেন ছয় বছর বয়সের বালক মাত্র। তিনি উমর (রা) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন এবং তাকে দেখেছেন। শু'বা (রা) এ হাদীছটি আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র-আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা... নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে রিওয়ায়ত করেছেন।

٣١١٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَ مِنَ امْـرَأَةٍ قُبْلَةً حَرَامٍ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَنَزَلَتْ (اَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فَقَالَ الرَّجُلُ اِلَىَّ هٰذِهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ لَكَ وَلِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ اُمَّتِى .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১১৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে অবৈধ চুম্বন করে। সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে এর কাফফারা সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : (اَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)

সালাত কায়েম করবে দিনের দু'প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমাংশে ....। (১১ : ১১৪)

লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একি কেবল আমার জন্যই?

তিনি বললেন : তোমার জন্য এবং আমার উম্মতের যে কেউ এ কাজ করে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١١٥-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ. اَخْـبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الْيَسَرِ قَالَ : اَتَتْنِى امْـرَأَةٌ تَبْـتَاعُ تَمْـرًا فَقُلْتُ اِنَّ فِى الْبَيْتِ تَمْـرًا اَطْيَبَ مِنْهُ فَدَخَلَتْ مَعِى فِى الْبَيْتِ فَاَهْوَيْتُ اِلَيْهَا فَقَبَّلْتُهَا فَاَتَيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ : اَسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ

وَتُبْ وَلاَ تُخْبِرْ اَحَدًا، فَلَمْ اَصْبِرْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ اَخْلَفْتَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فِىْ اَهْلِهِ بِمِثْلِ هٰذَا حَتّٰى تَمَنّٰى اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اَسْلَمَ اِلاَّ تِلْكَ السَّاعَةَ حَتّٰى ظَنَّ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ : وَاَطْرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَوِيْلاً حَتّٰى اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ (اَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ) اِلٰى قَوْلِهِ (ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ). قَالَ اَبُو الْيُسْرِ فَاَتَيْتُهُ فَقَرَاَهَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ اَصْحَابُهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا خَاصَّةً اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً . وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ ضَعَّفَهُ وَكِيْعٌ وَغَيْرُهُ، وَاَبُو الْيُسْرِ هُوَ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو.

قَالَ : وَرَوَى شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِثْلَ رِوَايَةِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيْعِ

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

৩১১৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... আবুল ইউসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক মহিলা একবার আমার কাছে খেজুর কিনতে আসল। আমি বললাম ঃ ঘরে আরো ভাল খেজুর আছে, সে তখন আমার সাথে ঘরে প্রবেশ করল। আমি তার দিকে ঝুঁকে তাকে চুমু দেই। পরে আবূ বকর (রা)-এর কাছে এসে তার বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন ঃ নিজের মধ্যে তা গোপন রাখ, আর তওবা কর। এ বিষয়ে কাউকে জানাবে না। কিন্তু (অনুশোচনায়) আমি স্থির থাকতে পারলাম না। উমর (রা)-এর কাছে এসে বিষয়টি বললাম, তিনিও বললেন ঃ নিজের মধ্যেই তা গোপন রাখ, আর তওবা কর কাউকে বিষয়টি জানাবে না।

কিন্তু (অনুশোচনায়) আমি স্থির থাকতে পারলাম না।

নবী ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র পথে জেহাদরত একজন যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে তুমি কি এ ধরনের আচরণ করলে?

ফলে সে কামনা করতে লাগল সে যদি পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে এ মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করত এবং ধারণা করতে লাগল যে, সে জাহান্নামী হয়ে গেছে।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে রইলেন অবশেষে তাঁর কাছে ওহী এল ঃ

(اَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ)

সালাত কায়েম কর দিনের দু'প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকাজ অবশ্যই অসৎ কাজ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এ তাদের জন্য এক উপদেশ ..... (১১ ঃ ১১৪)।

আবুল ইউসর (রা) বলেন ঃ আমি তাঁর কাছে হাযির হলাম।

রাসূলুল্লাহ্ আমাকে এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। সাহাবীগণ বললেন ঃ এটি কি বিশেষ করে এরই জন্য না সব মানুষের জন্য।

তিনি বললেন ঃ না বরং এ সব মানুষের জন্যই।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

রাবী কায়স ইব্‌ন রবী' কে ওয়াকী' (র) প্রমুখ হাদীছবিদগণ যঈফ বলেছেন। শরীক (র)-ও এটি উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে কায়স ইব্‌ন রবী' (র)-এর রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে আবূ উসামা, ওয়াছিলা ইব্‌ন আসকা' ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবুল ইউসর (রা)-এর নাম হল কা'ব ইব্‌ন আমর।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ يُوْسُفَ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ইউসুফ

٣١١٦- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ الْمَرْوَزِيُّ. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ الْكَرِيْمَ بْنَ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ : وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ مَا لَبِثَ ثُمَّ جَاءَنِى الرَّسُوْلُ اَجَبْتُ ثُمَّ قَرَاَ (فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِى قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ) قَالَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَى لُوْطٍ اِنْ كَانَ لَيَأْوِى اِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ، اِذْ قَالَ (لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ) فَمَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا اِلاَّ فِى ذِرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ .

حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَ حَدِيْثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوْسَى اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ : مَا بَعَثَ اللّٰهُ بَعْدَهُ نَبِيًّا اِلاَّ فِى ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو : الثَّرْوَةُ : الْكَثْرَةُ وَالْمَنَعَةُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ مُوْسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩১১৬. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ খুযাঈ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ করীম (সম্মানিত) ইব্‌ন করীম ইব্‌ন করীম ইব্‌ন করীম হলেন — ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইউসুফ (আ) যতদিন বন্দীখানায় ছিলেন ততদিন যদি আমি থাকতাম আর আমার কাছে (মুক্তির ফরমান নিয়ে) দূত আসত তবে (প্রশ্ন না তুলে) সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতাম। এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ

(فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِى قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ)

যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল তখন সে বলল তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি? ..... (১২ ঃ ৫০)।

তিনি আরো বলেন ঃ লূত (আ)-এর উপর আল্লাহ্ রহম করুন। তিনি মজবুত খুঁটির (গোত্রের) আশ্রয় আশা করেছিলেন। তাঁরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কওমের সর্বোচ্চ বংশ থেকেই সকল নবী পাঠিয়েছেন।

আবূ কুরায়ব (র)... মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র) সূত্রে ফাযল ইব্ন মূসা (র)-এর রিওয়ায়াত (৩১১৬ নং)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন তবে এতে ذِرْوَةِ-এর স্থলে ثَرْوَةِ শব্দ আছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র) বলেন ঃ الثروة। অর্থ ধনে জনে বলীয়ান।

এটি ফাযল ইব্ন মূসা (র)-এর রিওয়ায়ত থেকে অধিক সাহীহ্।

এ হাদীছটি হাসান।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الرَّعْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা রা'দ

٣١١٧- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، اَخْبَرَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَكَانَ يَكُوْنُ فِى بَنِىْ عِجْلٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اَقْبَلَتْ يَهُوْدُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا : يَا اَبَا الْقَاسِمِ اَخْبِرْنَا عَنِ الرَّعْدِ مَا هُوَ؟ قَالَ : مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيْقُ مِنْ نَارٍ يَسُوْقُ بِهَا السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ ، فَقَالُوْا فَمَا هٰذَا الصَّوْتُ الَّذِىْ نَسْمَعُ ؟ قَالَ : زَجْرُهُ بِالسَّحَابِ اِذَا زَجَرَهُ حَتّٰى يَنْتَهِىَ اِلَي حَيْثُ اُمِرَ ، قَالُوْا صَدَقْتَ. فَاَخْبِرْنَا عَمَّا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهِ . قَالَ : اَشْتَكٰى عِرْقَ النَّسَاءِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلاَئِمُهُ اِلاَّ لُحُوْمَ الاِبِلِ وَاَلْبَانَهَا فَلِذٰلِكَ حَرَّمَهَا، قَالُوْا صَدَقْتَ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩১১৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার কতিপয় ইয়াহূদী নবী ﷺ-এর কাছে এগিয়ে এসে বলল ঃ হে আবুল কাসিম! আপনি আমাদের বলুন, রা'দ (বজ্র) কি?

তিনি বললেন ঃ মেঘ-বিষয়ে দায়িত্বশীল এক ফেরেশতা। যার সঙ্গে আগুনের একটি বেত রয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ্ যেখানে চান সেখানেই এই ফেরেশতা মেঘ হাঁকিয়ে নিয়ে যান।

এরা বলল ঃ আমরা যে শব্দ শুনতে পাই তা কি?

তিনি বললেন ঃ এ হল মেঘ তাড়ানো হাঁক যখন তিনি মেঘ তাড়িয়ে নিয়ে যান পরিশেষে তা নির্দেশিত স্থানে গিয়ে পৌঁছে।

এরা বলল ঃ ঠিক বলেছেন।

এরপর তারা বলল ঃ ইসরাঈল (ইয়াকূব আ.) তাঁর নিজের জন্য কি বস্তু হারাম করেছিলেন সে সম্পর্কে আমাদের বলুন।

তিনি বললেন ঃ ইসরাঈল ইরকুন্ নাসা (সাইটিকা জাতীয়) রোগে আক্রান্ত হন। উটের গোশত ও দুধ

ব্যতীত অন্য কোন জিনিস এর জন্য উপযুক্ত পান নি। তাই সে দুটো জিনিস নিজের জন্য হারাম করে ফেলেছিলেন।

এরা বলল ঃ আপনি ঠিক বলেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

٣١١٨-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قَوْلِهِ (وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِى الْاَكُلِ قَالَ الدَّقَلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحُلْوُ وَالْحَامِضُ.

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحْوَ هٰذَا ، وَسَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ اَخُوْ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَمَّارٌ اَثْبَتُ مِنْهُ وَهُوَ ابْنُ اُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

৩১১৮. মাহমূদ ইব্‌ন খিদাশ বাগদাদী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আল্লাহ্‌র বাণী (وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِى الْاَكُلِ)

এবং ফল হিসাবে ওদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি ...... (১৩ ঃ ৪)।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত তিনি বলেন, এ হল রাদ্দী, ফারসী (এক প্রকার খেজুর), মিষ্টি আর টক।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। যায়দ ইব্‌ন আবূ উনায়সা (র) এটি আ'মাশ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সায়ফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) হলেন আম্মার ইব্‌ন মুহাম্মাদের ভাই। আম্মার (র) তার চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য। ইনি হলেন সুফইয়ান ছাওরীর ভাগিনেয়।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ইবরাহীম

٣١١٩- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقِنَاعٍ عَلَيْهِ رُطَبٌ فَقَالَ (مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ تُؤْتِى اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا) قَالَ : هِىَ النَّخْلَةُ (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ) قَالَ هِىَ الْحَنْظَلُ ، قَالَ : فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ اَبَا الْعَالِيَةِ ، فَقَالَ : صَدَقَ وَاَحْسَنَ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ اَبِى الْعَالِيَةِ، وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ .

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ هٰذَا مَوْقُوْفًا وَلاَ نَعْلَمُ اَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ .

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسٍ نَحْوَ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

৩১১৯. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর কাছে একটি খাঞ্চা আনা হল। এতে ছিল কিছু তাজা খেজুর। তিনি তখন পাঠ করলেন ঃ

(مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ تُؤْتِى اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا)

যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত যা প্রত্যেক মাওসুমে তার ফল দান করে। তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে .... (১৪ ঃ ২৪)। তিনি বললেন ঃ এ হল খেজুর গাছ।

(وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ)

কুবাক্যের তুলনা এক মন্দ গাছ, যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন। যার কোন স্থায়িত্ব নেই .... (১৪ঃ২৬)। তিনি বললেন ঃ এ হল মাকাল গাছ।

রাবী শুআয়ব ইব্‌ন হাবহাব (র) বলেন, আমি আবুল আলিয়া (র)-কে এটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বললেন ঃ সত্য ও সুন্দর বলেছেন।

কুতায়বা (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি এটি মারফূ' করেননি এবং আবুল আলিয়ার বক্তব্যটিও উল্লেখ করেননি।

এটি হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র)-এর রিওয়ায়ত থেকে অধিক সাহীহ্। একাধিক রাবী এটি মাওকূফরূপে রিওয়ায়ত করেছেন। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ছাড়া আর কেউ এটি মারফূ্ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মা'মার, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ প্রমুখ (র) এটি রিওয়ায়ত করেছেন। কিন্তু তারা এটি মারফূ' করেন নি।

আহমদ ইব্‌ন আবদা যাববী (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে কুতায়বা-এর রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটি মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন নি।

٣١٢٠–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. اَخْبَرَنِى عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى قَوْلِ اللّٰهِ (يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ) قَالَ : فِى الْقَبْرِ اِذَا قِيْلَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟

قَالَ اَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১২০. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র)... বারা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আল্লাহ্‌র এ বাণী ঃ

(يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ)

যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ... (১৪:২৭)।

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত তিনি বলেন, কবরে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে তোমার রব কে, তোমার দীন কি, তোমার নবী কে?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٢١–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : تَلَتْ عَائِشَةُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ) قَالَتْ " يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ ؟ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

رُوِىَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ عَائِشَةَ .

৩১২১. ইব্ন আবূ উমর (র)... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত যে, আইশা (রা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ) যে দিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে ..... (১৪ ঃ ৪৮)।

তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকেরা তখন কোথায় অবস্থান করবে?

তিনি বললেন ঃ সিরাতের উপর।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আইশা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحِجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-হিজর

٣١٢٢ – بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ الْجُذَامِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتِ امْرَاَةٌ تُصَلِّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَسْنَاءَ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ، فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتّٰى يَكُوْنَ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا وَيَسْتَاْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ، فَاِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ اِبْطَيْهِ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا اَشْبَهُ اَنْ يَكُوْنَ اَصَحَّ مِنْ حَدِيْثِ نُوْحٍ .

৩১২২. কুতায়বা (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মানুষের মাঝে সবচেয়ে সুন্দরী এক মহিলা নবী ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করত। মুসল্লীদের কেউ সামনে অগ্রসর হয়ে প্রথম কাতারে থাকত যাতে এই মহিলার প্রতি দৃষ্টি না পড়ে আর কেউ কেউ পেছনে (পুরুষদের) শেষ কাতারে থাকত যখন রুকূ করত তখন বগলের ফাঁক দিয়ে ঐ মহিলাকে দেখত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ).

তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদের জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরও জানি ...... (১৫ঃ২৪)।

জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান (র)-এ হাদীছটি 'আমর ইব্‌ন মালিক-আবুল জাওযা (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নেই। এটি নূহ (র)-এর রিওয়ায়ত (৩১২২ নং) অপেক্ষা অধিক সাহীহ হওয়ার মত।

٣١٢٣–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى اُمَّتِي، اَوْ قَالَ : عَلَى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ .

৩১২৩. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামের দরজা হল সাতটি। একটি দরজা যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তলোয়ার উন্মুক্ত করে।

এ হাদীছটি গারীব। মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣١٢٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِى .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩১২৪. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল হামদুলিল্লাহ্ হল, উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব ও সাবউল মাছানী (বারংবার পঠিত সাতটি আয়াত বিশিষ্ট)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٢٥–حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِى التَّوْرَاةِ وَلاَ فِى الْاِنْجِيْلِ مِثْلَ اُمِّ الْقُرْاٰنِ وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَهِىَ مَقْسُوْمَةٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَى اُبَىٍّ وَهُوَ يُصَلِّى فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : حَدِيْثُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَطْوَلُ وَاَتَمُّ ، وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، هٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ .

৩১২৫. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত ও ইনজীলে উম্মুল কুরআন-এর মত যা হল সাবউল মাছানী কিছু নাযিল করেন নি। এটি আমার এবং আমার বান্দার মাঝে ভাগাভাগী। আমার বান্দা যা চাইবে তা-ই তার।

কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উবাই (রা)-এর উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন তিনি সালাতরত ছিলেন। .... এরপর রাবী এ মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ (র)-এর রিওয়ায়তটি পরিপূর্ণ এবং দীর্ঘতর। আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর (র)-এর হাদীছের তুলনায় এটি অধিক সাহীহ। একাধিক রাবী আলা ইব্ন আবদুর রহমান থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٢٦–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِى سُلَيْمٍ عَنْ بِشْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قَوْلِهِ (لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ) قَالَ : عَنْ قَوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ لَيْثِ بْنِ اَبِى سُلَيْمٍ .

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِى سُلَيْمٍ عَنْ بِشْرٍ عَنْ اَنَسٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৩১২৬. আহমদ ইব্ন আবদা যাববী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ)

আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই, সে বিষয়ে যা তারা করে .... (১৫ ঃ ৯২)।

সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই — এ বিশ্বাস প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হবে।

এ হাদীছটি গারীব। লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়ম (র) সূত্রেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইদরীস (র) এটি লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়ম... বিশর-আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এটি মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন নি।

٣١٢٧–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الطَّيِّبِ . حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلاَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ، ثُمَّ قَرَاَ (اِنَّ فِى ذٰلِكَ لاَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِىَ عَنْ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ .

وَتَفْسِيْرُ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : (اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ) قَالَ : لِلْمُتَفَرِّسِيْنَ .

৩১২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। কেননা সে আল্লাহ্র নূরে দেখে। এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ

(اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ).

অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য .... (১৫ ঃ ৭৫)।

এ হাদীছটি গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

কোন কোন আলিম থেকে এ আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে ঃ

(اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ). অর্থ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ النَّحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা নাহল

٣١٢٨- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تَحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِى صَلَاةِ السَّحَرِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَلَيْسَ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ وَيُسَبِّحُ اللّٰهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ، ثُمَّ قَرَأَ (تَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ) الْاٰيَةَ كُلَّهَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَلِىِّ بْنِ عَاصِمٍ .

৩১২৮. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর এবং যুহরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় সাহ্রীর সময় সে পরিমাণ সালাত আদায়ের সমতুল্য।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন ঃ এমন কোন জিনিস নেই যা এ সময় আল্লাহ্র তাসবীহ করে না।

এরপর তিনি পাঠ করেন ঃ (يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ)

যার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হয় ..... (১৬ ঃ ৪৮)।

এ হাদীছটি গারীব আলী ইবন আসিম (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

٣١٢٩-حَدَّثَنَا اَبُو عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ عِيْسَى ابْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ : حَدَّثَنِى اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اُصِيْبَ مِنَ الْاَنْصَارِ اَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ رَجُلاً وَمِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ

سِتَّةٌ فِيهِمْ حَمْزَةُ فَمَثَّلُوا بِهِمْ ، فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ : لَئِنْ اَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هٰذَا لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ).

فَقَالَ رَجُلٌ : لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كُفُّوْا عَنِ الْقَوْمِ اِلاَّ اَرْبَعَةً .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .

৩১২৯. আবূ আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র)... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উহুদ যুদ্ধে আনসারীদের চৌষট্টি জন এবং মুহাজিরদের ছয় জন শহীদ হন। এই ছয় জনের মধ্যে হামযা অন্যতম। কাফিররা তাঁর লাশ বিকৃত করে। আনসারীরা বললেন ঃ আমরাও যদি এই দিনের মত একটা দিন পাই তবে তাদের চাইতে বহুগুণ বেশী তাদের লাশ বিকৃত করব।

পরে মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ

(وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ).

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তোমরা ধৈর্যধারণ করলে তাই তো উত্তম ধৈর্যশীলদের জন্য ...... (১৬ ঃ ১২৬)।

এক ব্যক্তি বলল ঃ আজকের দিনের পর আর কুরায়শ কেউ থাকবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ চার জন ছাড়া কুরায়শদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে।

উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা বনী ইসরাঈল

٣١٣٠- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ . اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أُسْرِيَ بِى لَقِيْتُ مُوْسَى ، قَالَ : فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجْلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ قَالَ : وَلَقِيْتُ عِيْسَى قَالَ فَنَعَتَهُ، قَالَ : رَبْعَةٌ اَحْمَرُ كَاَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ يَعْنِى الْحَمَّامَ . وَرَأَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : وَاَنَا اَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ . قَالَ : وَاُتِيْتُ بِاِنَاءَيْنِ اَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْاٰخَرُ خَمْرٌ ، فَقَالَ لِىْ : خُذْ اَيُّهُمَا شِئْتَ ،فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ ،فَقِيْلَ : هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ ، اَوْ اَصَبْتَ الْفِطْرَةَ ،اَمَّا اِنَّكَ لَوْاَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৩০. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বললেন ঃ আমাকে যখন রাতে সফর করানো হয় তখন মূসা (আ)-এর সঙ্গেও আমার সাক্ষাত হয়। এরপর তিনি তাঁর আকৃতির

বিবরণ দিয়ে বললেন ঃ তিনি ছিলেন হালকা পাতলা। যার মাথার চুল কুঁকড়ানো ও সোজার মাঝামাঝি। তিনি যেন শানূআ গোত্রের পুরুষের মত। ঈসা (আ)-এর সঙ্গেও সাক্ষাত হয়। এরপর তিনি তাঁর গঠন প্রকৃতির বিবরণ দিয়ে বললেন ঃ তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির লাল বর্ণের। তিনি যেন গোসলখানা থেকে বের হলেন। ইবরাহীম (আ)-কে দেখেছি। তাঁর বংশধরদের মাঝে আমিই তাঁর অধিক সদৃশ।

আমার কাছে দু'টো পাত্র আনা হয একটিতে দুধ আরেকটিতে ছিল মদ। আমাকে বলা হল, দু'টো থেকে যে কোনটি আপনার ইচ্ছা গ্রহণ করুন। আমি দুধ গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। আমাকে বলা হল আপনাকে ফিতরাতের দিকে হিদায়াত করা হয়েছে, কিংবা বলেছেন, আপনি ফিতরাতে পৌঁছেছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মাত গুমরাহ হয়ে যেত।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٣١-حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ مُلْجَمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ : اَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هٰذَا ؟ فَمَا رَكِبَكَ اَحَدٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْهُ ، قَالَ : فَارْفَضَّ عَرَقًا.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَلاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

৩১৩১. ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মি'রাজের রাতে নবী ﷺ-এর কাছে জিন পরিয়ে লাগাম লাগিয়ে বুরাক আনা হল কিন্তু সে হঠকারিতা করল।

তখন জিবরীল (আ) বললেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপারেও তুমি এরূপ করছ? আল্লাহ্র কাছে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কেউ তোমার উপর কখনও আরোহণ করেনি। লজ্জায় বুরাকটি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল।

এ হাদীছটি হাসান-গারীব। আবদুর রাজ্জাক (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣١٣٢-حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ جُنَادَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جِبْرِيْلُ بِاِصْبِعِهٖ ، فَخَرَقَ بِهَا الْحَجَرَ وَ شَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩১৩২. ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা যখন বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলাম জিবরীল তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে একটি পাথর ছিদ্র করলেন এবং তাতে বুরাকটি বাঁধলেন।

এ হাদীছটি গারীব।

٣١٣٣-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَمَّا كَذَّبَتْنِى قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلاَ اللّٰهُ لِى بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَ فِى الْبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَاَبِى سَعِيْدٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَ اَبِى ذَرٍّ وَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ

৩১৩৩. কুতায়বা (র)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কুরায়শরা যখন (মি'রাজের বিষয়ে) আমাকে মিথ্যাবাদী বলল তখন আমি হাতীমের মধ্যে দাঁড়ালাম তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ভাসিত করে দিলেন। আমি এর প্রতি তাকিয়ে তাকিয়ে তাদেরকে এর আলামতগুলো সম্পর্কে বিবরণ দিতে লাগলাম।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে মালিক ইবন সা'সা'আ, আবূ সাঈদ, ইবন আব্বাস, আবূ যর এবং ইবন মাসউদ (রা) থেকেও হাদীছটি বর্ণিত আছে।

٣١٣٤-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ : (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِى اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ) قَالَ : هِىَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيهَا النَّبِىُّ ﷺ اُسْرِىَ بِهِ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ . قَالَ (وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ) هِىَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৩৪. ইবন আবূ উমর (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِى اَرَيْنَاكَ اِلاَّفِتْنَةً لِلنَّاسِ)

আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও, কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য .... (১৭ ঃ ৬০)। আয়াতটি সম্পর্কে বলেছেন যে, এ হল চাক্ষুষ দর্শন, যা নবী ﷺ-কে যে রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করানো হয় সে রাতে দেখানো হয়েছিল।

কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ। সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ এটি হল (জাহান্নামের) যাক্কূম বৃক্ষ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٣٥-حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ قُرَشِىٌّ كُوْفِىٌّ . حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى قَوْلِهِ (وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا) قَالَ : تَشْهَدُهُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ مِسْهَرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِسْهَرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩১৩৫. উবায়দ ইবন আসবাত ইবন মুহাম্মদ কুরাশী কূফী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا)

এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত, ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে ..... (১৭:৭৮)। প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন ঃ রাতের ফিরিশ্‌তা এবং দিনের ফিরিশ্‌তা এ সময়ে উপস্থিত হন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আলী ইবন মুসহির (র) এটি আ'মাশ-আবূ সালিহ... আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়ত করেছেন।

আলী ইবন হুজর (র) আলী ইবন মুসহির... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٣٦-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِ اللّٰهِ (يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ) قَالَ : يُدْعٰى اَحَدُهُمْ فَيُعْطٰى كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ ، وَ يُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ، وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ ، وَيُجْعَلُ عَلٰى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَتَلَأْلَأُ ، فَيَنْطَلِقُ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعِيْدٍ فَيَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ ائْتِنَا بِهٰذَا وَبَارِكْ لَنَا فِي هٰذَا ، حَتّٰى يَأْتِيَهُمْ فَيَقُوْلُ اَبْشِرُوْا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلُ هٰذَا . قَالَ : وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيُسَوَّدُ وَجْهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ ، فَيُلْبَسُ تَاجًا ، فَيَرَاهُ اَصْحَابُهُ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا ، اَللّٰهُمَّ لَا تَأْتِنَا بِهٰذَا ، قَالَ : فَيَأْتِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ اَخْزِهِ فَيَقُوْلُ اَبْعَدَكُمُ اللّٰهُ فَاِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هٰذَا .

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَالسُّدِّيُّ اسْمُهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ .

৩১৩৬. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

(يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ)

স্মরণ কর, সে দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহ আহবান করব ..... (১৭:৭১)। প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন ঃ এদের একজনকে ডাকা হবে এবং তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে। তার দেহ ষাট হাত প্রশস্ত করা হবে। উজ্জ্বল করা হবে তার চেহারা আর তার মাথায় মোতির তাজ পরানো হবে। জ্বলজ্বল করতে থাকবে এর মোতিগুলো। অনন্তর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে চলবে। দূর

হতে তারা তাকে দেখতে পাবে। তারা বলবে, ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরও তা দান করুন এবং আমাদের জন্য তা বরকতময় করুন। শেষে ঐ লোকটি তাদের কাছে আসবে এবং তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য অনুরূপ পুরস্কার রয়েছে।

পক্ষান্তরে কাফিরের চেহারা কালো করে দেওয়া হবে। আদম (আ)-এর সূরাতে তার শরীর ষাট হাত দীর্ঘ করে দেওয়া হবে। তাকে (অবমাননার) তাজ পরানো হবে। তার সঙ্গীরা তাকে দেখে বলবে ঃ এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র কাছেই আমরা পানাহ চাই। ইয়া আল্লাহ্! একে আমাদের কাছে আসতে দিবেন না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ঐ লোকটি তাদের কাছে আসবে। তখন তারা বলবে, ইয়া আল্লাহ্! তুমি একে সরিয়ে দাও। সে বলবে ঃ আল্লাহ্ তোমাদের দূরে রাখুন। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য অনুরূপ বস্তু রয়েছে।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

সুদ্দী (র)-এর নাম হল ইসমাঈল ইবন আবদুর রহমান।

٣١٣٧-حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيْدَ الزَّغَافِرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ (عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا) سُئِلَ عَنْهَا قَالَ : هِيَ الشَّفَاعَةُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَدَاوُدُ الزَّغَافِرِيُّ هُوَ دَاوُدُ الْاَوْدِيُّ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ عَمُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ.

৩১৩৭. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র বাণী ঃ (عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا)

"আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে .... (১৭ঃ৭৯)। এর ব্যাখ্যায় অথবা এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এ হল শাফাআত।

এ হাদীছটি হাসান। দাঊদ যাগাফিরী (র) হলেন দাঊদ আওদী। ইনি হলেন আবদুল্লাহ ইবন ইদরীসের চাচা।

٣١٣٨-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَثُمِائَةٍ وَ سِتُّوْنَ نُصُبًا .فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَطْعَنُهَا بِمِخْصَرَةٍ فِي يَدِهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِعُوْدٍ ، وَيَقُوْلُ (جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا - جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ).

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ : وَفِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

৩১৩৮. ইবন আবূ উমর (র)... ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন কাবা শরীফের আশেপাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে এক একটিকে খোঁচা দিতে লাগলেন আর বলতে থাকলেন ঃ

(جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا - جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ).

'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে ঃ মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই ...... (১৭ ঃ ৮১)। সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করতে .... (৩৪ ঃ ৪৯)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ বিষয়ে ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣١٣٩-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسِ بْنِ اَبِى ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ (وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِى مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْراً).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৩৯. আহমদ ইবন মানী' (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ছিলেন মক্কায় তারপর তাঁকে হিজরতের হুকুম দেওয়া হয় তাঁর উপর তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

(وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِى مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْراً).

আর বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি। ...... (১৭ ঃ ৮০)।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٤٠-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشٌ لِيَهُوْدَ : اَعْطُوْنَا شَيْئًا نَسْأَلُ هٰذَا الرَّجُلَ، فَقَالَ : سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ ، قَالَ : فَسَأَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً) قَالُوا : اُوْتِيْنَا عِلْمًا كَثِيْرًا التَّوْرَاةُ ، وَمَنْ اُوْتِىَ التَّوْرَاةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ، فَاُنْزِلَتْ (قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ) اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩১৪০. কুতায়বা (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শরা ইয়াহূদীদের বলল, আমাদের কিছু দাও যাতে আমরা এ ব্যক্তিটিকে প্রশ্ন করতে পারি।

ইয়াহূদীটি বলল ঃ তোমরা তাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তারপর তারা তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

(وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً)

তোমাকে এরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। আর তোমাদের দেওয়া হয়েছে সামান্য জ্ঞানই .... (১৭ ঃ ৮৫)।

ইয়াহূদীরা বলল ঃ আমাদের বিপুল ইল্‌ম দান করা হয়েছে। আমাদের দেওয়া হয়েছে তাওরাত। আর যাকে তওরাত দান করা হয়েছে তাকে প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়েছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

(قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ)

বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে .... (১৮ ঃ ১০৯)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এ সূত্রে গারীব।

٣١٤١-حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ . اَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : كُنْتُ اَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ :لَوْ سَاَلْتُمُوْهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ تَسْاَلُوْهُ فَاِنَّهُ يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ ، فَقَالُوْا لَهُ : يَا اَبَا الْقَاسِمِ حَدِّثْنَا عَنِ الرُّوْحِ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ يُوْحِي اِلَيْهِ حَتّٰى صَعِدَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ قَالَ : (الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৪১. আলী ইবন খাশরাম (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার শস্যভূমি দিয়ে হাঁটছিলাম। তিনি একটি খর্জুর ডালে ভর দিয়ে চলছিলেন। এমন সময় ইয়াহূদীদের একটি দলের পাশ দিয়ে তিনি পথ অতিক্রম করছিলেন। এদের একজন (তার সঙ্গীদের) বলল ঃ এঁকে যদি তোমরা একটা প্রশ্ন করতে ঃ অন্য একজন বলল ঃ তাকে কোন প্রশ্ন করতে যেয়ো না। তা হলে তিনি তোমাদের এমন কথা শুনিয়ে দিতে পারেন যা তোমাদের পছন্দের নয়।

যা হোক, তারা বলল ঃ হে আবুল কাসিম, রূহ সম্পর্কে আমাদের কিছু বিবরণ দিন।

নবী ﷺ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তাঁর মাথা আকাশের দিকে তুললেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ওহী গ্রহণ শেষ হলে তিনি বললেন ঃ

(الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً).

রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত, আর তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٤٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى وَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةَ اَصْنَافٍ : صِنْفًا مُشَاةً ، وَصِنْفًا رُكْبَانًا ، وَصِنْفًا عَلَى وُجُوْهِهِمْ ،قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَمْشُوْنَ عَلَى

وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ : اِنَّ الَّذِيْ اَمْشَاَهُمْ عَلَى اَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، اَمَا اِنَّهُمْ يَتَّقُوْنَ بِوُجُوْهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكٍ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مِنْ هٰذَا.

৩১৪২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকদের তিন ভাগে হাশর করা হবে। একদল পায়ে হেঁটে, আরেক দল আরোহী হয়ে, আরেক দল তাদের চেহারার উপর উল্টো হয়ে হাশরে উঠবে।

জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! চেহারার উপর তারা হাঁটবে কি করে?

তিনি বললেন ঃ যিনি তাদের পায়ের উপর হাঁটাতে পারেন তিনি চেহারার উপর তাদের হাঁটাতে ক্ষমতা রাখেন। শোন এরা (কাফিররা) তাদের চেহারা দিয়েই উঁচু টিলা ও কাঁটাবন থেকে নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা করবে।

এ হাদীছটি হাসান। উহায়ব (র) ইব্‌ন তাঊস তার পিতা তাঊস... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ কিছু বর্ণনা করেছেন।

٣١٤٣–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . اَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَيُجَرُّوْنَ عَلَى وُجُوْهِهِمْ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৩১৪৩. আহমদ ইবন মানী' (র)... বাহয ইবন হাকীম তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের হাশর করা হবে পদাতিক ও আরোহী রূপে এবং তোমাদের চেহারার উপর টেনে-হেঁচড়ে নেওয়া হবে (কতককে)।

এ হাদীছটি হাসান।

٣١٤٤–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ وَ يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ وَاَبُو الْوَلِيْدِ ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَزِيْدَ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ اَنَّ يَهُوْدِيَّيْنِ قَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِذْهَبْ بِنَا اِلَى هٰذَا النَّبِيِّ نَسْاَلُهُ فَقَالَ : لاَ تَقُلْ نَبِيٌّ فَاِنَّهُ اِنْ سَمِعَهَا تَقُوْلُ نَبِيٌّ كَانَتْ لَهُ اَرْبَعَةُ اَعْيُنٍ ، فَاَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَاَلاَهُ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا ، وَلاَ تَزْنُوْا ، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَسْحَرُوا ، وَلاَ تَمْشُوا بِبَرِيْءٍ اِلَى سُلْطَانٍ فَيَقْتُلَهُ ، وَلاَ تَاْكُلُوا الرِّبَا ، وَلاَ تَقْذِفُوْا مُحْصَنَةً ، وَلاَ تَفِرُّوْا مِنَ الزَّحْفِ ،

شَكَّ شُعْبَةُ وَعَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ خَاصَّةً لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ فَقَبَّلاَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالاَ : نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِيٌّ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمَا اَنْ تَسْلِمَا ؟ قَالاَ : اِنَّ دَاوُدَ دَعَا اللّٰهَ ، أَنْ لاَ يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَاِنَّا نَخَافُ اِنْ اَسْلَمْنَا اَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُوْدُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৪৪. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... সাফওয়ান ইবন আস্‌সাল মুরাদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার দুই ইয়াহূদীর একজন আরেকজনকে বলল ঃ এই নবীর কাছে আমাদের নিয়ে চল আমরা তাঁকে কিছু প্রশ্ন করি। অপরজন বলল ঃ তাকে নবী বলবে না। কারণ, যদি শুনতে পায় যে তাকে তুমি নবী বলছ তাহলে আনন্দে আটখানা হয়ে যাবে। এরা উভয়েই নবী ﷺ-এর কাছে আসল এবং তারা আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ)

আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম ...... (১৭ ঃ ১০১) সম্পর্কে প্রশ্ন করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে কিছুর শরীক করবে না, যিনা করবে না, আল্লাহ্ যে প্রাণ বধ হারাম করেছেন শরীয়ত সম্মত অধিকার ছাড়া তাকে হত্যা করবে না, চুরি করবে না, যাদু-টোনা করবে না, কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষ চাপিয়ে ক্ষমতাধিকারীর কাছে নিয়ে তাকে হত্যা করাবে না, সুদ খাবে না, সাধ্বী মহিলাকে অপবাদ দিবে না, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না। বিশেষ করে হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য কথা হল তোমরা শনিবারের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করবে না।

তারপর এরা উভয়েই তাঁর হাতে ও পায়ে চুমু খেয়ে বলল ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নবী।

তারা বলল, দাউদ (আ) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেছিলেন যে, তাঁর বংশেই যেন সব সময় নবীর আগমন হয় আমাদের আশংকা হয় আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে ইয়াহূদীরা আমাদের মেরে ফেলবে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٤٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ) قَالَ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ سَبَّهُ الْمُشْرِكُوْنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ) فَيَسُبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ (وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا) عَنْ اَصْحَابِكَ بِاَنْ تُسْمِعَهُمْ حَتّٰى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْاٰنَ.

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩১৪৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। অন্য সনদে আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) .....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ)

সালাতে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না ..... (১৭ ঃ ১১০)। তিনি আয়াতটি প্রসঙ্গে

বলেন, এটি মক্কায় নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদি উচ্চঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তবে মুশরিকরা স্বয়ং কুরআন এবং কুরআন যিনি নাযিল করেছেন আর যিনি নিয়ে এসেছেন সকলকে গালি-গালাজ করত।

তখন আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করেন ঃ "সালাতে স্বর উচ্চ করবে না।" তা করলে এরা কুরআন এবং তা যিনি নাযিল করেছেন এবং যিনি নিয়ে এসেছেন সকলকে গালি দিবে। এদিকে "আপনার সঙ্গীদের থেকে আওয়াজ অতিশয় ক্ষীণও করবেন না।" বরং তাদেরকে আপনি শুনাবেন যেন তারা আপনার নিকট থেকে কুরআন গ্রহণ করতে পারে।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٤٦-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً) قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ اِذَا صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ ، فَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ اِذَا سَمِعُوْهُ شَتَمُوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، فَقَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِ (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ)اَىْ بِقِرَاءَتِكَ ،فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ ،فَيَسُبُّوا الْقُرْاٰنَ (وَلاَتُخَافِتْ بِهَا) عَنْ اَصْحَابِكَ (وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً).

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৪৬. আহমদ ইবন মানী' (র)... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে,

(وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً)

সালাতে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করবে ...... (১৭ ঃ ১১০)। আয়াতটি প্রসঙ্গে ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ এ আয়াতটি যখন নাযিল হয় সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় লুক্কায়িত ছিলেন। তিনি সাহাবীদের নিয়ে যখন সালাত আদায় করতেন তখন উচ্চঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মুশরিকরা তা শুনতে পেলে কুরআন এবং যিনি তা নাযিল করেছেন ও যিনি তা নিয়ে এসেছেন সকলকে গালমন্দ করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে বললেন ঃ আপনার সালাত অর্থাৎ কিরাআত উচ্চ স্বরে করবে না। তা করলে মুশরিকরা শুনতে পাবে এবং কুরআনকে গাল-মন্দ করবে। আর তা আপনার সঙ্গীদের থেকে অতিশয় ক্ষীণও করবেন না এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করবেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٤٧-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النُّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : قُلْتُ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ ، بَلٰى ، قَالَ : اَنْتَ تَقُوْلُ ذَاكَ يَا اَصْلَعُ : بِمَا تَقُوْلُ ذٰلِكَ ؟قُلْتُ : بِالْقُرْاٰنِ بَيْنِى وَ بَيْنَكَ الْقُرْاٰنُ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ : مَنِ احْتَجَّ بِالْقُرْاٰنِ فَقَدْ قَالَ

سُفْيَانُ يَقُوْلُ فَقَدْ احْتَجَّ ، وَرُبَّمَا قَالَ اَفْلَحَ فَقَالَ : (سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى) قَالَ :أَفَتَرَاهُ صَلَّى فِيْهِ ؟ قُلْتُ لاَ ، قَالَ : لَوْ صَلَّى فِيْهِ لَكُتِبَ عَلَيْكُمْ فِيْهِ الصَّلاَةُ كَمَا كُتِبَتْ الصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ حُذَيْفَةُ : أُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِدَابَّةٍ طَوِيْلِ الظَّهْرِ مَمْدُوْدٍ هٰكَذَا خَطْوُهُ مَدُّ بَصَرِهِ ، فَمَا زَايَلاَ ظَهْرَ الْبُرَاقِ حَتَّى رَاَيَا الْجَنَّةَ وَ النَّارَ وَ وَعْدَ الْاٰخِرَةِ اَجْمَعَ ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدْئِهِمَا قَالَ : وَيَتَحَدَّثُوْنَ اَنَّهُ رَبَطَهُ لِمَ اَيَفِرُّ مِنْهُ وَاِنَّمَا سَخَّرَهُ لَهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৪৭. ইবন আবূ উমর (র)... যির্র ইব্ন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করেছেন?

তিনি বললেন ঃ না।

আমি বললাম ঃ অবশ্যই তা আদায় করেছেন।

তিনি বললেন ঃ হে টেকো, তুমি এ কথা বলছ? এবং তুমি কেন তা বলছ?

আমি বললাম ঃ কুরআন থেকে বলছি। আমার ও আপনার মাঝে কুরআন ফায়সালা করবে।

হুযায়ফা (রা) বললেন ঃ কুরআন থেকে যে ব্যক্তি দলীল পেশ করে সে সফলকাম।

সুফইয়ান (র) বলেন, তিনি বলেছেন, সে সঠিক দলীল পেশ করেছে। আর অনেক সময় তিনি বলেছেন, সে সফলকাম হয়েছে।

যির্র ইবন হুবায়শ (র) বললেন ঃ

(سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى)

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় ..... (১৭ ঃ ১)।

হুযায়ফা (রা) বললেন ঃ তোমার কি মনে হয়, যে তিনি সেখানে সালাত আদায় করেছেন?

আমি বললাম ঃ না।

তিনি বললেন ঃ যদি সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন তবে তোমাদের জন্য সেখানে সালাত আদায় করা জরুরী হয়ে যেত যেমন মসজিদুল হারাম কা'বায় সালাত আদায় করা জরুরী।

হুযায়ফা (রা) আরো বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এরূপ (হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন) সুপ্রশস্ত দীর্ঘ পিঠ বিশিষ্ট একটা জন্তু আনা হল। চোখের দৃষ্টি দূরত্ব পরিমাণ ছিল তার এক একটি পদক্ষেপ। তারা বুরাকের পিঠে আরোহণ করে জান্নাত, জাহান্নাম এবং আখিরাতে 'ওয়াদাকৃত সবকিছু পরিদর্শন করলেন, পরে তারা উভয়েই ফিরে আসলেন। যাত্রা শুরু মাত্রই ছিল তাদের এই প্রত্যাবর্তন। (অর্থাৎ বেশী সময় এতে লাগেনি যেন শুরু হতেই তা শেষ হয়ে গিয়েছিল)।

তিনি আরো বলেন, লোকেরা বর্ণনা করে যে, তিনি এটি বেঁধে রেখেছিলেন। কেন বাঁধবেন! পালিয়ে যাবে বলে কি? গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে যিনি জানেন সেই মহাসত্যই এটিকে তাঁর জন্য বাধ্যগত করে দিয়েছিলেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٤٨–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ ، وَبِيَدِى لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ ، وَمَا مِنْ نَبِىٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ اِلاَّ تَحْتَ لِوَائِى ، وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلاَ فَخْرَ، قَالَ : فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلاَثَ فَزَعَاتٍ ، فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ ،فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اَبُوْ نَا اٰدَمُ فَاشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبِّكَ ، فَيَقُوْلُ: اِنِّى اَذْنَبْتُ ذَنْبًا اُهْبِطْتُ مِنْهُ اِلَى الْاَرْضِ وَلَكِنِ ائْتُوا نُوْحًا ، فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا ، فَيَقُوْلُ : اِنِّى دَعَوْتُ عَلَى اَهْلِ الْاَرْضِ دَعْوَةً فَاُهْلِكُوْا ،وَلٰكِنْ اذْهَبُوا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ ، فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ اِنِّى كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :مَا مِنْهَا كَذْبَةٌ اِلاَّ مَاحَلَّ بِهَا عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ وَلَكِنِ ائْتُوْا مُوْسَى ،فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى ، فَيَقُوْلُ : اِنِّى قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا، وَلَكِنْ ائْتُوا عِيْسَى، فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى، فَيَقُوْلُ اِنِّى عُبِدْتُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ، وَلَكِنْ ائْتُوا مُحَمَّدًا قَالَ : فَيَأْتُوْنَنِى فَانْطَلِقُ مَعَهُمْ قَالَ ابْنُ جُدْعَانَ : قَالَ اَنَسٍ : فَكَاَنِّى اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :فَاٰخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَاُقَعْقِعُهَا فَيُقَالُ : مَنْ هٰذَا؟ فَيُقَالُ مُحَمَّدٌ فَيَفْتَحُوْنَ لِىْ، وَيُرَحِّبُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ مَرْحَبًا فَاَخِرُّ سَاجِدًا ، فَيُلْهِمُنِى اللّٰهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ فَيُقَالُ لِى : اِرْفَعْ رَاْسَكَ سَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لِقَوْلِكَ ، وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الَّذِى قَالَ اللّٰهُ (عَسَى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا) قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ عَنْ اَنَسٍ اِلاَّ هٰذِهِ الْكَلِمَةُ فَاٰخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَا قَعْقِعُهَا.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ قَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَدِيْثِ بِطُوْلِهِ.

৩১৪৮. ইবন আবূ উমর (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমিই হব বনী আদমের সরদার। এতে কোন অহংকার নেই; আমার হাতেই থাকবে হামদের পতাকা, এতে কোন অহংকার নেই; আদম এবং অন্যান্য সকল নবীই ঐ দিন আমার পতাকার নিচে থাকবেন। আমিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মাটি বিদীর্ণ করে উঠব, এতে কোন অহংকার নেই।

ঐ দিন মানুষ তিনবার ভীষণ ভীতিকর অবস্থায় পড়বে। তারা আদম (আ)-এর কাছে আসবে আর বলবে: আপনি আমাদের আদি পিতা আদম, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন ঃ আমি তো একটা ভুল করেছিলাম, যদ্দরুন আমাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া

হয়েছিল। বরং তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে যাও। তারা নূহ (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তো পৃথিবীতে একটি দু'আ করেছিলাম। এতে তারা ধ্বংস হয়েছে। তোমরা বরং ইবরাহীম (আ)-এর কাছে যাও। তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তো তিনটি অসত্য কথা বলেছিলাম।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, মূলত এর একটিও মিথ্যা ছিল না। আসলে আল্লাহ্‌র দীনের পক্ষে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই তিনি তা করেছিলেন।

যা হোক, তিনি বলবেন ঃ তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তারা মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তো একজনকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে তিনি বলবেন ঃ আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে উপাসনা করা হয়েছে। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি তাদের সঙ্গে চলব।

ইবন জুদআন (র) বলেন, আনাস (রা) বলেছেন ঃ আমি যেন এখনও নবী ﷺ-কে দেখছি। তিনি বলেন, এরপর আমি জান্নাতের দরওয়াজার আংটা ধরে তা খটখটাব। বলা হবে কে?

উত্তরে বলা হবে ঃ মুহাম্মদ।

আমার জন্য জান্নাতের দ্বার তারা (ফিরিশ্‌তারা) খুলে দিবেন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে বলবেন ঃ মারহাবা, এরপর আমি (রাব্বুল আলামীনের হুযুরে) সিজাদয় লুটিয়ে পড়ব। আল্লাহ্ তা'আলাই আমাকে হামদ ও ছানার ইলহাম করবেন। আমাকে বলা হবে ঃ আপনার মাথা তুলুন। যাঞ্ছা করুন আপনাকে তা দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আপনি বলুন আপনার কথা শোনা হবে।

এই হল মাকামে মাহমূদ যার কথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا)

আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭ ঃ ৭৯)।

সুফইয়ান (র) বলেন, আনাস (রা) থেকেই কেবল এই বাক্যটি "আমি জান্নাতের দরওয়াজার আংটা ধরে তা খটখটাব" বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান। কোন কোন রাবী এ হাদীছটি আবূ নাযরা... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা কাহ্ফ

٣١٤٩– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : اِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسَى صَاحِبَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَيْسَ بِمُوْسَى صَاحِبِ الْخَضِرِ ، قَالَ : كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ ، سَمِعْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَامَ مُوْسَى خَطِيْبًا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ، فَسُئِلَ : اَىُّ النَّاسِ اَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : اَنَا اَعْلَمُ ، فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ ، فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِىْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ : اَىْ رَبِّ فَكَيْفَ لِىْ بِهِ فَقَالَ لَهُ اَحْمِلْ حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ وَيُقَالُ يُوْسَعُ ،

فَجَعَلَ مُوْسَى حُوْتاً فِى مِكْتَلٍ، فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ. فَرَقَدَ مُوْسَى وَفَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِى الْمِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فِى الْبَحْرِ فَسَقَطَ فِى الْبَحْرِ، قَالَ : وَامْسَكَ اللّٰهُ عَنْهُ جَرْيَةَ الْمَاءِ، حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ وَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا ، وَكَانَ لِمُوْسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا وَنُسِّيَ صَاحِبُ مُوْسَى اَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا اَصْبَحَ مُوْسَى (قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا) قَالَ : وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِى أُمِرَ بِهِ (قَالَ : اَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهِ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ) مُوْسَى (ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا) قَالَ : فَكَانَ يَقُصَّانِ اٰثَارَهُمَا قَالَ سُفْيَانُ يَزْعُمُ نَاسٌ اَنَّ تِلْكَ الصَّخْرَةِ عِنْدَهَا عَيْنُ الْحَيَاةِ وَلاَ يُصِيْبُ مَاؤُهَا مَيِّتاً إلاَّ عَاشَ قَالَ : وَ كَانَ الْحُوْتَ قَد اَكَلَ مِنْهُ ، فَلَمَّا قَطرَ عَلَيْهِ الْمَاءَ عَاشَ، قَالَ : فَقَصَّا آثَارَهُمَا حَتَّى اَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَأَى رَجُلاً مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسَى ، فَقَالَ : اِنِّى بِاَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ قَالَ : اَنَا مُوْسَى، قَالَ : مُوْسَى بَنِى اِسْرَائِيْلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : يَا مُوْسَى اِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ لاَ اَعْلَمُهُ وَاَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ لاَ تَعْلَمُهُ ، فَقَالَ مُوْسَى (هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً . قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، قَالَ سَتَجِدُنِى اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلاَ اَعْصِى لَكَ اَمْرًا. قَالَ) لَهُ الْخِضْرُ : (فَاِنِ اتَّبَعْتَنِى فَلاَ تَسْأَلْنِى عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) قَالَ نَعَمْ ، فَانْطَلَقَ الْخِضْرُ وَمُوْسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمَاهُ اَنْ يَحْمِلُوْهُمَا فَعَرَفُوا الْخِضْرَ فَحَمَلُوْهَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمَدَ الْخِضْرُ اِلَى لَوْحٍ مِنَ اَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوْسَى : قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلَى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا (لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا . قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا. قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِى مِنْ اَمْرِى عُسْرًا) ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِيْنَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ وَاِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخِضْرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ لَهُ مُوْسَى : (أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا . قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا) قَالَ وَهٰذِهِ اَشَدُّ مِنَ الْاُوْلَى (قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِى قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّى عُذْرًا . فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ

قَرْيَةٍ اُسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ) [يَقُوْلُ مَائِلٌ] فَقَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هٰكَذَا (فَاَقَامَهُ) ف (قَالَ) لَهُ مُوسَى : قَومٌ اَتَيناهُم فَلَم يُضَيِّفُونَا وَ لَمْ يُطْعِمُوْنَا (لَو شِئتَ لَاتَّخَذتَ عَلَيهِ اَجْرًا. قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِيْعِ عَلَيْهِ صَبْرًا) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسَى لَوَدِدْنَا اَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتّٰى يَقُصُّ عَلَيْنَا مِنَ اَخْبَارِهِمَا، قَالَ : وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاُوْلٰى كَانَ مِنْ مُوْسَى نِسْيَانٌ قَالَ : وَجَاءَ عُصْفُوْرٌ حَتّٰى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ : مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلاَّ مِثْلُ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ مِنَ الْبَحْرِ. قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ : وَكَانَ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ : وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : وَقَدْ رَوَاهُ اَبُو اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : سَمِعْتُ اَبَا مُزَاحِمٍ السَّمَرْقَنْدِيَّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِيْنِيِّ يَقُوْلُ : حَجَجْتُ حَجَّةً وَلَيْسَ لِي هِمَّةٌ اِلاَّ اَنْ اَسْمَعَ مِنْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ الْخَبْرَ حَتّٰى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ سُفْيَانَ مِنْ قَبْلِ ذٰلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْخَبَرُ .

৩১৪৯. ইব্ন আবূ উমর (র)... সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম ঃ নাওফ বিকালী বলেন যে, বানূ ইসরাঈলী নবী মূসা খাযিরের সঙ্গে সাক্ষাতকারী মূসা এক নন। ইবন আব্বাস (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা বলেছে। আমি উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ একদিন মূসা বানু ইসরাঈলের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী?

তিনি বললেন ঃ আমি।

আল্লাহ্ তা'আলার দিকে বিষয়টি সোপর্দ না করায় তিনি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন, দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা আছে সে তোমার চেয়ে বড় জ্ঞানী।

মূসা (আ) বললেন, হে পরওয়ারদিগার, আমি কি উপায়ে তাঁর সাক্ষাত পেতে পারি?

তিনি বললেন ঃ একটি থলের মধ্যে একটি মাছ নাও। যেখানে গিয়ে মাছটি হারিয়ে যাবে সে স্থানেই সে আছে। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন। সঙ্গে তাঁর খাদেম ইউশা' ইব্ন নূনও চললেন। মূসা (আ) মাছটি একটি থলেতে রাখলেন। তিনি ও তাঁর খাদিম চলতে চলতে একটি চটানের কাছে এসে পৌঁছে মূসা ও তার খাদিম ঘুমিয়ে পড়েন। তখন থলের ভিতর মাছটি নড়ে চড়ে থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে পড়ে যায়। আল্লাহ

তা'আলা চলার পথে পানির ধারা বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেটি একটি তাকের মত হয়ে যায়। মাছটির জন্য এটি একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে পড়ে আর মূসা ও তাঁর খাদিমের জন্য এক বিস্ময়কর বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

এরপর তাঁরা বাকী দিন ও রাত্রিভর চলতে থাকেন। মূসার সাথী তাঁকে মাছের বিষয়টি বলতে ভুলে যান। সকাল হলে মূসা (আ) তাঁর খাদিমকে বললেন ঃ আমাদের সকালের খাবার নিয়ে এস। এই সফরে আমরা বেশ ক্লান্তি অনুভব করছি!

নবী ﷺ বললেন ঃ নির্দেশিত স্থানটি অতিক্রম করা পর্যন্ত তাঁরা কোন ক্লান্তি বোধ করেননি।

খাদিম বললেন ঃ হায়, আপনি কি জানেন আমরা যখন চটানে আশ্রয় নিয়েছিলাম মাছের তখনকার ব্যাপারটি তো আমি ভুলে গিয়েছি। সে কথা বলতে শয়তান ছাড়া আর কেউ আমাকে ভুলিয়ে দেয়নি। এটি তো সাগরে এক আশ্চর্যজনক ভাবে পথ ধরে চলে গেছে।

মূসা (আ) বললেন ঃ সেটাই তো ছিল আমাদের উদ্দীষ্ট স্থান। অনন্তর উভয়েই তাঁরা পদচিহ্ন ধরে পেছনে ফিরে আসলেন।

সুফইয়ান (র) বলেন, লোকদের ধারণা সেই চটানের পাশে ছিল সঞ্জীবনী ঝর্ণা। কোন মৃতের গায়ে এর পানি লাগলেই তা জীবিত হয়ে উঠে। ঐ মাছটির কিছু অংশ খাওয়া হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও এর উপর উক্ত পানির ফোঁটা পড়লেই সেটি জীবিত হয়ে উঠে।

নবী ﷺ বলেন, তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে পাথরটির কাছে ফিরে এলেন। সেখানে এসে কাপড় ঘোমটা দিয়ে আবৃত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম করলেন। লোকটি বললেন ঃ এই যমীনে সালাম কোথা হতে!

মূসা (আ) বললেন ঃ আমি মূসা। লোকটি বললেন ঃ বানূ ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

লোকটি বললেন ঃ হে মূসা, আপনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন ধরনের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্ তা'আলা যা আপনাকে শিখিয়েছেন। আমি তা জানি না। আর আমিও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন এক জ্ঞান লাভ করেছি যা তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, তা আপনি জানেন না।

মূসা (আ) বললেন ঃ সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন — এই শর্তে আমি আপনার সঙ্গে চলতে পারি কি?

লোকটি বললেন ঃ আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। আর যে বিষয়ে আপনার জ্ঞানায়ত্ব নয় সে বিষয়ে আপনি কেমন করে ধৈর্যধারণ করবেন?

তিনি বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ! আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না।

খাযির বললেন ঃ আপনি যদি আমার সঙ্গে চলতে চান তবে কোন বিষয়ে আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি নিজে সে সম্বন্ধে আপনাকে বলি (১৮ ঃ ৬২-৭০)। মূসা বললেন, আচ্ছা।

খাযির এবং মূসা সাগরের তীর দিয়ে হেঁটে চললেন। তাদের পাশ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা তাতে তুলে নেওয়ার জন্য নৌকার লোকদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তারা খাযির (আ)-কে চিনতে পেরে পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদের উভয়কে তুলে নিল। এরপর খাযির (গোপনে) নৌকার একটি তক্তার দিকে লক্ষ্য করে তা সরিয়ে ফেললেন।

মূসা (আ) তাঁকে বললেন ঃ বিনা পারিশ্রমিকে এরা আমাদের বহন করল আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য আপনি এটি বিদীর্ণ করে দিলেন! আপনি এক গুরুতর কাজ করলেন।

খাযির বললেন ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?

মূসা (আ) বললেন ঃ মেহেরবানী করে আমার ভুলের জন্য আমাকে ধরবেন না এবং আমার বিষয়ে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

এরপর তাঁরা নৌকা থেকে নামলেন। তাঁরা তীর দিয়ে হেঁটে চলছিলেন। এমন সময় দেখেন কতকগুলো বালকের সাথে একটি বালক খেলছে। খাযির (আ) সেই বালকটির মাথা ধরে তার ঘাড় মটকে তাকে হত্যা করে ফেললেন। মূসা (আ) তাকে বললেন ঃ আপনি কি একটি নিষ্পাপ বালককে কোন প্রাণ হত্যার বিনিময় ব্যতীতই হত্যা করে ফেললেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

খাযির (আ) বললেন ঃ আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?

নবী ﷺ বলেন, এই আপত্তি প্রথমটির তুলনায় কঠোরতর।

মূসা (আ) বললেন ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আমার পক্ষ থেকে ওযর গ্রহণে আপনি চরমে পৌঁছে গিয়েছেন।

এরপর তাঁরা উভয়েই চলতে চলতে এক জনপদবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের নিকট খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। এরপর মূসা ও খাযির তাদের একটা পতনোন্মুখ দেওয়াল ঝুঁকে পড়েছে দেখতে পেলেন। খাযির সেটিকে তাঁর হাত দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

মূসা (আ) বললেন ঃ এমন এক সম্প্রদায়! এদের কাছে আমরা এলাম কিন্তু তারা আমাদের কোনরূপ মেহমানদারী করল না এবং আমাদের খাওয়ালো না। আপনি ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।

খাযির (আ) বললেন ঃ এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি আমি সেগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন। আমাদের মনোবাঞ্ছা ছিল, তিনি যদি ধৈর্যধারণ করতেন তাহলে তাঁদের আরো বহু বিষয় আমাদের কাছে বিবৃত করা হতো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মূসা (আ)-এর প্রথমবারে আপত্তি ছিল ভুল বশত।

তিনি বলেছেন ঃ একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির কিনারে বসে সাগরে এক ঠোকর মারল। তখন খাযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন ঃ সাগর থেকে এই চড়ুইটি যতটুকু পানি আহরণ করতে পেরেছে আপনার এবং আমার জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের তুলনায় সে পরিমাণ ছাড়া আহরণ করতে পারেনি।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) পাঠ করতেন ঃ

(قَالَ : اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهِ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ)

আরো পাঠ করতেন ঃ (ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا)

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ ইসহাক হামদানী এটি সাঈদ ইব্ন জুবায়র-ইব্ন আব্বাস-উবাই ইব্ন কা'ব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী এটি উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা (র)-ইব্ন আব্বাস (রা)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবূ মুযাহিম ফাযারকান্দী (র) বলেন, আলী ইব্‌ন মাদীনী (র) বলেছেন ঃ যদিও আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল না তবুও এই হাদীছ সম্বন্ধে সুফইয়ান (র) থেকে পূর্ণ খবর শোনার জন্য হজ্জ করলাম। শেষে তাকে (فَاِنِ اتَّبَعْتَنِى فَلاَ تَسْاَلْنِى عَنْ شَئٍْ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) রূপে রিওয়ায়ত করতে শুনলাম। এর আগেও হাদীছটি সুফইয়ানকে রিওয়ায়ত করতে শুনেছি কিন্তু তিনি পূর্ণ খবর বর্ণনা করেন নি।

٣١٥٠–حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ ، حَدَّثَنَا اَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : الْغُلاَمُ الَّذِى قَتَلَهُ الْخِضْرُ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৩১৫০. আবূ হাফস আমর ইবন আলী (র)... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ খাযির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিলেন সে স্বভাবগতভাবে সৃষ্টির দিন থেকেই ছিল কাফির।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣١٥١–حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّمَا سُمِّىَ الْخِضْرُ لِاَنَّهُ جَلَسَ عَلٰى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاءَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৫১. ইয়াহ্ইয়া ইবন মূসা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ খাযিরকে খাযির (সবুজ সতেজ শস্য) বলে নামকরণের কারণ হল তিনি একবার বিশুষ্ক বৃক্ষলতাহীন এক সাদা যমীনে বসা ছিলেন, তখন তাঁর নিচ থেকে সবুজ ঘাস প্রকাশ পায়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٥٢–حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ الْجَزَرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يُوْسُفَ الصَّنْعَانِىُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى قَوْلِهِ : (وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا) قَالَ : ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ . حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يُوْسُفَ الصَّنْعَانِىِّ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

৩১৫২. জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযায়ল জাযারী প্রমুখ (র)... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا)

প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন ঃ তা হল সোনা এবং রূপা।

হাসান ইব্‌ন আলী (র)-মাকহূল (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣١٥٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ بَشَّارٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّدِّ قَالَ : يَحْفِرُوْنَهُ كُلَّ يَوْمٍ، حَتَّى إِذَا كَادُوْا يَخْرِقُوْنَهُ قَالَ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ ارْجِعُوْا فَسَتَخْرِقُوْنَهُ غَدًا، فَيُعِيْدُهُ اللّٰهُ كَأَشَدِّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُدَّتَهُمْ وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ. قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ : ارْجِعُوْا فَسَتَخْرِقُوْنَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَاسْتَثْنَى قَالَ : فَيَرْجِعُوْنَ فَيَجِدُوْنَهُ كَهَيْئَتِهِ حِيْنَ تَرَكُوْهُ فَيَخْرِقُوْنَهُ ، فَيَخْرُجُوْنَ عَلَى النَّاسِ، فَيَسْتَقُوْنَ الْمِيَاهَ ، وَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ، فَيَرْمُوْنَ بِسِهَامِهِمْ فِي السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدِّمَاءِ ، فَيَقُوْلُوْنَ قَهَرْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ قَسْرًا وَعُلُوًّا، فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي أَقْفَاءِهِمْ فَيَهْلِكُوْنَ ، فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ تَسْمَنُ وَتَبْطَرُ وَتَشْكَرُ شُكْرًا مِنْ لُحُوْمِهِمْ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِثْلَ هٰذَا.

৩১৫৩. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার প্রমুখ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (যুল কারনায়ন নির্মিত) প্রাচীর সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন ঃ এটিকে এরা (ইয়াজূজ মাজূজেরা) প্রতি দিনেই খোঁড়ে। শেষে যখন বিদীর্ণ করে ফেলার উপক্রম হয় তখন তাদের উপর দায়িত্বশীল ব্যক্তিটি বলে ঃ তোমরা ফিরে চল। আগামীকাল এসে আমরা এটা বিদীর্ণ করব।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এর মধ্যে এই প্রাচীরটিকে আল্লাহ্ তা'আলা আগে যা ছিল তার চেয়েও উত্তমরূপে পুনর্নির্মিত করে দেন। অবশেষে যখন নির্ধারিত দিন এসে পৌঁছবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা এদের মানুষের বিরুদ্ধে পাঠানোর ইচ্ছা করবেন সে সময় তাদের দায়িত্বে নিযুক্ত নেতাটি বলবে, তোমরা ফিরে চল তোমরা আগামীকাল ইন্‌শাআল্লাহ এটি বিদীর্ণ করবে। সেই ইন্‌শাআল্লাহর সঙ্গে তার কথা বলবে। পরে তারা যখন ফিরে আসবে তখন গতদিন যেভাবে ছেড়ে রেখে গিয়েছিল সেই অবস্থায়ই তারা এটি পাবে। তখন তারা এটি বিদীর্ণ করে ফেলবে এবং মানুষের বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়বে। তারা সব পানি পান করে ফেলবে। আর লোকজন তাদের থেকে পালিয়ে যাবে। এরপর তারা তাদের তীরগুলো আসমানের দিকে ছুঁড়বে। এগুলো রক্ত রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। তারা নিজেরা বর্বরতা ও অহংকারে মদমত্ত হয়ে বলবে, পৃথিবীতে যা আছে তাদের পরাজিত করলাম এবং আকাশবাসীদের উপরও জয়লাভ করলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পিঠে একদল কীট প্রেরণ করবেন। এতে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, এদের গোশ্ত ভক্ষণ করে পৃথিবীর জীবজন্তুগুলো মোটা সতেজ ও চর্বিময় হয়ে উঠবে।

হাদীছটি হাসান-গারীব। এ সূত্রেই আমরা অনুরূপ হাদীছ জানি।

٣١٥٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ مِيْنَاءِ عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فُضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيْهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ اَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ اَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ.

৩১৫৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার প্রমুখ (র)... আবূ সাঈদ ইবন আবূ ফাযালা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন একজন সাহাবী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন যেদিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষ একত্রিত করবেন তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, যে আমল সে আল্লাহ্র জন্য করেছে তাতে কেউ যদি কাউকে শরীক করে থাকে তবে সে তার ঐ আমলের প্রতিদান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে তালাশ করুক। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা শিরক থেকে সবার চেয়ে বেশি মুক্ত।

হাদীছটি গারীব। মুহাম্মদ ইবন বকর (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা মারয়াম

٣١٥٥- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى نَجْرَانَ فَقَالُوْا لِي : اَلَسْتُمْ تَقْرَءُوْنَ يَا اُخْتَ هٰرُوْنَ ؟ وَقَدْ كَانَ بَيْنَ عِيْسَى وَمُوْسَى مَا كَانَ، فَلَمْ اَدْرِ مَا اُجِيْبُهُمْ فَرَجَعْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : اَلَا اَخْبَرْتَهُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَ بِاَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِيْنَ قَبْلَهُمْ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ اِدْرِيْسَ.

৩১৫৫. আবূ সাঈদ আশাজ্জ এবং আবূ মূসা মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নাজরানের দিকে পাঠান। তারা আমাকে বলল, তোমরা কি কুরআনে এ বাক্য পড় না? يَا اُخْتَ هٰرُوْنَ

অথচ মূসা ও ঈসার মাঝে কত কালের ব্যবধান? আমি তাদের এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব জানতাম না। তাই নবী ﷺ -এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ কথা জানালাম।

তিনি বললেন ঃ তাদের তুমি এ কথা বলতে পারলে না যে, তারা পূববর্তী নবী ও নেককার লোকদের নামে তাদের নাম রাখত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। ইবন ইদরীস (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣١٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ اِسْمٰعِيلَ اَبُو الْمُغِيرَةِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ) قَالَ : يُؤْتَي بِالْمَوْتِ كَاَنَّهُ كَبْشٌ اَمْلَحُ حَتّٰي يُوْقَفَ عَلَي السُّوْرِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ : يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ ، وَيُقَالُ : يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ ، فَيُقَالُ : هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ ، هٰذَا الْمَوْتُ فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ، فَلَوْلَا اَنَّ اللّٰهَ قَضٰي لِاَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءِ، لَمَاتُوْا فَرَحًا، وَلَوْلَا اَنَّ اللّٰهَ قَضٰي لِاَهْلِ النَّارِ الْحَيَاةَ فِيْهَا ، وَالْبَقَاءِ لَمَاتُوْا تَرَحًا .

قَالَ اَبُو عِيْسٰي : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৫৬. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করলেন ঃ (وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ)

এরপর বললেন ঃ সাদা-কাল মিশ্রিত রক্তের এক মেষরূপে মৃত্যুকে আনা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝের প্রাচীরের উপর দাঁড় করান হবে। এরপর ডাকা হবে ঃ হে জান্নাতবাসিগণ! তারা মাথা তুলে তাকাবে। আরো ডাকা হবে, হে জাহান্নামবাসিগণ! তারাও মাথা তুলে তাকাবে। বলা হবে, তোমরা কি চিন এটি কি?

তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, এটি হল মৃত্যু।

অনন্তর এটিকে শুইয়ে যবেহ করা হবে। জান্নাতীদের জন্য যদি জীবন ও স্থায়িত্বের ফায়সালা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে না থাকত তবে তারা আনন্দে মারা যেত। এমনি ভাবে জাহান্নামীদের জন্য যদি জীবনের ও তথায় স্থায়িত্বের পূর্ব ফায়সালা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে না থাকত তবে তারা দুঃখে মারা যেত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) قَالَ : حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِي رَاَيْتُ اِدْرِيْسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ وَهَمَّامٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، حَدِيْثَ الْمِعْرَاجِ بِطُوْلِهِ، وَهٰذَا عِنْدَنَا مُخْتَصَرٌ مِنْ ذَاكَ.

৩১৫৭. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত।

তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে যখন মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয় তখন চতুর্থ আকাশে ইদরীস (আ)-কে আমি দেখেছি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

সাঈদ ইবন আবূ আরূবা, হাম্মাম প্রমুখ (র) কাতাদা-আনাস ইবন মালিক-মালিক ইবন সা'সাআ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মি'রাজের সুদীর্ঘ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এটি আমার কাছে ঐটির সংক্ষিপ্ত অংশ।

٣١٥٨–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجِبْرِيْلَ : مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا؟ قَالَ : وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ) اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৩১৫৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিবরীলকে বললেন ঃ আপনি আমাদের কাছে যেভাবে সাক্ষাত করেন, তার চেয়ে বেশী সাক্ষাত করতে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে?

রাবী বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ)

হাদীছটি হাসান-গারীব।

٣١٥٩–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ. قَالَ : سَاَلْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا) فَحَدَّثَنِى اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ مِنْهَا بِاَعْمَالِهِمْ ، فَاَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ ، ثُمَّ كَالرِّيْحِ ، ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِى رَحْلِهِ ، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ كَمَشْيِهِ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ السُّدِّيِّ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ.

৩১৫৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুররা হামদানী (র)-কে আল্লাহ্র বাণী ঃ (وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا) করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) তাঁদের এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সকল লোকই জাহান্নামের কাছে উপস্থিত হবে। তাঁদের প্রথম দল বিদ্যুৎ চমকানোর ন্যায় পরের দল বাতাসের ন্যায়, পরের দল ঘোড়ার গতিতে, পরের দল উষ্ট্রারোহীর ন্যায় এর পরের দল মানুষের দৌড়ের ন্যায়, এর পরের দল পায়ে হাঁটার মত প্রস্থান করবে।

হাদীছটি হাসান। শু'বা (র) এটি সুদ্দী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটি মারফূ রূপে বর্ণনা করেননি।

٣١٦٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا) قَالَ : يَرِدُوْنَهَا ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ السُّدِّيِّ بِمِثْلِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قُلْتُ لِشُعْبَةَ اِنَّ اِسْرَائِيْلَ حَدَّثَنِي عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ شُعْبَةُ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ السُّدِّيِّ مَرْفُوْعًا وَلٰكِنِّي عَمْدًا اَدَعُهُ.

৩১৬০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (র) ঃ (وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا) আয়াতটি প্রসঙ্গে বলেন, তারা তাতে উপস্থিত হবে এরপর তাদের আমল হিসাবে তারা প্রস্থান করবে।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... সুদ্দী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি শু'বা (র)-কে বললাম যে, ইস্রাঈল (র) বলেন, আমি শু'বা (র)-কে বললাম যে, ইসরাঈল (র) আমাকে সুদ্দী-মুররা-আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র) বললেন ঃ আমি তো সুদ্দী থেকে এটি মারফূ রূপে শুনেছি। তবে ইচ্ছা করেই তা সেরূপ বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছি।

٣١٦١-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ اِنِّي قَدْ اَحْبَبْتُ فُلاَنًا فَاَحِبَّهُ، قَالَ : فَيُنَادِيْ فِي السَّمَاءِ ، ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي اَهْلِ الْاَرْضِ، فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ : (اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا) وَاِذَا اَبْغَضَ اللّٰهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ : اِنِّي اَبْغَضْتُ فُلاَنًا فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْاَرْضِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا .

৩১৬১. কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ভালবাসি। সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাসবে। তারপর আসমানে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তাঁর প্রতি মুহাব্বত নাযিল করা হয় এ বিষয়ই হল আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا)

আর তিনি যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা করি। তারপর আসমানে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর পৃথিবীতে তার প্রতি ঘৃণার ফায়সালা নাযিল করে দেওয়া হয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন দীনার — তার পিতা আবদুল্লাহ ইবন দীনার-আবূ সালিহ-আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٦٢-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْاَرَتِّ يَقُوْلُ : جِئْتُ الْعَاصِ بْنَ وَائِلِ السَّهْمِيَّ اَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِى عِنْدَهُ، فَقَالَ : لاَ اُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ لاَ. حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ ، قَالَ : اِنِّى لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ ! فَقُلْتُ : نَعَمْ. فَقَالَ : اِنَّ لِىْ هُنَاكَ مَالاً وَوَلَدًا فَاقْضِيْكَ فَنَزَلَتْ : (اَفَرَاَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا) الْاٰيَةُ.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحْوَهُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৬২. ইবন আবূ উমর (র)... খাব্বাব ইবন আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পাওনার ব্যাপারে তাগাদা করার জন্য আস ইবন ওয়াইল সাহমীর কাছে এলাম।

সে বলল ঃ মুহাম্মদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত তোমাকে আমি তোমার পাওনা দিব না।

আমি বললাম ঃ তুমি মরে গিয়ে আবার ওঠ, তবু আমি তা করব না।

সে বলল ঃ আচ্ছা, তবে কি আমি মারা যাব এবং আবার যিন্দা হব?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ।

সে বলল ঃ অবশ্য সেখানেও আমার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি থাকবে তখন তোমাকে তোমার পাওনা পরিশোধ করব।

তখন নাযিল হয় ঃ (اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا)

হান্নাদ (র)... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ طٰهٰ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা তাহা

٣١٦٣- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. اَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ اَسْرَى لَيْلَةً حَتّٰى اَدْرَكَهُ الْكَرٰى اَنَاخَ فَعَرَّسَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بِلاَلُ اَكْلاَ لَنَا اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَصَلّٰى بِلاَلٌ ، ثُمَّ تَسَانَدَ اِلٰى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ اَحَدٌ مِنْهُمْ ، وَكَانَ اَوَّلَهُمْ اسْتِيْقَاظًا النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : اَيْ بِلاَلُ، فَقَالَ بِلاَلٌ : بِاَبِى اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَخَذَ بِنَفْسِى الَّذِي اَخَذَ بِنَفْسِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اُقْتَادُوْا، ثُمَّ اَنَاخَ فَتَوَضَّاَ فَاَقَامَ الصَّلاَةَ . ثُمَّ صَلّٰى مِثْلَ صَلاَتِهِ لِلْوَقْتِ فِى تَمَكُّثٍ ثُمَّ قَالَ : (اَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى).

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، وَصَالِحُ بْنِ اَبِى الْاَخْضَرِ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

৩১৬৩. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার রাতে সফর করছিলেন। শেষে তাঁর ঘুম পেয়ে বসল। তিনি উট থামিয়ে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করলেন। এরপর বললেন ঃ হে বিলাল, আজকের রাতে তুমি আমাদের পাহারাদারী করবে।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, বিলাল (রা) (নফল) সালাত আদায় করে পূর্ব আকাশমুখী হয়ে তার হাওদায় হেলান দিয়ে বসে রইলেন। এ সময় তাঁর দু'চোখে ঘুম প্রবল হয়ে আসে, এতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। তাদের কেউ আর জাগলেন না। সর্বপ্রথম নবী ﷺ জাগলেন। এবং তিনি বললেন ঃ হে বিলাল! বিলাল (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা আপনার উপর কুরবান। আপনাকে যা পেয়েছিল আমাকেও তা পেয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চল। এরপর তিনি উট থামিয়ে নেমে উযূ করলেন এবং সালাতের ইকামত দিতে বললেন। পরে ধীর স্থিরভাবে ওয়াক্তের ভেতর যেমন সালাত আদায় করেন তেমনিভাবে সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন ঃ (اَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى).

তুমি সালাত কায়েম করবে আমার স্মরণে।

হাদীছটি মাহফূজ নয় একাধিক হাফিযুল হাদীছ রাবী এটি যুহরী-সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এতে আবূ হুরায়রা (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

সালিহ ইব্ন আবুল আখযারকে হাদীছ বর্ণনায় যঈফ বলা হয়, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান প্রমুখ হাদীছবিদ স্মরণ শক্তির দিক থেকে তাকে যঈফ বলেছেন।

٣١٦٤-حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى بَغْدَادِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجِ بَغْدَادِيٌّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ اَبُوْ نُوْحٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَمْلُوْكِيْنَ يُكَذِّبُوْنَنِيْ وَيَخُوْنُوْنَنِيْ وَيَعْصُوْنَنِيْ وَاَشْتُمُهُمْ وَاَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ اَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ : يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ وَعِقَابُكَ اِيَّاهُمْ. فَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَافًا، لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ ، وَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ ، وَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ، قَالَ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِيْ وَيَهْتِفُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَمَا تَقْرَاُ كِتَابَ اللّٰهِ (وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ) الْاٰيَةَ. فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَجِدُ لِيْ وَهٰؤُلاَءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، اُشْهِدُكُمْ اَنَّهُمْ اَحْرَارٌ كُلُّهُمْ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَزْوَانَ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَزْوَانَ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

৩১৬৪. মুজাহিদ ইবন মূসা বাগদাদী এবং ফাযল ইবন সাহল আ'রাজ প্রমুখ (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে এসে বসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার গোলাম আছে। তারা আমার সাথে মিথ্যা বলে, আমার সাথে খেয়ানত করে। আমার নাফরমানী করে। আমি এদের গাল-মন্দ করি মারধর করি। সুতরাং তাদের বিষয়ে আমি কেমন?

তিনি বললেন ঃ তোমার সঙ্গে তারা যে খেয়ানত করেছে, নাফরমানী করেছে ও মিথ্যা বলেছে আর তুমি এ সবের জন্য তাদের যে শাস্তি দিয়েছ তা হিসাব করা হবে। তোমার শাস্তি প্রদান যদি তাদের অপরাধের সম পরিমাণ হয়ে থাকে তবে তা বরাবর হয়ে গেল, তুমিও কিছু পাবে না এবং তোমার কিছু ক্ষতিও হবে না। আর তোমার শাস্তি যদি এদের অপরাধের চেয়ে কম পরিমাণের হয় তবে অতিরিক্ত তোমার পাওনা থাকবে। আর তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে তবে যা অতিরিক্ত হয়েছে, তোমার নিকট থেকে তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

রাবীগণ বলেন, লোকটি একপাশে সরে গিয়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্র কিতাব পাঠ কর না

(وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالُ)

এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব মানদণ্ড, সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার হবে না (২১ ঃ ৪৭)।

লোকটি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম, এদের পৃথক করে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার ও তাদের জন্য অন্য কিছু পাচ্ছি না। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি। এরা সব আযাদ।

হাদীছটি গারীব।

আবদুর রহমান ইবন গাযওয়ান (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আহমদ ইবন হাম্বল (র) এ হাদীছটি আবদুর রহমান ইবন গাযওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-আম্বিয়া

٣١٦٥- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى. حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْوَيْلُ وَادٍ فِى جَهَنَّمَ يَهْوِى فِيْهِ الْكَافِرُ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا قَبْلَ اَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ.

৩১৬৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ 'ওয়ায়ল' হল জাহান্নামের একটি উপত্যকা। এর তলদেশে পৌঁছার আগ পর্যন্ত কাফির চল্লিশ বছর নীচের দিকে যেতে থাকবে।

হাদীছটি গারীব।

ইবন লাহীআ (র)-এর সূত্র ছাড়া মারফূরূপে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣١٦٦-حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْاُمَوِىُّ. حَدَّثَنِى اَبِى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِى شَىْءٍ قَطُّ اِلاَّ فِى ثَلاَثٍ قَوْلُهُ : (اِنِّى سَقِيْمٌ) وَلَمْ يَكُنْ سَقِيْمًا، وَقَوْلُهُ : لِسَارَةَ اُخْتِى، وَقَوْلُهُ : (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا) وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يُذْكَرْ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩১৬৬. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ উমাবী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তিনটি বিষয় ব্যতীত কোন সময়ই অসত্য বলেন নি। একটি কথা হল (اِنِّى سَقِمٌ) আমি অসুস্থ। অথচ তিনি সেদিন অসুস্থ ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী সারাকে ভগ্নি বলে পরিচয় প্রদান এবং (তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের প্রশ্নের জওয়াবে) এ উক্তি (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا) এ কাণ্ড এদের বড়টিই করেছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٦٧-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوْا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ عُرَاةً غُرْلاً ، ثُمَّ قَرَأَ (كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا) اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ اَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَاِنَّهُ سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَاَقُوْلُ رَبِّ اَصْحَابِي ، فَيُقَالُ : اِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ، فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ . اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ) اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَيُقَالُ هٰؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ نَحْوَهُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ نَحْوَهُ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : كَاَنَّهُ تَأَوَّلَهُ عَلَى اَهْلِ الرِّدَّةِ.

৩১৬৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নসীহত করতে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোক সকল, তোমরা উলঙ্গ ও খাতনাহীন অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে সমবেত হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ (كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا)

শেষ পর্যন্ত আমি প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছি, সেরূপ তাকে প্রত্যাবর্তন করাব।

এরপর তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ)-কে সর্বপ্রথম কাপড় পরানো হবে। আমার উম্মতের কিছু লোককে উপস্থিত করা হবে। তাদেরকে বাম দিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, আয় রব, এঁরা আমার সাথী। বলা হবে ঃ আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি উদ্ভাবন করেছে। তখন আমি বলব, যে কথা আল্লাহ্র নেক বান্দা (ঈসা) বলেছিলেন ঃ

(وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ . اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ)

আর যতদিন আমি তাঁদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের (কার্যকলাপের) সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমি সকল বিষয়ের সাক্ষী। তুমি যদি তাঁদের শাস্তি দাও, তবে তারাতো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা কর (তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। অর্থাৎ বলা হবে ঃ আপনি এদের ছেড়ে আসার পর থেকেই তারা ছিল তাঁদের পশ্চাতের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... মুগীরা ইবন নু'মান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।
হাদীছটি হাসান-সাহীহ।
সুফইয়ান ছাওরী (র) ও মুগীরা ইবন নু'মান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা হাজ্জ

٣١٦٨- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا نَزَلَتْ (يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ) اِلَى قَوْلِهِ (وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ)، قَالَ : اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ وَهُوَ فِى سَفَرٍ ، فَقَالَ : اَتَدْرُوْنَ اَىَّ يَوْمٍ ذٰلِكَ ؟ فَقَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ : ذٰلِكَ يَوْمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ لاٰدَمَ ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، فَقَالَ : يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ : تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ اِلَى الْجَنَّةِ قَالَ : فَاَنْشَاَ الْمُسْلِمُوْنَ يَبْكُوْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا فَاِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَبُوَّةٌ قَطُّ اِلاَّ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ ، قَالَ : فَيُؤْخَذُ الْعَدَدُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاِنْ تَمَّتْ وَاِلاَّ كَمُلَتْ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَمَا مَثَلُكُمْ وَالاُمَمَ اِلاَّ كَمَثَلِ الرَّقْمَةِ فِى ذِرَاعِ الدَّابَّةِ اَوْ كَالشَّامَةِ فِى جَنْبِ الْبَعِيْرِ ، ثُمَّ قَالَ : اِنِّى لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوا رُبْعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوا ثُمَّ قَالَ : اِنِّى لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوا ثُمَّ قَالَ اِنِّى لاَرْجُو اَنْ تَكُوْنُوا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوا قَالَ : لاَ اَدْرِى قَالَ : الثُّلُثَيْنِ اَم لاَ؟

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৩১৬৮. ইব্ন আবূ উমর (র)... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সফর অবস্থায় যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ)

তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান এ দিন কোন্টি?

সাহাবীরা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ এটি হবে সে দিন যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে বলবেন, জাহান্নামের দলটি পাঠাও। তিনি বলবেন ঃ হে আমার রব, জাহান্নামের দলের সংখ্যা কি?

আল্লাহ বলবেন ঃ (প্রতি হাজারে) নয়শত নিরানব্বই জন হল জাহান্নামের আর একজন হল জান্নাতের।

তখন মুসলমানরা কাঁদতে শুরু করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা নিকটবর্তী হয়ে চলতে থাক এবং সঠিক পথে চল। প্রত্যেক নবুওয়াত-এর পূর্বেই এক একটি জাহিলী যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। জাহান্নামীদের এ সংখ্যা জাহেলীয়াতের যুগ থেকে নেওয়া হবে।

যদি তাদের থেকে এ সংখ্যা পূরণ না হয় তবে তা মুনাফিকদের থেকে নিয়ে পূরণ করা হবে। তোমরা এবং অন্যান্য উম্মাতের দৃষ্টান্ত হল, কোন পশুর হাঁটুর দাগের মত বা উটের পার্শ্বের তিলের মত।

এরপর তিনি বললেন ঃ আমি আশা করি তোমরা হবে জান্নাতীদের চার ভাগের এক ভাগ।

সাহাবীরা (খুশীতে) বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ আমি আশা করি তোমরা হবে জান্নাতীদের তিন ভাগের একভাগ।

তখন সাহাবীরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি আশা করি তোমরা হবে জান্নাতীদের অর্ধেক।

সাহাবীরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, জানি না তিনি দুই-তৃতীয়াংশের কথা বলেছিলেন কি না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে এ হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٣١٦٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَفَاوَتَ بَيْنَ اَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ (يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ) اِلَى قَوْلِهِ (عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ) فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ اَصْحَابُهُ حَثُّوا الْمَطِيَّ وَعَرَفُوا اَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُوْلُهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ اَيُّ يَوْمٍ ذٰلِكَ؟ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ يُنَادِيَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ فَيُنَادِيْهِ رَبُّهُ فَيَقُوْلُ : يَا اٰدَمُ اَبْعَثْ بَعْثَ النَّارِ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ، فَيَقُوْلُ : مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ فَيَئِسَ الْقَوْمُ حَتّٰى مَا اَبَدُوا بِضَاحِكَةٍ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ بِاَصْحَابِهِ ، قَالَ : اعْمَلُوا وَاَبْشِرُوْا فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيْقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ اِلاَّ كَثَّرَتَاهُ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ وَبَنِي اِبْلِيْسَ قَالَ : فَسُرِّيَ عَنِ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِيْ يَجِدُوْنَ فَقَالَ اعْمَلُوا وَاَبْشِرُوْا فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا اَنْتُمْ فِي النَّاسِ اِلاَّ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيْرِ اَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৬৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। চলতে চলতে সাহাবীরা একে অন্য থেকে দূরে পড়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উচ্চঃস্বরে এই আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করলেন।

সাহাবীগণ এ আওয়াজ শুনে বাহনের গতি দ্রুত করে (তাঁর কাছে) এলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁদের কোন কথা বলার সমীপবর্তী। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান সেটি কোন্ দিন?

তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন ঃ এ হল সেই দিন যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে ডাকবেন। আর তাঁর প্রভু তাঁকে ডেকে বলবেন ঃ হে আদম, জাহান্নামীদের পাঠাও।

আদম বলবেন ঃ হে আমার রব, জাহান্নামীর সংখ্যা কি?

আল্লাহ্ বলবেন ঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামের আর একজন হল জান্নাতের।

সবাই নিরাশ হয়ে গেলেন। এমনকি তাঁদের স্মিত হাসিও প্রকাশ পাচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের এ অবস্থা দেখে বললেন ঃ তোমরা আমল করে যাও আর সুসংবাদ লাভ কর। যে সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ সেই সত্তার কসম, তোমরা তো দুই ধরনের মাখলুকের মাঝে রয়েছ। এই দুই সৃষ্টি যার সাথেই থাকে তাকেই বাড়িয়ে দেয়। এরা হল ইয়াজূজ-মাজূজ এবং বানূ আদম ও বানূ ইবলীসের যারা মারা গিয়েছে।

অনন্তর সাহাবীরা যে দুশ্চিন্তায় ছিলেন এর কতকটা তাতে বিদূরিত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমল কর আর সুসংবাদ লাভ কর। কসম সেই সত্তার যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! মানুষের মাঝে তোমরা হলে উটের পার্শ্বের তিলের মত বা কোন জন্তুর হাঁটুর দাগের মত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٧٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ. وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا سُمِّىَ الْبَيْتَ الْعَتِيْقَ لِاَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩১৭০. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল প্রমুখ (র)... আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (বায়তুল্লাহকে) আল আতীক (মুক্ত) নামকরণ করা হয়েছে, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এর উপর কোন পরাক্রমশালীকে কখনও বিজয়ী হতে দেননি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

যুহরী (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে।

কুতায়বা (র)-যুহরী (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣١٧١–حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ. حَدَّثَنَا اَبِىْ وَاِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا اُخْرِجَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ لَيَهْلِكُنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ) الْاٰيَةَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ قِتَالٌ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلاً لَيْسَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلاً لَيْسَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩১৭১. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ-কে যখন মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হল তখন আবূ বকর (রা) বলেছিলেন, এরা (মুশরিকরা) তাদের নবীকে বের করে দিল তারা তো অবশ্যই ধ্বংস হবে।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ (اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ)

আবূ বকর (রা) বললেন ঃ আমি জানতাম যে, অচিরেই কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম অবশ্যই হবে। হাদীছটি হাসান।

আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী প্রমুখ (র) এটি সুফইয়ান-আ'মাশ-মুসলিম আল বাতীন-সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীছটির সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা) রয়েছেন। তবে একাধিক রাবী সুফইয়ান-আ'মাশ-মুসলিম আল বাতীন-সাঈদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে এটি মুরসাল রূপেও বর্ণনা করেছেন। এতে ইবন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নেই।

٣١٧٢–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَمَّا اُخْرِجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَجُلٌ اَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ فَنَزَلَتْ : (اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ) النَّبِيِّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ.

৩১৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন নবী ﷺ-কে মক্কা থেকে বের করে দিল তখন একজন লোক বলল ঃ তাদের নবীকে বের করে দেয়া হয়েছে। তখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

(اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ)

অর্থাৎ নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণকে অন্যায়ভাবে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُؤْمِنُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা মু'মিনূন

٣١٧٣- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ اَلْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، فَاُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا، وَاَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا، وَاٰثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، ثُمَّ قَالَ ﷺ : اُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ اٰيَاتٍ، مَنْ اَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ قَرَاَ : (قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ) حَتّٰى خَتَمَ عَشْرَ اٰيَاتٍ.

৩১৭৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা ও আবদ ইব্ন হুমায়দ প্রমুখ (র)... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর যখন ওহী নাযিল হত তখন তাঁর মুখের কাছে মৌমাছির আওয়াজের মত গুণগুণ শব্দ শুনা যেত। একদিন তাঁর উপর ওহী নাযিল হল। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তাঁর থেকে ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা অপসৃত হলে তিনি কিবলার দিকে ফিরলেন এবং দুই হাত তুলে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমাদের জন্য বর্ধিত কর এবং আমাদের জন্য কম করো না; আমাদের সম্মানিত কর, আমাদের হেয় করো না; আমাদের দান কর, আমাদের বঞ্চিত করো না; আমাদের প্রাধান্য দাও, আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দিও না; আমাদের সন্তুষ্টি দান কর আর তুমিও আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাক।

এরপর তিনি বললেন ঃ আমার উপর দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। যে এগুলো প্রতিষ্ঠা করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। তারপর তিনি পাঠ করলেন ঃ (قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ) এভাবে ক্রমান্বয়ে দশ আয়াত শেষ করলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا اَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ، سَمِعْتُ اِسْحٰقَ بْنَ مَنْصُوْرٍ يَقُوْلُ : رَوَى اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ

بْنُ الْمَدِيْنِيِّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَدِيْمًا فَاِنَّهُمْ اِنَّمَا يَذْكُرُوْنَ فِيْهِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ وَبَعْضُهُمْ لاَ يَذْكُرُ فِيْهِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ، وَمَنْ ذَكَرَ فِيْهِ يُوْنُسَ بْنَ يَزِيْدَ فَهُوَ اَصَحُّ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رُبَّمَا ذَكَرَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يُوْنُسَ بْنَ يَزِيْدَ وَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ، وَاِذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ يُوْنُسَ فَهُوَ مُرْسَلٌ .

মুহম্মদ ইব্‌ন আবান (র)... যুহরী থেকে এ সনদে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এটি প্রথমোক্ত রিওয়ায়তটির তুলনায় অধিক সাহীহ। ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)-কে বলতে শুনেছি, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনী এবং ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) এ হাদীছটি আবদুর রাযযাক -ইউনুস ইবন সুলায়ম-ইউনুস ইবন ইয়াযীদ-যুহরী (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাযযাক (র) থেকে যারা পূর্বে এই হাদীছটি শুনেছেন তাঁরা এর সনদে ইউনুস ইবন ইয়াযীদ (র)-এর উল্লেখ করেছেন।

কেউ কেউ এতে ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)-এর উল্লেখ করেন নি। যাঁরা ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)-এর উল্লেখ করেছেন, তাঁদের রিওয়ায়তই অধিক সাহীহ। আবদুর রাযযাক (র) কোন কোন সময় ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)-এর উল্লেখ করেছেন আবার কোন কোন সময় তাঁর উল্লেখ করেন নি।

٣١٧٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ ابْنُهَا الْحٰرِثُ بْنُ سُرَاقَةَ اُصِيْبَ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ ، فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : اَخْبِرْنِيْ عَنْ حَارِثَةَ لَئِنْ كَانَ اَصَابَ خَيْرًا اَحْتَسَبْتُ وَصَبَرْتُ، وَاِنْ لَمْ يُصِبِ الْخَيْرَ اَجْتَهَدْتُ فِي الدُّعَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جَنَّةٌ فِيْ جَنَّةٍ، وَاِنَّ اُبْنَكِ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى، وَالْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَاَوْسَطُهَا وَاَفْضَلُهَا .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩১৭৪. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রুবায়্যি' বিনত নাযর (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তাঁর পুত্র হারিছা ইবন সুরাকা অজ্ঞাত আততায়ীর তীর লেগে বদরযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। রুবায়্যি' (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন ঃ আমাকে হারিছার খবর বলুন। যদি তার মৃত্যু কল্যাণময় হয়ে থাকে তবে আমি ছওয়াবের আশায় থাকব এবং ছবর করব। আর যদি তার কল্যাণ লাভ না হয়ে থাকে তবে (তার জন্য) আপ্রাণ দু'আ করব।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে হারিছার মা, জেনে রাখ, জান্নাতের মধ্যে বহু স্তর রয়েছে। আর তোমার ছেলে ফিরদাওস নামের জান্নাতের উচ্চ স্তরের অধিবাসী। ফিরদাওস হল জান্নাতের সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٣١٧٥-حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ : (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) قَالَتْ عَائِشَةُ : هُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ، قَالَ لاَ يَابِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلٰكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولٰئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ.

قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا.

৩১৭৫. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম।

(وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) "আর যারা দান করে এবং তাদের অন্তর ভীত কম্পিত।"

আইশা (রা) বলেন, এরা কি তারা যারা মদ পান করে এবং চুরি করে?

তিনি বললেন ঃ না, হে সিদ্দীক তনয়া, বরং এরা হল ঐ সব লোক যারা সিয়াম পালন করে, সালাত আদায় করে, সাদাকা দেয়। অথচ তাদের পক্ষ থেকে এ সব কবূল না হওয়ার আশংকা করে। এরাই তারা যারা কল্যাণের দিকে দ্রুত ধাবমান এবং তার দিকে অগ্রগামী।

আবদুর রহমান ইবন সাঈদ-আবূ হাযিম-আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣١٧٦-حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْن يَزِيدَ أَبِي شُجَاعَةَ عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ) قَالَ تَشْوِيهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعَالِيَةُ حَتّٰى وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفْلٰى حَتّٰى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৩১৭৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ

(وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ) জাহান্নামাগ্নি তাদের পুড়িয়ে দিবে। উপরের ঠোঁটটি সংকুচিত হয়ে মাথার মধ্য ভাগে পৌঁছে যাবে আর নীচের ঠোঁটটি ঝুলে পড়বে এমনকি নাভিতে যেয়ে বাড়ি খাবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ গারীব।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ النُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা নূর

٣١٧٧- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدُ بْنُ اَبِى مَرْثَدٍ، وَكَانَ رَجُلاً يَحْمِلُ الْاَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتّٰى يَأْتِىَ بِهِمُ الْمَدِيْنَةَ، قَالَ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِىٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيْقَةَ لَهُ، وَاِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلاً مِنْ اَسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ، قَالَ فَجِئْتُ حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِى لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، قَالَ فَجَاءَتْ عَنَاقُ فَاَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّى بِجَنْبِ الْحَائِطِ فَلَمَّا انْتَهَتْ اِلَىَّ عَرَفَتْهُ فَقَالَتْ : مَرْثَدُ؟ فَقُلْتُ : مَرْثَدٌ. فَقَالَتْ مَرْحَبًا وَاَهْلاً هَلُمَّ فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ، قَالَ قُلْتُ يَا عَنَاقُ حَرَّمَ اللّٰهُ الزِّنَا، قَالَتْ يَا اَهْلَ الْخِيَامِ هٰذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ اَسْرَاكُمْ، قَالَ : فَتَبِعَنِى ثَمَانِيَةٌ وَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَانْتَهَيْتُ اِلَى كَهْفٍ اَوْ غَارٍ فَدَخَلْتُ فَجَاءُوْا حَتّٰى قَامُوْا عَلَى رَأْسِى فَبَالُوْا فَظَلَّ بَوْلُهُمْ عَلَى رَأْسِى وَاَعْمَاهُمُ اللّٰهُ عَنِّى، قَالَ ثُمَّ رَجَعُوْا وَرَجَعْتُ اِلَى صَاحِبِى فَحَمَلْتُهُ وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيْلاً حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلَى الْاَذْخِرِ فَفَكَكْتُ عَنْهُ كُبْلَهُ فَجَعَلْتُ اَحْمِلُهُ وَيُعِيْنُنِى حَتّٰى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحُ عَنَاقًا؟ فَاَمْسَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَتْ (الزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا مَرْثَدُ الزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ . فَلاَ تَنْكِحْهَا.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩১৭৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আমর ইবন শুআয়ব তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারছাদ ইবন আবূ মারছাদ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে বন্দীদের বহন করে মদীনায় নিয়ে আসত। রাবী বলেন, মক্কায় ছিল এক ব্যাভিচারিণী নারী। তার নাম ছিল 'আনাক। সে ছিল মারছাদের বান্ধবী। একবার মারছাদ মক্কার জনৈক বন্দীকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার ওয়াদা করে।

মারছাদ বলেন, এক চাঁদনী রাতে আমি এলাম এবং মক্কার দেওয়ালসমূহের এক দেওয়ালের ছায়ায় এসে পৌছলাম। তখন আনাক এল এবং উক্ত দেওয়ালের পার্শ্বে আমার ছায়া আকৃতি দেখতে পেল। সে আমার নিকটবর্তী হয়ে আমাকে চিনতে পারল। তখন সে বলল, মারছাদ?

আমি বললাম ঃ মারছাদ।

সে বলল ঃ শুভেচ্ছা, স্বীয় পরিজনের কাছে আসলে। এস, আমাদের কাছেই আজ রাত্রি যাপন করবে। সে বলল, আমি বললাম ঃ হে আনাক, আল্লাহ্ তা'আলা যিনা হারাম করে দিয়েছেন।

সে তখন (চিৎকার করে) বলতে লাগল, হে খিমাবাসিগণ, এ লোকটি তোমাদের বন্দীদের বহন করে নিয়ে যায়।

তখন আটজন লোক আমাকে পশ্চাৎধাবন করে। আমি দৌড়ে খুন্দামা পাহাড়ে গেলাম, একটি গুহায় আত্মগোপন করলাম। এরা পেছনে পেছনে এসে আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এরা পেশাব করলে আমার মাথায় তাদের পেশাব গিয়ে পড়তে লাগল কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমা থেকে তাদের অন্ধ করে রাখলেন, (তারা আমাকে দেখল না)। পরে তারা ফিরে গেল। তখন আমি আমার ওয়াদাকৃত লোকটির কাছে ফিরে এলাম এবং তাকে বহন করে নিয়ে চললাম। সে ছিল বেশ ভারী। তারপর ইযখার ঘাসের জঙ্গলে পৌঁছে তার বেল্টগুলো খুলে দিলাম। অতিকষ্টে তাকে বয়ে নিতে লাগলাম। অবশেষে মদীনায় পৌঁছলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আনাককে বিয়ে করে নিব? কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব রইলেন। আমাকে কোন উত্তর দিলেন না।

অবশেষে নাযিল হয় ঃ

(الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ)

ব্যাভিচারী, ব্যাভিচারিণী বা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণী — তাকে ব্যাভিচারী বা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে মারছাদ, ব্যাভিচারী ব্যাভিচারিণী বা মুশরিক নারী ভিন্ন কাউকে বিয়ে করবে না আর ব্যাভিচারিণীও ব্যভিচারী বা মুশরিক ভিন্ন কাউকে বিয়ে করবে না। সুতরাং তুমি তাকে (আনাককে) বিয়ে করতে পার না।

হাদীছটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣١٧٨-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِي اِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَا اَقُوْلُ، فَقُمْتُ مَكَانِي اِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لِي اِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ كَلاَمِيْ فَقَالَ لِي ابْنُ جُبَيْرٍ اُدْخُلْ، مَا جَاءَ بِكَ اِلاَّ حَاجَةٌ؟ قَالَ : فَدَخَلْتُ فَاِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةَ رَحْلٍ لَهُ، فَقُلْتُ : يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، اَلْمُتَلاَعِنَانِ اَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ نَعَمْ، اِنَّ اَوَّلَ مَنْ سَاَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ لَوْ اَنَّ اَحَدَنَا رَاٰى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ اِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِاَمْرٍ عَظِيْمٍ، وَاِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى اَمْرٍ عَظِيْمٍ ، قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : اِنَّ الَّذِي سَاَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيْتُ بِهِ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ فِي سُوْرَةِ النُّوْرِ (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ

اَنْفُسُهُمْ) حَتّٰى خَتَمَ الْاٰيَاتِ قَالَ : فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلَا هُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ ، وَاَخْبَرَهُ اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ، فَقَالَ : لَا وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ثَنّٰى بِالْمَرْاَةِ وَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَاَخْبَرَهَا اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ، فَقَالَتْ : لَا وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا صَدَقَ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ، وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ، ثُمَّ ثَنّٰى بِالْمَرْاَةِ فَشَهِدَتْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ، وَالْخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

وَفِى الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩১৭৮. হান্নাদ (র)... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসআব ইব্‌ন যুবায়র (র)-এর আমীর থাকা কালে আমাকে লিআন কারীদ্বয়[১] সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এই দুই জনের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে কি না ! কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না, কি বলব, তখন আমি আমার বাসস্থান থেকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর বাড়ি গেলাম এবং তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলাম, আমাকে বলা হল তিনি দুপুরের বিশ্রাম নিচ্ছেন। (ইতিমধ্যে) তিনি আমার কথা শুনতে পেয়ে বললেন ঃ ইবন জুবায়র? ভিতরে এস, অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনই তোমাকে নিয়ে এসেছে। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি তিনি তাঁর হাওদার একটি ছাল বিছিয়ে শুয়ে আছেন। আমি বললাম ঃ হে আবূ আবদির রাহমান, লিআন কারী স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পর বিচ্ছেদ করে দিতে হবে কি?

তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্, হ্যাঁ। প্রথম এই বিষয়ে অমুকের পুত্র অমুক প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলেছিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত দেখে তবে সে কি করবে? যদি কিছু বলে, তবে তো তাকে সংঘাতিক কথা বলতে হবে, আর যদি চুপ করে থাকে তবেও সাংঘাতিক এক বিষয়ে সে চুপ রইল।

নবী ﷺ চুপ করে রইলেন। তাকে তিনি উত্তর দিলেন না। পরে সে প্রশ্নকর্তা আবার নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন ঃ যে বিষয়ে আপনাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম আমি নিজেই তাতে নিপতিত।

তখন আল্লাহ্ আ'আলা সূরা নূর নাযিল করেন ঃ

(وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তিটিকে ডাকলেন এবং তাকে এই আয়াতগুলি তিলাওয়াত করে শুনালেন। তিনি তাঁকে নসীহত করলেন। উপদেশ দিলেন এবং অবহিত করলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর, তখন লোকটি বলল ঃ না, কসম ঐ সত্তার যিনি সত্যসহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আমি এই মহিলা সম্পর্কে মিথ্যা বলিনি।

এরপর নবী ﷺ মেয়েটির দিকে ফিরলেন, তাকে ওয়াজ করলেন, উপদেশ দিলেন এবং অবহিত করলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর। সে বলল ঃ না কসম ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! এই পুরুষ সত্য কথা বলে নি।

তারপর নবী ﷺ পুরুষটির থেকে লিআন শুরু করলেন। সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে এই

---

১. লিআন অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কথার সাক্ষ্য দিল যে, সে সত্যবাদী। পঞ্চম বার বলল ঃ সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে যেন তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হয়।

অতঃপর মহিলাটির দিকে ফিরলেন। সেও চারবার আল্লাহ্‌র নামে কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, পুরুষটি মিথ্যাবাদী। পঞ্চম বারে বলল, পুরুষটি যদি সত্যবাদী হয় তবে যেন তার উপর আল্লাহ্‌র গযব হয়।

এরপর নবী ﷺ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

এই বিষয়ে সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٧٩–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا بْنُ اَبِى عَدِىٍّ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ. حَدَّثَنِى عِكْرَمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ السَّحْمَاءِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْبَيِّنَةَ وَاِلاَّ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ، قَالَ هِلاَل : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا رَاَى اَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ اَيَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْبَيِّنَةُ وَاِلاَّ فَحَدٌّ فِى ظَهْــرِكَ، قَالَ : فَقَالَ هِلاَلٌ : وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنِّى لَصَادِقٌ، وَلَيَنْزِلَنَّ فِى اَمْــرِى مَا يُبَرِّئُ ظَهْــرِى مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ) فَقَرَاَ حَتّٰى بَلَغَ (وَالْخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ) قَالَ : فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ ، فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمَا فَجَاءَ فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ (اِنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ) قَالُوْا لَهَا : اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَسَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ : لاَ اَفْضَحُ قَوْمِى سَائِرَ الْيَوْمِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اَبْصِرُوْهَا، فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الاَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ السَّحْمَاءِ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ لَنَا وَلَهَا شَأْنٌ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَهٰكَذَا رَوَى عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَرَوَاهُ اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩১৭৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া তাঁর স্ত্রীকে শারীক ইব্‌ন সাহমার সঙ্গে জড়িয়ে নবী ﷺ-এর কাছে যিনার অপবাদ দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সাক্ষী পেশ কর। নইলে তোমার পিঠে হদ প্রয়োগ করা হবে।

হিলাল (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেউ যদি তার স্ত্রীর উপর কোন ব্যক্তিকে আপতিত দেখতে পায় তবে কি সে সাক্ষী তালাশ করতে যায়?

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলতে লাগলেন ঃ সাক্ষী আন। নইলে তোমার পিঠে হদ প্রয়োগ করা হবে।

হিলাল (রা) বললেন ঃ কসম সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি অবশ্যই সত্যবাদী। আমার এই বিষয়ে অবশ্যই আল্লাহ আ'আলা এমন কিছু নাযিল করবেন যদ্বারা হদ প্রয়োগ থেকে আমার পিঠ বেঁচে যাবে।

অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ)

নবী ﷺ এদের দুই জনকে ডেকে নিয়ে আসলেন। হিলাল ইবন উমাইয়া (রা) দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন, নবী ﷺ বলছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমাদের মাঝে তওবা করার কেউ আছে কি?

এরপর মেয়েটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয়। পঞ্চম বারে যখন "পুরুষটি যদি সত্যবাদী হয় তবে তার (মেয়েটির) উপর আল্লাহ্র গযব আপতিত হোক", বলার সময় এল তখন উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ এ গযব অবশ্যম্ভাবী হবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মেয়েটি তখন থেমে গেল এবং মাথা নীচু করে ফেলল। এমন কি আমাদের ধারণা হয় যে, সে বুঝি তার কথা প্রত্যাহার করবে। এরপর সে বলল ঃ আমি আমার কওমকে সকল সময়ের জন্য বেইজ্জত করতে পারি না।

নবী ﷺ বললেন ঃ মেয়েটিকে লক্ষ্য কর। সে যদি সুরমা টানা দু'চোখ, ভারি নিতম্ব এবং সুস্পষ্ট জংঘা বিশিষ্ট বাচ্চা প্রসব করে তবে শারীক ইব্ন সাহমার।

শেষে মেয়েটি এই ধরনের বাচ্চা প্রসব করে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এই বিষয়ে কিতাবুল্লাহ্র বিধান যদি আগে থেকেই না থাকত তবে এই মেয়েটির ক্ষেত্রে আমাদের একটা দৃষ্টান্তমূলক বিষয় ঘটত।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

আব্বাদ ইব্ন মানসূর (র) এই হাদীছটি ইকরিমা-ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেছেন। আয়্যূব (র) এটি ইকরিমা (র) থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

٣١٨٠–حَدَّثَنَا مُحَمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اَخْبَرَنِي اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِيْ ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيَّ خَطِيْبًا فَتَشَهَّدَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ : اَشِيْرُوْا عَلَيَّ فِي اُنَاسٍ اَبَنُوْا اَهْلِيَ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْلِي مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَاَبَنُوْا بِمَنْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ سُوْءٍ قَطُّ وَلاَ دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ اِلاَّ وَاَنَا حَاضِرٌ وَلاَ غِبْتُ فِي سَفَرٍ اِلاَّ غَابَ مَعِي، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : اِئْذَنْ لِي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ اَضْرِبَ اَعْنَاقَهُمْ وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ اُمُّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذٰلِكَ الرَّجُلَ، فَقَالَ : كَذَبْتَ اَمَا وَاللّٰهِ اَنْ لَوْ كَانُوْا مِنَ الْاَوْسِ مَا اَحْبَبْتَ اَنْ تُضْرَبَ

اَعْنَاقَهُمْ حَتّٰى كَادَ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرٌّ فِى الْمَسْـــجِدِ وَمَا عَلِمْتُ بِهٖ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ
خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِى وَمَعِى اُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَـــقُلْتُ لَهَا : اَىْ اُمُّ تَسُـــبِّيْنَ ابْنَكِ؟
فَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَـرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا : اَىْ اُمُّ تَسُبِّيْنَ ابْنَكِ؟ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَـرَتِ الثَّالِثَةَ،
فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا، فَقُلْتُ لَهَا اَىْ اُمُّ تَسُبِّيْنَ ابْنَكِ؟ فَقَالَتْ : وَاللّٰهِ مَا اَسُبُّهُ اِلاَّ فِيْكِ، فَقُلْتُ : فِى اَىِّ
شَىْءٍ قَالَتْ : فَبَقَرَتْ لِى الْحَدِيْثَ، قُلْتُ : وَقَدْ كَانَ هٰذَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ، وَاللّٰهِ لَقَدْ رَجَعْتُ اِلٰى بَيْـــتِى وَكَاَنَّ الَّذِى
خَرَجْتُ لَهُ لَمْ اُخْـرُجْ لاَ اَجِدُ مِنْهُ قَلِيْـلاً وَلاَ كَثِيْـرًا، وَوُعِكْتُ، فَقُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : اَرْسِلْنِى اِلٰى بَيْتِ اَبِى،
فَاَرْسَلَ مَعِىَ الْغُلاَمَ، فَدَخَلْتُ الدَّارَ، فَوَجَدْتُ اُمَّ رُوْمَانَ فِى السُّفْلِ وَاَبُوْ بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْـرَاُ، فَقَالَتْ اُمِّى : مَا
جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتْ فَاَخْبَرْتُهَا، وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيْثَ، فَاِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّى، قَالَتْ : يَا بُنَيَّةُ خَفِّفِى
عَلَيْكِ الشَّاْنَ، فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَتِ امْرَاَةٌ حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ اِلاَّ حَسَدْنَهَا، وَقِيْلَ فِيْهَا، فَاِذَا هِىَ
لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّى، قَالَتْ : قُلْتُ : وَقَدْ عَلِمَ بِهٖ اَبِىْ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ
وَاسْـتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ صَوْتِى وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْـرَاُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِاُمِّى : مَا شَاْنُهَا؟ قَالَتْ : بَلَغَهَا
الَّذِى ذُكِرَ مِنْ شَاْنِهَا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ : اَقْـسَمْتُ عَلَيْكِ يَا بُنَيَّةُ اِلاَّ رَجَعْتِ اِلٰى بَيْـتِكِ فَرَجَعْتُ، وَلَقَدْ جَاءَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتِى فَسَاَلَ عَنِّى خَادِمَتِى فَقَالَتْ : لاَ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْـهَا عَيْبًا اِلاَّ اَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتّٰى
تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَاْكُلَ خَمِيْـرَتَهَا اَوْ عَجِيْنَتَهَا، وَانْتَهَرَ هَا بَعْضُ اَصْـحَابِهٖ، فَقَالَ : اُصْـدُقِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ
حَتّٰى اَسْقَطُوْا لَهَا بِهٖ ، فَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللّٰهِ ! وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا اِلاَّ مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلٰى تِبْرِ الذَّهَبِ الْاَحْمَرِ
فَبَلَغَ الْاَمْـرُ ذٰلِكَ الرَّجُلَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُ ، فَقَالَ : سُبْــحَانَ اللّٰهِ، وَاللّٰهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ اُنْثٰى قَطُّ قَالَتْ عَائِشَةُ :
فَقُتِلَ شَهِيْدًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَالَتْ : وَاَصْـبَحَ اَبَوَاىَ عِنْدِى فَلَمْ يَزَالاَ حَتّٰى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ
صَلَّى الْعَصْـرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ اَكْتَنَفَنِى اَبَوَاىَ عَنْ يَمِيْنِى وَعَنْ شِمَالِى، فَتَشَهَّدَ النَّبِىُّ ﷺ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى
عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ اِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوْءًا اَوْ ظَلَمْتِ فَتُوْبِى اِلَى اللّٰهِ ، فَاِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ، قَالَتْ : وَقَدْ جَاءَتِ الْمَرْاَةُ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهِىَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ، فَقُلْتُ : اَلاَ تَسْـــتَحِى مِنْ هٰذِهِ
الْمَرْاَةِ اَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا، فَوَعَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَالْتَفَتُّ اِلٰى اَبِى فَقُلْتُ : اَجِبْـهُ، قَالَ : فَمَاذَا اَقُوْلُ؟ فَالْتَفَتُّ

اِلَى اُمِّيْ فَقُلْتُ : اَجِيْبِيْهِ، قَالَتْ : اَقُوْلُ مَاذَا؟ قَالَتْ : فَلَمَّا لَمْ يُجِيْبَا تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللّٰهَ وَاَثْنَيْتُ عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ : اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّي لَمْ اَفْعَلْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنِّي لَصَادِقَةٌ مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ لِي لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ وَاُشْرِبَتْ قُلُوْبُكُمْ، وَلَئِنْ قُلْتُ اِنِّي قَدْ فَعَلْتُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّي لَمْ اَفْعَلْ لَتَقُوْلُنَّ اِنَّهَا قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَاِنِّي وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً، قَالَتْ وَالْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوْبَ فَلَمْ اَقْدِرْ عَلَيْهِ اِلاَّ اَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ (فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ) قَالَتْ : وَاُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ، فَسَكَتْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَاِنِّي لاَتَبَيَّنُ السُّرُوْرَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِيْنَهُ وَيَقُوْلُ : اَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ، فَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَاءَتَكِ ، قَالَتْ : وَكُنْتُ اَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا ، فَقَالَ لِي اَبَوَايَ : قُوْمِي اِلَيْهِ، فَقُلْتُ : لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَقُوْمُ اِلَيْهِ وَلاَ اَحْمَدُهُ وَلاَ اَحْمَدُ كُمَا، لٰكِنْ اَحْمَدُ اللّٰهَ الَّذِيْ اَنْزَلَ بَرَاءَتِي، لَقَدْ سَمِعْتُمُوْهُ فَمَا اَنْكَرْتُمُوْهُ وَلاَ غَيَّرْتُمُوْهُ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ : اَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِدِيْنِهَا فَلَمْ تَقُلْ اِلاَّ خَيْرًا، وَاَمَّا اُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِيْ يَتَكَلَّمُ فِيْهِ مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُنَافِقُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيِّ بْنِ سَلُوْلٍ، وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ يَسُوْسُهُ وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِيْ تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ، قَالَتْ : فَحَلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ لاَ يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ اَبَدًا، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَلاَ يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ، يَعْنِي اَبَا بَكْرٍ (اَنْ يُؤْتُوْا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ) يَعْنِي مِسْطَحًا اِلَى قَوْلِهِ : (اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : بَلٰى وَاللّٰهِ يَا رَبَّنَا، اِنَّا لَنُحِبُّ اَنْ تَغْفِرَ لَنَا، وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

وَقَدْ رَوَاهُ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَطْوَلَ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاَتَمَّ .

৩১৮০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার সম্পর্কে যখন অপবাদ রটনা হচ্ছিল অথচ এর কিছুই আমি জানতাম না। তখন একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি তাশাহ্‌হুদ পাঠ করলেন। আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত হামদ ও ছানা করলেন। পরে বললেন ঃ আম্মা বাদ, এই সব লোকদের বিষয়ে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যারা আমার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদ রটাচ্ছে। অথচ আল্লাহ্‌র কসম, আমার স্ত্রীর সম্পর্কে কখনও মন্দ কিছু আমি জানি না। এরা এমন এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে অপবাদ দিচ্ছে আল্লাহ্‌র কসম, তার সম্পর্কেও আমি মন্দ বলতে কখনো কিছু জানি না। আর আমার উপস্থিতি

ভিন্ন সে আমার ঘরে কোন দিন আসেনি। কোন সফর ব্যাপদেশে আমি যখন অনুপস্থিত থেকেছি সে-ও আমার সঙ্গেই অনুপস্থিত থেকেছে।

সা'দ ইবন মুআয উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এদের গর্দান উড়িয়ে দিতে আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

খাযরাজ কাবীলার জনৈক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। হাস্সান ইবন ছাবিত (রা) (যিনি প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে রটনাকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়েছিলেন)-এর মা ছিলেন ঐ ব্যক্তিটির কাবীলার, সে বলল ঃ তুমি ঠিক বলনি। আওস গোত্রের যদি কোন ব্যক্তি হত তবে আর তাদের গর্দানে আঘাত করা তুমি পছন্দ করতে না।

শেষে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে মসজিদেই মন্দ পরিস্থিতি সৃষ্টির উপক্রম হয়ে দাঁড়াল। অথচ আমি কিছুই জানতে পারিনি। ঐ দিন বিকালে আমি আমার কোন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজনে বের হই। আমার সঙ্গে ছিলেন মিসতাহ-এর মা। হঠাৎ তাঁর পা পিছলে যায়। তিনি বলে উঠলেন ঃ মিসতাহ্ ধ্বংস হোক।

আমি বললাম ঃ হে মা, আপনি আপনার পুত্রকে ভর্ৎসনা করছেন? তিনি চুপ রইলেন। দ্বিতীয়বার তাঁর পা পিছলে যায়। তিনি বললেন ঃ মিসতাহ-এর ধ্বংস হোক।

আমি তাঁকে বললাম ঃ হে মা, আপনি আপনার পুত্রকে ভর্ৎসনা করছেন?

তিনি চুপ করে গেলেন। এরপর তৃতীয়বার তাঁর পা জড়িয়ে যায়। তিনি বললেন ঃ মিসতাহ-এর ধ্বংস হোক। আমি এইবার তাঁকে ধমক দিয়ে বললাম ঃ হে মা, আপনি আপনার পুত্রকে ভর্ৎসনা করছেন?

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তোমার জন্যই তো তাকে ভর্ৎসনা করছি।

আমি বললাম ঃ আমার কি বিষয়ে?

তিনি তখন আমার কাছে পুরা বিষয়টি খুলে বললেন। আমি বললাম, এই ধরনের কথা হয়েছে!

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম!

আমি আমার ঘরে ফিরে আসলাম। যে বিষয়ে বের হয়েছিলাম সে জন্য বেরই হই নি। কম বা বেশী কোন প্রয়োজনই টের পাচ্ছিলাম না। আমি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললাম ঃ আমাকে আমার পিতার বাড়ি পাঠিয়ে দিন। তিনি আমার সঙ্গে একটি বালককে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করলাম এবং উম্মু রুমান (আইশা (রা)-এর মা)-কে নীচে পেলাম। আর আবূ বকর (রা) উপরে (কুরআন) তিলাওয়াত করছিলেন। আমার মা আমাকে বললেন ঃ প্রিয় কন্যা, কি জন্য এসেছ?

আইশা (রা) বলেন, আমি তাকে অবহিত করলাম এবং তাঁকে ঘটনা বর্ণনা করলাম। দেখি যে খবরটি তাঁর কাছে সেভাবে আছর করেনি আমার উপর যেভাবে আছর করেছে। তিনি বললেন ঃ হে প্রিয় কন্যা, বিষয়টি তোমার জন্য একটু হালকা করে দেখ। কেননা, আল্লাহ্র কসম, মহিলা যদি সুন্দরী হয় এবং স্বামী যদি তাকে ভালবাসে আর তার যদি কতিপয় সতীন থাকে তবে খুব কমই সে হিংসা থেকে বাঁচতে পারে। তার সম্বন্ধে (কিছু কিছু কথার) রটনা হয়েই থাকে।

যা হোক, যখন দেখলাম যে, আমার কাছে খবরটির যে প্রভাব পৌঁছেছে তাঁর উপর সে প্রভাব পড়েনি, তিনি বলেন, তখন তাঁকে আমি বললাম, আমার পিতাকে তা জানান হয়েছে কি?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি বললাম ঃ আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি কান্নাকাটি করতে লাগলাম।

আবূ বকর (রা) আমার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি ঘরের উপর কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি নীচে নেমে এলেন এবং আমার মাকে বললেন ঃ এর ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ এর বিষয়ে যে রটনা

চলছে তা তার কাছে পৌঁছে গেল। আবূ বকর (রা)-এর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এল। তিনি বললেন ঃ হে প্রিয় কন্যা, তোমার উপর কসম দিয়ে বলছি অবশ্য তুমি তোমার বাড়ি ফিরে যাও।

অনন্তর আমি ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে এলেন এবং আমার সম্পর্কে তিনি আমার খাদিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, তাঁর কোন ধরনের কোন দোষ আছে বলে আমি জানি না। তবে তিনি এত সরলা যে, অনেক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর বকরী তাঁর আটার খামিরা খেয়ে ফেলে। তখন কোন সাহাবী খাদিমা মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সত্য কথা বল। এমনকি তিনি এই বিষয়ে তাকে গালাগালিও করলেন। খাদিমা মেয়েটি তখন বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র কসম, স্বর্ণকার লাল স্বর্ণের খাঁটিত্ব সম্পর্কে যতটুকু জানে আমিও এই মহিলার নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে ততটুকু জানি।

যে পুরুষটিকে জড়িয়ে এই অপবাদ দেওয়া হয়েছিল তার কাছে যখন বিষয়টি পৌঁছল তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো কখনও কোন মহিলার অন্তর্বাস খুলিনি!

আইশা (রা) বলেন, ইনি পরে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হন।

তিনি আরো বলেন, সকালে আমার পিতা-মাতা আমার কাছে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আসা পর্যন্ত তাঁরা আমার কাছেই থাকলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন এবং আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি আমার কাছে এলেন। আমার পিতা এবং মাতা আমার ডান এবং বাম পাশে আমাকে ঘিরে বসেছিলেন।

নবী ﷺ তাশাহ্‌হুদ পাঠ করলেন এবং আল্লাহ্ আ'আলার যথোপযুক্ত হামদ ও ছানা করলেন। এরপর বললেন ঃ আম্মা বাদ, হে আইশা, যদি কোন মন্দ কিছু তোমার হয়ে গিয়ে থাকে বা নিজের উপর কোন জুলুম করে থাক তবে তুমি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তওবা অবশ্যই কবুল করে থাকেন।

এই সময় একজন আনসারী মহিলাও সেখানে এসেছিলেন। তিনি দরজায় বসা ছিলেন। আমি বললাম, এই মহিলাও কোন কিছু রটনা করতে পারেন ভেবে এর সামনেও কি এই কথা বলতে আপনাদের কোন লজ্জা করছে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কিছু নসীহত করলেন আমি তখন আমার পিতার দিকে ফিরে বললাম, আপনি এর উত্তর দিন।

তিনি বললেন ঃ আমি কি বলব?

আমি আমার মায়ের দিকে ফিরে বললাম ঃ আপনি এর জওয়াব দিন।

তিনি বললেন ঃ কি বলব আমি?

এঁরা কেউই যখন কোন উত্তর দিলেন না তখন আমি তাশাহহুদ পাঠ করলাম এবং আল্লাহ্ তা'আলার যথোপযুক্ত হামদ ও ছানা করলাম। পরে বললাম ঃ শুনুন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যদি আপনাদের বলি যে, আমি তা করিনি, আর আল্লাহ্ সাক্ষী আমি আমার বক্তব্যে সত্যবাদী, কিন্তু আমার ঐ কথা আপনাদের কাছে আমার কোন উপকারে আসবে না। এই বিষয়ে আপনারা আলাপ-আলোচনা করেছেন আর আপনাদের হৃদয়ে তা গেঁথে গেছে। আর যদি বলি আমি এই কাজ করেছি, আর আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে আমি তা করিনি। কিন্তু আপনারা বলবেন যে, মেয়েটির স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার ও আপনাদের ক্ষেত্রে ইউসুফ (আ)-এর পিতার দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কোন উপমা পাচ্ছি না।

আইশা (রা) বলেন, আমি তখন ইয়াকূব (আ)-এর নাম মনে করতে খুব প্রয়াস পেলাম কিন্তু তা না পেরে ইউসুফ (আ)-এর পিতা বলেছিলাম।

যা হোক, ইয়াকূব (আ) বলেছিলেন ঃ (فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ)

পূর্ণ ধৈর্যই উত্তম। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ই একমাত্র আশ্রয়স্থল। (সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ১৮)

আইশা বলেন, এই সময়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল শুরু হল। আমরা চুপ করে রইলাম। সব শেষে তাঁর এই অবস্থা অপসৃত হল। আমি তাঁর চেহারায় আনন্দের আভাস বুঝতে পারছিলাম। তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ হে আইশা, সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ক্রটিহীনতার বিবরণ নাযিল করেছেন।

আমি আগের চেয়েও বেশি ক্ষুব্ধ ছিলাম। আমার পিতা-মাতা আমাকে বললেন ঃ উঠে তাঁর (নবী সা.-এর) কাছে যাও।

আমি বললাম ঃ না, আল্লাহ্র কসম, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না। তাঁর তা'রীফ করব না এবং আপনাদের দু'জনেরও তা'রীফ করব না। বরং আল্লাহ্ তা'আলারই হামদ ও তা'রীফ করছি, যিনি আমার ক্রটিহীনতার বিবরণ নাযিল করেছেন। আপনারা তো বিষয়টি শুনেছেন কিন্তু তার কোন প্রতিবাদ করেন নি এবং তার কোন প্রতিকার করেন নি।

আইশা (রা) বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)-কে তার দীনদারীর দরুন এই বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করেছেন। তিনি এই ক্ষেত্রে ভাল ছাড়া অন্য কিছু বলেন নি। কিন্তু তাঁর বোন হামনা এই বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং যারা হালাক হয়েছে সে ছিল তাদের মধ্যে। এই বিষয়ের রটনায় যারা ছিল তারা হল মিসতাহ, হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) আর মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই। সে-ই গুযব সংগ্রহ করত এবং তা রটাত। এই বিষয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সে-ই আর হামনা।

আইশা (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) কসম খেয়ে বসেন যে, মিসতাহের কোন উপকার আর তিনি করবেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

(اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)

আবূ বকর (রা) বললেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্র কসম, হে আমাদের রব। আমরা অবশ্যই পছন্দ করি যে, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। এরপর তিনি মিসতাহ-এর সঙ্গে যে আচরণ করতেন পুনরায় তা করা শুরু করেন।

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্ গারীব।

ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ, মা'মার (র) প্রমুখ যুহরী-উরওয়া ইবনুয যুবায়র, সাঈদ ইবনুল মুসয়্যাব, আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়ছী, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ-আইশা (রা) সূত্রে এই হাদীছটি হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র)-এর অপেক্ষা আরো দীর্ঘ এবং পূর্ণাঙ্গ রূপে বর্ণনা করেছেন।

٣١٨١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَ عُذْرِىْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلَا الْقُرْاٰنَ، فَلَمَّا نَزَلَ اَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَاَةٍ فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ الاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ .

৩১৮১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার উযর নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে দাঁড়ালেন, এই কথার উল্লেখ করলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করলেন। আয়াত নাযিল হওয়ার পর দুইজন পুরুষ, একজন মহিলাকে (অপবাদ রটনার জন্য) হদ প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন। তারপর তাদের হদ মারা হয়।

হাদীছটি হাসান-গারীব। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এই সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْفُرْقَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফুরকান

٣١٨٢- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قُلْتُ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ؟ قَالَ : اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ : قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : اَنْ تَزْنِىَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৮২. বুন্দার (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোন্‌টি?

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শরীক নির্ধারণ করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

আমি বললাম ঃ এরপর কোন্‌টি?

তিনি বললেন ঃ সন্তান হত্যা করা, এ আশংকায় যে, সে তোমার সঙ্গে খাবে।

আমি বললাম ঃ এরপর কোন্‌টি?

তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া।

এই হাদীছটি হাসান।

বুন্দার (র)... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٨٣-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ اَبُو زَيْدٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْاَحْدَبِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ؟ قَالَ : اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، وَاَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ اَجْلِ اَنْ يَاْكُلَ مَعَكَ اَوْ مِنْ طَعَامِكَ ، وَ اَنْ تَزْنِىَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ، قَالَ : وَتَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا)

قَالَ اَبُو عِيْسَى : حَدِيْثُ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ وَاصِلٍ لاَنَّهُ زَادَ فِى اِسْنَادِهِ رَجُلاً .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ.

قَالَ : وَهٰكَذَا رَوَى شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَمْرِو بْنَ شُرَحْبِيْلَ .

৩১৮৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোন্টি?

তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক নির্ধারণ করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমার খাদ্য থেকে তোমার সঙ্গে খাবে এই ভয়ে তোমার সন্তান হত্যা করা আর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করা।

এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

(وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا)

সুফাইয়ান-মানসূর ও আ'মাশ (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি শু'বা-ওয়াসিল (র)-এর রিওয়ায়তটির তুলনায় অধিক সাহীহ। কেননা সুফইয়ান (র)-এর সনদে একজনের (আমর ইবন শুরাহবীল) অতিরিক্ত উল্লেখ আছে।

মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। শু'বা (র) এটি ওয়াসিল-আবূ ওয়াইল-আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে এইরূপই রিওয়ায়ত করেছেন। এতে আমর ইবন শুরাহবীলের উল্লেখ করেন নি।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الشُّعَرَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা শুআরা

٣١٨٤- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِىُّ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِنِّى لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، سَلُوْنِى مِنْ مَالِى مَا شِئْتُمْ .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَهٰكَذَا رَوَى وَكِيْعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِىِّ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

৩১৮৪. আবুল আশআছ আহমদ ইবনুল মিকদাম আল-আজালী (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ)

আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আবদুল মুত্তালিব কন্যা সাফিয়্যা, হে মুহাম্মদ কন্যা ফাতিমা, হে বানূ আবদুল মুত্তালিব, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কিছুই অধিকার রাখি না। আমার সম্পদ থেকে তোমরা যা ইচ্ছা চাইতে পার।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ওয়াকী (র) প্রমুখ এই হাদীছটি হিশাম ইবন উরওয়া-তার পিতা উরওয়া-আইশা (রা) সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান তুফাবী-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী এটি হিশাম ইবন উরওয়া — তার পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত আছে। এতে আইশা (রা)-এর উল্লেখ নেই।

এই বিষয়ে আলী ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣١٨٥–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشًا فَخَصَّ وَعَمَّ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّى لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّى لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِى قُصَىٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّى لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا ، يَا مَعْشَرَ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّى لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّى لاَ اَمْلِكُ لَكِ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا، اِنَّ لَكِ رَحِمًا سَاَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ يُعْرَفُ مِنْ حَدِيْثِ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ .

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

৩১৮৫. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

(وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ)

আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ সকলকে একত্রিত করলেন। তারপর বললেন ঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। আমি তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোন লাভ-ক্ষতির অধিকারী নই। হে বানূ আবদ মানাফ, তোমরা তোমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। আমি তো তোমাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নই। হে বানূ কুসাই, তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। কেননা, আমি তোমাদের লাভ বা ক্ষতি করার মালিক নই। হে বানূ আবদুল মুত্তালিব, তোমরা নিজেদের জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর, কেননা আমি তোমাদের লাভ বা ক্ষতি করার মালিক নই। হে মুহাম্মদ কন্যা ফাতিমা, তুমি তোমাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর, কেননা আমি তো তোমার কোন লাভ বা ক্ষতি করার মালিক নই। তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে এর আর্দ্রতায় তা সিক্ত রাখব (এর হক আদায় করব।)

হাদীছটি হাসান সাহীহ; এই সূত্রে গারীব।

আলী ইব্ন হুজর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত মর্মে বর্ণিত আছে।

٣١٨٦–حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِى زِيَادَةَ. حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا الْاَشْعَرِىُّ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) وَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَصْبُعَيْهِ فِى اُذُنَيْهِ فَرَفَعَ مِنْ صَوْتِهِ فَقَالَ : يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ، يَا صَبَاحَاهُ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ اَبِى مُوْسَى.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَوْفٍ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيْهِ عَنْ اَبِي مُوْسَى، وَهُوَ اَصَحُّ .

৩১৮৬. আবদুল্লাহ ইব্ন আবী যিয়াদা (র)... আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

(وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ)

আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দুই আঙ্গুল দুই কানে দিলেন এবং উচ্চস্বরে ডাকলেন ঃ হে বানী আবদ মানাফ, সর্বনাশা সকাল সমুপস্থিত.....!

হাদীছটি আবূ মুসা (আশআরী)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে গারীব।

কোন কোন রাবী এটি আওফ... কাসামা ইব্ন যুহায়র (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এটি অধিকতর সাহীহ। এতে তারা আবূ মূসা (রা)-এর উল্লেখ করেন নি।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةُ النَّمْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা নামল

٣١٨٧- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ وَعَصَا مُوْسَى فَتَجْلُوْ وَجْهِ الْمُؤْمِنِ وَتَخْتِمُ اَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ، حَتّٰى اِنَّ اَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُوْنَ فَيَقُوْلُ هَاهَا يَا مُؤْمِنُ وَيُقَالُ هَاهَا يَا كَافِرُ وَيَقُوْلُ هٰذَا يَا كَافِرُ وَهٰذَا يَا مُؤْمِنُ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ فِى دَابَّةِ الْاَرْضِ.

وَفِيْهِ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدٍ.

৩১৮৭. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দাব্‌বার আবির্ভাব হবে আর তার সাথে থাকবে সুলায়মান (আ)-এর আংটি এবং মূসা (আ)-এর লাঠি। অনন্তর সে মু'মিনের চেহারাকে উজ্জ্বল করে দিবে এবং আংটি দিয়ে কাফিরের নাকে মোহর অংকিত করে দিবে। এমনকি এক খাদ্যের খাঞ্চায় যখন তারা একত্রিত হবে তখন একজন বলতে পারবে যে, এ মু'মিন আর সে কাফির।

হাদীছটি হাসান।

"দাব্‌বাতুল আরদ" সম্পর্কে এই হাদীছটি আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অন্যরূপও বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আবূ উমামা এবং হুযায়ফা ইব্‌ন উসায়দ (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةُ الْقَصَصِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা কাসাস

٣١٨٨- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ . حَدَّثَنِى اَبُوْ حَزِمٍ الْاَشْجَعِىُّ، هُوَ كُوْفِىٌّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْاَشْجَعِيَّةِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمِّهِ : قُلْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُلَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ : لَوْلَا اَنْ تُعَيِّرَنِى قُرَيْشٌ اَنَّ مَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ الْجَزَعُ لَاَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (اِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ)

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ.

৩১৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাচা (আবু তালিব)-কে বলেছিলেন, আপনি বলুন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আমি কিয়ামতের দিন আপনার পক্ষে সাক্ষী দিব।

তিনি বললেন ঃ কুরায়শরা যদি আমাকে এই লজ্জা না দিত যে, অধৈর্য ও ভয়ই তাকে তা করতে উৎসাহিত করেছে তবে আমি (ঈমান এনে) তোমার চক্ষু শীতল করতাম।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন নাযিল করেন ঃ

(اِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ)

হাদীছটি হাসান-গারীব। ইয়াযীদ ইব্ন কায়সান (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْعَنْكَبُوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আনকাবূত

٣١٨٩- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ قَالَ : اُنْزِلَتْ فِىَّ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ فَذَكَرَ قِصَّةً، فَقَالَتْ اُمُّ سَعْدٍ : اَلَيْسَ قَدْ اَمَرَ اللّٰهُ بِالْبِرِّ، وَاللّٰهِ لاَ اَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ اَشْرَبُ شَرَابًا حَتّٰى اَمُوْتَ اَوْ تَكْفُرَ، قَالَ : فَكَانُوْا اِذَا اَرَادُوْا اَنْ يُطْعِمُوْهَا شَجَرُوْا فَاهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا) الْاٰيَةَ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩১৮৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিষয়ে চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি সেই ঘটনার বিবরণ দিলেন। সা'দ (ঈমান গ্রহণ করলে) সা'দের মা তাঁকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ কি মার সঙ্গে সদাচারণের নির্দেশ দেননি? আল্লাহ্র কসম, আমি কোন খাদ্য গ্রহণ করব না এবং পানিও পান করব না, যতক্ষণ আমি মারা না যাই অথবা তুমি মুহাম্মাদ ﷺ -কে অস্বীকার না কর।

রাবী বলেন, লোকেরা তাকে যখন খাওয়াতে ইচ্ছা করত তখন তার মুখ কাফি দিয়ে ফাঁক করত।

এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় ঃ

(وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا)

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মা-বাপের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; তবে এরা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার প্রতি এমন কিছু শরীক করতে...। (আয়াত নং ৮)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٩٠-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا اَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُكَيْرِ السَّهْمِيُّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اَبِى صَغِيْرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِىْءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (وَتَأْتُوْنَ فِى نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ) قَالَ : كَانُوْا يَخْذِفُوْنَ اَهْلَ الاَرْضِ وَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ حَاتِمِ بْنِ اَبِى صَغِيْرَةَ عَنْ سِمَاكٍ.

৩১৯০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... উম্মুহানী (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

(وَتَأْتُوْنَ فِى نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ) আয়াতটি সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন ঃ তারা লোকদের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করত এবং তাদের উপহাস করত।

হাদীছটি হাসান।

হাতিম ইবন আবূ সাগীরা সূত্রে-সিমাক (র) থেকে বর্ণিত হাদীছটি আমরা জানতে পেরেছি।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الرُّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা রূম

٣١٩١-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الاَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ عَلَى فَارِسَ فَاَعْجَبَ ذٰلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَنَزَلَتْ (الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ) اِلَى قَوْلِهِ : (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ) قَالَ فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِظُهُوْرِ الرُّوْمِ عَلَى فَارِسَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، كَذَا قَرَأَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ (غَلَبَتِ الرُّوْمُ).

৩১৯১. নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র)... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের সময় যখন রোম পারস্যের উপর জয়লাভ করে তখন তা মু'মিনদের খুব আনন্দিত করে। এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় ঃ (الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ)

অর্থাৎ পারস্যের উপর রোমের বিজয় মু'মিনদের আনন্দিত করে।

হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

নাসর ইবন আলী (র) (غَلَبَتِ الرُّوْمُ). পাঠ করেছেন।

٣١٩٢-حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى عُمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : (الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِى اَدْنَى الاَرْضِ) قَالَ : غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ، كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَظْهَرَ اَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّوْمِ لاَنَّهُمْ وَاِيَّاهُمْ اَهْلُ اَوْثَانٍ،

وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَظْهَرَ الرُّوْمُ عَلَى فَارِسَ لِاَنَّهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ، فَذَكَرُوْهُ لِاَبِى بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ اَبُو بَكْرٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَمَا اِنَّهُمْ سَيَغْلِبُوْنَ ، فَذَكَرَهُ اَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا : اُجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ اَجَلاً، فَاِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا، وَاِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ اَجَلَ خَمْسِ سِنِيْنَ فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اَلاَ جَعَلْتَهُ اِلَى دُوْنَ قَالَ: اَرَاهُ الْعَشْرِ، قَالَ اَبُو سَعِيْدٍ : وَالْبِضْعُ مَا دُوْنَ الْعَشْرِ، قَالَ : ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ بَعْدُ. قَالَ : فَـذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ) اِلَى قَوْلِهِ (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ) قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ اَنَّهُمْ ظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى عَمْرَةَ .

৩১৯২. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে (الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِى اَدْنَى الْاَرْضِ) প্রসঙ্গে বলেছেন غُلِبَتْ এবং غَلَبَتْ উভয় পাঠই রয়েছে। তিনি বলেন, মুশরিকরা রোমকদের উপর পারসিকদের বিজয় পছন্দ করতো। কেননা ওরা এবং এরা ছিল মূর্তি পূজারী। আর মুসলিমরা ভালবাসত পারস্যের উপর রোমের বিজয়। কেননা রোমকরা ছিল কিতাবী সম্প্রদায়। তারা আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে এই কথা আলোচনা করে। এরপর আবূ বকর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করেন। তখন তিনি বললেন ঃ শুনে রাখ, রোমবাসী অবশ্যই অচিরেই জয়লাভ করবে।

আবূ বকর (রা) তখন তাদের এই কথা বলেন, তারা বলল, আমাদের এবং তোমার মাঝে এর একটা মেয়াদ নির্ধারণ কর। আমরা যদি জয়ী হই তবে আমাদের হবে অমুক অমুক জিনিস আর তোমরা জয়ী হলে তোমাদের হবে অমুক অমুক জিনিস। তিনি পাঁচ বছরের মেয়াদ নির্ধারণ করেন। কিন্তু এই সময়ে তাদের বিজয় হয়নি। নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টি আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ তুমি কেন এর চাইতে বেশী মেয়াদ নির্ধারণ করলে না?

সাঈদ (র) বলেন, (الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ) হল দশ বছর থেকে কম। পরবর্তীতে রোমকরা বিজয় লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে হল আল্লাহ্‌র এই বাণী ঃ (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ)

সুফইয়ান (র) বলেন, আমি শুনেছি যে, বদর যুদ্ধের দিন রোমকরা পারস্যের উপর বিজয় লাভ করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

সুফইয়ান ছাওরী-হাবীব ইবন আবূ আমরা সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবেই এটিকে আমরা জানি।

٣١٩٣- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا اَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُمَحِىُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ قَالَ لِاَبِى بَكْرٍ فِى مُنَاحَبَةِ الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ اَلاَاحْــتَطْتَ يَا اَبَا بَكْرٍ، فَاِنَّ الْبِضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ اِلَى التِّسْعِ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩১৯৩. আবূ মূসা মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে .... -এর বাজি সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ হে আবূ বকর, মেয়াদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করলে না? কেননা .... তো তিন থেকে নয় বছর পর্যন্ত সময়।

যুহরী-উবায়দুল্লাহ্-ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

٣١٩٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِى اُوَيْسٍ. حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نِيَارِ بْنِ مُكْرَمٍ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِى اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِى بِضْعِ سِنِيْنَ) فَكَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ قَاهِرِيْنَ لِلرُّوْمِ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يُحِبُّوْنَ ظُهُوْرَ الرُّوْمِ عَلَيْهِمْ لِاَنَّهُمْ وَاِيَّاهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ، وَفِى ذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى (يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ) فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُحِبُّ ظُهُوْرَ فَارِسٍ لِاَنَّهُمْ وَاِيَّاهُمْ لَيْسُوْا بِاَهْلِ كِتَابٍ وَلاَ اِيْمَانَ بِبَعْثٍ، فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى هٰذِهِ الْاٰيَةَ خَرَجَ اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَصِيْحُ فِى نَوَاحِى مَكَّةَ (الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِى اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِى بِضْعِ سِنِيْنَ)، قَالَ : نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِاَبِى بَكْرٍ فَذٰلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، زَعَمَ صَاحِبُكُمْ اَنَّ الرُّوْمَ سَتَغْلِبُ فَارِسًا فِى بِضْعِ سِنِيْنَ، اَفَلاَ نُرَاهِنُكَ عَلَى ذٰلِكَ؟ قَالَ بَلَى وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الرِّهَانِ، فَارْتَهَنَ اَبُو بَكْرٍ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَتَوَاضَعُوا الرِّهَانَ، وَقَالُوْا لِاَبِى بَكْرٍ : كَمْ تَجْعَلُ؟ الْبِضْعُ ثَلاَثُ سِنِيْنَ اِلَى تِسْعِ سِنِيْنَ، فَسَمِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا تَنْتَهِى اِلَيْهِ، قَالَ : فَسَمُّوْا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنِيْنَ، قَالَ : فَمَضَتِ السِّتُّ سِنِيْنَ قَبْلَ اَنْ يَظْهَرُوا فَاَخَذَ الْمُشْرِكُوْنَ رَهْنَ اَبِى بَكْرٍ، فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ عَلَى فَارِسَ، فَعَابَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى اَبِى بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِّ سِنِيْنَ، لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ فِى بِضْعِ سِنِيْنَ، قَالَ : وَاَسْلَمَ عِنْدَ ذٰلِكَ نَاسٌ كَثِيْرٌ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ نِيَارِ بْنِ مُكْرَمٍ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الزِّنَادِ.

৩১৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)... নিয়ার ইবন মুকাররাম আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِى اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِى بِضْعِ سِنِيْنَ)

আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সময় পারসিকরা রোমকদের উপর বিজয়ী ছিল আর মুসলিমরা তাদের উপর রোমকদের বিজয় ভালবাসতেন। কেননা মুসলিমরা আর এরা উভয়েই ছিলেন আহলে কিতাব। এই প্রসঙ্গে ছিল আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী ঃ (يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ)

আর কুরায়শরা ভালবাসত পারসিকদের বিজয়। কেননা এরা উভয়ই আহলে কিতাব ছিল না এবং (মৃত্যুর পর) উত্থানে বিশ্বাসী ছিল না।

যা হোক, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করার পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মক্কার গলিতে গলিতে বের হয়ে পড়েছিলেন এবং চিৎকার করে পাঠ করছিলেন ঃ

(الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِى اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِى بِضْعِ سِنِيْنَ)

কুরায়শদের কতক লোক তখন আবূ বকর (রা)-কে বলল, এ হল আমাদের এবং তোমাদের একটি বিষয়। তোমার নবী তো বলে থাকে যে, কয়েক বছরের মধ্যেই রোম পারস্যের উপর বিজয়ী হবে। আমরা এই বিষয়ে কি একটা বাজি ধরতে পারি না?

আবূ বকর (রা) বললেন ঃ অবশ্যই।

তখনও ইসলামে বাজি নিষিদ্ধ হয়নি! আবূ বকর (রা) ও মুশরিকগণ পরস্পর বাজি ধরলেন। কুরায়শরা আবূ বকর (রা)-কে বলল, মেয়াদ কতদিন নির্ধারণ করবে? বিদ্‌আ بضع سنين শব্দটি তিন থেকে নয় বছর বুঝায় সুতরাং আমাদের এবং তোমার ক্ষেত্রে মাঝামাঝি একটি সময় নির্ধারণ করে নাও, যে সময়ে গিয়ে মেয়াদ শেষ হবে।

অনন্তর তারা ছয় বছর সময় নির্ধারণ করেন। কিন্তু ছয় বছর অতিবাহিত হয়ে গেল এ দিকে রোমকদের বিজয় ঘটল না। মুশরিকরা আবূ বকর (রা)-এর স্থিরীকৃত বাজির বস্তুটি নিয়ে নিল। সপ্তম বছরে রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করে। তখন মুসলিমরা ছয় বছর সময় নির্ধারণের কারণে আবূ বকর (রা)-কে দোষারোপ করেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তো এই বিষয়ে ..... (তিন থেকে নয় বছর সময়) বলেছিলেন।

নিয়ার ইবন মুকাররাম (রা) বলেন, এই সময় বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। আবদুর রহমান ইবন আবূ যিনাদ (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ لُقْمَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা লুকমান

٣١٩٥- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ ، وَلاَ خَيْرَ فِى تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِى مِثْلِ ذٰلِكَ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، اِنَّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ، وَالْقَاسِمُ ثِقَةٌ، وَعَلِىُّ بْنُ يَزِيْدَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُوْلُ : اَلْقَاسِمُ ثِقَةٌ وَعَلِىُّ بْنُ يَزِيْدَ يُضَعَّفُ.

৩১৯৫. কুতায়বা (র)... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা গায়িকা দাসীর ক্রয়-বিক্রয় করবে না, তাদের গানের তালীম দিবে না, এদের ব্যবসায়ে কোন মঙ্গল নেই, এদের বিনিময় মূল্য হারাম। এদের বিষয়ে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ)

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য কিনে নেয়।

হাদীছটি গারীব।

এটি কাসিম-আবূ উমামা (রা) সূত্রেই বর্ণিত। কাসিম ছিকাহ বা আস্থাযোগ্য কিন্তু আলী ইবন ইয়াযীদ হাদীছ রিওয়ায়তের ক্ষেত্রে যঈফ। মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র) এই কথা বলেছেন।

وَمِنْ سُوْرَةِ السَّجْدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা সাজদা

٣١٩٦- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى زِيَادٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوَيْسِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) نَزَلَتْ فِى انْتِظَارِ هٰذِهِ الصَّلاَةِ الَّتِى تُدْعَى الْعَتَمَةَ

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩১৯৬. আবদুল্লাহ ইবন আবূ যিয়াদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে ঃ

(تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) 'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় ....'

আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এটি আতামা (ইশা) নামক সালাতের অপেক্ষায় জেগে থাকা সম্পর্কে নাযিল হয়। হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣١٩٧-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : "اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَاَتْ، وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ).

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩১৯৭. ইব্ন আবূ উমর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি যা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করেনি, কোন কান শ্রবণ করেনি, কোন মানুষের মনে এর কল্পনাও আসেনি।

আল্লাহ্র কিতাবে এই বিষয়টির সমর্থন বিদ্যমান ঃ

(فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣١٩٨-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ اَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِىُّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَاَلَ رَبَّهُ فَقَالَ : اَىْ رَبِّ اَىُّ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَدْنٰى مَنْزِلَةً؟ قَالَ : رَجُلٌ يَاْتِى بَعْدَ مَا يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُوْلُ : كَيْفَ اَدْخُلُ وَقَدْ نَزَلُوْا مَنَازِلَهُمْ وَاَخَذُوا اَخَذَاتِهِمْ. قَالَ : فَيُقَالُ لَهُ اَتَرْضَى اَنْ يَكُوْنَ لَكَ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ اَىْ رَبِّ قَدْ رَضِيْتُ، فَيُقَالُ لَهُ : فَاِنَّ لَكَ هٰذَا وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ، فَيَقُوْلُ : رَضِيْتُ اَىْ رَبِّ، فَيُقَالُ لَهُ :فَاِنَّ لَكَ هٰذَا وَعَشْرَةَ اَمْثَالِهِ ، فَيَقُوْلُ : رَضِيْتُ اَىْ رَبِّ ، فَيُقَالُ لَهُ : فَاِنَّ لَكَ مَعَ هٰذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الشَّعْبِىُّ عَنِ الْمُغِيْرَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَالْمَرْفُوْعُ اَصَحُّ .

৩১৯৮. ইবন আবী উমর (র)... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-কে মিম্বরের উপর নবী ﷺ-এর প্রতি সম্পর্কিত করে বলতে শুনেছি যে, একবার মূসা (আ) তাঁর রবকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আমার রব, সবচাইতে নিম্ন দরজার জান্নাতী কে?

তিনি বললেন ঃ জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের পর সবার শেষে এক লোক আসবে। তাকে বলা হবে, প্রবেশ কর।

সে বলবে ঃ কেমন করে আমি প্রবেশ করব, সবাই তো তাদের নিজ নিজ মনযিলসমূহে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে এবং তাদের যা অধিকার করার তা অধিকার করে নিয়েছে।

তখন তাকে বলা হবে। দুনিয়ার সম্রাটদের মধ্যে এক সম্রাটের যা ছিল সেই পরিমাণ (অর্থবৈভব) তোমার হলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে?

সে বলবে ঃ অবশ্যই হে আমার রব, আমি তো সন্তুষ্ট।

তাকে বলা হবে ঃ তোমাকে তা দেওয়া হল এবং দেওয়া হল এর অনুরূপ, এর অনুরূপ এর অনুরূপ আরো।

সে বলবে ঃ আমি তো সন্তুষ্ট, হে আমার রব।

তাকে বলা হবে তোমাকে তা দেওয়া হল এবং অনুরূপ আরো দশগুণ দেওয়া হল।

সে বলবে ঃ হে আমার রব, আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।

তাকে বলা হবে ঃ তোমাকে সে সঙ্গে সেই সব কিছু দেওয়া হল যা তোমার মন চায় এবং তোমার চোখ আস্বাদ পায় (আনন্দিত হয়)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

কোন কোন রাবী এই হাদীছটি শা'বী... মুগীরা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মারফূ' করেন নি, তবে মারফূ' রিওয়ায়তটিই অধিক সাহীহ।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আহযাব

٣١٩٩- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. اَخْبَرَنَا صَاعِدٌ الْحَرَّانِىُّ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. اَخْبَرَنَا قَابُوْسُ بْنُ اَبِى ظَبْيَانَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ اَرَاَيْتَ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ) مَا عَنَى بِذٰلِكَ ؟ قَالَ : قَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يُصَلِّى فَخَطَرَخَطْرَةً فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ مَعَهُ : اَلَا تَرَى اِنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ قَلْبًا مَعَكُمْ وَقَلْبًا مَعَهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ).

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنِى اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ نَحْوَهُ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩১৯৯. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)... কাবূস ইব্ন আবূ যাবইয়ান তার পিতা আবূ যাবইয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম ঃ

(مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ) আয়াতটি আপনি লক্ষ্য করেছেন? এর মর্ম কি?

তিনি বললেন ঃ একদিন নবী ﷺ সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। সালাতে তাঁর একবার দ্বিধার উদ্রেক হয়। তখন তাঁর সঙ্গে সালাতরত মুনাফিকরা বলল, তোমরা দেখেছ? তাঁর তো হৃদয় দু'টি। একটি হল তোমাদের সাথে আর একটি হল ওদের সাথে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ).

আল্লাহ্ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি।

আবদ ইবন হুমায়দ (র) যুহায়র (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাদীছটি হাসান।

٣٢٠٠-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ عَمِّى اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ سُمِّيْتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَبُرَ عَلَىَّ، فَقَالَ : اَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غِبْتُ عَنْهُ اَمَا وَاللهِ لَئِنْ اَرَانِى اللهُ مَشْهَدًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْمَا بَعْدُ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا اَصْنَعُ. قَالَ فَهَابَ اَنْ يَقُوْلَ غَيْرَهَا ، فَشَهِدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا اَبَا عَمْرٍو اَيْنَ؟ قَالَ وَاهًا لِرِيْحِ الْجَنَّةِ اَجِدُهَا دُوْنَ اُحُدٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوُجِدَ فِى جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُوْنَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ فَقَالَتْ عَمَّتِى الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ اَخِى اِلاَّ بِبَنَانِهِ . وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً).

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩২০০. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবন নাযর (রা)-এর নামেই আমার নাম আনাস রাখা হয়েছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বদরে হাযির থাকতে পারেন নি। এটা তাঁর কাছে খুবই গুরুতর বলে মনে হল। তিনি বললেন ঃ প্রথম যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাযির হলেন তা থেকে আমি অনুপস্থিত থাকলাম, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি যদি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার তওফীক দেন তবে আমি কি করব, তা অবশ্যই আল্লাহকে প্রদর্শন করব। তিনি এর বেশী অন্য কিছু বলতে ভয় পেলেন। পরবর্তী বছর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে শরীক হন। সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা) তাঁর সামনা-সামনি সাক্ষাত হলে সা'দ (রা) বললেন ঃ হে আবূ আমর, কোথায় যাচ্ছেন?

তিনি বললেন ঃ বাহ, উহুদের পাশ থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি।

এরপর তিনি লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন তাঁর শরীরে আশিরও অধিক তরবারী, বর্শা ও তীরের আঘাত পাওয়া যায়। আমার ফুফু রুবায়' বিনত নাযর বলেন, আমার ভাইকে কেবল আঙ্গুলের মাথাগুলো দ্বারাই চিনতে পেরেছিলাম।

এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

(رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً).

(মু'মিনদের মধ্যে) কতক আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٠١-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ، اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ : غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللّٰهُ اَشْهَدَنِى قِتَالاً لِلْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ كَيْفَ اَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هٰؤُلَاءِ، يَعْنِى الْمُشْرِكِيْنَ وَاعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ يَعْنِى اَصْحَابَهُ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَعْدٍ فَقَالَ : يَا اَخِى مَا فَعَلْتَ اَنَا مَعَكَ فَلَمْ اِسْتَطِعْ اَنْ اَصْنَعَ مَا صَنَعَ فَوُجِدَ فِيْهِ بِضْعٌ وَ ثَمَانُوْنَ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ ، فَكُنَّا نَقُوْلُ فِيْهِ وَفِى اَصْحَابِهِ نَزَلَتْ (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ).

قَالَ يَزِيْدُ يَعْنِى هٰذِهِ الْاٰيَةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَاسْمُ عَمِّهِ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ.

৩২০১. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন তাঁর চাচা বদর যুদ্ধে উপস্থিত হতে পারেন নি। তাই তিনি বলেছিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম যে যুদ্ধ করলেন তা থেকেই আমি অনুপস্থিত রইলাম। আল্লাহ্ তা'আলা যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে হাযির হওয়ার সুযোগ দেন তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দেখবেন, আমি কি করি।

উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করেছে, তা থেকে আমি তোমার কাছে আমার সম্পর্কহীনতা এবং এতদবিষয়ে অসন্তুষ্টি ঘোষণা করছি আর এরা অর্থাৎ সাহাবীরা যা করেছে সে বিষয়ে তোমার কাছে ওযরখাহী করছি। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলে সা'দ (রা)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তখন সা'দ তাঁকে বললেন ঃ হে আমার ভাই, আপনার সঙ্গে থেকে আমি আর কতটুকু করতে পারি!

সা'দ আরো বলেন, তিনি যা করেছেন আমি তা করতে পারিনি।

তাঁর শরীরে তলওয়ার বর্শা ও তীরের আঘাত মিলিয়ে আশিরও অধিক যখম তিনি পান।

আনাস (রা) বলেন, আমরা বলতাম, তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কেই এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ঃ

(فَمِنهُم مَن قَضَى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ).

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আনাস (রা)-এর চাচার নাম আনাস ইব্ন নাযর (রা)।

٣٢٠٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : اَلَا اُبَشِّرُكَ ؟ قُلْتُ : بَلَى، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَاِنَّمَا رُوِىَ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ .

৩২০২. আবদুল কদ্দুস ইব্‌ন মুহাম্মদ কাততান বাসরী (র)... মূসা ইব্‌ন তালহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে একটা সুসংবাদ দিব?

আমি বললাম ঃ অবশ্যই।

তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ এর মাঝে তালহাও একজন।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া মুআবিয়া (রা) বর্ণিত রিওয়ায়ত হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা ডনই। মূসা ইবন তালহা — তার পিতা তালহা (র) সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

٣٢٠٣–حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ مُوْسَى وَعِيْسٰى اَبْنَى طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِمَا طَلْحَةَ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوا لِاَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ مَنْ هُوَ؟ وَكَانُوا لاَ يَجْتَرِئُوْنَ عَلَى مَسْئَلَةٍ يُوَقِّرُوْنَهُ وَيَهَابُوْنَهُ ، فَسَاَلَهُ الاَعْرَابِيُّ فَاَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَاَلَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ،ثُمَّ اِنِّى اَطْلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَىَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ، فَلَمَّا رَاٰنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ؟ قَالَ : اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ هٰذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ.

قَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ بْنِ بُكَيْرٍ.

৩২০৩. আবূ কুরায়ব (র)... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ একবার জনৈক মূর্খ মরুবাসী আরবকে عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ কোন্ জন-এই সম্পর্কে নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে বললেন। নবী ﷺ-এর প্রতি তাঁদের সম্ভ্রমপূর্ণ ভীতির কারণে তাঁরা নিজেরা এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। ঐ মরুবাসী আরব তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করলেন। পরে আবার জিজ্ঞাসা করলেও তিনি তা উপেক্ষা করলেন। পুনরায় এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তখনও তা উপেক্ষা করলেন। কিছু পরে আমি মসজিদে নববীর দরজায় এসে হাযির হলাম। আমার গায়ে ছিল সবুজ পোষাক। নবী ﷺ আমাকে দেখে বললেন ঃ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ প্রসঙ্গে প্রশ্নকর্তা কোথায়?

মরুবাসী আরবী বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ (তালহা) হল عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ -এর একজন।

হাদীছটি হাসান-গারীব। ইউনুস ইবন বুকায়র (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٢٠٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا اُمِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ اَزْوَاجِهِ بَدَاَنِى فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ اِنِّى ذَاكِرٌلَكِ اَمْرًا

فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي اَبَوَيْكِ، قَالَتْ : وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَاىَ لَمْ يَكُوْنَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ : ثُمَّ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُوْلُ (يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ – حَتَّى بَلَغَ – الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا) فَقُلْتُ فِي اَىِّ هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَىَّ؟ فَاِنِّي اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَفَعَلَ اَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا اَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا .

৩২০৪. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর স্ত্রীগণকে (তাঁকে গ্রহণ করার বা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার) ইখতিয়ার প্রদান করতে নির্দেশিত হলেন তখন তিনি আমার থেকে প্রথম শুরু করেন। তিনি বললেন ঃ হে আইশা, তোমাকে আমি একটি বিষয়ের কথা বলতে যাচ্ছি, তুমি তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে এই বিষয়ে কোন তাড়াহুড়া করবে না।

আইশা (রা) বলেন, তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা তাঁকে পরিত্যাগ করতে আমাকে পরামর্শ দিবেন না। যা হোক এরপর তিনি (নবীজী) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন ঃ

(يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ – حَتَّى بَلَغَ – اللْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا)

হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও .... মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

আমি বললাম ঃ কি বিষয়ে আমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করব? আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতেরই কামনা করি।

নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ সকলেই এরূপ করলেন, যেমন আমি করেছি। (অর্থাৎ সেরূপ জবাব দিলেন)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

যুহরী (র)-উরওয়া... আইশা (রা) সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

٣٢٠٥–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِي سَلَمَةَ رَبِيْبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا) فِي بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي فَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا. قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ : وَاَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ، قَالَ : اَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَاَنْتِ عَلَى خَيْرٍ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ.

৩২০৫. কুতায়বা (র)... উমর ইব্‌ন আবী সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে অবস্থান কালে নবী ﷺ -এর কাছে এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

(اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا)

তখন তিনি ফাতিমা এবং হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং একটি চাদরে তাদের আবৃত করলেন। আলী (রা) ছিলেন তাঁর পিঠের পেছনে তাঁকে চাদরটি দিয়ে তিনি ঢেকে ফেললেন। এরপর বললেন ঃ হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বায়ত, পরিবার-পরিজন। তাদের থেকে আপনি অপবিত্রতা বিদূরিত করে দিন এবং তাদের পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করে দিন।

উম্মু সালামা (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আমিও এঁদের সঙ্গে আছি?

তিনি বললেন ঃ তুমি তো তোমার স্থানে আছই। তুমি তো কল্যাণের মাঝেই রয়েছো।

আতা-উমার ইবন আবী সালামা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এই হাদীছটি গারীব।

٣٢٠٦–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ اَشْهُرٍ اِذَا خَرَجَ اِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ يَقُوْلُ : اَلصَّلاَةَ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ (اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا).

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى الْحَمْرَاءِ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَاُمِّ سَلَمَةَ.

৩২০৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ছয় মাস পর্যন্ত ফজরের সালাতে গমনের সময় ফাতিমা (রা)-এর ঘরের দরজার পাশ দিয়ে যেতেন। বলতেন, হে আহলে বায়ত, সালাত! আল্লাহ্ তো চান তোমাদের নবী পরিবার থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করতে আর তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করতে।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব। হাম্মাদ ইবন সালামা (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবেই এটিকে আমরা জানি।

এই বিষয়ে আবুল হামরা মা'কিল ইবন ইয়াসার ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣٢٠٧–حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ. اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَوْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الْوَحْىِ لَكَتَمَ هٰذِهِ الْآيَةَ (وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) بِالْعِتْقِ فَاَعْتَقْتَهُ (اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ – اِلَى قَوْلِهِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً) وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا

قَالُوا : تَزَوَّجَ حَلِيْلَةَ ابْنِهِ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ) وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبَنَّاهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ فَلَبِثَ حَتّٰى صَارَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (اُدْعُوْهُمْ لاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ) فُلاَنٌ مَوْلٰى فُلاَنٍ، وَفُلاَنٌ اَخُوْ فُلاَنٍ (هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ) يَعْنِى اَعْدَلُ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ قَدْ رُوِىَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الْوَحْىِ لَكَتَمَ هٰذِهِ الاٰيَةَ (وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) الاٰية، هٰذَا الْحَرْفُ لَمْ يُرْوَ بِطُوْلِهِ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَاضِحٍ الْكُوْفِىُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ.

৩২০৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদি ওহী থেকে কিছু গোপন করতেন তবে এই আয়াতটি গোপন করতেন। (আর এটিই যখন গোপন করেননি তখন কিছু আর গোপন করেননি।) আয়াতটি হল ঃ (وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর পালক পুত্রের (যায়দ) স্ত্রীকে (যায়নাব) বিবাহ করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে নাযিল করেছিলেন ঃ

(اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ - اِلٰى قَوْلِهِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً)

যায়দ যখন শিশু তখন থেকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর কাছেই থাকতে লাগলেন এবং বড় হলেন। তাকে মুহাম্মাদ পুত্র যায়দ বলে ডাকা হত। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ)

এই হাদীছটি দাউদ ইবন আবূ হিন্দ-শা'বী-মাসরূক-আইশা (রা) সূত্রেও বর্ণিত আছে। আইশা (রা) বলেন, নবী ﷺ যদি ওহীর কিছু গোপন করতেন তবে এই আয়াতটি গোপন করতেন ঃ

(اُدْعُوْهُمْ لاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ)

এর এতটুকুই বর্ণিত আছে। এর বেশী দীর্ঘ নয়।

٣٢٠٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الْوَحْىِ لَكَتَمَ هٰذِهِ الاٰيَةَ (وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ

وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) الْآيَةُ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২০৮. আবদুল্লাহ ইবন ওয়াযাহ কূফী (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যদি ওহীর কিছু গোপন করতেন তবে এই আয়াতটি গোপন করতেন ঃ (وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِى اَنْعَمَ اللّٰهُ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ)

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٠٩–حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُوْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ اِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتّٰى نَزَلَ الْقُرْاٰنُ : (اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩২০৯. কুতায়বা (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে ঃ (اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ). আয়াতটি নাযিল হওয়া পর্যন্ত আমরা যায়দ ইব্‌ন হারিছাকে যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মাদ বলে ডাকতাম।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢١٠–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ بَصْرِىٌّ. حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ فِى قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ) قَالَ : مَا كَانَ لِيَعِيْشَ لَهُ فِيْكُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ.

৩২১০. হাসান ইব্‌ন কাযাআ বাসরী (র)... আমির আশশা'বী (র) থেকে

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ) মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন।

প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ এর মর্ম হল তোমাদের মাঝে তাঁর কোন ছেলে সন্তান জীবিত থাকবে না।

٣٢١١–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اُمِّ عِمَارَةَ الْاَنْصَارِيَةِ اَنَّهَا اَتَتَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : مَا اَرَى كُلَّ شَىْءٍ اِلاَّ لِلرِّجَالِ وَمَا اَرَى النِّسَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَىْءٍ؟ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : (اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) الْاٰيَةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَاِنَّمَا يُعْرَفُ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩২১১. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... উম্মু উমারা আল আনসারিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন ঃ সবই তো দেখছি পুরুষদের জন্য মেয়েদের জন্য কিছুর উল্লেখ হতে দেখতে পাচ্ছি না। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)

হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্রেই আমরা এটি সম্পর্কে জানি।

٣٢١٢–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) قَالَ : فَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ : زَوَّجَكُنَّ اَهْلُكُنَّ وَزَوَّجَنِى اللّٰهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوَاتٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩২১২. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে ঃ (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) আয়াতটি যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)-এর সম্পর্কে নাযিল হয় তিনি নবী ﷺ-এর অন্যান্য সহধর্মিনীগণের উপর গৌরব করে বলতেন ঃ তোমাদের বিবাহ তো তোমাদের আত্মীয়-স্বজনরা দিয়েছে আর আমার বিবাহ সাত আসমানের উপর আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢١٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ) فِى شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُوْ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا فَاسْتَأْمَرَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : (اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

৩২১৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... উম্মু হানী বিনত আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আমি তাঁর কাছে এ বিষয়ে মাযূরী পেশ করলে তিনি আমার ওযর কবুল করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

(وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ)

আমি তাঁর জন্য হালাল নই। কারণ আমি হিজরত করিনি। আমি ছিলাম তুলাকা (মক্কা বিজয়ের সময় যাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের)-এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। সুদ্দী (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٢١٣–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِى طَالِبٍ قَالَتْ : خَطَبَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاعْتَذَرْتُ اِلَيْهِ فَعَذَرَنِى، ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى (اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِى اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ

خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) الآيَةَ ، قَالَتْ : فَلَمْ اَكُنْ اَحِلُّ لَهُ لاَنِّي لَمْ اُهَاجِرْ، كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَ اَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ السُّدِّيِّ .

৩২১৪. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)-এর বিষয়ে ঃ

(اِنَّا اَحْلَلْنَاكَ اَزْوَاجَكَ اللاَّتِي اَتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ)

আয়াতটি নাযিল হয় (যায়নাব (রা)-এর স্বামী) যায়দ তার প্রতি অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তাকে তালাক দিতে মনস্থ করেন। এই বিষয়ে তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢١٥-حَدَّثَنَا عَبْدُ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نُهِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَصْنَافِ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ : (لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ) فَاَحَلَّ اللّٰهُ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِيْنٍ غَيْرَ الاِسْلاَمِ ، ثُمَّ قَالَ : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ)، وَقَالَ : (يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَالَكَ اَزْوَاجَكَ اللاَّتِي اَتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ) - اِلَى قَوْلِهِ - خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ) وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذٰلِكَ مِنْ اَصْنَافِ النِّسَاءِ.

قَالَ اَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامٍ قَالَ : سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ : قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لاَ بَأْسَ بِحَدِيْثِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ.

৩২১৫. আবদ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজির মুমিন মহিলা ছাড়া সব ধরনের মহিলার বিবাহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءِ مِنْ بَعْدُ وَلاَ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ)

এরপর আপনার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং বর্তমান স্ত্রীগণের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে বিস্মিত করে তবে আপনার অধিকারভুক্ত দাসীগণের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৫২)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা অধিকার ভুক্ত মু'মিন নারীদের বৈধ রেখেছেন। অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

(وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ)

যে কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে তার কর্ম নিষ্ফল হবে। (সূরা মাইদা ৫ ঃ ৫)

কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও বৈধ ... (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৫২) ইসলাম দীন অবলম্বনকারিণী মহিলা ছাড়া তার জন্য বাকী সব মহিলা অবৈধ হল।

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

(يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَحْلَلْنَالَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِى اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ)

হে নবী, আমি আপনার জন্য বৈধ করেছি আপনার স্ত্রীগণকে যাদের মহর আপনি প্রদান করেছেন এবং বৈধ করেছি ফায়[১] হিসাবে আল্লাহ্ আপনাকে যা দান করেছেন তা থেকে যারা আপনার মালিকানাধীন হয়েছে তাদের, বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে যারা আপনার সঙ্গে হিজরত করেছে। কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে-ও বৈধ। এ বিধান বিশেষ করে আপনার জন্যই। অন্য মু'মিনদের জন্য নয়। (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৫০)

আরো ইরশাদ করেন ঃ اِلٰى قَوْلِهِ - خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

সুতরাং এ ছাড়া অন্য সব নারীর বিবাহ তাঁর জন্য হারাম করে দেওয়া হয়।

হাদীছটি হাসান। আবদুল হামীদ ইব্ন বাহরামের রিওয়ায়ত হিসাবেই এটিকে আমরা চিনি।

আহমাদ ইব্ন হাসান (র)-কে আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর বরাতে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ শাহর ইব্ন হাওশাব (র) থেকে আবদুল হামীদ ইব্ন বাহরামের রিওয়ায়তে কোন অসুবিধা নেই।

٣٢١٦-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩২১৬. ইব্ন আবূ উমর (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য সকল প্রকার মহিলাদের বিবাহ করা বৈধ করে দেওয়া হয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢١٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى. حَدَّثَنَا اَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَتٰى بَابَ امْرَاَةٍ عَرَّسَ بِهَا فَاِذَا عِنْدَهَا قَوْمٌ فَانْطَلَقَ فَقَضٰى حَاجَتَهُ

---

১. যে সম্পদ যুদ্ধ ব্যতীত মুসলিম বাহিনীর হাতে আসে।

وَاحْتَبَسَ فَرَجَعَ وَقَدْ خَرَجُوْا، قَالَ : فَدَخَلَ وَاَرْخَى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِتْرًا، قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِاَبِى طَلْحَةَ قَالَ : فَقَالَ لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ لَيَنْزِلَنَّ فِى هٰذَا شَئٌ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ.

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩২১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাঁর স্ত্রীর ঘরের দরজায় এলেন যার সঙ্গে তিনি বাসর করেছিলেন। সেখানে তিনি কিছু সাহাবীকে বসা দেখতে পেলেন। তিনি অন্য এক কাজে গেলেন এবং কিছু সময় বিরতির পর ফিরে এলেন। তখন সেই ঘরে কিছু লোক ছিলেন। আবার তিনি তাঁর আরেক কাজে গেলেন এবং তা সমাধা করলেন। পরে ফিরে এলেন। ততক্ষণে তারা বের হয়ে গিয়েছিলেন।

আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। আমি এই কথা আবূ তালহা (রা)-এর কাছে আলোচনা করলে তিনি বললেন ঃ তুমি যেমন বলছ বিষয়টি যদি তাই হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় এই বিষয়ে কিছু নাযিল হবে।

আনাস (রা) বলেন, তারপর হিজাবের আয়াত নাযিল হয়।

হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

٣٢١٨-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ بِاَهْلِهِ ، قَالَ : فَصَنَعَتْ اُمِّى اُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِى تَوْرٍ فَقَالَت يَا اَنَسُ اذْهَبْ بِهٰذَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْ بَعَثَتْ اِلَيْكَ بِهَا اُمِّى وَهِىَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُوْلُ : اِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيْلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ اُمِّى تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُوْلُ : اِنَّ هٰذَا مِنَّا لَكَ قَلِيْلٌ فَقَالَ ضَعْهُ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَادْعُ لِى فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيْتَ فَسَمَّى رِجَالاً ، قَالَ : فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيْتُ، قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ عَدَدُكُمْ كَمْ كَانُوا؟ قَالَ زُهَاءَ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ : وَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَنَسُ هَاتِ التَّوْرَ قَالَ : فَدَخَلُوا حَتّٰى امْتَلَاتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَلْيَاْكُلْ كُلُّ اِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيْهِ، فَاَكَلُوا حَتّٰى شَبِعُوا قَالَ : فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتّٰى اَكَلُوْا كُلُّهُمْ، قَالَ : فَقَالَ لِى يَا اَنَسُ اَرْفَعْ قَالَ : فَرَفَعْتُ فَمَا اَدْرِى حِيْنَ وَضَعْتُ كَانَ اَكْثَرَ اَمْ حِيْنَ رَفَعْتُ، قَالَ : وَجَلَسَ مِنْهُمْ طَوَائِفُ يَتَحَدَّثُوْنَ فِى بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا اِلَى الْحَائِطِ فَثَقُلُوا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ ، فَلَمَّا رَاَوْا

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْــهِ، قَالَ : فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَرْخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَاَنَا جَالِسٌ فِى الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى خَرَجَ عَلَىَّ وَاُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَ هُنَّ عَلَى النَّاسِ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

قَالَ الْجَعْدُ : قَالَ اَنَسٌ : اَنَا اَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِهٰذِهِ الْاٰيَاتِ، وَحُجِبْنَ نِسَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْجَعْدُ : هُوَ ابْنُ عُثْمَانَ، وَيُقَالُ هُوَ دِيْنَارٍ وَيُكْنٰى اَبَا عُثْمَانَ بَصْرِىٌّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ، رَوٰى عَنْهُ يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَشُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.

৩২১৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাহ করে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাসর করেন। আমার মা উম্মু সুলায়ম 'হায়স'[১] তৈয়ার করে একটি পাত্রে রাখলেন। বললেন ঃ হে আনাস, নবী ﷺ -এর কাছে এটি নিয়ে যাও। তাঁকে বলবে, আমার মা আপনার কাছে এই খাদ্য পাঠিয়েছেন এবং তিনি আপনাকে সালাম দিয়েছেন। আর তিনি বলেছেন ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে এই সামান্য কিছু!

আনাস (রা) বলেন, আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম। বললাম ঃ মা আপনাকে সালাম বলেছেন। আর বলেছেন, আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য এই সামান্য কিছু।

তিনি বললেন ঃ রাখ। পরে কয়েকজনের নাম নিয়ে বললেন ঃ যাও, অমুক অমুককে ডেকে নিয়ে আস আর যার সঙ্গে সাক্ষাত হয় তাকেও। তিনি যাদের নাম বলেছিলেন তাদেরসহ যার যার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে তাদের ডেকে নিয়ে এলাম।

রাবী বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা সংখ্যায় কতজন ছিলেন?

তিনি বললেন ঃ প্রায় তিন শ'।

আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে আনাস, পাত্রটি আন।

আমন্ত্রিতরা ভিতরে আসলেন, এমনকি সুফ্ফা এবং হুজরা ভরে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ দশজন দশজন করে গোল হয়ে বসতে এবং প্রত্যেকেই তার নিজের পার্শ্বের থেকে খাবে।

আনাস (রা) বলেন ঃ তারা সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। একেক দল বের হতেন অন্য দল এসে ঢুকতেন। এভাবে সকলেরই খাওয়া শেষ হল। আমাকে নবী ﷺ বললেন ঃ হে আনাস, পাত্রটি উঠাও। আমি পাত্রটি উঠালাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না। এটি যখন রেখেছিলাম তখন বেশী ছিল, না যখন উঠালাম তখন বেশী ছিল।

তাঁদের কিছু দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরে বসে আলাপ-সালাপ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর নববধূ দেয়ালের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে বসা ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর

---

১. খেজুর পনির ও ঘি মিশ্রিত এক প্রকার খাদ্য।

জন্য বোঝা স্বরূপ হয়ে উঠলেন। তিনি বের হয়ে পড়লেন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের কামরায় গিয়ে তাঁদের সালাম দিলেন। পরে ফিরে এলেন। তারা যখন দেখলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে এসেছেন, তখন তারা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা তাঁকে বিরক্ত করছেন। তাই তারা দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সকলেই বের হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে পর্দা টেনে ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমি হুজরায় বসা ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বের হয়ে আমার কাছে এলেন। তখন নিম্নের এই আয়াতগুলো তাঁর উপর নাযিল হয়। তিনি বাইরে বের হয়ে গেলেন এবং লোকদের সেগুলো পাঠ করে শোনালেন ঃ

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ)

হে মু'মিনগণ, তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করবে না। তবে তোমদের আহ্বান করলে প্রবেশ করবে এবং খাওয়া শেষ হলে চলে যাবে; কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। কারণ, তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয় ..... শেষ পর্যন্ত। (৩৩ ঃ ৫৩)।

জা'দ বলেছেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ লোকদের মাঝে আমি প্রথম এই আয়াতগুলো শুনি। এরপর থেকেই নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ পর্দা আবৃত করেন।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

জা'দ (র) হলেন ইবন উছমান। আর কথিত আছে যে, তাঁকে ইবন দীনারও বলা হয়। তাঁর কুনিয়াত হল আবূ উছমান। ইনি হলেন বাসরী। তিনি হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের কাছে নির্ভরযোগ্য। ইউনুস ইবন উবায়দ, শু'বা এবং হাম্মাদ ইবন যায়দ (র) তাঁর কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٢١٩–حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدٍ. حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ بَيَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَنَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِامْرَاَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَنِى فَدَعَوْتُ قَوْمًا اِلَى الطَّعَامِ فَلَمَّا اَكَلُوا وَخَرَجُوا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْطَلِقًا قِبَلَ بَيْتِ عَائِشَةَ فَرَاَى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ فَانْصَرَفَ رَاجِعًا، قَامَ الرَّجُلاَنِ فَخَرَجَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ) وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ بَيَانٍ. وَرَوَى ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ .

৩২১৯. উমর ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মুজালিদ ইব্ন সাঈদ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর বাসর উদযাপন উপলক্ষে আমাকে পাঠালেন। আমি কিছু লোককে খাবার পৌঁছালাম। খাওয়ার পর তারা বের হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে আইশা (রা)-এর ঘরের দিকে গেলেন। এরপর দেখলেন, দু'জন লোক বসে আছে। তিনি আবার ফিরে গেলেন। তখন এই দু'জন উঠে দাঁড়াল এবং বের হয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ)

হে মু'মিনগণ, তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী গৃহে প্রবেশ করবে না .... (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৫৩)।

হাদীছটিতে আরো ঘটনা আছে।

বায়ান (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব। ছাবিত (র) এই হাদীছটিকে আনাস (রা) থেকে আরো দীর্ঘ আকারে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٢٠-حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ. حَدَّثَنَا مَعْنٌ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ الْاَنْصَارِيِّ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدِ الَّذِى كَانَ اُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِي مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ قَالَ : اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ : فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْاَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : قُوْلُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَي اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عُلِّمْتُمْ.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَاَبِى حُمَيْدٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَاَبِى سَعِيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ، وَيُقَالُ حَارِثَةَ وَبُرَيْدَةَ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২২০. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র)... আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। আমরা তখন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর মজলিসে ছিলাম। এমন সময় বশীর ইব্‌ন সা'দ (রা) তাঁকে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আপনার উপর সালাত পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। কি পদ্ধতিতে আমরা সালাত পাঠ করব?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ করে রইলেন। আমাদের মনে হচ্ছিল তাঁকে যদি এই প্রশ্ন না করা হত। পরে তিনি বললেন ঃ তোমরা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَي اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

আর সালাম তো ঐরূপ যেমন তোমাদের শিখানো হয়েছে।

এই বিষয়ে আলী, আবূ হুমায়দ, কা'ব ইব্‌ন উজরা, তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ, আবূ সাঈদ, যায়দ ইব্‌ন খারিজা — ইনি ইব্‌ন হারিছা বলেও কথিত, বুরায়দা (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٢١-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيْرًا مَا يُرَي مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اِسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَاٰذَاهُ مَنْ اٰذَاهُ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ فَقَالَ : مَا يَسْتَتِرُ هٰذَا السِّتْرَ اِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ، اِمَّا بَرَصٌ وَاِمَّا اُدْرَةٌ وَاِمَّا اٰفَةٌ، وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَرَادَ اَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوْا ، وَاِنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَي حَجَرٍ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ اِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَاِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَاَخَذَ مُوْسَى عَصَاهُ فَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ : ثَوْبِى حَجَرُ ثَوْبِى حَجَرُ حَتَّى انْتَهَى اِلَي مَلَاءٍ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ فَرَاَوْهُ عُرْيَانًا اَحْسَنَ النَّاسِ خَلْقًا وَاَبْرَاَهُ مِمَّا كَانُوا يَقُوْلُوْنَ ، قَالَ : وَقَامَ الْحَجَرُ فَاَخَذَ ثَوْبَهُ وَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ، فَوَاللّٰهِ اِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ اَثَرِ عَصَاهُ ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا اَوْ خَمْسًا. فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَتَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسَى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩২২১. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ মূসা (আলাইহিস সালাম) ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীল; তিনি খুবই আবৃত অবস্থায় থাকতেন। লজ্জার কারণে তাঁর শরীরের কোন অংশ দৃষ্ট হত না। এই নিয়ে বানূ ইসরাঈলের কিছু লোক তাঁকে কষ্ট দেয়। তারা বলাবলি করে যে, শরীরের কোন দোষের কারণেই তিনি নিজেকে এত ঢেকে রাখেন। হয়ত তাঁর শ্বেতকুষ্ঠ আছে, নয়ত একশিরা বা অন্য কোন রোগ আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই অভিযোগ থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) নির্জন একস্থানে একাকী (গোসলের উদ্দেশ্যে) গেলেন। একটি পাথরের উপর তাঁর কাপড় খুলে রেখে গোসল করলেন। গোসল শেষে কাপড় নেয়ার জন্য সেদিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু পাথরটি তাঁর কাপড়-চোপড় নিয়ে দ্রুত ছুটে যেতে লাগল। মূসা (আ) তখন তাঁর লাঠি নিয়ে পাথরের পিছনে ছুটলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ হে পাথর, আমার কাপড়! হে পাথর, আমার কাপড়! অবশেষে বানূ ইসরাঈলের এক সমাবেশে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন তারা তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় লোকদের মধ্যে সুন্দরতম গঠনের এবং তারা যা বলত তা থেকে দোষমুক্ত দেখতে পেল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ পাথরটি থেমে গেল; তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং লাঠি দিয়ে পাথরকে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহ্র কসম, পাথরটিতে তাঁর লাঠির আঘাতের তিনটি বা চারটি বা পাঁচটি দাগ পড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَتَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسَى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا).

হে মু'মিনগণ, মূসাকে যারা পীড়া দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা যে রটনা করেছিল আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন। আল্লাহ্র নিকট তিনি মর্যাদাবান ছিলেন (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৬৯)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ وَ مِنْ سُوْرَةِ سَبَا

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা সাবা

٣٢٢٢- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : اَخْبَرَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكِيْمِ النَّخَعِيِّ. حَدَّثَنَا اَبُوْسَبْرَةَ النَّخَعِيُّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اُقَاتِلُ مَنْ اَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بِمَنْ اَقْبَلَ مِنْهُمْ؟ فَاَذِنَ لِي فِي قِتَالِهِمْ وَاَمَّرَنِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ سَاَلَ عَنِّي مَا فَعَلَ الْغُطَيْفِيُّ؟ فَاُخْبِرَ اَنِّي قَدْ سِرْتُ، قَالَ : فَاَرْسَلَ فِي اَثَرِي فَرَدَّنِي مِنْ اَصْحَابِهِ، فَقَالَ اُدْعُ الْقَوْمَ فَمَنْ اَسْلَمَ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَلاَ تَعْجَلْ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفَرٍ حَتّٰى اُحْدِثَ اِلَيْكَ، قَالَ : وَاُنْزِلَ فِي سَبَاءٍ مَا اُنْزِلَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا سَبَاٌ اَرْضٌ اَوْ اِمْرَاَةٌ؟ قَالَ : لَيْسَ بِاَرْضٍ وَلاَ امْرَاَةٍ ، وَلٰكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَتَشَاءَمَ مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ. فَاَمَّا الَّذِيْنَ تَشَاءَمُوا فَلَخْمٌ وَجُذَامٌ وَغَسَّانُ، وَعَامِلَةُ، وَاَمَّا الَّذِيْنَ تَيَامَنُوْا : فَالاَزْدُ، وَالاَشْعَرِيُّوْنَ ، وَحِمْيَرُ، وَمَذْحِجٌ، وَاَنْمَارٌ ، وَكِنْدَةُ. فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اَنْمَارُ؟ قَالَ : الَّذِيْنَ مِنْهُمْ خَثْعَمُ وَبَجِيْلَةُ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩২২২. আবূ কুরায়ব ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... ফারওয়া ইবন মুসায়ক মুরাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে আমি এসে বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার সম্প্রদায়ের যারা ইসলামের দিকে অগ্রসর হবে তাদের নিয়ে, যারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব কি?

তিনি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অনুমতি দিলেন এবং আমাকে এর আমীর নিযুক্ত করলেন। আমি তাঁর দরবার থেকে বের হয়ে আসলে তিনি আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে বললেন ঃ গুতায়ফী লোকটি কোথায়?

তাঁকে অবহিত করা হল যে, আমি রওয়ানা হয়ে গেছি। তিনি আমাকে ফিরিয়ে আনতে আমার পেছন পেছন লোক পাঠালেন, আমি এলাম। তিনি তখন সাহাবীদের এক দলের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমার কওমকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তাদের মাঝে যে ইসলাম গ্রহণ করবে তুমি

তার ইসলাম গ্রহণ করা মেনে নিবে। আর যে ইসলাম গ্রহণ করবে না তার সম্পর্কে আমার নতুন কোন নির্দেশ তোমার কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত তুমি সে বিষয়ে কোন তাড়াহুড়ো করবে না।

ফারওয়া (রা) বলেন ঃ সাবা সম্পর্কে যা নাযিল হওয়ার নাযিল হলে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাবা কি, একি কোন ভূ-অঞ্চলের নাম না কোন মহিলার নাম?

তিনি বললেন ঃ ভূমিও নয়, মহিলাও নয়। সেছিল এক ব্যক্তি তার ঔরসে দশজন আরব সন্তান জন্ম হয়। এদের মাঝে ছয়জন ইয়ামনে এবং চারজন শামে অধিবাস গ্রহণ করে। শামে যারা অধিবাস গ্রহণ করে তারা হল লাখ্‌ম, জুযাম, গাসসান ও আমিলা। আর যারা ইয়ামনে অধিবাস গ্রহণ করে তারা হল আয্‌দ, আশআরী, হিময়ার, কিনদা, মাযহিজ ও আনমার।

এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আনমার কারা?

তিনি বললেন ঃ যাদের থেকে খাছআম ও বাজীলা গোত্রের উদ্ভব হয়েছে তারা।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

٣٢٢٣-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا قَضَى اللّٰهُ فِى السَّمَاءِ اَمْرًا ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَاَنَّهَا سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ، فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوْا : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ، قَالَ وَالشَّيَاطِيْنُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২২৩. ইবন আবূ উমর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে যখন কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন ফিরিশ্‌তারা আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর সামনে বিনয়াবনত হয়ে তাদের পাখনাসমূহ ছড়িয়ে দেন। বাণীসমূহ যেন সাফওয়ান পাথরে জিঞ্জির পড়ার মত গুঞ্জরিত হয়। পরে তাদের হৃদয় থেকে ভয় কেটে গেলে তারা পরস্পর বলাবলি করেন, তোমাদের রব কি ইরশাদ করেছেন?

তাঁরা বলেন ঃ তিনি সত্য বলেছেন, তিনিই তো সমুন্নত এবং সুমহান।

নবী ﷺ বলেন ঃ শয়তান জিনরা তখন একজনের উপর আরেকজন উঠে (চুরি করে আলোচনা শোনার জন্য ঘাপটি মেরে) বসে থাকে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٢٤-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ اِذْ رُمِىَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ لِمِثْلِ هٰذَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا رَاَيْتُمُوْهُ؟ قَالُوا كُنَّا نَقُوْلُ : يَمُوْتُ عَظِيْمٌ اَوْ يُوْلَدُ

عَظِيْمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فَاِنَّهُ لاَ يُرْمٰى بِهٖ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهٖ وَلٰكِنْ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ اِذَا قَضٰى اَمْـــرًا سَبَّحَ لَهٗ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ اَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ التَّسْبِيْحُ اِلٰى هٰذِهِ السَّمَاءِ ثُمَّ سَأَلَ اَهْلُ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ اَهْلَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالَ فَيُخْبِرُوْنَهُمْ ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ اَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ حَتّٰى يَبْلُغَ الْخَبَرُ اَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَيَخْتَطِفُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَيَرْمُوْنَ فَيَقْذِفُوْنَهَا اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ فَمَا جَاءُوْا بِهٖ عَلٰى وَجْهِهٖ فَهُوَ حَقٌّ، وَلٰكِنَّهُمْ يُحَرِّفُوْنَ وَيَزِيْدُوْنَ .

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا :كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهٗ بِمَعْنَاهُ .

৩২২৪. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ তাঁর কয়েকজন সাহাবী নিয়ে বসা ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি নক্ষত্র ছিটকে পড়ল। এতে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ জাহিলী যুগে যখন এমন হতে দেখতে তখন তোমরা কি বলতে?

তারা বললেন ঃ আমরা বলতাম, বিরাট কোন ব্যক্তি মারা যাবেন কিংবা বিরাট কেউ জন্ম গ্রহণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কারো মৃত্যুতে কিংবা কারো জন্মগ্রহণে নক্ষত্র ছুঁড়ে মারা হয় না। বস্তুত বিষয় হল বরকতময় নাম সম্পন্ন আমাদের মহান প্রভু যখন কিছুর ফায়সালা দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশ্তাগণ তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। এরপর তাদের নিকটস্থ আসমানের ফেরেশ্তাগণ তাসবীহ পাঠ করেন। এরপর তাদের নিকটস্থ যারা তারা তাসবীহ পাঠ করেন। এই ভাবে এই আসমানে এসে তা শেষ হয় তারপর ষষ্ঠ আসমানের ফেরেশ্তাগণ সপ্তম আসমানবাসীদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনাদের রব কি বলেছেন?

তাঁরা তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। এইভাবে প্রত্যেক আসমানবাসীগণ তাদের নিকটস্থ আসমানবাসীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে এই বিষয়ে অবহিত হন। শেষে দুনিয়ার এই আসমানে এসে ঐ খবর পৌঁছে। শয়তানরা সে খবর চুরি করে শোনার তৎপরতা চালায়। তখন তাদের বিরুদ্ধে উল্কা পিণ্ড ছুঁড়ে মারা হয় তারা তা তাদের বন্ধুদের (জ্যোতিষী, যাদুকর ইত্যাদি) কাছে দ্রুত নিক্ষেপ করে। এর ঠিক ঠিক যা নিয়ে আসতে পারে তা হয় সত্য। কিন্তু এর সাথে তারা বিকৃতি ঘটায় এবং অনেক কিছু (নিজেদের থেকে) বাড়িয়ে দেয়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এই হাদীছটি যুহরী (র) থেকে আলী ইবন হুসায়ন-ইবন আব্বাস — কতিপয় আনসারী সাহাবী (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। অতঃপর উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الْمَلاَئِكَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-মালাইকা[১]

٣٢٢٥- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا اَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْزَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ ثَقِيْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كِنْدَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ : (ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) قَالَ هٰؤُلاَءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكُلُّهُمْ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩২২৫. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ

(ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) .

তারপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মাঝে তাদের যাদের আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের তো কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। ..... (সূরা ফাতির ৩৫ ঃ ৩২)

এরা সকলেই (এই উম্মতভুক্ত হওয়ার বিষয়ে) এক মর্যাদার এবং এরা সকলেই জান্নাতী।

এই হাদীছটি গারীব।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ يٰسٓ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ইয়াসীন

٣٢٢٦- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَتْ بَنُوْ سَلِمَةَ فِى نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ فَاَرَادُوا النُّقْلَةَ اِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (اِنَّا نَحْنُ نُحْيِى الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ اٰثَارَكُمْ تُكْتَبُ فَلَمْ يَنْتَقِلُوا . قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ وَاَبُو سُفْيَانَ هُوَ طَرِيْفُ السَّعْدِيُّ .

৩২২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াযীর ওয়াসিতী (র)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আনসারী গোত্র) বানূ সালিমা মদীনার এক কিনারে বসবাস করত। তারা মসজিদে নববীর কাছে চলে আসার ইচ্ছা করে। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ (اِنَّا نَحْنُ نُحْيِى الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ)

---

১. সূরা আল-ফাতির।

আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে আর তাদের পদচিহ্ন সমূহ ... (সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ১২)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন ঃ তোমাদের পদচিহ্ন সমূহও লিখা হয়। সুতরাং তোমরা স্থানান্তরিত হয়ো না।

ছাওরী (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব।

রাবী আবূ সুফইয়ান (র) হলেন তারীফ সা'দী।

٣٢٢٧–حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ : قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَتَدْرِىْ يَا اَبَا ذَرٍّ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ؟ قَالَ : قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ : فَاِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَاْذِنُ فِى السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا ، وَكَاَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا اطْلَعِى مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلَعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، قَالَ : ثُمَّ قَرَاَ (ذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَّهَا) قَالَ : وَذٰلِكَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللّٰهِ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২২৭. হান্নাদ (র)... আবূ যার্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যাস্তের সময় আমি একদিন মসজিদে প্রবেশ করলাম। নবী ﷺ সেখানে বসা ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবূ যার্র, তুমি কি জান এই সূর্য কোথায় যায়?

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন।

তিনি বললেন ঃ সে যায় এবং সিজদায় সে (পরওয়ারদিগারের) অনুমতি প্রার্থনা করে। তাকে অনুমতি প্রদান করা হয় এবং যেন বলা হয়, যেখান থেকে এসেছ সেখান থেকেই তুমি উদিত হও। অনন্তর (শেষে সে কিয়ামতের আগে) পশ্চিম থেকে উদিত হবে। (আর সে দিনই কিয়ামত হয়ে যাবে)

এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ (ذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَّهَا) আর এ হল তার নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থল।

রাবী বলেন ঃ এ হল আবদুল্লাহ (রা)-এর কিরাআত বা পাঠ।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ وَ مِنْ سُوْرَةِ الصَّافَّاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা সাফ্ফাত

٣٢٢٨– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ اَبِى سُلَيْمٍ عَنْ بِشْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ دَاعٍ دَعَا اِلَى شَىْءٍ اِلاَّ كَانَ مَوْقُوْفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ زِمًا بِهِ لاَ يُفَارِقُهُ ، وَاِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلاً ثُمَّ قَرَاَ قَوْلَ اللّٰهِ (وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ مَالَكُمْ لاَتَنَاصَرُوْنَ).

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৩২২৮. আহমদ ইব্ন আবদা যাব্বী (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন আহবানকারী কাউকে কোন বিষয়ের দিকে আহবান করে তবে কিয়ামতের দিন সে তার জন্য থেমে থাকবে এবং তা তাকেই জড়িয়ে থাকবে তার থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। যদিও একব্যক্তি মাত্র এক ব্যক্তিকেই আহবান করে থাকে। এরপর তিনি পাঠ করলেন মহান আল্লাহ্র এই বাণী ঃ (وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ مَالَكُمْ لاَتَنَاصَرُوْنَ).

তারপর এদের থামাও, কারণ এদের প্রশ্ন করা হবে; তোমাদের কী হল যে একে অপরের সাহায্য করছ না? (সূরা সাফ্ফাত ৩৭ ঃ ২৪-২৫)।

হাদীছটি গারীব।

٣٢٢٩–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : (وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ) قَالَ عِشْـرُوْنَ اَلْفًا .

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

৩২২৯. আলী ইব্ন হুজর (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

(وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ)

তাকে (ইউনুস আ.) আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম (সাফ্ফাত ৩৭ ঃ ১৪৭)। আয়াতটি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ এরা ছিল (এক লক্ষ) বিশ হাজার।

হাদীছটি গারীব।

٣٢٣٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْـدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قَوْلِ اللّٰهِ : (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ) قَالَ حَامٌ وَسَامٌ وَيَافِثٌ كَذَا.

قَالَ اَبُو عِيسَى : يُقَالُ يَافِتُ وَيَافِثُ بِالتَّاءِ وَالثَّاءِ، وَيُقَالُ يَفِثُ.

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ.

৩২৩০. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র)... সামুরা (রা) সূত্রে বর্ণিত। (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ)

তার (নূহের) বংশধরদেরই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায় .... (সূরা সাফ্ফাত ৩৭ ঃ ৭৭)। আয়াতটি সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন ঃ এরা ছিল হাম, সাম ও ইয়াফিছ।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ ইয়াফিছ (.... সহযোগে) এবং ইয়াফিত (.... সহযোগে) ও কথিত আছে। ইয়াফাছও বর্ণিত আছে!

হাদীছটি হাসান-গারীব। সাঈদ ইবন বাশীর (র)-এর রিওয়ায়ত ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٣٢٣١–حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقْدِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ ، وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ ، وَ يَافِثُ اَبُو الرُّوْمِ.

৩২৩১. বিশর ইবন মুআয আকাদী (র)... সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সাম হলেন আরবের পূর্বপুরুষ। হাম হলেন হাবশীদের পূর্বপুরুষ আর ইয়াফিছ হলেন রোমকদের পূর্বপুরুষ।

بَابٌ وَ مِنْ سُوْرَةِ ص

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা সা'দ

٣٢٣٢– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَلْمَعْنَى وَاحِدٌ. قَالاَ : حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ يَحْيٰى قَالَ : عَبْدٌ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرِضَ اَبُو طَالِبٍ فَجَاءَتْهُ قُرَيْشٌ وَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، وَعِنْدَ اَبِى طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ فَقَامَ اَبُو جَهْلٍ كَىْ يَمْنَعَهُ، وَشَكَوْهُ اِلَى اَبِى طَالِبٍ فَقَالَ : يَا ابْنَ اَخِى مَا تُرِيْدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ قَالَ : اِنِّى اُرِيْدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَدِيْنُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّى اِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ ، قَالَ : كَلِمَةً وَاحِدَةً ؟ قَالَ : كَلِمَةً وَ حِدَاةً قَالَ : يَا عَمِّ يَقُوْلُوا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، فَقَالُوْا (اِلٰهًا وَاحِدًا مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى اَلْمِلَّةِ الاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَا اِلاَّ اخْتِلاَقٌ) قَالَ فَنَزَلَ فِيْهِمُ الْقُرْاٰنُ : (ص وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) اِلَى قَوْلِهِ : (مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى اَلْمِلَّةِ الاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَا اِلاَّ اخْتِلاَقٌ).

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩২৩২. মাহমূদ ইবন গায়লান ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালিব অসুস্থ হয়ে পড়লে কুরায়শরা (দলপতিরা) তাকে দেখতে আসে। নবী ﷺ ও তার কাছে আসলেন। আবূ তালিবের কাছে একজন লোক বসতে পারে মাত্র ততটুকু জায়গা ছিল। আবূ জাহল নবীজীকে সেখানে বসতে বাধা দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। কুরায়শরা আবূ তালিবের কাছে নবীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। আবূ তালিব তখন তাঁকে বলল ঃ হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি তোমার কওম থেকে চাচ্ছ কি?

নবীজী ﷺ বললেন ঃ আমি তো তাদের কাছ থেকে এমন একটা কথার স্বীকৃতি চাই যে এদ্বারা সমস্ত আরব তাদের অনুগত হয়ে পড়বে আর সব অনারব তাদের জিযিয়া দিবে।

আবূ তালিব বলল ঃ মাত্র একটা কথা!

নবীজী বললেন ঃ হ্যাঁ, মাত্র একটা কথা। হে চাচা, আপনারা বলুন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

কুরায়শীরা বলল ঃ একজন মাত্র ইলাহ! আগের মিল্লাত সমূহেও তো এমন কথা আমরা শুনি নি। এতো মনগড়া কথা বৈ কিছুই নয়

রাবী বলেন, এদের বিষয়েই কুরআন মজীদে নাযিল হয় ঃ

(إِلٰهًا وَاحِدًا مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ)

ছোয়াদ, কসম উপদেশ পূর্ণ কুরআনের (আপনি অবশ্যই সত্য নবী) কিন্তু কাফিরগণ ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি; তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। এরা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে। কাফিররা বলে ঃ এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! তাদের প্রধানরা এই বলে সরে পড়ে ঃ তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাদের উপাসনায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এই বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি। এ তো মনগড়া উক্তি মাত্র। (সূরা সা'দ ৩৮ ঃ ১-৭)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٣٢٣٣–حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ أَحْسَبُهُ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ : هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قَالَ قُلْتُ لَا ، قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ أَوْ قَالَ فِي نَحْرِي، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ ، قَالَ . وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ ذَكَرُوا بَيْنَ أَبِي قِلَابَةَ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ رَجُلًا ، وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩২৩৩. সালামা ইব্‌ন শাবীব ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদা রাতে সুমহান ও বরকতময় আমার রব আমার কাছে সুন্দরতম রূপে এসেছিলেন। (রাবী বলেন ঃ যতদূর মনে পড়ে নবীজী ﷺ 'স্বপ্নে' কথাটি বলেছিলেন।) তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি কি জানেন, কি নিয়ে মালা-এ-আ'লা (সর্বোচ্চ ফেরেশ্‌তা পরিষদ)-এ বিতর্ক হচ্ছে?

আমি বললাম ঃ না।

নবীজী বলেন ঃ তখন তিনি আমার কাঁধের মাঝে তার কুদরতী হাত রাখলেন। এমনকি এর স্নিগ্ধতা আমি আমার বুকেও অনুভব করলাম। এতে আসমান ও যমীনের যা কিছু আছে সব আমি জানতে পারলাম।

তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি কি জানেন, কি নিয়ে মালা-এ-আ'লায় আলোচনা হচ্ছে?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, গুনাহের কাফ্‌ফারা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। সালাতের পর মসজিদে অবস্থান করাও কাফ্‌ফারা, জামাআতে পায়ে হেঁটে যাওয়া, কষ্টের সময় পরিপূর্ণভাবে উযূ করাও কাফ্‌ফারা। যে ব্যক্তি এই কাজ করবে তার জীবন হবে কল্যাণময়, আর মৃত্যুও হবে কল্যাণময়। যেই দিন তাঁর মা তাকে ভূমিষ্ঠ করলেন গুনাহ্‌র ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা হবে সেই দিনের মত।

আমার রব বললেন ঃ হে মুহাম্মদ! সালাত শেষে বলবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْـأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ ، وَاِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِى اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ

হে আল্লাহ্! আপনার কাছে আমি যাঞ্চা করি ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগের, দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা পোষণের তওফীক। আপনি যখন বান্দাদের বিষয়ে ফেতনা মুসীবতের ইরাদা করবেন তখন আমাকে যেন ফেতনা মুক্ত অবস্থায় উঠায়ে নেন।

নবী ﷺ বলেন ঃ (মালা-এ-আ'লায় আরো আলোচনা হচ্ছে) উচ্চ মর্যাদা লাভের বিষয়ে। তা হল, সালামের প্রসার সাধন, আহার প্রদান এবং লোকেরা যখন নিদ্রাভিভূত তখন রাতের নফল সালাতে (তাহাজ্জুদে) নিমগ্ন হওয়া।

রাবীগণ এই হাদীছটির সনদে আবূ কিলাবা ও ইবন আব্বাস (রা)-এর মাঝে আরেক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। কাতাদা (র) এটিকে আবূ কিলাবা-খালিদ ইবন লাজলাজ-ইবন আব্বাস (রা) সনদে রিওয়ায়ত করেছেন।

٣٢٣٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْـنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ خَالِدِ بْـنِ اللَّجْلاَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَتَانِى رَبِّى فِى اَحْسَنِ صُوْرَةٍ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّى وَسَعْدَيْكَ، قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلَى ؟ قُلْتُ رَبِّى لاَ اَدْرِى، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، قَالَ يَا مُحَمَّدُ ، فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ : فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلَى؟ قُلْتُ فِى الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَفِى نَقْلِ الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَاِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فِى الْمَكْرُوْهَاتِ، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَمَنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِطُوْلِهِ وَقَالَ : اِنِّى نَعَسْتُ فَاسْتَثْقَلْتُ يَوْمًا فَرَأَيْتُ رَبِّى فِى اَحْسَنِ صُوْرَةٍ ، فَقَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الاَعْلٰى.

৩২৩৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার রব আমার কাছে আবির্ভূত হলেন সুন্দরতম সূরতে। বললেন ঃ হে মুহাম্মদ! আমি বললাম ঃ প্রভু আমি হাজির, হে কল্যাণের প্রতিভূ, আমি হাজির।

তিনি বললেন ঃ মালা-এ-আ'লায় কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

আমি বললাম ঃ হে আমার রব, আমি তো জানি না।

তিনি আমার কাঁধের দুই হাড্ডির মাঝে তাঁর কুদরতী হাত রাখলেন। এমনকি এর স্নিগ্ধতা আমি আমার বুকে অনুভব করলাম। পূর্ব-পশ্চিমের যা কিছু আছে এতে আমি তা জানতে পারলাম।

তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মদ!

আমি বললাম ঃ বান্দা হাজির, হে কল্যাণের প্রতিভূ, আমি হাজির।

তিনি বললেন ঃ কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে মালা-এ-আ'লায়?

আমি বললাম ঃ উচ্চ মর্যাদা লাভ ও গুনাহের কাফ্‌ফারাসমূহের বিষয়ে। আর জামাআতের দিকে পায়ে হেঁটে যাওয়া, কষ্টের সময়েও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা, এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এগুলোর হিফাজত করবে, তাতে অবিচল থাকবে জীবন হবে তার কল্যাণময় আর মৃত্যুও হবে তার কল্যাণময়। আর মাতৃ উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত গুনাহ্ থেকে সে পবিত্র হয়ে যাবে।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-গারীব।

মুআয ইবন জাবাল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এটি আরো বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ বলেন, আমি তন্দ্রালু ছিলাম। অনন্তর গভীর নিদ্রাভিভূত হয়ে গেলাম আমার রবকে দেখলাম সুন্দরতম সূরতে। তিনি বললেন ঃ মালা-এ-আ'লায় কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

٣٢٣٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ. حَدَّثَنَا اَبُو هَانِئٍ الْيَشْكُرِىُّ. حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِى سَلاَّمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ الْحَضْرَمِىِّ، اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِىِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اُحْتُبِسَ عَنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتّٰى كِدْنَا نَتَرَاءٰى عَيْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ سَرِيْعًا فَثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ، فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

وَتَجَوَّزَ فِى صَلاَتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ قَالَ لَنَا عَلَى مَصَافِّكُمْ كَمَا اَنْتُمْ ثُمَّ انْفَتَلَ اِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ : اَمَا اِنِّى سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِى عَنْكُمُ الْغَدَاةَ : اِنِّى قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِى فَنَعَسْتُ فِى صَلاَتِى حَتَّى اسْتَثْقَلْتُ ، فَاِذَا اَنَا بِرَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى اَحْسَنِ صُوْرَةٍ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاَءُ الاَعْلَى؟ قُلْتُ لاَ اَدْرِى، قَالَهَا ثَلاَثًا، قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ اَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَتَجَلَّى لِى كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الاَعْلَى ؟ قُلْتُ : فِى الْكَفَّارَاتِ، قَالَ مَا هُنَّ؟ قُلْتُ : مَشْىُ الاَقْدَامِ اِلَى الْحَسَنَاتِ، وَالْجُلُوْسُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَاِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ حِيْنَ الْكَرِيْهَاتِ، قَالَ فِيْمَ قُلْتُ : اِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِيْنُ الْكَلاَمِ، وَالصَّلاَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ سَلْ، قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ ، وَاَنْ تَغْفِرَلِى وَتَرْحَمَنِى، وَاِذَا اَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِى غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ اِلَى حُبِّكَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوْهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوْهَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَالَ : هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ اللَّجْلاَجِ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَائِشٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَهٰذَا غَيْرُ مَحْفُوْظٍ. هٰكَذَا ذَكَرَ الْوَلِيْدُ فِى حَدِيْثِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، وَرَوَى بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَهٰذَا اَصَحُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَائِشٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

৩২৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ভোরে নবী ﷺ ফজরের সালাতে আসতে দেরী করলেন। এমনকি আমরা প্রায় সূর্য উঠে যাচ্ছে বলে প্রত্যক্ষ করছিলাম। এমন সময় তিনি দ্রুত বেরিয়ে আসলেন। সালাতের ইকামত দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংক্ষিপ্তভাবে সালাত আদায় করলেন। সালাম শেষে তিনি উচ্চৈস্বরে ডাকলেন। আমাদের বললেন ঃ যেভাবে তোমরা আছ সেভাবেই তোমাদের কাতারে বসে থাক। এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন। বললেন ঃ আজ ভোরে তোমাদের কাছে (যথাসময়ে বের হয়ে) আসতে আমাকে কিসে বিরত রেখেছিল সে বিষয়ে আমি তোমাদের বলছি। আমি রাতেই উঠেছিলাম। উযূ করে যা আমার তাকদীরে ছিল সে পরিমাণ (তাহাজ্জুদের)

সালাত আদায় করলাম। আমি সালাতে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম। ঘুম ভারী হয়ে এল। হঠাৎ দেখি, মহান আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দরতম রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মদ!

আমি বললাম ঃ প্রভু আমার, বান্দা হাযির।

তিনি বললেন ঃ মালা-এ-আ'লায় কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

আমি বললাম ঃ হে আমার রব, আমি তো জানি না।

আল্লাহ্ তা'আলা তিন বার উল্লেখিত উক্তি করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি দেখলাম তিনি আমার কাঁধের দুই হাড্ডির মাঝে তাঁর হাত রাখলেন। আমার বুকে তাঁর অঙ্গুলীসমূহের শীতল ছোয়া আমি অনুভব করলাম। এতে প্রতিটি বস্তু আমার সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠল। সব আমি চিনে নিলাম। তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মদ!

আমি বললাম ঃ হে রব, বান্দা হাযির।

তিনি বললেন ঃ মালা-এ-আ'লায় কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

আমি বললাম ঃ গুনাহের কাফ্ফারা নিয়ে।

তিনি বললেন ঃ সেগুলো কি?

আমি বললাম ঃ জামাআতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া, সালাতের পরও মসজিদে অবস্থান করা, কষ্টের সময়ও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা।

তিনি বললেন ঃ এরপর কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে?

আমি বললাম ঃ খাদ্য দান, নরম কথা, মানুষ যখন নিদ্রামগ্ন তখন রাতে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করা।

তিনি বললেন ঃ আমার কাছে চাও।

আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্! আমি যাঞ্চা করি কল্যাণকর কাজের। মন্দ কাজ পরিত্যাগ করার। মিসকীনদের প্রতি ভালবাসা; মাফ করে দিন আমাকে, রহম করুন আমার উপর। কোন সম্প্রদায়ের উপর যখন ফিতনা-মুসীবতের ইরাদা করেন তখন আমাকে আপনি ফিতনামুক্ত অবস্থায় মৃত্যু দিন। আমি চাই আপনার প্রতি ভালবাসা। আপনাকে যারা ভালবাসেন তাদের ভালবাসা এবং যে সব আমল আমাকে আপনার নিকট করবে সেসব আমলের ভালবাসা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন ঃ এ বিষয়টি সত্য তোমরা এটি পড় এবং তা শিখে নাও।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ এটি সাহীহ। এটি ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম-আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির-খালিদ ইব্ন লাজলাজ-আবদুর রহমান ইব্ন আয়শ হাযরামী (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি থেকে অধিকতর সাহীহ। শেষোক্ত সনদটি মাহফূজ বা সংরক্ষিত নয়। ওয়ালীদ (র) তার রিওয়ায়াত আবদুর রহমান ইব্ন আয়শ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি ...।

বিশর ইব্ন বকর (র) ও এই হাদীছটি আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে আছে আবদুর রহমান ইব্ন আয়শ — নবী ﷺ থেকে ...। (এতে 'আমি শুনেছি' কথার উল্লেখ নেই।) এটি তুলনামূলকভাবে সাহীহ। আবদুর রহমান ইব্ন আয়শ (র) সরাসরি নবী ﷺ থেকে কিছু শোনেন নি।

بَابُ وَ مِنْ سُوْرَةِ الزُّمَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা যুমার

٣٢٣٦– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ) قَالَ الزُّبَيْرُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُكَرَّرُ عَلَيْنَا الْخُصُوْمَةُ بَعْدَ الَّذِى كَانَ بَيْنَنَا فِى الدُّنْيَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : اِنَّ الاَمْرَ اِذًا لَشَدِيْدٌ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২৩৬. ইবন আবূ উমর (র)... আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র-এর পিতা যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে ঃ

(ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ)

এরপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে। (যুমার ৩৯ ঃ ৩১) আয়াতটি নাযিল হলে যুবায়র (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুনিয়াতে আমাদের পরস্পর বাক-বিতণ্ডা হওয়ার পরও (আল্লাহ্র সমক্ষে আখিরাতেও) এর পুনরাবৃত্তি হবে কি?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

যুবায়র (রা) বললেন ঃ তা হলে তখন তো বিষয়টি খুবই কঠিন হবে।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٣٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ (يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا) وَلاَ يُبَالِى .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ.

৩২৩৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র)... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এই আয়াতটি পাঠ করতে শুনেছি ঃ

(يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا)

জানিয়ে দিন, হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ। আল্লাহ্র রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ্ তো সমুদয় পাপ মাফ করে দিবেন (যুমার ৩৯ ঃ ৫৩)। আর তিনি তো কারো পরওয়া করেন না।

হাদীছটি হাসান-গারীব। ছাবিত-শাহর ইবন হাওশাব (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

٣٢٣٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُوْرٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : جَاءَ يَهُوْدِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْاَرْضِيْنَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ عَلَى اِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَنَا الْمَلِكُ ! قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، قَالَ : (وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ).

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২৩৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক ইয়াহূদী নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তা'আলা তো এক অঙ্গুলীতে সব আসমান, এক অঙ্গুলীতে সব পাহাড়, এক অঙ্গুলীতে সব যমীন এবং এক অঙ্গুলীতে সব সৃষ্টি ধারণ করে বলছেন, আমিই অধিপতি।

আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ তা শুনে হাসলেন এমন কি তাঁর পার্শ্ব দাঁতগুলো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে গেল। পরে তিনি বললেন ঃ (وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ).

এরা আল্লাহ্র যথোচিত মর্যাদা প্রদর্শন করে না (যুমার ৩৯ ঃ ৬৭)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٣٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ. حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيْقًا.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২৩৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ইয়াহূদীটির কথা শুনে) নবী ﷺ বিস্মিত হয়ে এর সমর্থনে হাসলেন।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٤٠-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا اَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِي الضُّحَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ يَهُوْدِيٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : يَا يَهُوْدِيُّ حَدِّثْنَا، فَقَالَ : كَيْفَ تَقُوْلُ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِذَا وَضَعَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ عَلَى ذِهِ وَالْاَرْضَ عَلَى ذِهِ ، وَالْمَاءَ ذِهِ، وَالْجِبَالَ عَلَى ذِهِ ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهِ ، وَاَشَارَ اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ بِخِنْصَرِهِ اَوَّلًا ، ثُمَّ تَابَعَ حَتَّى بَلَغَ الْاِبْهَامَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ)

قَالَ اَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ لاَ نَعْرِفُهُ (مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ) اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. وَاَبُو كُدَيْنَةَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ قَالَ : رَاَيْتُ مُحَمَّدُ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ.

৩২৪০. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী নবী ﷺ -এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ইয়াহূদীটিকে বললেন ঃ হে ইয়াহূদী, তোমাদের কথা বল।

সে বলল ঃ হে আবুল কাসিম, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ রাখবেন এতে, যমীনসমূহ রাখবেন এতে, পানি এতে, পাহাড় এতে, আর সব সৃষ্টি রাখবেন এতে সে বিষয়ে আপনি কি বলেন?

রাবী আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনুস সালত 'এতে' বলে প্রথমবার কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর দিকে ইশারা করেন এবং ক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্যন্ত যেয়ে পৌছান।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ (وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ)

এরা আল্লাহ্‌র যথোচিত মর্যাদা প্রদর্শন করে না (যুমার ৩৯ ঃ ৬৭)।

হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আবূ কুদায়না (র)-এর নাম ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাল্লাব। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র)-কে এই হাদীছটি হাসান ইব্‌ন শুজা'... মুহাম্মদ ইবনুস সালত (র) সূত্রে বর্ণনা করতে দেখেছি।

٣٢٤١-حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى عَمْرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَتَدْرِى مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ ؟ قُلْتُ : لاَ، قَالَ : اَجَلْ ، وَاللّٰهِ مَا تَدْرِى . حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ (وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ) قَالَ : قُلْتُ فَاَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ. وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩২৪১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ তুমি কি জান, জাহান্নামের প্রশস্ততা কতটুকু?

আমি বললাম ঃ না।

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ ঠিকই, আল্লাহ্‌র কসম, তা তুমি জানবে না। আইশা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ)

কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর (আল্লাহ্‌র) হাতের মুঠিতে আর আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে লেপটানো ... (যুমার ৩৯ ঃ ৬৭)। আয়াতটি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ঐদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করবে?

তিনি বললেন ঃ জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলে।

হাদীছটিতে আরো কাহিনী আছে।

এই সূত্রে হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

٣٢٤٢–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كَيْفَ اَنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَاَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ اَنْ يُؤْمَرَ اَنْ يَنْفُخَ فَيَنْفُخَ ! قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ : فَكَيْفَ نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ قُوْلُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩২৪২. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেমন করে আমি স্ফূর্তি করতে পারি অথচ শিঙ্গা ফুৎকারী (ইসরাফীল) শিঙ্গা মুখে নিয়ে কপাল ঝুঁকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে ফুৎকার প্রদানের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন; নির্দেশ পাওয়া মাত্রই যেন ফুৎকার দিয়ে দিতে পারেন।

মুসলিমরা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা এমতাবস্থায় কি বলব?

তিনি বললেন ঃ তোমরা বল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক! আল্লাহ্র উপরই আমরা ভরসা করছি।

হাদীছটি হাসান।

٣٢٤٣–حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَسْلَمَ الْعِجْلِيُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ " قَالَ اَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الصُّوْرُ؟ قَالَ : قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ .

৩২৪৩. আহমদ ইবন মানী' (র)... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আরব বেদুঈন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সূর কি?

তিনি বললেন ঃ শিঙ্গা, এতে ফুৎকার প্রদান করা হবে।

হাদীছটি হাসান। সুলায়মান তায়মী (র)-এর রিওয়ায়ত হিসাবেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানি।

٣٢٤٤–حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ يَهُوْدِيٌّ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ : لاَ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ : فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ يَدَهُ

فَصَكَّ بِهَا وَجْهَهُ قَالَ : تَقُوْلُ هٰذَا وَفِيْنَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ) فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا مُوْسَى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِى اَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِى اَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللّٰهُ (١) ؟ ، وَمَنْ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২৪৪. আবূ কুরায়ব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার বাজারে (কোন এক প্রসঙ্গে) জনৈক ইয়াহূদী বলল ঃ না, ঐ সত্তার কসম, যিনি মূসা (আ)-কে সব মানুষের মাঝে নির্বাচিত করেছেন তখন জনৈক আনসারী মুসলিম হাত তুলে তার মুখে এক থাপ্পড় মেরে বললেন ঃ আমাদের মাঝে নবী ﷺ রয়েছেন আর তুই এ কথা বলছিস?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এই কথা শুনে) বললেন ঃ

(وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ)

আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। (সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৬৮) আমিই প্রথম আমার মাথা তুলব। মূসাকে দেখব আরশের পায়াগুলোর একটি ধরে আছেন। জানি না, তিনি কি আমার পূর্বে তাঁর মাথা তুলেছেন না যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যত্যয়ী করেছেন তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি বলল, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা থেকেও উত্তম সেও তো ঠিক বলল না।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٤٥–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ. اَخْبَرَنِى اَبُو اِسْحٰقَ اَنَّ الْاَغَرَّ اَبَا مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ وَاَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُنَادِى مُنَادٍ : اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوْتُوا اَبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلاَ تَسْقَمُوا اَبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوْا اَبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْاَسُوْا اَبَدًا. فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِى اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ)،

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ غَيْرُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৩২৪৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান প্রমুখ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ জনৈক আহ্বানকারী (জান্নাতে) আহবান করে বলবে, তোমরা সদা জীবিত থাকবে, মরবে না কখনও। তোমরা

সদা সুস্থ থাকবে, অসুস্থ হবে না কখনও। তোমরা সদা তরুণ থাকবে, বৃদ্ধ হবে না কখনও। তোমরা সদা স্বাচ্ছন্দে থাকবে, অভাবগ্রস্ত হবে না কখনও। এদিকেই রয়েছে আল্লাহ্‌র এই বাণীতে ইঙ্গিত ঃ

(وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)،

এই তো জান্নাত তোমাদের যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মফলস্বরূপ (যুখরুফ ৪৩ ঃ ৭২)।

ইব্‌ন মুবারক (র) প্রমুখ এই হাদীছটিকে ছাওরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এটি মারুফ্‌' করেননি।

بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-মু'মিন

٣٢٤٦- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২৪৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, দু'আ হল ইবাদত। এরপর তিনি বললেন ঃ

(وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ).

তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদত বিমুখ তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মু'মিন ৪০ ঃ ৬০)

হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ حٰمٓ السَّجْدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা হামীম আস-সাজদা

٣٢٤٧- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : اُخْتَصَمَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ اَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ، قَلِيْلًا فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ كَثِيْرًا شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ، فَقَالَ اَحَدُهُمْ : اَتَرَوْنَ اَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ، فَقَالَ الْاٰخَرُ : يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا. وَقَالَ الْاٰخَرُ : اِنْ كَانَ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا فَاِنَّهُ يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا، فَاَنْزَلَ اللهُ (وَمَا كُنْتُمْ

تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২৪৭. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহর কাছে তিন ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হয়। এদের দু'জন কুরায়শ গোত্রের আর একজন ছাকাফী। বর্ণনান্তরে দু'জন ছাকাফী একজন কুরায়শী এদের হৃদয়ের অনুধাবন শক্তি ছিল খুবই কম আর পেটের চর্বি ছিল খুবই বেশী। তাদের একজন বলল ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে তুমি কি মনে কর, আমরা যা বলি তিনি কি তা শুনে না? অপরজন বলল ঃ আমরা যখন প্রকাশ্যে কথা বলি তখন তিনি তা শুনেন। আর যখন গোপনে বলি তখন তিনি তা শুনতে পান না। আরেক জন বলল ঃ প্রকাশ্যে বললে যদি শুনতে পান তবে তিনি গোপনে বললেও তা শুনতে পাবেন এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ).

তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না এই বিশ্বাসে তোমরা কিছুই গোপন করতে না ... (সূরা আস-সাজদা ৪১ ঃ ২২)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٤٨-حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : كُنْتُ مُسْتَتِرًا بِاسْتَارِ الكَعْبَةِ فَجَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ كَثِيرٌ شَحمُ بُطُونِهِم قَلِيلٌ فِقهِ قُلُوبِهِم قُرَيشِيٌّ وَخَتَنَاهُ ثَقَفِيَّانِ ثَقَفِيٌّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ، فَتَكَلَّمُوا بِكَلاَمٍ لَم اَفهَمهُ فَقَالَ اَحَدُهُم : اَتَرَونَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ كَلاَمَنَا هذا؟ فَقَالَ الاٰخَرُ : اِنَّا اِذَا رَفَعنَا اَصوَاتَنَا سَمِعَهُ ، وَاِذَا لَم نَرفَع اَصوَاتَنَا لَم يَسمَعهُ ، فَقَالَ الاٰخَرُ : اِن سَمِعَ مِنهُ شَيئًا سَمِعَهُ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ، وَلاَ اَبْصَارُكُمْ، وَلاَ جُلُوْدُكُمْ - اِلَى قَوْلِهِ - فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২৪৮. হান্নাদ (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'বা শরীফের পর্দায় লুক্কায়িত ছিলাম। এমন সময় তিনজন লোক এল। এদের পেট ছিল খুবই মেদবহুল কিন্তু হৃদয়ের অনুধাবন শক্তি ছিল খুবই কম। এর এক জন ছিল কুরায়শী অপর দুই জন ছিল ছাকাফী গোত্রীয় এবং তার জামাতা। কিংবা এক জন ছিল ছাকাফী, দুই জন ছিল কুরায়শী গোত্রীয় এবং তার জামাতা। তারা এমন সব কথা আলোচনা করল যা আমি বুঝতে পারিনি। এরপর তাদের এক জন বলল ঃ তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে কি মনে কর, তিনি কি আমাদের এই কথাবার্তা শুনতে পান? অপর জন বলল ঃ আমরা যখন সশব্দে বলি তখন তিনি তা শুনতে পান, আর যখন আমাদের আওয়াজ উচ্চ না করি তখন তিনি তা শুনতে পান না। আরেক জন বলল ঃ তিনি যদি কিছু শুনতেই পান তা হলে তো পুরোপুরিই শুনতে পান।

আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আমি এই বিষয়টি নবী ﷺ-এর নিকট আলোচনা করি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ، وَلاَ اَبْصَارُكُمْ، وَلاَ جُلُوْدُكُمْ – اِلَى قَوْلِهِ – فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ).

তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না এই বিশ্বাসে তোমরা কিছু গোপন করতে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। তোমাদের রব সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত (সূরা আস-সাজদা ৪১ ঃ ২২-২৩)।

এই হাদীছটি হাসান।

٣٢٤٩–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَهُ .

৩২৪৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٥٠–حَدَّثَنَا اَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَسُ . حَدَّثَنَا اَبُو قُتَيْبَةَ مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِى حَزْمٍ الْقُطَيْعِىُّ. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ (اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) قَالَ قَدْ قَالَ النَّاسُ ثُمَّ كَفَرَ اَكْثَرُهُمْ ، فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّنْ اسْتَقَامَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ يَقُوْلُ : رَوَى عَفَّانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ حَدِيْثًا، وَيُرْوَى فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَعْنَى اسْتَقَامُوْا .

৩২৫০. আবূ হাফস আমর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ফাল্লাস (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন তিলাওয়াত করলেন ঃ (اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا)

যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ্, তারপর অবিচলিত থাকে .... (সূরা আস-সাজদা ৪১ ঃ ৩০)। পরে তিনি বললেন ঃ লোকেরা এই কথা বলেছে কিন্তু পরে অনেকেই তাতে অবিচলিত থাকতে পারেনি। আর যে এই কথার উপর মারা গেছে সেই হল অবিচলিতদের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আমি আবূ যুরআ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আফফান (র) আমর ইব্‌ন আলী (র) থেকে একটি হাদীছ রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابٌ وَ مِنْ سُوْرَةِ الشُّوْرٰى

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আশ্-শূরা

٣٢٥١- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ (قُلْ لاَ اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى) فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ : قُرْبٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَعَجِلْتَ، اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلاَّ كَانَ لَهُ فِيْهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ : اِلاَّ اَنْ تَصِلُوْا مَا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ .

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩২৫১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ

(قُلْ لاَ اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى)

বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না (সূরা আশ্ শূরা ৪২ ঃ ২৩)। আয়াতটি সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বললেন ঃ

তুমি কি জান না, কুরায়শ গোত্রের এমন কোন শাখা নেই যার সঙ্গে নবী ﷺ-এর আত্মীয়তা ছিল না। এর মানে হল, আমার ও তোমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক তা অক্ষুণ্ন রাখা ভিন্ন ....।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ। ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٣٢٥٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَزَّاعِ، حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنْ بَنِى مُرَّةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْكُوْفَةَ فَاُخْبِرْتُ عَنْ بِلاَلِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ فَقُلْتُ : اِنَّ فِيْهِ لَمُعْتَبَرًا، فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ مَحْبُوْسٌ فِى دَارِهِ الَّتِى قَدْ كَانَ بَنٰى قَالَ : وَاِذَا كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ قَدْ تَغَيَّرَ مِنَ الْعَذَابِ وَالضَّرْبِ، وَاِذَا هُوَ فِى قُشَاشٍ فَقُلْتُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ يَا بِلاَلُ، لَقَدْ رَاَيْتُكَ وَاَنْتَ تَمُرُّ بِنَا تُمْسِكُ بِاَنْفِكَ مِنْ غَيْرِ غُبَارٍ وَاَنْتَ فِى حَالِكَ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَالَ : مِمَّنْ اَنْتَ؟ فَقُلْتُ : مِنْ بَنِى مُرَّةَ بْنِ عِبَادٍ، فَقَالَ : اَلاَ اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ؟ قُلْتُ : هَاتِ قَالَ : حَدَّثَنِى اَبِى اَبُو بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَبِى مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَيُصِيْبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اَوْ دُوْنَهَا اِلاَّ بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللّٰهُ عَنْهُ اَكْثَرُ، قَالَ : وَقَرَاَ (وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ).

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

৩২৫২. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... বানূ মুররা গোত্রের জনৈক শায়খ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কূফায় আসলাম। সেখানে আমি বিলাল ইব্‌ন আবূ বুরদা সম্পর্কে অবহিত হলাম (যে, এক সময় ছিল কাযী আর আজ বন্দী)। আমি ভাবলাম, এর মাঝে বেশ শিক্ষা রয়েছে। আমি তার কাছে উপস্থিত হলাম। সে তখন তার ঐ ঘরেই ছিল বন্দী যে ঘর নিজে বানিয়েছিল। মারপিট ও শাস্তির কারণে তখন তার সব কিছুই ছিল বিগড়ানো। তাকে পরিত্যক্ত মূল্যহীন কিছু জিনিসের মাঝে পেলাম। আমি বললাম ঃ হে বিলাল, প্রশংসা তো সবই আল্লাহ্‌র। তোমাকে দেখেছি, আমাদের সামনে দিয়ে যেতে আর ধূলার কণা থেকে নাক বাঁচানোর জন্য (অহংকারে) তা ধরে রাখতে। আর আজ তুমি তোমার এই অবস্থায় পড়ে আছ!

সে বলল ঃ তুমি কোন গোত্রের?

আমি বললাম ঃ মুররা গোত্রের।

আমি তোমাকে একটা হাদীছ শোনাব কি? আল্লাহ্ অচিরেই এদ্বারা তোমাকে উপকৃত করবেন।

আমি বললাম ঃ বল।

সে বলল ঃ আমার পিতা আবূ বুরদা তার পিতা আবূ মূসা (রা)-এর বরাতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বড় বা ছোট যে কোন বিপদই বান্দার উপর পৌঁছে তা তার গুনাহ্‌র কারণেই পৌঁছে থাকে। আর আল্লাহ্ যা মাফ করে দেন তার সংখ্যা আরো বেশী এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ

(وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ).

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন (সূরা আশ্-শূরা ৪২ ঃ ৩০)।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابٌ وَ مِنْ سُوْرَةِ الزُّخْرُفِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা যুখরুফ

٣٢٥٣- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْآيَةَ: (مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ).

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ حَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ، وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ، وَأَبُو غَالِبٍ اسْمُهُ حَزَوَّرٌ.

৩২৫৩. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হেদায়তের পর কোন কওম গুমরাহ্ হয় না যতক্ষণ না তারা বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ (مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ).

এরা তো কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এই কথা বলে, বস্তুত এরা এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায় (যুখরুফ ৪৩ ঃ ৫৮)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

হাজ্জাজ ইবন দীনার (র)-এর সূত্রেই এটি সম্পর্কে আমরা জানি। হাজ্জাজ (র) নির্ভরযোগ্য এবং মুকারিবুল হাদীছ। আবূ গালিব (র)-এর নাম হল হাযাওওয়ার।

بَابُ وَ مِنْ سُوْرَةِ الدُّخَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আদ্-দুখান

٣٢٥٤- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْجُدِّيُّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ سَمِعَا اَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : اِنَّ قَاصًّا يَقُصُّ يَقُوْلُ : اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ الدُّخَانُ فَيَأْخُذُ بِمَسَامِعِ الْكُفَّارِ وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ قَالَ : فَغَضِبَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ اِذَا سُئِلَ اَحَدُكُمْ عَمَّا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ بِهٖ ، قَالَ مَنْصُوْرٌ : فَلْيُخْبِرْ بِهٖ، وَاِذَا سُئِلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ فَلْيَقُلِ اللهُ اَعْلَمُ، فَاِنَّ مِنْ عِلْمِ الرَّجُلِ اِذَا سُئِلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ اَنْ يَقُوْلَ اللهُ اَعْلَمُ، فَاِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهٖ (قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ) اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا رَاَى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ، فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى اَكَلُوا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ، وَقَالَ اَحَدُهُمَا : الْعِظَامَ، قَالَ : وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَاَتَاهُ اَبُو سُفْيَانَ قَالَ : اِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللهَ لَهُمْ، قَالَ : فَهٰذَا لِقَوْلِهٖ : (يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ) قَالَ مَنْصُوْرٌ : هٰذَا لِقَوْلِهٖ (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ) فَهَلْ يُكْشَفُ عَذَابُ الْاٰخِرَةِ ؟ قَدْ مَضَى الْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ : الدُّخَانُ، وَقَالَ اَحَدُهُمَا : اَلْقَمَرُ، وَقَالَ الْاٰخَرُ : الرُّوْمُ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : وَاللِّزَامُ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ.

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২৫৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ জনৈক কথক বলে থাকে যে, (কিয়ামতের আগে) যমীন থেকে ধূম্র নির্গত হবে আর তা কাফিরদের কর্ম বিনাশ করে দিবে আর মু'মিনদের ধরবে সর্দির মত।

মাসরূক বলেন ঃ এই শুনে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন। তিনি টেক লাগান অবস্থায় ছিলেন সোজা হয়ে বসে গেলেন। এরপর বললেন ঃ তোমাদের কাউকে তার জানা বিষয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় তবে সে যেন তা বলে দেয়। আর সে যা জানে না এমন বিষয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় তবে বলবে, আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কারণ

একজনের জন্য এটাও একটা প্রজ্ঞার বিষয় যে, না জানা কোন বিষয়ে যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় তবে সে বলবে, আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

(قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ)

বলুন, আমি এর জন্য আপনাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই (সা'দ ৩৮ ঃ ৮৬)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দেখলেন যে, কুরায়শরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছে, তারা নাফরমানী করছে তখন তিনি দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! এদের ইউসুফ (আ)-এর যুগের মত সাত বছরের দুর্ভিক্ষ আপতিত করে আমাকে এদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। ফলে এরা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়। এতে সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। এমন কি চামড়া ও মুর্দা (অন্য রিওয়ায়তে আছে হাড্ডি) পর্যন্ত তারা খেতে থাকে। যমীন থেকে ধূম্র উদগীরণ হতে থাকে।

তখন আবূ সুফইয়ান নবীজীর কাছে এসে বলল ঃ আপনার কওম তো ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন।

এই হল আল্লাহ্র এই বাণীর মর্ম ঃ (يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ)

যে দিন স্পষ্টভাবে ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আবৃত করে ফেলবে লোকদেরকে। আর তা হল মর্মন্তুদ শাস্তি (দুখান ৪৪ ঃ ১০-১১)।

রাবী মনসুর উল্লেখ করেন ঃ (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ)

তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের এই আযাব থেকে মুক্তি দাও ... (দুখান ৪৪ ঃ ১২)। আখিরাতের আযাব কি (কাফিরদের থেকে) অপসৃত হবে?

আবদুল্লাহ বলেন ঃ বাত্শা পাকড়াওয়ের আযাব (৪৪ ঃ ১৬)। লিযাম — অপরিহার্য শাস্তি (২৫ ঃ ৭৭)। দুখান ধূম্র শাস্তি (৪৪ ঃ ১০)। একজন রাবীর বর্ণনায় আছে কামার — চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা। অপর রাবীর বর্ণনায় আছে রূম — রোমকদের পরাজয়ের পর জয়ের ঘটনা সবই হয়ে গেছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেন ঃ নিযাম হল বদর যুদ্ধের পাকড়াও।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٥٥–حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ وَلَهُ بَابَانِ ، بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ ، فَاِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَمُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ اَبَانٍ الرَّقَاشِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيْثِ.

৩২৫৫. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মু'মিনের জন্যই (আকাশে) দুটি দরজা রয়েছে। একটি দরজা দিয়ে তার

আমল উত্থিত হয় আরেকটি দরজা দিয়ে তার রিযক অবতীর্ণ হয়। এই মু'মিন যখন মারা যায় তখন দুটো দরজা তার জন্য কাঁদে। আল্লাহ্‌র কালামে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

(فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ).

আকাশ ও পৃথিবী কেউই এদের জন্য (ফিরআওন গোষ্ঠির জন্য) কাঁদেনি এবং এদের অবকাশও দেওয়া হয় নি (দুখান ৪৪ ঃ ২৯)।

এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি মারফূরূপে আছে বলে আমরা জানি না। মূসা ইব্‌ন উবায়দা এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আবান রাকাশী হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ।

بَابُ وَ مِنْ سُوْرَةِ الْاَحْقَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আহকাফ

٣٢٥٦- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَيَّاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَخِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ لَمَّا اُرِيْدَ عُثْمَانُ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ : جِئْتُ فِي نَصْرِكَ، قَالَ : اُخْرُجْ اِلَى النَّاسِ فَاطْرُدْهُمْ عَنِّي فَاِنَّكَ خَارِجٌ خَيْرٌ لِي مِنْكَ دَاخِلٌ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَى النَّاسِ فَقَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ ، اِنَّهُ كَانَ اسْمِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فُلَانٌ فَسَمَّانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ وَنَزَلَ فِيَّ اٰيَاتٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ نَزَلَتْ فِيَّ (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ عَلَى مِثْلِهِ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ) وَنَزَلَتْ فِيَّ (قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) اِنَّ اللّٰهَ سَيْفًا مَغْمُوْدًا عَنْكُمْ، وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ جَاوَرَتْكُمْ فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا الَّذِيْ نَزَلَ فِيْهِ نَبِيُّكُمْ ، فَاللّٰهَ اللّٰهَ فِي هٰذَا الرَّجُلِ اَنْ تَقْتُلُوْهُ، فَوَاللّٰهِ اِنْ قَتَلْتُمُوْهُ لَتَطْرُدُنَّ جِيْرَانَكُمُ الْمَلَائِكَةَ وَلَتَسُلُّنَّ سَيْفَ اللّٰهِ الْمَغْمُوْدَ عَنْكُمْ فَلَا يُغْمَدُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ فَقَالُوْا اقْتُلُوا الْيَهُوْدِيَّ وَاقْتُلُوْا عُثْمَانَ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ.

৩২৫৬. আলী ইব্‌ন সাঈদ কিন্দী (র)... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা)-এর জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা)-কে যখন (বিদ্রোহীদের কর্তৃক হত্যার) পরিকল্পনা করা হয় সে সময় আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) তাঁর কাছে এলেন। উসমান (রা) তাঁকে বললেন ঃ আপনি কেন এসেছেন?

তিনি বললেন ঃ আপনার সাহায্যের জন্য এসেছি।

উসমান (রা) বললেন ঃ আপনি (বিদ্রোহী) লোকদের কাছে যান এবং আমার থেকে এদের হটিয়ে রাখুন। আপনি ভিতরে থাকার চেয়ে বাইরে (গিয়ে এদের হটানো ব্যবস্থায়) থাকা আমার জন্য বেশী কল্যাণকর।

আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) লোকদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। তাদের বললেন ঃ হে লোক সকল! জাহিলী যুগে আমার নাম ছিল অমুক (হাসীন)। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। আমার বিষয়ে আল্লাহ্র কিতাবে একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। আমার প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছিল ঃ

(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ)

বানূ ইসরাঈলের একজন সাক্ষী (আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম) এর অনুরূপ (এক কিতাবে) সাক্ষী দিয়েও এতে (আল-কুরআনে) ঈমান এনেছে। আর তোমরা করলে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন। আল্লাহ জালিমদের হেদায়ত করেন না (সূরা আহকাফ ৪৬ ঃ ১০)।

আমার বিষয়ে আরো নাযিল হয়েছে ঃ

(قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)

আল্লাহ্ এবং যার নিকট কিতারের জ্ঞান আছে (আবদুল্লাহ্) সে আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট (সূরা রাদ ১৩ ঃ ৪৩)।

আল্লাহ্র তরবারী তোমাদের থেকে খাপবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তোমাদের এই শহর যেখানে তোমাদের নবী অবতরণ করেছেন। ফেরেশ্তারা এখানে তোমাদের প্রতিবেশী। এই মহান ব্যক্তির (উছমান) হত্যার বিষয়ে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্র কসম, তোমরা তাঁকে হত্যা করলে তোমাদের প্রতিবেশী (রহমতের) ফেরেশ্তাগণকে সরিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্র খাপবদ্ধ তরবারি কোষমুক্ত হয়ে যাবে। কিয়ামত পর্যন্ত আর তা কোষবদ্ধ হবে না।

রাবী বলেন, তখন বিদ্রোহীরা বলল ঃ এই ইয়াহূদীটিকে কতল কর, উছমানকে কতল কর।

হাদীছটি গারীব।

শুআয়ব ইব্ন সাফওয়ান (র) এটিকে আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র-উমার ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম — তার পিতামহ আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) সূত্রে রিওয়ায়ত করেছেন।

٣٢٥٧–حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ اَبُو عَمْرٍ الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَأَى مَخِيْلَةً اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ، فَاِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : وَمَا اَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ : (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৩২৫৭. আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদ আবূ আমর বাসরী (র)... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মেঘের ঘনঘটা দেখতেন তখন অস্থির হয়ে একবার সামনে যেতেন আরেকবার পেছনে যেতেন। বৃষ্টি হয়ে গেলে তাঁর পেরেশানী বিদূরিত হত। আইশা (রা) বলেন, আমি এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ কি জানি এই মেঘ হয়ত এমনও হতে পারে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا)

তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল ঃ এই তো মেঘ আমাদের বৃষ্টি দান করবে। কিন্তু পরিণাম তা তাদের জন্য আযাব বয়ে নিয়ে আসে (সূরা আহকাফ ৪৬ঃ২৪)।

হাদীছটি হাসান।

٣٢٥٨-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ مَسْــعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : هَلْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمْ اَحَدٌ؟ قَالَ : مَا صَحِبَهُ مِنَّا اَحَدٌ وَلٰكِنْ قَدِافْـتَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا اَقْـتِلَ اَوِ اسْـتُطِرَ مَا فُعِلَ بِهِ ؟ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، حَتّٰى اِذَا اَصْـبَحْنَا اَوْ كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ، اِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيْءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ، قَالَ : فَذَكَرُوْا لَهُ الَّذِيْ كَانُوْا فِيْهِ، فَقَالَ : اَتَانِيْ دَاعِي الْجِنِّ، فَاَتَيْتُهُمْ فَقَرَاْتُ عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقَ فَارَانَا اٰثَرَهُمْ وَاٰثَرَ نِيْرَانِهِمْ . قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَسَاَلُوْهُ الزَّادَ وَكَانُوْا مِنْ جِنِّ الْجَزِيْرَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَظْمٍ يُذْكَرُ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ اَيْدِيْكُمْ اَوْ فَرَ مَا كَانَ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ اَوْ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لِدَاوَبِكُمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : فَلاَ تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا فَاِنَّهُمَا زَادُ اِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২৫৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জিনদের সঙ্গে নবীজীর যেদিন সাক্ষাতকার হয় সেদিন আপনাদের কেউ কি তাঁর সঙ্গে ছিলেন?

তিনি বললেন ঃ না, আমাদের কেউ সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিল না। মক্কা থাকাকালে একরাতে আমরা তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমরা ভাবছিলাম, তাঁকে গোপনে হত্যা করে ফেলেছে না কি? তাঁকে কোন জিনে উড়িয়ে নিয়েছে কি? কি হয়েছে তাঁর? সবচেয়ে অস্থির রাত আমরা কাটালাম। শেষে যখন ভোর হয়ে এল বা উষার মুখে হঠাৎ আমরা তাঁকে পেলাম। তিনি হেরার দিক থেকে আসছেন। তাঁরা (সাহাবীরা) তাঁকে তারা যে দুশ্চিন্তায় ছিলেন তা বললেন। নবীজী ﷺ বললেন ঃ জিনদের পক্ষ থেকে একজন আমন্ত্রণকারী আমার কাছে এসেছিল। এরপর আমি তাদের কাছে পৌঁছলাম এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনালাম।

ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, এরপর নবীজী আমাদের নিয়ে চললেন এবং তাদের চিহ্ন ও তাদের আগুনের চিহ্ন আমাদের দেখালেন।

শা'বী (র) বলেন, এরা ছিল জাযীরা অঞ্চলের জিন। তারা নবী ﷺ-এর কাছে খাদ্যের দরখাস্ত জানায়।

তিনি বললেন ঃ যে হাড্ডি (আহারের সময়) বিসমিল্লাহ বলে আহার করা হবে তা তোমাদের হাতে আরো অধিক গোশ্ত পূর্ণ হয়ে আসবে। আর উটের বিষ্ঠা বা গোবর তোমাদের পশু খাদ্য রূপে পাবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা হাড্ডি ও বিষ্ঠা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে না। কারণ এ দু'টো হল তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابٌ وَ مِنْ سُوْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা মুহাম্মদ

٣٢٥٩– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اِنِّى لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَيُرْوٰى عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَيْضًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِنِّى لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : اِنِّى لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ.

৩২৫৯. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ ঃ ১৬)। আয়াত প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি দিনে সত্তরবারও আল্লাহ্‌র নিকট ইস্তিগফার করি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিদিন শতবার ইস্তিগফার করি।

এটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর আবূ সালামা (রা) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٦٠–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. اَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ) قَالُوْا : وَمَنْ يَسْتَبْدَلُ بِنَا؟ قَالَ : فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَنْكِبِ سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ : هٰذَا وَقَوْمُهُ هٰذَا وَقَوْمُهُ.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ فِى اِسْنَادِهٖ مَقَالٌ.

وَقَدْ رَوٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ اَيْضًا هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ .

৩২৬০. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে,

(وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوا اَمْثَالَكُمْ)

যদি তোমরা বিমুখ হও তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন। আর তারা হবে না তোমাদের মত (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ ঃ ৩৮)। আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিলাওয়াত করলেন।

সাহাবীগণ বললেন ঃ কারা আমাদের স্থলবর্তী হবে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালমান (রা)-এর কাঁধে হাত মারলেন। পরে বললেন ঃ এ এবং এর কওম।

হাদীছটি গারীব। এর সনদটি বিতর্কিত।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর (র) ও এই হাদীছটি আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٦١-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، اَنْبَانَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيْحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ : قَالَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ ذَكَرَ اللّٰهُ اِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتَبْدِلُوا بِنَا ثُمَّ لَمْ يَكُوْنُوا اَمْثَالَنَا؟ قَالَ : وَكَانَ سَلْمَانُ بِجَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخِذَ سَلْمَانَ قَالَ : هٰذَا وَاَصْحَابُهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ مَنُوْطًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيْحٍ هُوَ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ .

وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكَثِيْرَ. وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ

৩২৬১. আলী ইব্‌ন হুজর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় সাহাবী একদিন বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যদি বিমুখ হই তবে অন্য জাতিকে আমাদের স্থলবর্তী করা হবে এবং তারা আমাদের মত হবে না বলে আল্লাহ্ তা'আলা যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তারা কারা?

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, সালমান (রা) সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালমান (রা)-এর উরুতে থাপ্পড় দিয়ে বললেন ঃ এ এবং এর সঙ্গীরা। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, ঈমান যদি ছুরাইয়া নক্ষত্রেও লটকে থাকে তবে পারস্যের লোকেরা সেখান থেকেও তা নিয়ে আসবে।

বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন নাজীহ (র) হলেন আলী ইবন মাদীনী (র)-এর পিতা। আলী ইবন হুজর (র) বহু হাদীছ আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছটি আলী (র) আমাদেরকে ইসমাঈল ইবন জা'ফর ইবন নাজীহ (র)-এর বরাতে রিওয়ায়ত করেছেন।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতহ

٣٢٦٢– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ، فَكَلَّمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَكَتَ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَسَكَتَ، فَحَرَّكْتُ رَاحِلَتِي فَتَنَحَّيْتُ وَقُلْتُ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ لاَ يُكَلِّمُكَ ، مَا اَخْلَقَكَ اَنْ يَنْزِلَ فِيْكَ قُرْاٰنٌ! قَالَ : فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِيْ، قَالَ : فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَقَدْ اُنْزِلَ عَلَيَّ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِيْ مِنْهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلاً .

৩২৬২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। এরপর আবার কথা বললাম কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। তখন আমি আমার বাহন উটটি চালিয়ে সরে এলাম। আমি নিজেকে লক্ষ্য করে বললাম ঃ হে খাত্তাবের বেটা, তোমার মা পুত্রহারা হোন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তুমি তিন তিনবার একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ কিন্তু তিনি একবারও তোমার সঙ্গে কথা বলেন নি। তোমার বিষয়ে কুরআনে কিছু নাযিল হওয়াটা বিচিত্র নয়। উমর (রা) বলেন, আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারিনি অমনি জনৈক আহ্বানকারীকে আমার নাম নিয়ে ডাকতে শুনতে পেলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ হে খাত্তাব পুত্র। আজ রাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর এমন একটি সূরা নাযিল করেছেন, যার বিনিময়ে সূর্যোদিত হয় এমন সব জিনিস (পৃথিবীর সবকিছু) লাভও আমার প্রিয় নয়। সেটি হল ঃ (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا).

হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ।

٣٢٦٣–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ) مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اٰيَةٌ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا عَلَى الاَرْضِ، ثُمَّ قَرَاَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا : هَنِيْئًا مَرِيْئًا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ، قَدْ بَيَّنَ

اللّٰهُ لَكَ مَاذَا يُفْعَلُ بِكَ، فَمَا ذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ) حَتّٰى بَلَغَ (فَوْزًا عَظِيْمًا) قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَفِيْهِ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ.

৩২৬৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

(لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ)

যেন আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন (সূরা ফাতহ ৪৮ ঃ ২)। এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হুদায়বিয়া থেকে ফেরার সময় নাযিল হয়। নবী ﷺ বললেন ঃ আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল হয়েছে যেটি আমার নিকট পৃথিবীর সবকিছু থেকে প্রিয়। এরপর তিনি উক্ত আয়াতটি তাঁদের পাঠ করে শুনালেন। সাহাবীগণ বললেন ঃ মুবারকবাদ আপনার জন্য। স্বাচ্ছন্দময় ও অনাবিল জীবন হোক আপনার হে আল্লাহ্র রাসূল। আপনার সঙ্গে কি আচরণ করা হবে তা তো আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট করে বলে দিলেন। কিন্তু আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? তখন নাযিল হল ঃ

(لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ)

আর তা এই জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করে দিবেন। এটাই তো আল্লাহ্র কাছে মহা সাফল্য (সূরা ফাতহ ৪৮ ঃ ৫)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এই বিষয়ে মুজাম্মি' ইব্ন জারিয়া (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣٢٦٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ : اَنَّ ثَمَانِيْنَ هَبَطُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيْمِ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَقْتُلُوْهُ فَاُخِذُوْا اَخْذًا، فَاَعْتَقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (وَهُوَ الَّذِى كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ) الْاٰيَةَ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩২৬৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে হাদীছ বর্ণিত যে, (হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে) তানঈম পাহাড় থেকে আশিজন কাফির নবী ﷺ ও সাহাবীদের উপর ফজরের সালাতের সময় অতর্কিতে চড়াও হয় এরা তাঁদের হত্যা করতে চাইছিল। কিন্তু তারা ধরা পড়ে এবং বন্দী হয় অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এদের মুক্ত করে দেন। এতদ সংশ্রবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

(وَهُوَ الَّذِى كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ)

তিনিই মক্কা উপত্যকায় এদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত এদের থেকে নিবারিত রেখেছেন, এদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা (সূরা ফাতহ ৪৮ ঃ ২৪)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٦٥–حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى) قَالَ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ بْنِ قَزَعَةَ.

قَالَ وَسَاَلْتُ اَبَا زُرْعَةَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مَرْفُوْعًا اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩২৬৫. হাসান ইব্‌ন কাযাআ বাসরী (র)... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) সূত্রে নবী ﷺ-এর থেকে বর্ণিত যে, (وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى) তাদের সুদৃঢ় করলেন তাকওয়ার কলেমায় (সূরা ফাতহ ৪৮ ঃ ২৬)-এ তাকাওয়ার কলেমা হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

হাদীছটি গারীব। হাসান ইব্‌ন কাযাআ (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। আমি আবূ যুরআ (রা)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনিও এই সূত্র ছাড়া এটিকে মারফূ' হিসাবে বর্ণিত বলে চিনতে পারেন নি।

بَابُ وَ مِنْ سُوْرَةِ الْحُجُرَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-হুজুরাত

٣٢٦٦– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ بْنُ جُمَيْلٍ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : اَنَّ الاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْتَعْمِلْهُ عَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ تَسْتَعْمِلْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَتَكَلَّمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا، فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا اَرَدْتَ اِلاَّ خِلاَفِى، قَالَ : مَا اَرَدْتُ خِلاَفَكَ، قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ : (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعْدَ ذٰلِكَ اِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُسْمِعْ كَلاَمَهُ حَتّٰى يَسْتَفْهِمَهُ قَالَ : وَمَا ذَكَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَدَّهُ يَعْنِى اَبَا بَكْرٍ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ مُرْسَلٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

৩২৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। আকরা' ইব্‌ন হাবিস (রা) নবী ﷺ -এর কাছে এলেন। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে তার কাওমের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করুন।

উমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে প্রশাসক নিয়োগ করবেন না।

তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে কথা কাটাকাটি করতে শুরু করেন। এমনকি তাদের আওয়াজ উচ্চ হয়ে পড়ে। আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন ঃ আমার বিরোধিতা ছাড়া আপনি অন্য কিছু চাচ্ছেন না।

উমর (রা) বললেন ঃ আমি আপনার বিরোধিতা করতে চাই না।

রাবী বলেন, তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

(يَاَ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ)

হে মু'মিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না .... (সূরা হুজুরাত ৪৯ ঃ ২)।

রাবী বলেন, এরপর থেকে উমর (রা) নবী ﷺ -এর কাছে যখন কথা বলতেন তখন এত নিম্নস্বরে কথা বলতেন যে, পুনঃ জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তাঁর আওয়াজ শুনা যেত না।

বর্ণনাকারী বলেন, ইব্‌ন যুবায়র (রা) তাঁর মাতামহ আবূ বকর (রা)-এর আচরণ সম্পর্কে এতে কিছু উল্লেখ করেন নি।

হাদীছটি গারীব-হাসান।

কোন কোন রাবী এটিকে ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র)-এর বরাতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর নাম তারা উল্লেখ করেন নি।

٣٢٦٧-حَدَّثَنَا اَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِى قَوْلِهِ : (اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ) قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ حَمْدِىْ زَيْنٌ وَاِنَّ ذَمِّى شَيْنٌ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : ذَاكَ اللّٰهُ . قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩২৬৭. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র)... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে,

(اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ)

যারা ঘরের পেছন থেকে আপনাকে উচ্চৈস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ... (সূরা হুজুরাত ৪৯ ঃ ৪) প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি একবার দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রশংসায়ই একজন প্রশংসিত হয় আর আমার নিন্দায়ই একজন নিন্দিত হয়।

নবী ﷺ বললেন ঃ এতো আল্লাহ্ তা'আলারই এখতিয়ার।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

٣٢٦٨-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحٰقَ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا اَبُو زَيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي هِنْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي جُبَيْرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُوْنُ لَهُ الْاَسْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةُ فَيُدْعٰى بِبَعْضِهَا فَعَسٰى اَنْ يَكْرَهَ، قَالَ : فَنَزَلَتْ : (وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ).

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، اَبُو جُبَيْرَةَ هُوَ اَخُوْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ بْنِ خَلِيْفَةَ اَنْصَارِيٌّ. حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ يَحْيٰى بْنُ خَلَفٍ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ اَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِي جُبَيْرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ نَحْوَهُ.

৩২৬৮. আবদুল্লাহ ইব্ন ইসহাক জাওহারী বাসরী (র)... আবূ জাবীরা ইব্ন যাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক ব্যক্তির দু'টো তিনটে নাম থাকত। এর কোনটি দিয়ে ডাকা হলে সে সম্ভবত তা অপছন্দ করত। এ প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল হয়ঃ (وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ).

তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (সূরা হুজুরাত ৪৯ঃ ১১)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র)-আবূ জাবীরা ইব্ন যাহহাক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আবূ জাবীরা ইব্ন যাহহাক (রা) হলেন ছাবিত ইব্ন যাহহাক আনসারী (রা)-এর ভাই।

٣٢٦٩-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْمُسْتَمِرُّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ قَالَ : قَرَأَ اَبُو سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ : (وَاعْلَمُوا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ) قَالَ : هٰذَا نَبِيُّكُمْ ﷺ يُوْحٰى اِلَيْهِ، وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ لَوْ اَطَاعَهُمْ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُوا فَكَيْفَ بِكُمُ الْيَوْمَ؟

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ : سَأَلْتُ يَحْيٰى بْنَ سَعِيْدِ الْقَطَّانَ عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ فَقَالَ ثِقَةٌ .

৩২৬৯. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আবূ নাযরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) একদিন তিলাওয়াত করলেনঃ (وَاعْلَمُوا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ)

তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল। অধিকাংশ বিষয়ে তিনি তোমাদের কথা মানলে তোমরাই কষ্ট পেতে (সূরা হুজুরাত ৪৯ঃ ৭)। পরে বললেনঃ ইনি তোমাদের নবী। তাঁর কাছে ওহী আসে। (আর সাহাবীরা হলেন) তোমাদের শ্রেষ্ঠ ইমাম। নবীজী যদি অধিকাংশ বিষয়ে তাঁদের মত লোকদের কথা শুনতেন তবে (পরিণামে) তাদেরও কষ্ট হত। আর আজ তোমাদের কি অবস্থা হবে?

হাদীছটি গারীব-হাসান-সাহীহ।

আলী ইব্ন মাদীনী (র) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান (র)-কে মুস্তামির ইব্ন রায়্যান (র) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ ইনি ছিকা বা নির্ভরযোগ্য।

٣٢٧٠–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِاٰبَائِهَا : فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ : بَرٌّ تَقِىٌّ كَرِيْمٌ عَلَى اللّٰهِ، وَفَاجِرٌ شَقِىٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللّٰهِ، وَالنَّاسُ بَنُوْ اٰدَمَ، وَخَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللّٰهُ : (يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ).

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ يُضَعَّفُ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَغَيْرُهُ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ.

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ.

৩২৭০. আলী ইব্ন হুজর (র)... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বললেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা জাহিলী যুগের অন্ধ অহমিকা এবং পিতৃপুরুষদের নিয়ে গর্ব করার প্রথা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। মানুষ হল দু'ধরনের। এক প্রকার হল সৎ, পরহেযগার এবং আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাবান। আরেক প্রকার হল অসৎ, বদবখত এবং আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্ট। মানুষ হল আদম-এর সন্তান। আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ).

হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাবান যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন। সব খবর রাখেন (সূরা হুজুরাত ৪৮ ঃ ১৩)।

হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার-ইব্ন উমর (রা) সনদে বর্ণিত হাদীছ হিসাবে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর যঈফ। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন প্রমুখ (র) তাকে যঈফ বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইনি হলেন আলী ইবন মাদীনী (র)-এর পিতা।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣٢٧١-حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلاَمِ بْنِ اَبِى مُطِيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوٰى .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ الاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ سَلاَمِ بْنِ اَبِى مُطِيْعٍ.

৩২৭১. ফাযল ইব্‌ন সাহল বাগদাদী আ'রাজ প্রমুখ (র)... সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কুলীনত্ব হল বিত্ত-বৈভবের নাম আর মান-মর্যাদা হল তাকওয়ার নাম।

সামুরা (রা)-এর রিওয়ায়ত হিসাবে হাদীছটি হাসান-গারীব-সাহীহ। সাল্লাম ইব্‌ন আবূ মুতী (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ قٓ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা কাফ

٣٢٧٢- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ : قَالَ : لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ : هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ : قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ ، وَيَزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. وَفِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ .

৩২৭২. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো আছে কি? শেষে সুমহান রব তাঁর কুদরতী পা তাতে স্থাপন করবেন। সে তখন বলবে ঃ কাত্ কাত্, হয়েছে হয়েছে। তোমার ইযযতের কসম, হয়েছে। তার একাংশ অন্যাংশের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ। এই সূত্রে গারীব। এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الذّٰرِيَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আয্-যারিয়াত

٣٢٧٣- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلاَمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النُّجُوْدِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ رَبِيْعَةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ عِنْدَهُ وَافِدَ عَادٍ، فَقُلْتُ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ وَافِدِ عَادٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : وَمَا وَافِدُ عَادٍ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ ، اِنَّ عَادًا لَمَّا اَقْحَطَتْ بَعَثَتْ قَيْلاً فَنَزَلَ عَلٰى بَكْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَسَقَاهُ الْخَمْرَ وَغَنَّتْهُ الْجَرَادَتَانِ ثُمَّ

خَرَجَ يُرِيْدُ جِبَالَ مَهْـرَةَ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى لَمْ آتِكَ لِمَرِيْضٍ فَاُدَاوِيَهُ وَلاَ لاَسِيْـرٍ فَاُفَادِيَهُ، فَاسْقِ عَبْـدَكَ مَا كُنْتَ مُسْقِيَهُ وَاسْقِ مَعَهُ بَكْرَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، يَشْكُرُ لَهُ الْخَمْرَ الَّتِى سَقَاهُ، فَرُفِعَ لَهُ سَحَابَاتٌ، فَقِيْلَ لَهُ : اخْتَرْ اِحْدَاهُنَّ ، فَاخْتَارَ السَّوْدَاءَ مِنْهُنَّ، فَقِيْلَ لَهُ : خُذْهَا رَمَادًا رِمْـدِدًا، لاَ تَذَرُ مِنْ عَادٍ اَحَدًا، وَذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ عَلَيْـهِمْ مِنَ الرِّيْحِ اِلاَّ قَدْرُ هٰذِهِ الْحَلْقَةِ يَعْنِى الْخَاتَمَ، ثُمَّ قَرَأَ (اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ) الآيَةَ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَلاَمٍ اَبِى الْمُنْذِرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النُّجُوْدِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ وَيُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيْدَ .

৩২৭৩. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... রাবীআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তাঁর কাছে আদ জাতির প্রতিনিধির কথা আলোচনা করা হয়। আমি বললাম ঃ আদ প্রতিনিধির মত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র পানাহ চাই।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আদ প্রতিনিধির বিষয়টি কি?

আমি বললাম ঃ অবহিত একজনের কাছেই জিজ্ঞাসা করেছেন। আদ জাতি যখন অনাবৃষ্টিতে নিপতিত হল তখন তারা কায়লকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে (মক্কায় প্রার্থনার জন্য) প্রেরণ করে। সে মক্কার বকর ইব্‌ন মুআবিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করে। বকর তাকে মদ পান করায় এবং জারাদা নামের দুই গায়িকা তাদের গান গেয়ে শোনায়। পরে সে মাহরা পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দেয় সেখানে গিয়ে সে বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কোন অসুস্থ ব্যক্তির বিষয়ে আসিনি যে তাকে চিকিৎসা করাব, কোন বন্দীর বিষয়ে আসিনি যে তার মুক্তিপণের ব্যবস্থা করব। আপনার বান্দাদের পানি বর্ষণ করুন, যাদের আপনি পানি সিঞ্চন করছেন না। মদ্য পান করানোর জন্য বকর ইব্‌ন ওয়াইলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলল ঃ এতদসঙ্গে বকর ইব্‌ন ওয়াইলের জন্যও পানি বর্ষণ করুন।

আকাশে বহু মেঘ দেখা দিল। বলা হল ঃ এগুলোর একটিকে গ্রহণ কর। সে নিকষ কাল একটি মেঘ গ্রহণ করল। বলা হল ঃ বিচূর্ণ ভস্ম নাও। আদ জাতির আর কাউকে ছাড়বে না।

নবীজী ﷺ উল্লেখ করেছেন যে, এই আংটিটির পরিমাণ বায়ূ তাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ (اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ)

যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম অকল্যাণকর বায়ূ। যা কিছুর উপর দিয়ে তা প্রবাহিত হল তা সব কিছুই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল (সূরা যারিয়াত ৫১ ঃ ৪১-৪২)।

একাধিক রাবী এই হাদীছটিকে সালাম আবুল মুনযির-আসিম ইব্‌ন আবূ নাজূদ-আবূ ওয়াইল-হারিছ ইব্‌ন হাস্‌সান (হারিছ ইব্‌ন ইয়াযীদ নামেও কথিত) (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٢٧٤–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ. حَدَّثَنَا سَلاَمُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّحْوِيُّ أَبُو الْمُنْذِرِ. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النُّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ يَزِيدَ الْبَكْرِيِّ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ غَاصٌّ بِالنَّاسِ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ تَخْفِقُ، وَإِذَا بِلاَلٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ : مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالُوا : يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْهًا ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ : وَيُقَالُ لَهُ الْحٰرِثُ بْنُ حَسَّانَ أَيْضًا.

৩২৭৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... হারিছ ইব্ন ইয়াযীদ বাকরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় এসে মসজিদে নববীতে গেলাম। দেখলাম মসজিদটি লোকে পরিপূর্ণ। কাল রঙের বহু পতাকা পত পত করছে। বিলাল (রা)-কেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে তরবারি সজ্জিত দেখতে পেলাম।

আমি বললাম ঃ লোকদের কি বিষয়?

লোকেরা বলল, নবীজী আমর ইব্ন আসকে এক অভিযানে প্রেরণের ইচ্ছা করেছেন।

এরপর রাবী সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) বর্ণিত হাদীছের মর্মে (৩২৭৩ নং) পূর্ণ হাদীছটির উল্লেখ করেন।

হারিছ ইব্ন ইয়াযীদ (রা) হারিছ ইবন হাস্সান নামেও কথিত আছেন।

بَابٌ وَمِنْ سُورَةِ الطُّورِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আত্-তূর

٣٢٧٥– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَإِدْبَارُ السُّجُودِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمٰعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَرِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ أَيُّهُمَا أَوْثَقُ؟ قَالَ : مَا أَقْرَبَهُمَا، وَمُحَمَّدٌ عِنْدِي أَرْجَحُ .

قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ : مَا أَقْرَبَهُمَا عِنْدِي، وَرِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ أَرْجَحُهُمَا

عِنْدِی. قَالَ : وَالْقَوْلُ عِنْدِی مَا قَالَ اَبُو مُحَمَّدٍ، وَرِشْدِیْنُ اَرْجَحُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاَقْدَمُ، وَقَدْ اَدْرَكَ رِشْدِیْنُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَرَاٰهُ.

৩২৭৫. আবূ হিশাম রিফাঈ (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ اِدْبَارُ النُّجُوْمِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَاِدْبَارُ السُّجُوْدِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

তার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে এবং তারকার অস্তগমনের পরও (সূরা তূর ৫২ ঃ ৪৯) হল ফজরের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাত। আর .... সালাতের পরও (সূরা কাফ ৫০ ঃ ৪০) হল বাদ মাগরিব দু'রাকআত সুন্নাত।

হাদীছটি গারীব। মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়ল-রিশদীন ইব্ন কুরায়ব (র) সূত্র ছাড়া এটি মারফূ' বলে আমাদের জানা নেই।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কুরায়ব-এর দুই পুত্র মুহাম্মদ এবং রিশদীনের মাঝে অধিকতর আস্থাযোগ্য কোন্‌জন?

তিনি বললেন ঃ এঁরা কতই না পরস্পর সন্নিকট ঃ তবে আমার মতে মুহাম্মদ অধিক নির্ভরযোগ্য।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র)-কেও আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ এরা পরস্পর কতই না সন্নিকট। তবে আমার দৃষ্টিতে তাদের মাঝে রিশদীন ইব্ন কুরায়ব (র) অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, আবূ মুহাম্মদ দারিমী যে মত ব্যক্ত করেছে সেটিই ঠিক। মুহাম্মদ (র)-এর তুলনায় রিশদীন (র) অধিকতর আস্থাযোগ্য। রিশদীন (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে পেয়েছেন এবং তাঁকে দেখেছেন।

بَابٌ وَمِنْ سُوْرَةِ النَّجْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আন্-নাজ্ম

٣٢٧٦– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى قَالَ : اِنْتَهٰى اِلَيْهَا مَا يَعْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقٍ. قَالَ : فَاَعْطَاهُ اللّٰهُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ، فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَاُعْطِیَ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ، وَغُفِرَ لِاُمَّتِهِ الْمُقْحِمَاتِ مَالَمْ يُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا. قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : (اِذْ يَغْشَی السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰی) قَالَ : السِّدْرَةُ فِی السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ سُفْيَانُ : فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَاَشَارَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ فَاَرْعَدَهَا . وَقَالَ غَيْرُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ : اِلَيْهَا يَنْتَهِی عِلْمُ الْخَلْقِ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِمَا فَوْقَ ذٰلِكَ.

قَالَ اَبُو عِيْسٰی : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২৭৬. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মি'রাজের সময়) সিদরাতুল মুন্তাহায় গিয়ে পৌঁছলে তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে এমন তিনটি জিনিস দান করলেন যা তাঁর পূর্বের আর কোন নবীকে তিনি দেন নি। সিদরাতুল মুন্তাহা হল এমন একটি স্থান যেখানে পৃথিবীর যা কিছু আছে তা সেখানে উত্থিত হয় আর ঊর্ধলোকে যা আছে তা অবতারিত হয় সে তিনটি জিনিস হল ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হল, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো দেওয়া হল তাঁকে আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক না করা পর্যন্ত তাঁর উম্মতের বড় বড় গুনাহ্‌সমূহও মাফ করে দেওয়া হল।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) (اذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى)

যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত. (সূরা নাজম ৫৩ ঃ ১৬) প্রসঙ্গে বলেন ঃ সিদরা বৃক্ষটি হল ষষ্ঠ আকাশে।

সুফইয়ান (র) তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে তা নাড়িয়ে বললেন ঃ (বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করে আছে) স্বর্ণ পতঙ্গ।

রাবী মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল (র) ব্যতীত অন্যান্যরা বলেন ঃ সিদরা পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে যায় সৃষ্টির জ্ঞান। এর ঊর্ধলোকের জ্ঞান তাদের নেই।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٧٧-اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ. حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِهِ (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى) فَقَالَ : اَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى جِبْرِيْلَ وَلَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

৩২৭৭. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র)... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى)

তাদের মাঝে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল বা আরো কম (সূরা নাজম ৫৩ ঃ ৮) আয়াতটি প্রসঙ্গে যিরর ইব্‌ন হুবায়শ (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ ইব্‌ন মাসউদ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ জিবরীল (আ)-কে দেখেছিলেন। তাঁর পাখা হল ছয় শ'।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব।

٣٢٧٨-حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اِنَّا بَنُوْ هَاشِمٍ، فَقَالَ كَعْبٌ : اِنَّ اللّٰهَ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلاَمَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوْسَى، فَكَلَّمَ مُوْسَى مَرَّتَيْنِ ، وَرَاٰهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ.

قَالَ مَسْرُوْقٌ : فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ : لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَيْءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرِي،

قُلْتُ : رُوَيْدًا ثُمَّ قَرَأْتُ (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) قَالَتْ : أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ؟ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُمِرَ بِهِ أَوْ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ ، لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ إِلاَّ مَرَّتَيْنِ : مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَمَرَّةً فِي جِيَادٍ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الأُفُقَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَقْصَرُ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ.

৩২৭৮. ইব্‌ন আবূ উমর (র)... শাবী (র) থেকে বর্ণিত। আরাফায় ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে কা'ব আহবার (রা)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি কা'বকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলে কা'ব (এত জোরে) তাকবীর ধ্বনি দেন যে, পাহাড়ে পাহাড়ে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ আমরা বানূ হাশিম।

কা'ব (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দর্শন ও কথন মুহাম্মদ ﷺ ও মূসা (আ)-এর মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। মূসা (আ) তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন দু'বার আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে দেখেছেন দু'বার।

মাসরূক (র) বলেন ঃ আমি পরে আইশা (রা)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। মুহাম্মদ কি তাঁর রবকে দেখেছেন?

তিনি বললেন ঃ তুমি এমন এক কথা উচ্চারণ করেছ যে ভয়ে আমার লোম খাড়া হয়ে গেছে।

আমি বললাম ঃ একটু ধীরে আম্মাজান। এরপর আমি পাঠ করলাম ঃ (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى)

তিনি তো তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন (সূরা আন-নাজম ৫৩ ঃ ১৮)। তিনি বললেন ঃ (আসল মর্ম ফেলে) কোথায় নিয়ে চলল তোমাকে? (তিনি যাঁকে দেখেছেন) ইনি তো হলেন জিবরীল। মুহাম্মদ (স) তাঁর রবকে দেখেছেন বা তাঁকে যে সব বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে সবের কোন কিছু গোপন করে রেখেছেন বা (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ)

আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান (সুরা লুকমান ৩১ ঃ ৩৪)। আয়াতে যে পাঁচটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে সে পাঁচটি বিষয় তিনি জানেন বলে কেউ যদি তোমাকে খবর দেয় তবে সে আল্লাহ্‌র উপর ভীষণ অপবাদ দিল। আসলে তিনি জিবরীলকে দেখেছেন। কেবল মাত্র দু'বারই তিনি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন। একবার সিদরাতুল মুন্তাহার কাছে। আরেকবার (মক্কার) জিয়াদ উপত্যকায়। ছয় শ' পাখা আছে তাঁর। দিগন্ত ভরাট হয়ে গিয়েছিল তখন।

দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ (র) শা'বী-মাসরূক... আইশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীছটির অনুরূপ মর্মে রিওয়ায়ত করেছেন।

দাউদ (র) বর্ণিত হাদীছটি মুজালিদ (র) বর্ণিত হাদীছ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ততর।

৩২৭৯–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَبْهَانَ بْنِ صَفْوَانَ لبَصْرِيُّ الثَّقَفِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ اَبُو غَسَّانَ. حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قُلْتُ : اَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُولُ (لاَ تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَارَ) قَالَ : وَيْحَكَ ذَاكَ اِذَا تَجَلَّى بِنُوْرِهِ الَّذِىْ هُوَ نُوْرُهُ وَقَالَ اُرِيَهُ مَرَّتَيْنِ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৩২৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নাবহান ইব্‌ন সাফওয়ান ছাকাফী (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন।

আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে, (لاَ تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَارَ)

তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত ... (সূরা আনআম ৬ ঃ ১০৩)।

তিনি বললেন ঃ বিনাশ হোক, এ অবস্থা হল তো তখন যখন তিনি তাঁর আসল নূরে তাজাল্লী করেন। মুহাম্মদ ﷺ তো তাঁর রবকে দু'বার দেখেছেন।

হাদীছটি হাসান-গারীব।

৩২৮০–حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الاَمَوِيُّ. حَدَّثَنَا اَبِىْ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِ اللّٰهِ (وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - فَاَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ رَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ .

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩২৮০. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ উমাবী (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে,

(وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - فَاَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى)

নিশ্চয় তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন। প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট (সূরা নাজম ৫৩ ঃ ১৩-১৪)। এবং ফলে তাদের মধ্যে ব্যবধান রইল দুই ধনুকের বা আরো কম। তখন আল্লাহ্ তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন (সূরা নাজম ৫৩ ঃ ৯-১০) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) অবশ্যই দেখেছেন।

এই হাদীছটি হাসান।

٣٢٨١-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ اَبِى رِزْمَةَ وَاَبُو نُعَيْمٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى) قَالَ : رَاٰهُ بِقَلْبِهِ .

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩২৮১. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى) যা তিনি দেখেছেন তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি (সূরা নাজম ৫৩ ঃ ১১) প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে তাঁর হৃদয়ে অবলোকন করেছেন।

এই হাদীছটি হাসান।

٣٢٨٢-حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ.حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَيَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ : قُلْتُ لِاَبِى ذَرٍّ : لَوْ اَدْرَكْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلْتُهُ ، فَقَالَ : عَمَّا كُنْتَ تَسْاَلُهُ ؟ قَالَ : كُنْتُ اَسْاَلُهُ هَلْ رَاٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَ : هَلْ سَاَلْتُهُ فَقَالَ نُوْرَانِىٌّ اَرَاهُ.

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩২৮২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ যারর (রা)-কে বললাম ঃ নবী ﷺ -কে যদি পেতাম তবে একটি বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম।

তিনি বললেন ঃ কি বিষয়ে তাঁকে তুমি জিজ্ঞাসা করতে?

আমি বললাম ঃ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, মুহাম্মদ ﷺ কি তাঁর রবকে দেখেছেন?

তিনি বললেন ঃ نُوْرَانِيٌّ أَرَاهُ.

তিনি (আল্লাহ্) তো জ্যোতির্ময় নূর। কেমন করে দেখব আমি তাঁকে!

হাদীছটি হাসান।

٣٢٨٣-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى وَابْنُ اَبِى رِزْمَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى) قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيْلَ فِى حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلاَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

قَالَ اَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩২৮৩. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে, (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى) তিনি যা দেখেছেন তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি (সূরা নাজম ৫৩ ঃ ১১) প্রসঙ্গে বর্ণিত যে, তিনি

বলেছেনঃ সূক্ষ্ম রেশমী হুল্লা পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। আকাশ ও যমীন ভরাট করে ফেলেছিলেন তিনি।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٨٤-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﷺ اِنْ تَغْفِرِ اللّٰهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَاَيُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ اَلَمَّا.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ زَكَرِيَّا بْنِ اِسْحٰقَ.

৩২৮৪. আহমাদ ইব্ন উছমান আবূ উছমান আল বাসরী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে,

(الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ)

ছোট-খাট ত্রুটি করলেও যারা বিরত থাকে কবীরা গুনাহ্ ও অশ্লীল কাজ থেকে.... (সূরা নাজম ৩২ঃ ৩২) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ হে আল্লাহ্, মাফ করবে যদি তবে বড় সব গুনাহ্ই মাফ করে দাও তুমি। এমন বান্দা কে আছে তোমার ছোট ছোট ত্রুটিতে যে নিপতিত হয় নি?

হাদীছটি হাসান-সাহীহ-গারীব। যাকারিয়া ইব্ন ইসহাক (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الْقَمَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল-কামার

٣٢٨٥- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فَلْقَتَيْنِ : فَلْقَةٌ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ، وَفَلْقَةٌ دُوْنَهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اُشْهَدُوْا، يَعْنِي (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ).

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩২৮৫. আলী ইব্ন হুজর (র)... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় ছিলাম। এমন সময় চাঁদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল — একটি অংশ পাহাড়ের ওদিকে অপর অংশটি এদিকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বললেনঃ

তোমরা লক্ষ্য করে দেখ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ).

কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হল (সূরা কামার ৫৪ ঃ ১) আয়াতটির মর্ম এই।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٨٦–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : سَأَلَ اَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ ﷺ اٰيَةً فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ، فَنَزَلَتِ (اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) اِلٰى قَوْلِهٖ (سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ) يَقُوْلُ : ذَاهِبٌ.

قَالَ اَبُو عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩২৮৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা নবী ﷺ-এর কাছে তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন দেখতে চাইল। তখন মক্কায় দু'বার চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা ঘটে। এপ্রসঙ্গে নাযিল হয় ঃ (اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)

কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র হল বিদীর্ণ। এরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে ঃ এতো চিরাচরিত যাদু (সূরা কামার ৫৪ ঃ ১-২)। (سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ) যা বিলীন হয়ে যায়।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٨٧–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ : اُشْهَدُوْا.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩২৮৭. ইব্ন আবূ উমর (র)... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়। তখন তিনি আমাদের বলেছিলেন ঃ তোমরা লক্ষ্য করে দেখ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٨٨–حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اِنْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اُشْهَدُوْا.

قَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩২৮৮. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয় তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা দেখে রাখ।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

٣٢٨٩–حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى صَارَ فِرْقَتَيْنِ : عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ، وَعَلَى هٰذَا الْجَبَلِ، فَقَالُوا سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ نَحْوَهُ.

৩২৮৯. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)... জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এমন কি তা দু'টুকরা হয়ে যায় — এক টুকরা এই পাহাড়ে, আরেক টুকরা ঐ পাহাড়ে।

কাফিররা বলল ঃ মুহাম্মদ আমাদের যাদু করেছে।

তাদের কেউ কেউ বলল ঃ সে আমাদের যাদু করতে পারলেও সব মানুষকেই তো আর যাদু করতে পারবে না।

কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে হুসায়ন-জুবায়র ইবন মুহাম্মদ ইব্‌ন জুবায়র ইবন মুত'ইম — তার পিতা — তার পিতামহ জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٩٠–حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو بَكْرٍ بُنْدَارٌ. قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمٰعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتْ مُشْرِكُوا قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)،

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩২৯০. আবূ কুরায়ব ও আবূ বকর বুন্দার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিক কুরায়শরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তাকদীর সম্পর্কে বিতণ্ডা করতে এল। এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় ঃ

(يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)

যে দিন এদেরকে উপুড় করে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে সে দিন এদেরকে বলা হবে জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। আমি তো প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি তাকদীর অনুসারে (সূরা কামার ৫৪ ঃ ৪৮-৪৯)।

হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আর-রাহমান

٣٢٩١- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ وَاقِدٍ اَبُو مُسْلِمٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ الرَّحْمٰنِ مِنْ اَوَّلِهَا اِلَى اٰخِرِهَا فَسَكَتُوْا، فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا اَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا اَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ (فَبِأَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) قَالُوْا : لاَ بِشَيْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ : كَأَنَّ زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الَّذِيْ وَقَعَ بِالشَّامِ لَيْسَ هُوَ الَّذِيْ يُرْوَى عَنْهُ بِالْعِرَاقِ كَانَّهُ رَجُلٌ اٰخَرُ قَلَبُوْا اِسْمَهُ، يَعْنِي لِمَا يَرْوُوْنَ عَنْهُ مِنَ الْمَنَاكِيْرِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ الْبُخَارِيَّ : يَقُوْلُ : اَهْلُ الشَّامِ يَرْوُوْنَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَنَاكِيْرَ، وَاَهْلُ الْعِرَاقِ يَرْوُوْنَ عَنْهُ اَحَادِيْثَ مُقَارِبَةً.

৩২৯১. আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াকিদ আবূ মুসলিম (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের কাছে বের হয়ে এলেন। তাঁদের কাছে তিনি সূরা আর-রাহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তাঁরা সকলেই চুপ করে শুনলেন। তিনি শেষে বললেন ঃ জিন-রজনীতেও আমি এই সূরা জিনদেরকে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলাম। তোমাদের তুলনায় উত্তম প্রতিউত্তর দাতা ছিল তারা। যখনই আমি, (فَبِأَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)

"সুতরাং তোমরা উভয় সম্প্রদায় তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" এ আয়াত তিলাওয়াত করতাম। তখনই তারা বলত ঃ

لاَ بِشَيْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ.

"তোমার নিয়ামতের কোন কিছুই আমরা অস্বীকার করি না হে আমাদের প্রভু। সব তারীফ তো তোমারই।"

হাদীছটি গারীব। ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম-যুহায়র ইব্ন মুহাম্মদ (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেছেন ঃ যে মুহাম্মদ ইব্ন যুহায়র শামে ছিলেন তিনি যেন সেই যুহায়র নন, যাঁর বরাতে ইরাকে রিওয়ায়ত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বহু মুনকার হাদীছ বর্ণনা করতে দেখে তাঁর নাম বদলে ফেলেছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র)-কে আমি বলতে শুনেছি শামবাসীরা যুহায়র ইব্ন মুহাম্মদ-এর বরাতে বহু মুনকার হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। ইরাকবাসীরা তাঁর বরাতে সাহীহ হাদীছ বর্ণনা করেন।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/ ৯৬৬৫(উ)—৫,২৫০